একটি বিশ্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা:
যুদ্ধের একটি বিকল্প
পঞ্চম সংস্করণ

সারাংশ

দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে রাজ্যগুলির মধ্যে এবং রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্র সত্তাদের মধ্যে সহিংসতা সংঘাতের প্রয়োজনীয় উপাদান নয়, World BEYOND War দাবি করে যে যুদ্ধকেই শেষ করা যেতে পারে। আমরা মানুষেরা আমাদের অস্তিত্বের বেশিরভাগ সময় ধরে যুদ্ধ ছাড়া বেঁচে ছিলাম এবং বেশিরভাগ মানুষ যুদ্ধ ছাড়া বেশিরভাগ সময় বেঁচে থাকে। যুদ্ধ প্রায় ১০,০০০ বছর আগে প্রতীয়মান হয়েছিল (হোমো সেপিয়েন্স হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের মাত্র ৫%) এবং সেনাবাহিনীযুক্ত রাষ্ট্রগুলির দ্বারা আক্রমণের আশঙ্কায় জাতি হিসাবে একটি ভয়াবহ চক্র তৈরি করেছিল, তাদের অনুকরণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল; এবং এর ফলে শুরু হয়েছিল সহিংসতা চক্র যা শেষ ১০০ বছরে অন্তহীন যুদ্ধের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যুদ্ধ এখন অস্ত্র হিসাবে সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য আরও ধ্বংসাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। তবে, গত ১৫০ বছরে নতুন বৈপ্লবিক জ্ঞান এবং অহিংস বিরোধ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি বিকাশ লাভ করেছে যা আমাদের দৃঢ়তার সাথে এটা প্রকাশ করার দিকে পরিচালিত করেছে যে যুদ্ধের সমাপ্তির সময় এসেছে এবং আমরা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংগঠিত করে এটি করতে পারি।

এখানে আপনি যুদ্ধের সেই স্তম্ভগুলি দেখতে পাবেন যা অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে যাতে যুদ্ধ ব্যবস্থার পুরো সৌধটি ভেঙে পড়ে, এবং এখানে শান্তির ভিত্তিটি রয়েছে, যা ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, যার ওপরে আমরা এমন একটি বিশ্ব তৈরি করব যেখানে প্রত্যেকে নিরাপদ থাকবে। এই বইটি চূড়ান্তভাবে যুদ্ধের অবসানের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে শান্তির জন্য একটি বিস্তৃত নীলনকশা উপস্থাপন করে।

যারা অবদান রেখেছেন

একটি গ্লোবাল সুরক্ষা ব্যবস্থা: যুদ্ধের একটি বিকল্প (পঞ্চম সংস্করণ)

World BEYOND War কর্তৃক প্রযোজিত এবং প্রকাশিত

পঞ্চম সংস্করণ সম্পাদক: Phill Gittins

আইএসবিএন: 978-1-7347837-7-3 (মুদ্রণ সংস্করণ)
আইএসবিএন: 978-1-7347837-6-6 (ই-বুক সংস্করণ)

মূল লেখক: Shifferd, Kent; Hiller, Patrick; Swanson, David

যারা এই এবং অতীতের সংস্করণগুলিতে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন এবং/বা অবদান রেখেছেন: Saul Arbess, Colin Archer, Steve Bailey, Jim Bearden, Kathy Beckwith, Leah Bolger, Robert Burrowes, Mary DeCamp, Mel Duncan, Pat Elder, Russ Faure-Brac, Ronald Glossop, Judith Hand, David Hartsough, John Horgan, Robert Irwin, Tony Jenkins, Susan Lain Harris, Patricia Mische, Catherine Mullaugh, Margaret Pecoraro, Tim Pluta, David Prater, Betty Reardon, John

Reuwer, Joe Scarry, Annette Schmidt, Alice Slater, Jewell Starsinger, Linda Swanson, Laurie Timmermann, Benjamin Urmston, এবং Greta Zarro।

যারা মতামত দিয়েছেন এবং তাদের উল্লেখ করা হয়নি, তাই তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার ইনপুট মূল্যবান।

বিন্যাস এবং নকশা: Paloma Ayala, www.ayalapaloma.com

বিষয়সূচী

SUMMARY 2**HOW THIS BOOK IS ORGANIZED…AND HOW TO USE IT**
7**"STUDY WAR NO MORE" – JOIN OUR ONLINE LEARNING COMMUNITY**
8**PREFACE TO THE FIFTH EDITION**
9**PREFACE TO 2018-19 EDITION**
11**A GUIDING VISION OF PEACE**
13**INTRODUCTION: A BLUEPRINT FOR ENDING WAR**
13**The Work of World BEYOND War**
15Disclaimer
14
Why an Alternative Global Security System is Necessary 17What Makes Us Secure?
16
The Old Security Paradigm 16
Alternative Security Paradigms 16
Human Security 17
Authentic Security 17
Human Needs 17
Common Security 17
The Iron Cage of War: The Present War System Described 20**The Necessity of an Alternative System – War Fails to Bring Peace** 25**War is Becoming Ever More Destructive**
28War Preparation and War are Major Contributors to the Environmental Crisis
24
The Benefits of an Alternative System 30**WHY WE THINK A PEACE SYSTEM IS POSSIBLE**
32**There is already more Peace in the World than War**
32**We Have Changed Major Systems in the Past**
32**We Live in a Rapidly Changing World**
32**The Perils of Patriarchy are Being Challenged**
33**Compassion and Cooperation are Part of the Human Condition**
35**The Importance of Structures of War and Peace**
36**An Alternative System is Already Developing**
36**Nonviolence: The Foundation of Peace**
37**OUTLINE OF AN ALTERNATIVE GLOBAL SECURITY SYSTEM**
40**How Systems Work**
40**Components of the Alternative Global Security System**
41**DEMILITARIZING SECURITY**
44**Executive Summary**
Error! Bookmark not defined.Strategic Policy and Action Recommendations
37
Shift to a Non-Provocative Defense Posture 46Phase Out Foreign Military Bases
40
Dismantle Military Alliances 40
End Invasions and Occupations 41
Disarmament 49Conventional Weapons
43
Outlaw the Arms Trade 43

End the Use of Militarized Drones 44
Phase Out Weapons of Mass Destruction 46
Establish a Peace Economy 59Realign Military Spending 50
The Economics of War Prevention 52
Create a Stable, Fair and Sustainable Global Economy 53
Democratize International Economic Institutions (WTO, IMF, IBRD) 55
Create an Environmentally Sustainable Global Aid Plan 56
Reconfigure the Response to Terrorism 66**The Role of Women in Peace and Security** 69**Strategic Policy and Action Recommendations** **Error! Bookmark not defined.MANAGING CONFLICT WITHOUT VIOLENCE 61**
Executive Summary **Error! Bookmark not defined.Shifting to A Pro-Active Posture 61**
Strengthening International Institutions and Regional Alliances 73**Reform the United Nations** 74Reform the Charter to More Effectively Deal with Aggression 63
Reform the General Assembly 63
Reform the Security Council 64
Provide Adequate Funding 65
Forecasting and Managing Conflicts Early On 65
Align Early with Indigenous Nonviolent Movements 66
Reform Peacekeeping Operations 66
International Law 79Strengthen the International Court of Justice 68
Strengthen the International Criminal Court 69
Encourage Compliance with Existing Treaties 71
Create New Treaties 71
Establish Truth and Reconciliation Commissions 72
The Role of Global Civil Society and International NGOs 86Nonviolent Intervention: Utilizing Civilian Peacekeeping Forces 74
Create a Nonviolent, Civilian-Based Defense Force 75
Proposals for Starting Over: Alternative Approaches to Humane Global Governance 91Inherent Problems with Collective Security 77
Principles of Humane Global Governance 77
The Earth Federation & The Earth Constitution 78
Proposal for a Global Emergency Assembly 79
Executive Summary **Error! Bookmark not defined.Strategic Policy and Action Recommendations 81**
CREATING A CULTURE OF PEACE 96**Establishing a Culture of Peace** 97Telling a New Story 83
The Unprecedented Peace Revolution of Modern Times 85
Planetary Citizenship: One People, One Planet, One Peace 86
Spreading and Funding Peace Education and Peace Research 104**Cultivating Peace Journalism** 107**Utilize Religion as a Tool for Building Peace**

109**ACCELERATING THE TRANSITION: BUILDING THE WORLD BEYOND WAR MOVEMENT**
113**Coalition-Building**
114**Peace Education Programs**
115**Nonviolent Direct Action Campaigns**
117**CONCLUSION**
119**Be Inspired**
119**ADDENDA**
121**Feminist Foreign Policy**
121**Infrastructures for Peace**
124**The Role of Youth in Peace and Security**
Error! Bookmark not defined.APPENDICES
109
Who We Are 131**World BEYOND War Chapters and Affiliates** 133**Resource Guide** 134**Books**
134**Movies** 137**Debunking Myths of War (handout)** 138**Kellogg-Briand Pact 1928 (handout)** 142

এই বইটি কীভাবে সাজানো হয়েছে... এবং এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে

এই বইটির শুরুতে একটি প্রেরণাময় "শান্তির দর্শন" রয়েছে যা কিছু মানুষের কাছে আকাশকুসুম বলে মনে হতে পারে যতক্ষণ না তারা বইটির বাকি অংশটি পড়বেন যাতে এটি অর্জনের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের প্রথম দুটি অংশ বর্তমান যুদ্ধ ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে তার বিশ্লেষণ এবং এটি প্রতিস্থাপনের কাম্যতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং কেন এটি করা সম্ভব তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। পরবর্তী অংশে বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বা গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের (এজিএসএস) রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যা জাতীয় সুরক্ষার ব্যর্থ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং এটিকে সাধারণ সুরক্ষা ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে - সবাই নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয়।

এজিএসএস যুদ্ধ শেষ করতে মানবতার জন্য তিনটি বিস্তৃত কৌশলের উপর নির্ভর করে: **১) সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ, ২) সহিংসতা ছাড়াই বিরোধ নিয়ন্ত্রণ এবং ৩) শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা।** এগুলি আমাদের ব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্কিত উপাদান: যুদ্ধযন্ত্রটি ভেঙে ফেলা এবং আরও নিশ্চিত সাধারণ সুরক্ষা প্রদান করবে এমন একটি শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়ে সেটি প্রতিস্থাপন করা জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো, প্রক্রিয়া, সরঞ্জাম এবং সংস্থাগুলি। **সুরক্ষার বেসামরিকীকরণের কৌশলগুলি** সামরিকতার উপর নির্ভরতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। প্রথম নজরে এই কৌশলগুলিতে কেবলমাত্র বর্তমান ব্যবস্থাটিকে "প্রত্যাহার করার" উপর নজর দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। তবে, তা সুরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা এবং তা অর্জনের জন্য আদর্শিক নীতিগুলিও প্রতিষ্ঠা করে। **সহিংসতা ছাড়াই বিরোধ নিয়ন্ত্রণের কৌশলসমূহতে** সুরক্ষা নিশ্চয়তার জন্য প্রতিষ্ঠান, সরঞ্জাম এবং প্রক্রিয়াগুলি সংস্কার করা এবং/ বা নতুন করে প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলি আমাদের সিস্টেমে সর্বাধিক বাহ্যিকভাবে কার্যকরী উপাদান। **শান্তির সংস্কৃতি তৈরির জন্য কৌশলগুলি** সর্বাধিক দূরদর্শী, সম্ভাব্য রূপান্তরকারী এবং ভবিষ্যতমুখী। এই কৌশলগুলি বলিষ্ঠ শান্তি ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং বিশ্বব্যাপী তার বিস্তারের উপায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ এবং নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। বইয়ের বাকি অংশটি এমন বাস্তবিক পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরে যা ব্যক্তি বা দল গ্রহণ করতে পারে, শীই সাথে রূপান্তরের গতি বাড়ানোর জন্য World BEYOND War এর প্রচেষ্টা তুলে ধরে এবং শেষে আরও অধ্যয়ন ও পদক্ষেপের জন্য একটি সংস্থানের গাইড প্রদান করে।

এই বইটি যুদ্ধ বিলোপের বিষয়ে কৌতূহলী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষার সরঞ্জাম। এটি আরও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য নীতিমালা সংক্রান্ত সুপারিশ এবং নাগরিক পদক্ষেপের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ। এটি ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, গোষ্ঠী আলোচনা এবং/ অথবা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা আপনাকে কভার-টু-কভার থেকে এটি পড়তে উত্সাহিত করি, যদিও আপনি যে কোন পয়েন্টে সহজে চলে যেতে পারেন।

এজিএসএস একটি গতিশীল, পরিবর্তনশীল সংস্থান: যদিও আমরা এখানে সুরক্ষার বিকল্প পদ্ধতির উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা এবং পরীক্ষা নথিভুক্ত করেছি এবং আমাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাগুলি দ্রুত প্রসারিত হয়ে চলেছে, আমরা এখনও একটি প্রভাবশালী যুদ্ধ ব্যবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি। নতুন চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞান অবশ্যই ক্রমাগত বিকাশিত হতে হবে, তাই আমরা আপনাকে এটি একটি শেয়ার করার প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি এখানে উপস্থাপিত বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিটি আবিষ্কার করার সাথে সাথে আপনাকে বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে সবচেয়ে কার্যকর এবং নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল ও সংস্থাগুলিতে আপনার নিজস্ব ধারণা তৈরি করতে উত্সাহিত করা হচ্ছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব সমাধান তৈরি করতে এবং সাধারণ সুরক্ষার জন্য মানচিত্র তৈরি ব্যবস্থার জন্য উত্সাহিত করার মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠায় আনতে মালিকানা এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপকে আমাদের আরও উত্সাহিত করার সম্ভাবনা বেশি। নাগরিক পদক্ষেপ বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য একেবারে প্রয়োজনীয়। সুতরাং, উপস্থাপিত বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করার

বাইরেও আমরা আপনাকে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনাগুলি এগিয়ে নিতে ব্যক্তি হিসাবে বা সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করার (এবং আমাদের সাথে শেয়ার করার) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

উপরের উল্লেখ অনুযায়ী যদিও এই বইটি শান্তি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক বিশেষজ্ঞের কাজের পাশাপাশি অনেক আন্দোলন কর্মীর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, এটি একটি পরিবর্তনশীল পরিকল্পনা যা আরও বেশি পরিমাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে। প্রথম অংশে বর্ণিত চ্যালেঞ্জগুলি বাস্তব, আন্তঃসংযুক্ত এবং অত্যন্ত কঠিন। কখনও কখনও আমরা সংযোগগুলি করি না কারণ আমরা সেগুলি দেখতে পাই না। কখনও কখনও আমরা উটপাখির মতো মাথা বালিতে গুঁজে রাখি - কারণ সমস্যাগুলি খুব বড়, অত্যধিক বিহ্বলকারী, খুব বেশি অস্বস্তিকর। খারাপ খবর হল আমরা যদি সেগুলি উপেক্ষা করি, তাহলে সমস্যাগুলি দূর হয়ে যাবে না। সুসংবাদটি হল যেখানে খাঁটি আশার কারণ রয়েছে।[1] যুদ্ধের ঐতিহাসিক সমাপ্তি এখন সম্ভব যদি আমরা কাজ করার ইচ্ছা জাগ্রত করি এবং সেভাবে নিজেকে এবং গ্রহকে আরও বড় বিপর্যয় থেকে বাঁচাই। World BEYOND War দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আমরা এটি করতে পারি।

" যুদ্ধ আর অধ্যয়ন করিও না" - আমাদের অনলাইনে শিখার সম্প্রদায়ে যোগদান করুন

"যুদ্ধ আর অধ্যয়ন করিও না" এই বইটির আরও অধ্যয়ন সমর্থন করার জন্য আমাদের ডিজাইন করা বিনামূল্যে, অনলাইন লার্নিং গাইড। গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর পিস এডুকেশন এর সহযোগিতায় রচিত, এই গাইডটি ব্যক্তিগতভাবে পড়ার জন্য বা শ্রেণিকক্ষে (মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়) এবং সম্প্রদায় গোষ্ঠীগুলির সাথে আলোচনা ও কথোপকথনে উৎসাহিত করার একটি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। "যুদ্ধ আর অধ্যয়ন করবেন না" বেশ কয়েকটি আলোচনার বিষয় উপস্থাপন করে, যার প্রতিটিতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির গভীর তদন্ত সমর্থন করার জন্য নির্দেশক প্রশ্নগুলি রয়েছে। "যুদ্ধ আর অধ্যয়ন করবেন না" এই বইটিকে জীবন্ত করে তুলতে সহায়তা করে: প্রতিটি আলোচনার বিষয়বস্তুতে আমাদের "অধ্যয়ন এবং কর্ম অংশীদারদের" পক্ষ থেকে একটি মুখবন্ধ ভিডিও রয়েছে - এরা বৈশ্বিক চিন্তাবিদ, কৌশলবিদ, শিক্ষাবিদ, অ্যাডভোকেট এবং আন্দোলন কর্মীরা যারা ইতিমধ্যে একটি বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলি বিকাশ করছেন। এই পুস্তক জুড়ে এর মধ্যে কিছু স্টাডি এবং অ্যাকশন অংশীদারদের সাথে পরিচিত করানো হবে।

" যুদ্ধ আর অধ্যয়ন করবেন না" আমাদের অনলাইনে শিখন কমিউনিটিতে যোগ দিন:www.globalsecurity.worldbeyondwar.org

[1] শান্তি কর্মী এবং অধ্যাপক জ্যাক নেলসন-প্যালমিয়ার "নির্ভরযোগ্য আশা" শব্দটি তৈরি করেছিলেন এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে ব্যক্তি এবং সম্মিলিতভাবে আমরা ব্যাঘাত এবং সংঘাতের দ্বারা চিহ্নিত একটি কঠিন উত্তরণের সময়কালে বাস করছি। এটি আমাদের ভবিষ্যতের গুণমানের আকৃতিকে সুযোগ করে দেয় এবং দায়িত্ব সরবরাহ করে। দেখুন: নেলসন-প্যালমিয়ার, জে. (২০১২)। *নির্ভরযোগ্য আশা: এটি বিশ্বের শেষ দিন যেমন আমরা জানি, তবে মৃদু অবতরণ সম্ভব*। মেরিনল, এনওয়াই: অরবিস বুকস।

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

একটি বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (এজিএসএস) এর চতুর্থ সংস্করণ ২০১৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অনেক কিছু ঘটেছে। করোনাভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) মহামারীর মতো সংকটগুলি কেবল বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিণতিই ঘটায়নি, সেই সাথে আমাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরা কীসের উপর নির্ভরশীল তা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনার সূচনা করেছে। সময়ের সাথে এই আলোচনার তীব্রতা আরও বেড়ে গেল কারণ অনেক লোক ইতিমধ্যে যা জানত তা বুঝতে পেরে: যে মিলিটারিরা আমাদের সুরক্ষিত করতে পারে না, বাস্তবে তারা আমাদের ক্ষতি করে।

সংকটের মুহূর্তগুলিতে, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবটি সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। সুসংবাদটি হল শান্তির জন্য চিরকালীন, বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাগুলি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, শান্তি সম্পর্কিত অনুমোদিত আইন প্রয়োগ এবং অন্যান্য বহু পরিবর্তনে আহ্বান জানিয়েছে যাতে যুদ্ধ ব্যবস্থা থেকে স্বাস্থ্যসেবার দিকে দীর্ঘকালীন এবং অব্যাহত পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। এই বইয়ের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিষয় হল বিশ্বব্যাপী একটি যুদ্ধবিরতি আহ্বান, যা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যার উপর স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা যেতে পারে।

যুদ্ধের ওভারল্যাপিং ও ছেদ করা সংকট, বেসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি, জলবায়ু ধ্বস, এবং পারমাণবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিরসনে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরতির দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি গড়ে তোলা দরকার। যুদ্ধ এবং পারমাণবিক যুদ্ধ সম্পর্কিত সংকটগুলিকে এখনও আমাদের মুখোমুখি অন্যান্য সংকটগুলির মতো মনোযোগও দেওয়া হয়নি। আমরা যদি একটি প্রজাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে ও সাফল্য অর্জন করতে চাই, তাহলে এই গতিশীল পরিবর্তনটি আরও প্রাসঙ্গিক।

এই সমস্ত বিষয়গুলি এই বইয়ের কেন্দ্রীয় বার্তা সময়োপযোগী এবং কালজয়ী করে তোলে: যদি আমরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্কটের সময়ে সমাজের প্রয়োজনগুলি পূরণ করতে হয়, তাহলে আমাদের সুরক্ষার ধারণাগুলি (এবং অনুশীলনগুলি) সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। এটি সমাজের পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে, যা বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের ব্যর্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করে যা অরক্ষিত অঞ্চলে আমাদের পুনরুদ্ধারের পথে পরিচালিত করতে এবং জীবনকে উন্নতি করতে সক্ষম। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি সামরিক ক্রিয়াকলাপগুলি থেকে মানুষ এবং গ্রহকে সুরক্ষিত, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য প্রাথমিক চাহিদা পূরণের ক্রিয়াকলাপে সম্পদের স্থানান্তর করার প্রাসঙ্গিকতা এবং আশু প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা রচনা করে- এমন একটি কাজ যা যুদ্ধ করতে পারে না।

আগের মতো বইটি চলমান কাজ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে, এতে পাঠকদের অবদান রাখতে উত্সাহ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান বইটি চতুর্থ সংস্করণের মতো একইভাবে সংগঠিত এবং পূর্বের ভূমিকাটি এখনও প্রযোজ্য। এখানেও যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে শান্তির নীলনকশাগুলি তুলে ধরায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। এই সংস্করণ জুড়ে সংশোধনী রয়েছে। কিছু সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে উদাহরণ যুক্ত করা বা প্রসারিত করা, সামান্য পরিবর্তন করা, নতুন ডেটা যোগ করা এবং প্রদর্শিত যুক্তিগুলিকে সমর্থন করার জন্য নতুন গবেষণা অভিজ্ঞতা অর্জন করা অন্তর্ভুক্ত।

এই সংস্করণে এমন নতুন বিষয় রয়েছে যা পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে আনা হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে: **নারীবাদী বৈদেশিক নীতি**; **শান্তির জন্য অবকাঠামো**; এবং **শান্তি ও সুরক্ষায় যুবাদের ভূমিকা**। আমরা এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে প্যাট্রিক হিলার এবং সল আরবেসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। প্যাট্রিক বইটির অন্যতম মূল লেখক এবং যুদ্ধ প্রতিরোধ উদ্যোগের (War Prevention Initiative) নির্বাহী পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি সেন্টার ফর ফেমিনিস্ট ফরেন পলিসির সাথে জড়িত রয়েছেন, এবং এই কারণেই আমরা তাকে নারীবাদী বৈদেশিক নীতির নতুন রচনাটি লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সল গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর মিনিস্ট্রিস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারস ফর পিসের (GAMIP) এবং কানাডিয়ান পিস ইনিশিয়েটিভের (CPI) এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শান্তির জন্য অবকাঠামোগত কাজ সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি। প্যাট্রিক এবং সলের কাছে তাদের

অবদানের জন্য আমরা চির ঋণী। শান্তি ও সুরক্ষায় যুবাদের ভূমিকা সম্পর্কিত নতুন বিষয়বস্তু এই সংস্করণটির সম্পাদক লিখেছেন, যার বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং পরিবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তরুণদের সাথে কাজ করার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এই নতুন সংযোজনগুলি স্বতন্ত্রভাবে এবং পুরো বইয়ের সাথে পড়া যেতে পারে, তবে এগুলিকে যা সংযুক্ত করে তা হল শান্তি-প্রতিষ্ঠায় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার প্রতি একটি সাধারণ প্রতিশ্রুতি। আমরা পরিশিষ্টের ঠিক আগে বইয়ের শেষে এই নতুন বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টেক্সটের সাথে প্রভাব এড়াতে এবং দ্রুত এবং সহজেই পাঠকদের নতুন উপাদান খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য এটি করা হয়। এই নতুন রচনাগুলি এই ক্ষেত্রের উদীয়মান প্রবণতাগুলিকে স্বীকৃতি দেয় এবং কীভাবে শান্তি গঠনকারী কমিউনিটি নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বিকশিত হচ্ছে সে আলোচনায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যুক্ত করেছে। এই লক্ষ্যে, বইয়ের অন্যান্য এন্ট্রিগুলির মতো এই নতুন এন্ট্রিগুলিকেও এজিএসএস কাঠামোর সাথে বিভিন্ন জায়গায় একীভূত করা যেতে পারে এবং বিভিন্নভাবে সমাপতিত হতে পারে, তবে স্বচ্ছতার জন্য, আমরা সেই কাঠামোর মধ্যে সেগুলি যেখানে রাখতে চাই সেখানে রেখেছি।

আমরা এই বইটি রচনায় সহায়তা করেছেন এমন অনেক লোককেও স্বীকৃতি জানাতে চাই। আমরা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত অনেক ধারণার প্রতিফলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রাখার World BEYOND War এর শাখাসমূহ এবং সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাই এবং প্রশংসা করি। আমরা আশা করি যে এই লেখাটি যুদ্ধের অবসান হওয়ার সম্ভাবনাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাতে আলোকপাত করতে সহায়তা করবে এবং সর্বোপরি, অন্যকেও এই সম্মিলিত প্রয়াসে যোগ দিতে উত্সাহিত করবে। যারা বইটির পূর্ববর্তী সংস্করণটি পড়েছেন এবং এটিতে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আমরা আশা করি আমরা আপনার উদ্বেগ এবং মন্তব্যের কিছুটা মূল্যায়ন করেছি। আমরা আমাদের সর্বাঙ্গীণ অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই: এই সংশোধনগুলির কয়েকটি তাদের সহায়ক মন্তব্য এবং সমালোচনামূলক মন্তব্যের কারণে করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এই বইটি কিছু সহায়তা প্রদান করবে যেহেতু আমরা সকলেই যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে এবং বিশ্বে শান্তির অগ্রযাত্রার জন্য পদক্ষেপ নিতে এবং চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অব্যাহত রেখেছি। এটি করতে সহায়তা করার জন্য আমরা শান্তির শিক্ষার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির অংশ হিসাবে এবং কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমাদের প্রচেষ্টা একত্রিত করতে পারি সে সম্পর্কে পরামর্শের আহ্বান জানিয়ে এই বইয়ের বিষয়বস্তু সরবরাহ করি।

২০১৮-১৯ সংস্করণের ভূমিকা

World BEYOND War এর "যুদ্ধের অবসানের নীলনকশা"র এই ৪র্থ সংস্করণটি "বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা ব্যবস্থা" এবং কৌশলগুলি, নতুন মডেল এবং কী কী নিয়ে গঠিত তা নিয়ে আমাদের চিন্তায় আরও একটি গতিশীল বিবর্তন এবং আমাদের সেখানে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। এই বইটি আমাদের কাজের নির্দেশনা দেয় এবং আমাদের কমিউনিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং চেঞ্জমেকার হয়ে উঠতে উত্সাহিত করেছে যারা পুরানো ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং নতুনটির ভিত্তি স্থাপন করছে।

প্রতি বছর আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করার এবং নীলনকশা অনুসরণ করা আরও সহজ করার আশা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে "একটি বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা: যুদ্ধের একটি বিকল্প" - এর জন্য মতামত জানাতে আমন্ত্রণ জানাই এবং উত্সাহিত করি। এই বছর আমাদের বেশিরভাগ মতামত আমাদের সর্বাঙ্গীণ অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এসেছে, যাদের মধ্যে অনেকেই "পুরো ব্যবস্থাকে" মনশ্চক্ষে দেখা এবং তাকে শব্দে প্রকাশ করা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করেছিলেন। এই সুযোগের একটি ব্যবস্থাগত কাঠামোর প্রয়োজনীয় জটিলতা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। সুতরাং এই সংস্করণটিতে স্পষ্টতার এই আহ্বানটিকে গুরুত্বেব দেওয়া হয়েছে। এই পৃষ্ঠাগুলিতে আপনি যে পরিবর্তনগুলি দেখতে পাবেন তার মধ্যে অনেকগুলি কাঠামোগত: কিছু অংশকে এমনভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যাতে কাঠামো আরও যুক্তিযুক্তভাবে স্থাপন করা যেতে পারে এবং কয়েকটি পুরাবৃত্তমূলক বিষয় মুছে ফেলা হয়েছে। আমাদের স্বচ্ছতার প্রয়াসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল **AGSS এর উপাদান এবং কৌশলগুলির সারসংক্ষেপের একটি চার্ট** এবং তার পাশাপাশি **একটি মাইন্ড-ম্যাপ/ ফ্লোচার্ট** যা ব্যবস্থার সমস্ত গতিশীল অংশগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে কল্পনা করতে পাঠকদের সহায়তা করবে।

এই সংস্করণে নতুন বিষয় হল আমাদের সিস্টেমের রূপরেখায় বর্ণিত তিনটি মূল উপাদান এবং নির্দেশক কৌশলগুলির প্রত্যেকটির **সংক্ষিপ্ত সারাংশ** । এই সংক্ষিপ্তসারগুলি বিদ্যমান সুরক্ষা প্রচেষ্টার অন্তর্বর্তীকালীন সংস্কার এবং নতুন পদ্ধতি এবং সংস্থার উন্নয়নের পক্ষে আরও বেশি রূপান্তরকারী প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় কৌশলগত ভারসাম্য চিত্রিত করতে সহায়তা করে। এই সংক্ষিপ্তসারগুলির সাথে পরিপূরক হিসেবে রয়েছে **কৌশলগত নীতি এবং ক্রিয়াকলাপের সুপারিশ**। এই সংযোজনটি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য কর্তৃক শেয়ার করা একটি গল্প দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল যিনি একজন মার্কিন কংগ্রেসের একজন মহিলা সদস্যকে এজিএসএসের একটি প্রতিলিপি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কংগ্রেসওম্যানের দপ্তর জানিয়েছিল যে এজিএসএস শক্তিশালী তবে সাধারণ আইন প্রণেতাদের জন্য খুব দুর্বোধ্য। এই নতুন সুপারিশগুলিতে আমরা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সুপারিশগুলির জন্য প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করি, সেগুলিকে পরিস্কৃত ও সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এই সুপারিশগুলি ক্রিয়াকলাপের আহ্বান জানানোর ওপরেও মনোযোগ নিবদ্ধ করে: সকল সংশ্লিষ্টদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য নির্দেশনামূলক পরামর্শ।

এজিএসএস কল্পনা করার আরেকটি চ্যালেঞ্জ হল অনেকের পক্ষে এমন কিছু কল্পনা করতে অসুবিধা হয় যার এখনও কোনও অস্তিত্ব নেই। বিগত সংস্করণগুলির মতো আমরাও আশা এবং পরিবর্তনের গল্পগুলি শেয়ার করি যা আধুনিক সময়ের অভূতপূর্ব ও অ-নথিভুক্ত শান্তি বিপ্লবকে আলোকিত করে; এমন একটি বিপ্লব যা সামরিকতন্ত্রের প্রবল সাংস্কৃতিক আখ্যানের পাশে ম্লান হয়ে যায়। আমরা আমাদের অনেক অধ্যয়ন এবং কর্ম অংশীদারদের কাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এই গল্পগুলিকে আরও জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করি: শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক চিন্তাবিদ, কৌশলবিদ, শিক্ষাবিদ, অ্যাডভোকেট এবং আন্দোলন কর্মীরা যারা ইতিমধ্যে একটি বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান বিকাশ করছে। আগে এই *অংশীদারদের "যুদ্ধ আর অধ্যয়ন করিও না" পরিচয় করানো হয়েছে*, এই পুস্তকের আরও অধ্যয়নের জন্য ডিজাইন করা আমাদের পরিপূরক, বিনামূল্যে, অনলাইন লার্নিং গাইডে

প্রবর্তিত হয়েছিল। "যুদ্ধ আর অধ্যয়ন করিও না"- এ পাওয়া ভিডিও সাক্ষাত্কারের লিঙ্কগুলির সাথে *আমরা তাদের গল্পগুলির স্নিপেটগুলি এখানে শেয়ার করি*।

"শুরু করার প্রস্তাবসমূহ: মানবিক বৈশ্বিক প্রশাসনের বিকল্প পদ্ধতি" শীর্ষক বিভাগটিতেও একটি বড় পর্যালোচনা হয়েছে। আমরা সম্পূর্ণরূপে জাতিসংঘকে ছেড়ে দিই নাই, তবে আমরা এর অনেকগুলি ত্রুটিগুলি স্বীকার করি, যার মধ্যে অনেকগুলি বর্তমান জাতিসমূহের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টান্তের আওতাধীন হতে পারে না। আমরা বর্তমান ব্যবস্থার কৌশলগত সংস্কারের জন্য আহ্বান জানাই, তবে আমরা বিশ্বব্যাপী প্রশাসনের পুরো দৃষ্টান্তটি পুনর্বিবেচনা করাও জরুরী বলে বিশ্বাস করি। World BEYOND War সম্প্রতি একটি "গ্লোবাল ইমার্জেন্সি অ্যাসেম্বলি (জিইএ)" এর জন্য একটি নতুন কাঠামো তৈরি করেছে, বর্তমান ইউএন সিস্টেমকে প্রতিস্থাপনের জন্য ডিজাইন করা বৈশ্বিক প্রশাসনের একটি প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা আর্থ ফেডারেশন এবং আর্থ সংবিধানের (Earth Federation & Earth Constitution) বিস্তৃত পরিচিতির সাথে আমাদের জিইএর সংক্ষিপ্তসার (চলমান কাজ) এর পরিপূরক। এই প্রচেষ্টাসমূহ ১৯৫৮ সালের দিকে ফিরে যায় যখন বিশ্ব সংবিধান এবং সংসদ সমিতি (World Constitution and Parliament Association) বিশ্ব গণতান্ত্রিক শাসনের নীতিগুলি প্রচার করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা মনে করি যে এই প্রস্তাবগুলি বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ প্রশাসনের জন্য কিছু আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মডেলগুলির প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই আশা নিয়ে শেয়ার করব যে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে নতুন চিন্তাভাবনা জাগ্রত করবে এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সংস্কারগুলিকে প্রভাবিত করবে।

বিগত সংস্করণগুলির মতো আমরা বর্তমান প্রবণতা আরও সঠিকভাবে চিত্রিত করতে নতুন এবং আপডেট হওয়া ডেটা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করি। শান্তি গবেষণার অবদান ক্রমবর্ধমান এবং যখনই সম্ভব আমরা শান্তি বিজ্ঞান ডাইজেস্ট *এর বহু যুক্তি সমর্থন করার জন্য বিশ্লেষণ থেকে*[2] অনুশীলনমূলক প্রমাণ একত্র করি। এছাড়াও স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অসলো, ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস বা ওয়ান আর্থ ফিউচার রিসার্চ যেমন সামরিক ব্যয়, ব্যবসা ও সুরক্ষা, লিঙ্গ এবং নিরাপত্তা, শান্তি বা এর অভাব এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক, কার্যক্ষম কৌশল এবং নীতি সুপারিশের তথ্য সরবরাহ করে।

আমরা জানি যে আমরা সম্ভবত উদ্ভূত সমস্ত সুরক্ষা উদ্বেগের সমাধান করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সহজেই ট্রাম্পবাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের সমাধান করার জন্য একটি সম্পূর্ণ ভলিউম উত্সর্গ করতে পারি। তবে সত্যি বলা যেতে পারে যে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান বক্তৃতা খুব কমই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী কূটনীতি অথবা সুরক্ষা নীতিতে একটি নতুন কৌশল উপস্থাপন করেছেন। যদিও আমরা সবাই চলমান এবং নতুন যুদ্ধের প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছি, World BEYOND War এবং এ জি এস এস-এর মিশন হচ্ছে আরও দীর্ঘমেয়াদী, কৌশলগত প্রচেষ্টার সমস্ত যুদ্ধের সমাপ্তি। আমরা আশা করি যে এই সাম্প্রতিক সংস্করণটি নতুন শেখার, নতুন প্রচার এবং নতুন অংশীদারিত্বের জন্য সুযোগ প্রদান করবে যা আমাদের প্রচেষ্টার সাথে সমবেত হওয়ার বাইরে চলে যেতে এবং বিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পারে। আমরা আশা করি যে আমাদের "অধ্যয়ন এবং কার্যকলাপের অংশীদারগণ" এর মতো অন্যান্য আন্দোলনকারীরাও নতুন সিস্টেমের উপাদান তৈরির সমালোচনামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বইটিতে হাইলাইট হওয়া উন্নয়ন এবং অন্তর্দৃষ্টিগুলির উপর ভিত্তি করে ফোকাস এবং ঐক্যের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে থাকবে।

[2] https://peacesciencedigest.org/

শান্তির একটি গাইডিং ভিশন

শান্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আমাদের। একটি টেকসই ভবিষ্যতের বিশ্ব যেখানে শিশুরা ভয় ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকে, শান্তির সংস্কৃতি দ্বারা লালিত হয় এবং তাদের পূর্ণ মানবিক সম্ভাবনা অর্জনে সক্ষম হয় সেটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিকল্পে একটি বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা ব্যবস্থা যা World BEYOND War এর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। আমরা এটিই চেষ্টা করছি। আমাদের প্রতিষ্ঠিত সিস্টেমটি আমাদেরকে এই দিকে চালিত করে - যদি তা না হয়, তবে আমাদের নকশাটি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। শান্তির জন্য আপনাদের গাইডিং ভিশনটি কী? কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি আপনাকে পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুপ্রাণিত করে?

"লোকেরা যা কল্পনা করতে পারে না, তার জন্য কাজও করতে পারে না।"- এলিজ বোল্ডিং (শান্তি ও সংঘাত অধ্যায়নের প্রতিষ্ঠাতা)

আমরা জানব যে আমরা শান্তি অর্জন করেছি তখন যখন বিশ্ব সকল শিশুদের জন্য নিরাপদ হবে। তারা দরজার বাইরে নির্দ্বিধায় খেলবে, কখনই ক্লাস্টার বোমা তুলবে না বা মাথার উপর ধ্বনিত হওয়া ড্রোন নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না। যতটা সম্ভব সকল শিশুদের জন্য সেখানে ভাল শিক্ষা থাকবে। স্কুলগুলি নিরাপদ এবং ভয় থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থনীতি স্বাস্থ্যকর হবে তখন, যখন ব্যবহারের মান ধ্বংসকারী জিনিসগুলির চেয়ে দরকারী জিনিসগুলি উত্পাদন করবে এবং যখন সেগুলি টেকসই ভাবে উত্পাদন করা হবে। যখন কার্বন দহনের কোনও শিল্প থাকবে না এবং বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত শিশু শান্তি অধ্যয়ন করবে এবং সহিংসতা মোকাবিলায় শক্তিশালী, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হবে, এটি কি আদৌ উদ্ভূত হওয়া উচিত। দ্বন্দ্বগুলি কোন উপায়ে শান্তভাবে শেষ করবে এবং সমাধান করবে তা শিশুরা শিখবে। বড় হওয়ার পর তারা শান্তি সেনায় নাম লিখতে পারবে, যা একটি শান্তিবাহিনী এবং বেসামরিকদের নিরস্ত্র ভাবে সুরক্ষার প্রশিক্ষণ ও বেসামরিক-ভিত্তিক প্রতিরক্ষার ব্যবহারকে নিখুঁতভাবে প্রশিক্ষণ দেবে, যখন অন্য দেশ বা অভ্যুত্থানের আক্রমণে তাদের জাতিগুলিকে দুর্নিবার করে তুলবে এবং এর কারনে বিজয় থেকে দায়মুক্ত থাকবে। শিশুরা সুস্থ থাকবে, কারণ একসময় যুদ্ধের মেশিনে ব্যয় করা বিশাল পরিমাণ অর্থের সাহায্যে স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। বায়ু এবং জল পরিষ্কার থাকবে, মাটি স্বাস্থ্যকর থাকবে এবং স্বাস্থ্যকর খাবার উত্পাদন করবে, কারণ পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের জন্য তহবিল একই উত্স থেকে পাওয়া যাবে। আমরা যখন বাচ্চাদের খেলতে দেখি, তখন আমরা তাদের খেলাধুলায় বিভিন্ন সংস্কৃতির বাচ্চাদের একসাথে দেখতে পাব, কারণ সংরক্ষিত সীমানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শিল্প সমৃদ্ধ হবে, এবং বিজ্ঞান সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধি তৈরির জন্য ধ্বংসাত্মক উপায়ের চেয়ে গঠনমূলকের দিকে মনোনিবেশ করবে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি - ধর্ম, কলা, খাবার, ঐতিহ্য ইত্যাদিতে গর্বিত হতে শেখার সময়- এই শিশুরা বুঝতে পারবে যে তারা একটি ছোট গ্রহের নাগরিক, পাশাপাশি তাদের নিজ দেশের নাগরিক। তারা গণতান্ত্রিকভাবে সম্মত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে বেড়ে উঠবে। এই শিশুরা কখনই সৈনিক হবে না, যদিও তারা মানবতার ভাল সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিতে অথবা কোন ধরণের সার্বজনীন ভালোর জন্য সেবা প্রদান করতে পারবে।

সবাই নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়।

ভূমিকা: যুদ্ধ শেষ করার একটি নীলনকশা

"যুদ্ধব্যবস্থা একসময় যে উদ্দেশ্যেই কাজ করতে পারত তা ভবিষ্যতের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে, তবুও এটি বিলুপ্ত হয়নি।"

- প্যাট্রিসিয়া এম. মিশে (পিস এডুকেটর)

অন ভাইওলেনস এ, হান্না আরেন্ড লিখেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের কাছে এখনও রয়েছে এর কারন হল আমাদের প্রজাতির মৃত্যু কামনা তবে আক্রমণের কোন প্রবৃত্তি নয়, "... তবে সরল সত্য যে আন্তর্জাতিক বিষয়ক এই চূড়ান্ত সালিশীর জন্য কোন বিকল্প এখনও রাজনৈতিক দৃশ্যে হাজির হয় নাই।"[3] বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেম যা আমরা এখানে বর্ণনা করি সেটির প্রতিস্থাপণ হল: এটি জাতীয় সুরক্ষার ব্যর্থ ব্যবস্থাটিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এটিকে সাধারণ সুরক্ষা ধারণার সাথে প্রতিস্থাপন করে- সবাই নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয়।

এই বইয়ের লক্ষ্য হল একটি বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের মাধ্যমে যুদ্ধের শেষের দিকে কাজ করার জন্য যতটুকু জানতে হবে তার যা কিছু প্রয়োজন তা এক জায়গায় জড়ো করা- এটি এমন একটি বিকল্প যেখানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শান্তি অনুসন্ধান করা হয়।

যুদ্ধের অবসান এবং বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠার পথ তিনটি বিস্তৃত কৌশল দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে: ১) অসামরিকীকরণ সুরক্ষা; ২) সহিংসতা ছাড়াই সংঘাত পরিচালনা, এবং ৩) শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা। এই তিনটি কৌশল হল আমাদের নীলনকশার সাংগঠনিক উপাদান।

যাকে জাতীয় সুরক্ষা বলা হয় সেগুলি একটি কল্পিত অবস্থা যা যুদ্ধের শক্তি শুধু নিজের একার জন্য রাখে এবং অন্য সকল দেশ তা করতে অক্ষম হয়... তাই যুদ্ধ করার শক্তি ধরে রাখতে অথবা সেই শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে যুদ্ধ করা হয়।"

- টমাস মার্টন (ক্যাথলিক লেখক) দ্বারা উদ্ধৃত সাইমন ওয়েল (দার্শনিক এবং অ্যাক্টিভিস্ট)

রেকর্ড করা ইতিহাসের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যুদ্ধ এবং এটি কীভাবে জিততে পারি তা নিয়ে গবেষণা করেছি, তবে যুদ্ধটি আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে এবং এখন পুরো জনসংখ্যা ও গ্রহের ইকোসিস্টেমগুলিকে একটি পারমাণবিক হোলোকাস্টে ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। সংক্ষেপে, এটি "প্রচলিত" ধ্বংসকে কেবলমাত্র একটি প্রজন্মের আগেই অভাবনীয় করে তুলেছে, যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সঙ্কট অপরিবর্তিত থাকে। আমাদের মানব কাহিনীতে এমন নেতিবাচক পরিণতি দিতে রাজি নয় বলে আমরা ইতিবাচক উপায়ে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছি। আমরা যুদ্ধকে একটি নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছি: এটির সমাপ্তি হবে বিরোধী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রতিস্থাপন, যার ফলস্বরূপ কমপক্ষে, একটি স্বল্পতম শান্তিতে পরিণত হবে। এই ডকুমেন্টটি যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য একটি নীলনকশা। এটি আদর্শ স্বপ্নরাষ্ট্রের জন্য পরিকল্পনা নয়। এটি অনেকের কাজের সারাংশ, বহু বছর ধরে অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লোকদের বুঝতে চেষ্টা করার কারণ যে কখন, কেন প্রায় সবাই শান্তি চাচ্ছে, এবং আমাদের তখনও

---

[3] আরেনড, এইচ (১৯৭০)। *সহিংসতা বিষয়ে।* নিউ ইয়র্ক, এনওয়াই: হাফটন মিফলিন হারকোর্ট।

যুদ্ধ চলছে; এবং যুদ্ধের বিকল্প হিসাবে অহিংস সংগ্রামে এমন অসংখ্য মানুষের কাজ রয়েছে যাদের বাস্তব-বিশ্বে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে।[4] এই ব্যক্তিদের অনেকেই World BEYOND War এর সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করছে।

World BEYOND War এর কার্যকলাপ

World BEYOND War যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং একটি ন্যায় ও স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। আমরা বিশ্বাস করি যে শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, স্থায়িত্ব এবং মানবতার জন্য অন্যান্য সুবিধাগুলি অর্জনকারী বিদ্যমান নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তর আকারে সহযোগিতার জন্য এখন সঠিক সময়। আমরা বিশ্বাস করি যে পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যুদ্ধ-রুগ্ন এবং বিরোধ ব্যবস্থাপনার এমন একটি পদ্ধতি প্রতিস্থাপনের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনকে সমর্থন করতে প্রস্তুত যা জনসাধারণের প্রাণহানি, সম্পদ নিঃসরণ এবং গ্রহকে অবনমিত করে না।

World BEYOND War বিশ্বাস করে যে জাতিসমূহের মাঝে এবং জাতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সর্বদা বিদ্যমান থাকবে এবং সব দিক দিয়েই সর্বনাশা পরিণতি নিয়ে প্রায়ই সামরিকীকরণ করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে মানবতা তৈরি করা যায় - এবং ইতিমধ্যে তা তৈরির প্রক্রিয়ায় রয়েছে- একটি অ-সামরিকীকরণযোগ্য বিশ্বব্যাপী বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থা যা সহিংসতার আশ্রয় ছাড়াই সংঘাতগুলি সমাধান ও পরিবর্তন করতে পারে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে সামরিকীকরণের সুরক্ষা ব্যবস্থা করার সময় এ জাতীয় ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে করা দরকার; তাই আমরা পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী হিসাবে এই জাতীয় পদক্ষেপের পক্ষে থাকি।

আমরা নিশ্চিত যে যুদ্ধের সম্ভাব্য বিকল্পগুলি নির্মাণ করা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে তৈরি করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি না যে আমরা একটি নিখুঁত ব্যবস্থা বর্ণনা করেছি। এটি একটি চলমান কাজ যা আমরা অন্যকে উন্নত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। এবং আমরা বিশ্বাস করি না যে এই জাতীয় বিকল্প ব্যবস্থা সীমিত উপায়ে ব্যর্থ হতে পারে। তবে আমরা নিশ্চিত যে এই ধরনের ব্যবস্থা বর্তমান যুদ্ধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে ঢালাওভাবে ব্যর্থ করবে না, এবং এই ধরনের সীমিত ব্যর্থতা ঘটলে আমরা পুনর্মিলনেরও উপায় এবং শান্তিতে ফিরে আসার ব্যবস্থা সরবরাহ করব।

আপনি এখানে বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের উপাদানগুলি দেখতে পাবেন যা যুদ্ধ বা যুদ্ধের হুমকির উপর নির্ভর করে না। এই উপাদানগুলির মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে যেগুলির জন্য লোকেরা দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে আসছে, কখনো কয়েক প্রজন্ম ধরে: পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপ, জাতিসংঘের সংস্কার, ড্রোন ব্যবহারের সমাপ্তি, যুদ্ধ থেকে জাতীয় অগ্রাধিকার পরিবর্তন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি মানব ও পরিবেশগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্য, এবং আরও অনেক কিছু। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং একটি বিকল্প বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে তা প্রতিস্থাপনের জন্য একটি গণআন্দোলন পরিচালনা করার সময় World BEYOND War এই প্রচেষ্টাগুলিতে পুরোপুরি সহযোগিতা করতে চায়। আপনি আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও শিখতে পারবেন *ট্রানজিশন ত্বরান্বিত করা: World BEYOND War আন্দোলনের নির্মাণ বিভাগটি পড়ুন*।

[4] সেখানে এখন প্রচুর পরিমাণে বৃত্তি এবং সম্পদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সাথে প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি করা হয়েছে এবং বিরোধ পরিচালনার কৌশল ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সাথে সফল অহিংস আন্দোলন বিদ্যমান, যার বেশিরভাগ একটি গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেম: এন অলটারনেটিভ টু ওয়ার এর ডকুমেন্টের শেষের দিকে সংস্থান বিভাগে এবং World BEYOND War-এর ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘোষণা

World BEYOND War একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

যুদ্ধব্যবস্থাটি নির্মূল করা এবং বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের পরিবর্তে আমাদের নতুন চিন্তা অবলম্বন করা উচিত যা সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং বিশ্ব ব্যবস্থার বিভাজন সম্পর্কে পুরানো অনেক মানসিকতা ত্যাগ করার পরিবর্তে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। তাই আমরা এই প্রকাশনায় আন্তর্জাতিক, জাতীয়, সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গযুক্ত বোঝাপড়া এবং অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ সংহতকরণের জন্য প্রচেষ্টা করি।

আমরা স্বীকার করি যে এই বইয়ের অনেকগুলি বিশ্লেষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এবং বৈদেশিক নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অবশ্যই মার্কিন সামরিকতা বিশ্বজুড়ে সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্যাটির একটি বড় অংশ, তবে পুরো সমস্যা নয়। সত্যিকারের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হওয়ার পরিবর্তনে আমরা গ্রহের প্রতিটি কোনায় সামরিকতা ও যুদ্ধের বিস্তারের দিকে মনোযোগ আনার পাশাপাশি শান্তিবৃদ্ধি ও সুরক্ষার জন্য পশ্চিমা নয় এমন পদ্ধতি সংহত করার চেষ্টা করি। আমরা আশা করছি যে সময়ের সাথে সাথে বইটি আপনার ফিডব্যাক অনুসন্ধান এবং একীভূত করে আমাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির বৃহত্তর বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটাবে।

একটি বিকল্প গ্লোবাল সুরক্ষা ব্যবস্থা কেন প্রয়োজনীয়

আধুনিক ইতিহাস বিশদভাবে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে এতটা স্পষ্ট যে আমরা ধরে নেই যুদ্ধটি মানবতারই একটি বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মিড বিখ্যাতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে যুদ্ধ আমাদের জীনে নেই, এটি আসলে মানুষের আবিষ্কার। যুদ্ধের ক্ষেত্রে জীনগত প্রবণতার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণই নেই, আমাদের শিকারি-পূর্বপুরুষরা যারা কখনও[5] যুদ্ধের কাজে জড়িত ছিল কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার মতো কোনও কার্যকর নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। ১৯৮৬ সালে একদল বিজ্ঞানী স্পেনের সেভিল শহরে একত্র হয়েছিলেন এবং সর্বকালের জন্য মানবতার সহজাত যুদ্ধের প্রকৃতির কল্পিত ধারণাটিকে বিছানায় ফেলে দিয়েছিলেন। তারা সহিংসতার বিষয়ে সেভিলের বিবৃতি[6] তৈরি করেছিলেন যা জৈবিক নির্ধারণবাদের বহু অজুহাতকে চ্যালেঞ্জ করে এবং খণ্ডন করে ও তা প্রায়ই যুদ্ধে যাওয়ার ন্যায্যতার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্গারেট মিড যুক্তি দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ একটি সংস্কৃতিকভাবে শেখা আচরণ। তিনি পর্যবেক্ষণ করে এটি ব্যাখ্যা করেছেন:

"যদি কোনও লোকের যুদ্ধে যাওয়ার ধারণা থাকে এবং এই ধারণাটি হয় যে যুদ্ধ তাদের সমাজে সংজ্ঞায়িত কিছু পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায়, তাহলে তারা কখনও কখনও যুদ্ধে যেতে পারে।"

- মার্গারেট মিড

সুতরাং যুদ্ধ যদি সত্যই একটি মানব আবিষ্কার হয়, তাহলে আমরা এই সম্পর্কে কী করতে পারি? যুদ্ধ আমাদের চিন্তার অংশ এবং শহর চত্বরে শিক্ষা এবং সামরিক স্মৃতিস্তম্ভগুলির মাধ্যমে সংস্কৃতিতে অমর হয়ে আছে। মিড যুক্তি দেখিয়েছেন যে অন্যান্য সামাজিক আবিষ্কারগুলি ম্লান হয়ে গেছে, তবে এটির জন্য দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে: ১।[7] আমাদের অবশ্যই পুরানো আবিষ্কারের ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং ২. এটির প্রতিস্থাপনের জন্য আমাদের অবশ্যই একটি নতুন কিছু তৈরি করতে হবে।

প্রথম শর্ত সম্পর্কে, আমরা যুদ্ধের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত - সত্যিই, কোনও উত্সাহ নেই। আমাদের নীলনকশার এই সূচনা বিভাগটি এই ব্যর্থতাগুলি আবিষ্কার করে।

দ্বিতীয় শর্তটি বাকী বইটিকে কেন্দ্র করে। আমরা যুদ্ধ ব্যবস্থাকে কী দিয়ে প্রতিস্থাপন করব? বর্তমানে ব্যবহৃত বিকল্পগুলির চেয়ে কোন বিদ্যমান বিকল্পটি বেশি পছন্দনীয়? কোনটি এখনও কল্পনা করা উচিত? এবং, একবার আমাদের যদি একটি যুদ্ধ ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনের জন্য একটি শান্তি ব্যবস্থার স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে তা পুরানো থেকে নতুনটিতে সহজভাবে রূপান্তর করতে পারি? এটি তৈরি করার জন্য আমাদের অবশ্যই কী জানা উচিত এবং আমাদের কী দক্ষতা প্রয়োজন? আমরা কোন রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক কৌশল ব্যবহার করতে পারি? এই রূপান্তরে আমাদের ভূমিকা কী?

---

[5] যখন এটি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক চলছিল, সেখানে ১০,০০০ বছরেরও পূর্বে পাওয়া প্রাণঘাতী গোষ্ঠীর সহিংসতার অল্প নৃতাত্ত্বিক প্রমান ছিল যা দ্রুতভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। জন হরগানের জরিপ দেখুন - *প্রাথমিক পর্যায়ে মানব বসতি ধ্বংসসাধনের দাবির জরিপ যেখানে যুদ্ধের গভীর বিবর্তনমূলক মূল রয়েছে*: https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/survey-of-earliest-human-settlements-undermines-claim-that-war-has-deep-evolutionary-roots/. আরও দেখুন ডগলাস ফ্রাই এর *লাইফ উইদাউট ওয়ার*: https://www.academia.edu/18818274/Reprint_Life_without_War

[6] সহিংসতার উপর সেভিলের বিবৃতিটি এখানে পড়ুন: http://www.culture-of-peace.info/vita/2011/seville2011.pdf

[7] যে সকল সামাজিক আবিষ্কারগুলি ম্লান হয়ে গেছে তার উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: দাসত্ব প্রতিষ্ঠান, নারীদের ভোটাধিকার এবং অন্যগুলির মাঝে বর্ণবাদ ইত্যাদি রয়েছে।

মার্গারেট মিড একটি তৃতীয় শর্তেরও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যা পুরানো উদ্ভাবনগুলি ম্লান হওয়ার জন্য অবশ্যই পূরণ করতে হবে: আমাদের বিশ্বাস করা দরকার যে সামাজিক আবিষ্কার সম্ভব।

যুদ্ধ ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে যে হতাশা অনুপ্রাণিত করেছে, তা কেটিয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়। ভবিষ্যতবিদরা এটি উল্লেখ করতে আগ্রহী যে আমাদের ভবিষ্যতের দর্শন যখন বর্তমান সম্ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন পছন্দসই বাস্তবতাগুলি কল্পনা করা এবং এটি নির্মাণ করা কঠিন। বর্তমান সিস্টেমটি এতই স্পষ্ট যে তা নেতিবাচক ভবিষ্যতের পূর্বনির্ধারিত বলে মনে হয়। এই ধরনের বিশ্বদর্শন আমাদেরকে সম্ভব্য উপায়ে চিন্তার সুযোগ করে দেয়। আমরা যদি সম্ভাব্য থেকে পছন্দসই ভবিষ্যতের বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হতে চাই, তাহলে যুদ্ধ-ব্যবস্থা এবং সামরিকতন্ত্রে মানুষ দ্বারা উদ্ভাবিত শৃঙ্খলাগুলি আমাদের চিন্তাকে আকার দেওয়ার জন্য ঝেড়ে ফেলতে হবে। এই কার্যক্রমে অগ্রণী শান্তির গবেষক কেনেথ বোল্ডিংয়ের উৎসাহমূলক কথা মনে রাখা সহায়ক: "যা কিছু বিদ্যমান, তা সম্ভব।" যুদ্ধ যে অনিবার্য এ রকম ভাবলে, সেটাই ঘটে; এটি একটি স্ব-পূরণকারী ভবিষ্যদ্বাণী। যুদ্ধের অবসান সম্ভব বলে ভেবে দেখলে প্রকৃত শান্তি ব্যবস্থায় গঠনমূলক কাজের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

আমাদেরকে কী সুরক্ষা করে?

নিরাপত্তা, বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তা, দুর্ভাগ্যক্রমে সামরিক শক্তি এবং বিশ্বব্যাপী আন্দাজের সাথে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটি একটি অরাজক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সুরক্ষা দৃষ্টান্ত থেকে এমন একটিতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন যা মানুষ ও গ্রহের চাহিদা প্রতিফলিত করে। সুরক্ষা চিন্তার ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জাতির রাষ্ট্র এবং ক্ষমতার প্রতিযোগিতার উপর জোর দিয়েছে।[৪] যদিও এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে সুরক্ষার বোঝাপড়া আরও প্রসারিত করা দরকার, তবুও প্রচুর আর্থিক সংস্থানগুলি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য রাখা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রগুলির অরাজক ব্যবস্থায় "সুরক্ষার উভয়সঙ্কট" শব্দটি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে: “সুরক্ষার উভয়সঙ্কট অনুসারে, একটি রাষ্ট্র তার সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিলে তা অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের সুরক্ষা হ্রাস করবে। নিজেকে রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অনিচ্ছাকৃতভাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া করতে উস্কে দিতে পারে।”[৯] প্রকৃত সুরক্ষার দ্বিধা অবশ্য পুরানো "শক্তির মাধ্যমে সুরক্ষা" এই দৃষ্টান্ত এবং মানুষ ও গ্রহের প্রয়োজনকে জোর দিয়ে একটি নতুন সুরক্ষা দ্বিধায় অবস্থিত।

পুরাতন সুরক্ষার দৃষ্টান্ত

“বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত শত সামরিক ঘাঁটি সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারিত সামরিক স্থাপনা সভ্যতাকে রক্ষা করবে না। এটা সেকেলে”

- লেস্টার ব্রাউন, আর্থ পলিসি ইনস্টিটিউট

---

[৪] কে, এস (২০১২)। *একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা: ক্ষমতার উদ্দেশ্য এবং শান্তির সন্ধান (২য় সংস্করণ)।* ল্যানহাম, এমডি: রোম্যান এবং লিটলফিল্ড

[৯] লেভিংগার, এম. বি. (২০১২)। *দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ: কারণগুলি বোঝা ও সমাধানগুলি উদ্ঘাটন করা।* ওয়াশিংটন, ডিসি: ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট অফ পিস

গত শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং স্নায়ু যুদ্ধের উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদেরকে সামরিক শক্তির মাধ্যমে প্রায় একচেটিয়াভাবে সুরক্ষা সংজ্ঞায়িত করতে আটকে রেখেছে।[10] সামরিক সুরক্ষার লেন্সগুলি কেবল "শক্তির মাধ্যমে শান্তি"-র ভাষায় দৃশ্যমান নয়, বাজেটের ক্ষেত্রেও এটি সহজেই পরিমানযোগ্য। ওয়ার রেজিস্টারস লিগের দৃএ কাজের ভিত্তি অনুসারে, বাজেট ব্যয়ে সরকারী[11] প্রতিকৃতির বিরোধী হিসাবে ফেডারাল বাজেটের ৫০% এরও বেশি সেনাবাহিনীতে যায়। সামাজিক পরিষেবাদি যেমন শিক্ষা বা মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা যেমন খাদ্য সুরক্ষা এই চিত্রটিতে খুব কম দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় ২০০৭ সালে ৫৪৮.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ৯৩,৪০০ কোটি মার্কিন ডলারে পরিণত হয়েছে, যেখানে শিক্ষার জন্য ২০০৭ সালে ৮,৯৯০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে কমে গিয়ে ২০২০ সালে ৬,৫০০ কোটি মার্কিন ডলারে ব্যয় দাঁড়িয়েছে।[12]

বিকল্প সুরক্ষার দৃষ্টান্ত

আর্থ পলিসি ইনস্টিটিউটের সভাপতি লেস্টার ব্রাউন সুরক্ষার নতুন সংজ্ঞার একটি ধারণামূলক এবং আর্থিক পরামর্শ দিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলের সংকট, দারিদ্র্য, খাদ্যের দাম বৃদ্ধি এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলি সামরিক বাহিনীর বিপরীতে প্রকৃত নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ। যদিও ধারণাগত পরিবর্তনটি তুলনামূলকভাবে সহজভাবে বোঝা যায়, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা শিল্পগুলির স্বত্বযুক্ত আগ্রহগুলি আর্থিক বছরের বাস্তবায়নে বাধা দেয়। শান্তিকর্মী ফ্রিদা বেরিগান লিখেছিলেন: "আমাদের সামরিক শিল্পের জটিলতা ভেঙে ফেলা উচিত এবং এর লাভকে সুরক্ষার বাইরে নিয়ে যেতে হবে, ভাবনার রূপান্তরকে উত্সাহিত করতে হবে যাতে সুরক্ষা বলতে বোমা ও সীমান্ত এবং রক্তপাতের চেয়ে বেশি কিছু বোঝায়, এবং সরকারের পুরো কাজটি ঘুরিয়ে চালাতে শুরু করে যাতে এটি কর্পোরেশনের ক্ষুধা নিরীক্ষণে নয় বরং মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।"[13]

মানব নিরাপত্তা

মানবিক সুরক্ষা মানুষ কেন্দ্রিক এবং শারীরিক সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুস্বাস্থ্য, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যকে সম্মান করে, যা মানবাধিকার সুরক্ষা এবং মৌলিক স্বাধীনতাকে জোর দেয়। ১৯৯৭ সালের নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রাপ্ত জোডি উইলিয়ামস, তাঁর কাজের মাধ্যমে ল্যান্ডমাইনগুলি নিষিদ্ধ করেছিলেন, মানব সুরক্ষা ধারণার সমর্থক হিসেবে, যেখানে শান্তি মানুষ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, জাতীয় নিরাপত্তা দ্বারা নয়, এবং এটি অবশ্যই টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশগত বিচার এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত।[14]

বাস্তব নিরাপত্তা

লেখক এবং শান্তি অধ্যয়নের অধ্যাপক জ্যাক নেলসন-প্যালমায়ার আমেরিকান ব্যতিক্রমবাদ এবং আধিপত্যের ভান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যাতে খাঁটি সুরক্ষার পথে আমাদের কল্পনাগুলি উদ্ঘাটন করা যায়। নেলসন-প্যালমায়ার খাঁটি সুরক্ষা এবং স্বার্থরক্ষার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়েছিলেন। নেতারা "পরিবার, বাড়ি, পাড়া এবং দেশকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখতে

---

[10] ব্রাউন, এল. (২০১১)। *বিশ্বের প্রান্তে: কীভাবে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক পতন রোধ করা যায়*। নিউ ইয়র্ক, এন ওয়াই: ডব্লিউ ডব্লিউ নরটন এবং কোম্পানি

[11] http://www.warresisters.org/pages/piechart.htm

[12] ২০২০ সালের মার্কিন সামরিক ও শিক্ষার বাজেটের ডেটা এখানে পাওয়া যাবে https://en.m.wikipedia.org/wiki/2007_United_States_federal_budget। ২০২০ সালের মার্কিন সামরিক ও শিক্ষার বাজেটের ডেটা যথাক্রমে (https://www.thebalance.com/u-s-military-budget-components-challenges-growth-3306320) এবং (https://firstfocus.org/wp-content/uploads/2019/04/FACT-SHEET-Presidents-FY20-Budget-K-12-Education.pdf), দেখুন। আরও তথ্য এবং ডাটার জন্য কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের ওয়েবসাইট দেখুন: https://www.cbo.gov/about/products/budget-economic-data

[13] http://www.warresisters.org/peaceeconomy

[14] ২০১১ এর টেড টক - http://www.ted.com/talks/jody_williams_a_realistic_vision_for_world_peace.html

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন" এই ধারণার ভিত্তিতেই প্রামাণিক সুরক্ষা তৈরি করা হয় (পৃষ্ঠা ৯২)। অন্যদিকে, স্বার্থরক্ষা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে নেতারা ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে, আমাদের জাতির বিশেষ অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে এবং অনেকগুলি স্বার্থান্বেষী চাহিদা ও প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয় ধারণাটি আক্রমণাত্মক সামরিকবাদ দ্বারা সমর্থিত। "সামরিকতা প্রতিরক্ষা নয়। বৈধ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার সুরক্ষিত করা এবং স্বার্থরক্ষা একই জিনিস নয়" (পৃষ্ঠা- ৯৪)। [15]

মানব চাহিদাগুলো

জন বার্টন মানব চাহিদা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তাঁর ধারণার সাথে সংঘাতের সমাধানের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রাথমিক চাহিদা রয়েছে এবং যদি এই চাহিদাগুলি পূরণ না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত হবে। পাঁচটি চাহিদার মধ্যে রয়েছে সুরক্ষা, অংশগ্রহণ, স্বায়ত্তশাসন, স্বীকৃতি এবং পরিচয়। যখন সুরক্ষা সকল মানুষের প্রাপ্য একটি চাহিদা, শক্তির মাধ্যমে সুরক্ষা অনুসরণ করা প্রত্যেকের মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করে না।

নির্দিষ্ট যুদ্ধের বিকল্পগুলি কখনই গুরুতরভাবে চাওয়া হয় না এবং যুদ্ধের কোনও বিকল্প হতে পারে এমন ধারণাও মানুষের কখনও হয় না।

সাধারণ সুরক্ষা

যুদ্ধের লোহার খাঁচায় অনুশীলন হওয়া সংঘাত ব্যবস্থাপনা হলো যেন আত্ম-পরাস্ত করা। "সুরক্ষা অনিশ্চয়তা" পরিচিত হিসাবে রাষ্ট্রগুলি বিশ্বাস করে যে তারা কেবলমাত্র তাদের শত্রুদের কম সুরক্ষিত করে নিজেকে আরও সুরক্ষিত করতে পারে, যার ফলে প্রচলিত, পারমাণবিক, জৈবিক এবং রাসায়নিক অস্ত্রগুলি ভয়াবহ ধ্বংসাত্মকতার পরিণতি লাভ করেছে। কারো প্রতিপক্ষের নিরাপত্তা বিপদে ফেলা সিকিউরিটি নয়, বরং সশস্ত্র সন্দেহের দিকে পরিচালিত করেছে এবং ফলস্বরূপ, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তারা মারাত্মকভাবে সহিংস হয়ে উঠেছে। সাধারণ সুরক্ষা স্বীকার করে যে একটি জাতি তখনই সুরক্ষিত থাকতে পারে যখন সকল জাতিরা সুরক্ষিত থাকে। জাতীয় সুরক্ষা মডেল কেবল পারস্পরিক নিরাপত্তাহীনতার দিকে পরিচালিত করে, বিশেষত এমন এক যুগে যখন জাতিদের রাষ্ট্রগুলি ছিদ্রযুক্ত থাকে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের পিছনে মূল ধারণাটি ছিল একটি ভৌগলিক অঞ্চলের চারপাশে একটি লাইন আঁকা এবং সেই লাইনটির অতিক্রম চেষ্টার সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করা। আজকের প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বিশ্বে সেই ধারণাটি অচল। জাতিসমূহ ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং স্টক এক্সচেঞ্জের মতো দুর্বল অবকাঠামোতে ধারণা, অভিবাসী, অর্থনৈতিক শক্তি, রোগের জীবাণু, তথ্য, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বা সাইবার-আক্রমণ হতে সরে থাকতে পারে না। কোনও জাতিই তাতে একা যেতে পারে না। এটির অস্তিত্ব থাকলেই সুরক্ষা অবশ্যই বিশ্বব্যাপী।

এর সংক্ষিপ্ততম আকারে সাধারণ সুরক্ষার অর্থ: **যতক্ষণ না সবাই নিরাপদে থাকে, কেউই নিরাপদ নয়।**

যুদ্ধের লোহার খাঁচা: বর্তমান যুদ্ধ ব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া আছে

যখন প্রাচীন বিশ্বে কেন্দ্রীভূত রাজ্যগুলির গঠন শুরু হয়েছিল, তখন তারা একটি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল যা আমরা সবেমাত্র সমাধান করা শুরু করেছি। যদি একটি গ্রুপের শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলির একটি সশস্ত্র, আক্রমণাত্মক যুদ্ধকারী রাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়, তবে তার কেবল তিনটি পছন্দ ছিল: যুদ্ধের মতো রাষ্ট্রকে জমা দেওয়া, পালানো বা অনুকরণ এবং যুদ্ধে জয়ের আশা। এইভাবে

---

[15] নেলসন-প্যালমিয়ার, জে (২০১২)। *প্রামাণিক আশা: এটি বিশ্বের শেষ দিন যেমন আমরা জানি, তবে মৃদু অবতরণ সম্ভব*। মেরিনল, এনওয়াই: অরবিস বুকস।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সামরিকীকরণে পরিণত হয় এবং মূলত তাই থেকে যায়। মানবতা যুদ্ধের লোহার খাঁচার ভিতরে নিজেকে আটকে রেখেছিল। সংঘাত সামরিকীকরণে পরিণত হয়। যুদ্ধ হল গ্রুপগুলির মধ্যে টেকসই এবং সমন্বিত সংঘাত যা বিপুল সংখ্যক হতাহতের দিকে পরিচালিত করে। লেখক জন হরগানের ভাষা মতে যুদ্ধের অর্থ হল সামরিকবাদ, যুদ্ধের সংস্কৃতি, সেনাবাহিনী, অস্ত্র, শিল্প, নীতি, পরিকল্পনা, প্রচারণা, কুসংস্কার এবং যুক্তিবাদ যা মারাত্মক গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে কেবল সম্ভবই করে না, বরং তেমনি সম্ভাবনাও তৈরি করে।[16]

যুদ্ধের পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে যুদ্ধগুলি কেবলমাত্র রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কেউ হাইব্রিড যুদ্ধের কথা বলতে পারে, যেখানে প্রচলিত যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বিভিন্ন ধরণের নির্বিচার সহিংসতা সংঘটিত হয়।[17] অ-রাষ্ট্রীয় কর্তারা যুদ্ধে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা প্রায়শই তথাকথিত ভারসাম্যহীন যুদ্ধের রূপ নেয়।[18]

স্থানীয় ঘটনাবলী দ্বারা নির্দিষ্ট যুদ্ধের সূত্রপাত হলেও এগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে "ভেঙে পড়ে" না। আন্তর্জাতিক ও বেসামরিক সংঘাত পরিচালনার জন্য এগুলি একটি সামাজিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফলাফল: যুদ্ধ ব্যবস্থা। যুদ্ধের সামান্যই শুরু করার ক্ষমতা যুদ্ধ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল যা বিশ্বকে নির্দিষ্ট যুদ্ধের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করে।

"যে কোন জায়গায় সামরিক পদক্ষেপ সর্বত্র সামরিক পদক্ষেপের হুমকি বৃদ্ধি করে।"
- জিম হ্যাবার (World BEYOND War এর স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য- ২০১৪-১৬)

---

[16] *যুদ্ধ আমাদের সর্বাধিক জরুরি সমস্যা - আসুন সমাধান করি* (http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/war-is-our-most-urgent-problem-let-8217-s-solve-it/)

[17] আরও পড়তে: হফম্যান, এফ জি (২০০৭)। *২১শ শতাব্দীতে সংঘাত: হাইব্রিড যুদ্ধের উত্থান*। আর্লিংটন, ভিএ: পটোম্যাক ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ।

[18] সামরিক শক্তি, কৌশল অথবা যুদ্ধকৌশল উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক যেখানে যুদ্ধ পক্ষের মধ্যে অসম যুদ্ধ হয়ে থাকে। ইরাক, সিরিয়া এবং আফগানিস্তান এই ঘটনার সর্বাধিক পরিচিত উদাহরণ।

যুদ্ধ ব্যবস্থা আন্তঃসংযোগযুক্ত বিশ্বাস এবং মূল্যবোধগুলির একটি সেটের উপর নির্ভর করে যা প্রায় দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে যে

যুদ্ধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলোর সত্য উন্মোচন

World BEYOND War যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ ভ্রান্তকাহিনী এবং এগুলির সত্য উন্মোচনকারী তথ্যের একটি তালিকা রক্ষা করে। যুদ্ধের ভ্রান্ত ধারণার সত্য উন্মোচনের বিষয়ে আমাদের হ্যান্ডআউটের পরিশিষ্টগুলি দেখুন।

সাধারণ যুদ্ধ ব্যবস্থার ভ্রান্ত ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে:

যুদ্ধ অনিবার্য; আমাদের সর্বদা তা ছিল এবং সর্বদা থাকবে।

যুদ্ধ "মানব প্রকৃতি।"

যুদ্ধ প্রয়োজন।

যুদ্ধ উপকারী।

সেগুলির সত্যতা এবং ইউটিলিটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্দেহাতীতভাবে চলে গেছে যদিও সেগুলি প্রকাশ্য মিথ্যা।[19]

"আমাদের অবশ্যই অপরীক্ষিত অনুমানগুলি ত্যাগ করতে হবে, উদাঃ যে যুদ্ধ সর্বদা থাকবে, যে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং টিকে থাকতে পারবো এবং যে আমরা পৃথক এবং সংযুক্ত নই।" - রবার্ট ডজ (বোর্ডের সদস্য, নিউক্লিয়ার এজ পিস ফাউন্ডেশন)

যুদ্ধ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান এবং অস্ত্র প্রযুক্তিও রয়েছে। এটি সমাজে গভীরভাবে স্থান পেয়েছে এবং এর বিভিন্ন অংশ একে অপরকে খাওয়ানো হয়ে যাতে এটি খুব দৃঢ় হয়। উদাহরণস্বরূপ, মুষ্টিমেয় ধনী দেশগুলি বিশ্বের যুদ্ধে ব্যবহৃত বেশিরভাগ অস্ত্র তৈরি করে এবং দরিদ্র দেশ বা গোষ্ঠীগুলিকে যে অস্ত্র বিক্রি করে বা দিয়েছে তাদের দ্বারা যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার ভিত্তিতে যুদ্ধে তাদের নিজের অংশগ্রহণকে ন্যায্যতা দেয়।[20]

যুদ্ধগুলি অত্যন্ত সংগঠিত, যুদ্ধ ব্যবস্থার দ্বারা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত বাহিনীর পূর্বপরিকল্পিত তৎপরতা যা সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (যুদ্ধ ব্যবস্থার অংশগ্রহণকারীদের একটি দৃঢ় উদাহরণ), সেখানে কেবলমাত্র যুদ্ধ নির্বাহী সংস্থা যেমন সরকারের নির্বাহী শাখা নেই যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানও সেনাপতি ছিলেন, সামরিক সংস্থা নিজেই (সেনাবাহিনী, নেভি, এয়ার ফোর্স, মেরিন সৈন্য, কোস্ট গার্ড) এবং সিআইএ, এনএসএ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধ কলেজ, তবে যুদ্ধটি অর্থ ব্যবস্থায়ও নির্মিত হয়েছে, স্কুল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিকভাবে স্থায়ী হয়েছে, পরিবারে একটি

---

[19] *আমেরিকান যুদ্ধ। বিভ্রান্তি এবং বাস্তবতা* (২০০৮) পল বুখেইট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ এবং যুদ্ধব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯ টি ভ্রান্ত ধারণা মুছে ফেলেছিল। ডেভিড সোয়ানসনের *যুদ্ধ একটি মিথ্যা-তে* (২০১৬) যুদ্ধের ন্যায্যতার জন্য ব্যবহৃত ১৪ টি যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছিল।

[20] দেশ অনুসারে অস্ত্র উত্পাদনকারীদের সঠিক তথ্যের জন্য, ২০১৯ স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট ইয়ারবুক অধ্যায় "অস্ত্র উৎপাদন এবং সামরিক পরিষেবা"-তে দেখুন https://www.sipri.org/yearbook/2019

ঐতিহ্য চালু রয়েছে, ক্রীড়া ইভেন্টে গৌরবমন্ডিত হয়েছে, গেম এবং চলচ্চিত্রে তৈরি হয়েছে এবং সংবাদমাধ্যমের দ্বারা উত্তেজিত হয়েছে। প্রায় কোথাও কেউ একটি বিকল্প জানতে পারে না।

সংস্কৃতির সামরিকতন্ত্রের মাত্র একটি স্তম্ভের একক ছোট উদাহরণ সামরিক নিয়োগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীতে তরুণদের তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রচুর চেষ্টা করে, তারা এটাকে "সেবা" বলে। নিয়োগকারীরা "পরিষেবা "টিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে নগদ এবং শিক্ষামূলক প্ররোচনা প্রদান করে এবং এটিকে উত্তেজনাপূর্ণ এবং রোমান্টিক হিসাবে চিত্রিত করে তোলে। নেতিবাচকগুলি কখনও চিত্রিত হয় না। নিয়োগের পোস্টারে বিকলাঙ্গ ও মৃত সৈন্য বা জর্জরিত গ্রাম এবং মৃত বেসামরিক লোকদের দেখানো হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্মি মার্কেটিং এবং রিসার্চ গ্রুপ ন্যাশনাল এসেটস শাখা সেমি-ট্রেলার ট্রাকের বহর বজায় রাখে যার অত্যন্ত পরিশীলিত, আকর্ষণীয়, ইন্টারেক্টিভ প্রদর্শনী যুদ্ধের গৌরব প্রদর্শন করে এবং "প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে" নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। বহরে "আর্মি অ্যাডভেঞ্চার সেমি" এবং অন্যদের মধ্যে "STEM/স্টেম সেমি" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[21] শিক্ষার্থীরা সিমুলেটরগুলিতে খেলতে পারে এবং ট্যাঙ্কের লড়াইয়ে লড়তে পারে বা ফটো অপ্সের জন্য অ্যাপাচি আক্রমণ হেলিকপ্টারগুলি ও ডোন আর্মির গিয়ারটি এবং পিচে যোগ দিতে পারে। ট্রাকগুলি বছরে ২৩০ দিন রাস্তায় থাকে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয় এবং এর ধ্বংসাত্মক ক্ষয়ক্ষতি প্রদর্শিত হয় না। ফটো সাংবাদিক নিনা বার্মান আমেরিকান জনগণের কাছে সাধারণ টিভি বিজ্ঞাপন এবং সমস্ত ধরণের ক্রীড়া ইভেন্টে উপস্থিতির বাইরেও যুক্তরাষ্ট্রের পেন্টাগনের নিজস্ব-প্রচারণা শক্তিশালীভাবে নথিভুক্ত করেছিলেন।[22]

আজ নিয়োগের জটিলতার কারণে "নিয়োগের বাজেট" নির্ধারণের চেষ্টা প্রায় অসম্ভব। অন্যান্য একশ' রিক্রুটিং[23] প্রোগ্রামের[24] পাশাপাশি স্কুল রিক্রুটিং [25]প্রোগ্রাম, [26]জ্যামআরএস, স্টারবেস, জেআরওটিসি, আসভ্যাব-সিইপি, এবং [27]ডডস্টেমের মতো নির্দিষ্ট প্রোগ্রামগুলির জন্য বাজেটের তথ্য কারো অনুরোধ এবং সংকলন করতে হবে। এই ব্যয়ের অনেকগুলি প্রতিটি শাখার সাথে পৃথক হবে- এবং এতে বিপণন এবং হলিউড সেন্সরশিপ প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত নয়।[28] "নিয়োগের" জন্য কী পরিমান ব্যয় করা হয় সম্ভবত তা ডিওডি (ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স) জানে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সমর্থন ছাড়াই যুদ্ধগুলি প্রায়শই চালু করা বা অব্যাহত থাকলেও নির্দিষ্ট, সাধারণ মনের সেট থেকে যুদ্ধগুলি কিছুটা পরিণতি লাভ করে। সরকারগুলি নিজেদের এবং জনসাধারণকে বোঝাতে সফল হয়েছে যে আগ্রাসনের জবাবে কেবল দুটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে: আত্মসমর্পন বা লড়াই করুন, "সেই দানব" দ্বারা শাসিত হোন বা বোমা ফেলে তাদের প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দিন। দুর্ভাগ্যক্রমে ২১শ শতাব্দীতে, এটি পুরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যুদ্ধ করা শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করে না, যেহেতু দুটি উপসাগরীয় যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ এবং সিরিয়ান/ আইএসআইএস যুদ্ধের ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। আমরা পারমাওয়ার

---

[21] মোবাইল প্রদর্শনী সংস্থাটি "একটি প্রদর্শনী বিন্যাস যেখানে একাধিক যানবাহন প্রদর্শন, ইন্টারেক্টিভ সেমিস, অ্যাডভেঞ্চার সেমিস এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্রেলার যা সেনা নিয়োগকারীদের দ্বারা পরিচালিত, আমেরিকার মানুষদের সাথে মার্কিন সেনাবাহিনীর এবং উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ছাত্র এবং তাদের প্রভাব কেন্দ্রের সাথে সেনাবাহিনীর সচেতনতা বৃদ্ধি"সরবরাহ করেছিল। এই ওয়েবসাইটে দেখুন: http://www.usarec.army.mil/msbn/Pages/MEC.htm

[22] *গানস অ্যান্ড হটডগস হাউ দ্য ইউ.এস মিলিটারি প্রোমোটস ইটস ওয়েপন আর্সেনাল টু দ্য পাবলিক* তে চিত্র প্রবন্ধটি দেখা যাবে https://theintercept.com/2016/07/03/how-the-us-military-promotes-its-weapons-arsenal-to-the-public/

[23] যৌথ বিজ্ঞাপন, মার্কেট এবং গবেষণা অধ্যয়ন: http://jamrs.defense.gov/

[24] একটি ডিওডি যুব কার্যক্রম: http://dodstarbase.org/

[25] জুনিয়র রিজার্ভ অফিসার্স প্রশিক্ষণ কর্পস: https://en.wikipedia.org/wiki/ Junior_Reserve_Officers%27_Training_Corps

[26] পেশা অনুসন্ধান প্রোগ্রাম ডি ও ডি এর সৌজন্যে: https://www.asvabprogram.com/

[27] ডিওডি স্টেম: http://www.dodstem.us/

[28] আরও জানতে পড়ুন: https://www.wsws.org/en/articles/2005/03/holl-m14.html

অবস্থায় প্রবেশ করেছি। ক্রিস্টিন ক্রিস্টম্যান, *প্যারাডাইম ফর পিস-এ* উপমার মাধ্যমে নির্দেশ করে যে আন্তর্জাতিক সংঘাতের জন্য একটি বিকল্প, সমস্যা সমাধানের উপায় হল:

> "আমরা ধাক্কা মেরে একটি গাড়ি চালু করি না। যদি কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে আমরা সনাক্ত করব যে কোন সিস্টেমটি কাজ করছে না এবং কেন: এটি কীভাবে কাজ করছে না? এটি কি একটু চালু হয়? চাকাগুলি কি কাদায় ঘুরছে? ব্যাটারির কি রিচার্জ করা দরকার? গ্যাস এবং বায়ু কি ঠিকভাবে যাচ্ছে? ধাক্কা দিয়ে গাড়ি চালানোর মতোই সামরিক সমাধান নির্ভর সংঘাত দৃষ্টিভঙ্গি ভাল ফল দেয় না: এটি সহিংসতার কারণগুলির মধ্যে পার্থক্য করে না এবং আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্য বিচার করে না।"[29]

যদি আমরা মানসিকতা পরিবর্তন করি, আগ্রাসকের আচরণের কারণগুলি বুঝতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, এবং সর্বোপরি, কারও নিজস্ব আচরণ কারণ কিনা তা দেখি, তাহলে আমরা যুদ্ধের অবসান করতে পারি। ওষুধের মতো কোন রোগের লক্ষণগুলির চিকিত্সা করাও এটি নিরাময় করতে পারে না। অন্যভাবে বলতে গেলে বন্দুকটি বের করার আগে আমাদের অবশ্যই প্রতিফলন খেয়াল করতে হবে। শান্তির এই নীলনকশাটি তা করে।

ওয়ার সিস্টেম কার্যকর হয় না। এটি শান্তি কিংবা ন্যূনতম সুরক্ষাও বয়ে আনে না। এটি কেবল পারস্পরিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। তবুও আমরা চালিয়ে যাই।

যুদ্ধগুলি হল জাতিগত; যুদ্ধ ব্যবস্থায় প্রত্যেককে প্রত্যেকের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশ্বটি একটি বিপজ্জনক জায়গা, কারণ যুদ্ধ ব্যবস্থাই এটিকে তেমনভাবে তৈরি করে। এটি হবসের "সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"। জাতিরা প্রায়শই বিশ্বাস করে যে তারা অন্য দেশগুলির ষড়যন্ত্র এবং হুমকির শিকার, তারা নিশ্চিত যে অন্যদের সামরিক বাহিনী তাদের নিজস্ব ব্যর্থতাগুলি দেখতে ব্যর্থ হলে তাদের ধ্বংস লক্ষ্য করেছে, তাদের ভয়ভীতি ও অস্ত্রধারণের আচরণ তৈরি করে যেহেতু শত্রুরা একে অপরের মিরর আয়না হয়ে উঠে। উদাহরণ প্রচুর রয়েছে: অসমীয় আরব-ইস্রায়েলি দ্বন্দ্ব, ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ যা আরও বেশি সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে[30]। কৌশলগত উঁচু স্থলের জন্য প্রতিটি পক্ষই রণকৌশল অবলম্বন করে। সভ্যতায় তার নিজস্ব অনন্য অবদানের কথা বলার সময় প্রতিটি পক্ষই অপর পক্ষকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। এই অস্থিরতার সাথে যুক্ত হচ্ছে খনিজ বিশেষত তেলের প্রতিযোগিতা, কারণ দেশগুলি তেলের অফুরন্ত বৃদ্ধি এবং আসক্তির একটি অর্থনৈতিক মডেল অনুসরণ করে।[31] তদুপরি, চিরকালীন নিরাপত্তাহীনতার এই পরিস্থিতি উচ্চাভিলাষী অভিজাত এবং নেতাদের জনপ্রিয় আশঙ্কা দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার সুযোগ দেয় এবং এটি অস্ত্র প্রস্তুতকারীদের পক্ষে লাভের অসাধারণ সুযোগ সরবরাহ করে যারা তখন রাজনীতিকদের মর্থন করেন যারা আগুনের শিখায় বাতাস দেয়।[32]

---

[29] শান্তির ওয়েবসাইটের দৃষ্টান্ত: https://sites.google.com/site/paradigmforpeace/

[30] ২০০৬ সালের একটি জাতীয় গোয়েন্দা অনুমান করে জানিয়েছে যে ইরাকের যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদের হুমকি বাড়িয়েছে। অনুমানটি ১৬টি গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা সংকলিত হয়েছিল এবং ইরাক যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এটি বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের প্রথম মূল্যায়ন ছিল। দেখুন *গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বলেছে যে ইরাক যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদের হুমকি দিয়েছে*: https://www.nytimes.com/2006/09/24/world/middleeast/24terror.html

[31] একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে যুদ্ধের সময় কোন দেশে যখন তেলের বিশাল মজুদ থাকে তখন বিদেশি সরকারের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ১০০ গুণ বেড়ে যায়। পিস সায়েন্স ডাইজেস্ট-এ সমীক্ষাটির বিশ্লেষণ এবং সংক্ষিপ্তসার দেখুন http://communication.warpreventioninitiative.org/?p=240

[32] এই বইগুলিতে গভীর ভাবে সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি পাওয়া যায়: ১) পিলিসুক, এম, এবং অ্যাকর্ড রাউন্ট্রি, জে (২০০৮)। *কে বিশ্বব্যাপী সহিংসতা ও যুদ্ধ থেকে উপকৃত হচ্ছে: একটি ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা উদ্ঘাটন করা।* ওয়েস্টপোর্ট, সি টি: প্রেগের সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল।

এই উপায়ে যুদ্ধ ব্যবস্থা নিজেই জ্বালানী, নিজেই চাঙ্গা এবং নিজেই স্থায়ী হয়। বিশ্বকে একটি বিপজ্জনক জায়গা বলে বিশ্বাস করে জাতিগুলি একটি সংঘর্ষের মধ্যে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলে এবং এইভাবে অন্যান্য জাতির কাছে প্রমাণ করে যে বিশ্ব একটি বিপজ্জনক স্থান এবং তাই তাদের অবশ্যই সশস্ত্র হওয়া উচিত এবং একইভাবে কাজ করা উচিত। লক্ষ্য হল একটি সংঘাতের পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সহিংসতার হুমকি দেওয়া এই আশায় যে এটি অন্যদিকে "প্রতিরোধ করবে", তবে এটি নিয়মিতভাবে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে লক্ষ্যটি কোনও সংঘাত এড়ানোর জন্য নয়, বরং এটি জেতার জন্য। নির্দিষ্ট যুদ্ধের বিকল্পগুলি প্রায় গুরুতরভাবে চাওয়া হয় না এবং যুদ্ধের কোনও বিকল্প হতে পারে এমন ধারণা মানুষের কাছে প্রায় হয় না। একজন সাধারণত যা সন্ধান করে না তা খুঁজে পায় না।

আমরা শান্তি চাইলেও কোনও নির্দিষ্ট যুদ্ধ বা নির্দিষ্ট অস্ত্র ব্যবস্থা অবসানের পক্ষে এখন আর যথেষ্ট নয়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যুদ্ধ ব্যবস্থার পুরো সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সকে আলাদা সিস্টেমের সাথে প্রতিস্থাপন করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা দেখতে পাব ইতিমধ্যে বাস্তব বিশ্বে এমন একটি সিস্টেম বিকাশ লাভ করছে।

যুদ্ধ সিস্টেম হলো একটি পছন্দ। লোহার খাঁচার প্রবেশদ্বারটি আসলে খোলা এবং আমরা যখনই বেছে নিই সেখানে যেতে পারি।

"যুদ্ধকে মারাত্মক রোগের মতোই, প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে হবে। সহিংসতা সঠিক ওষুধ নয়: এটি রোগ নিরাময় করে না, রোগীকে মেরে ফেলে।"
- জিনো স্ট্রাডা, ২০১৫ রাইট লাইভলিহোড পুরষ্কার বিজেতা

একটি বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা - যুদ্ধ শান্তি আনতে ব্যর্থ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে "সমস্ত যুদ্ধের অবসানের যুদ্ধ" হিসাবে ন্যায্যতা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ কখনো শান্তি বয়ে আনে না। এটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা এবং পরবর্তী যুদ্ধের আগ পর্যন্ত নতুন অস্ত্রের প্রতিযোগিতা নিয়ে আসতে পারে।

"যুদ্ধ, প্রথম দিকে, আশাবাদ যে তাদের অবস্থা আরও ভাল হবে; পরবর্তী প্রত্যাশা যে অন্য পক্ষের অবস্থা আরও খারাপ হবে; তারপর সন্তুষ্টি যে তাদের অবস্থাও ভাল হতে পারেনি; এবং, অবশেষে, সবার অবাক হওয়া যে প্রত্যেকের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।"
- কার্ল ক্রাউস (লেখক)

প্রচলিত ভাষায়, যুদ্ধের ব্যর্থতার হার ৫০% - এই যে এক পক্ষ সর্বদা হেরে যায়। তবে বাস্তব ভাষায়, তথাকথিত বিজয়ীরাও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

---

২) নর্ডস্ট্রম, সি (২০০৪)। *যুদ্ধের ছায়া: একবিংশ শতাব্দীতে সহিংসতা, ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক লাভজনক অবস্থা*। ওকল্যান্ড, সিএ: ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস।

যুদ্ধের ক্ষতি[33]	
যুদ্ধ	**হতাহত**
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	মোট - ৫০+ মিলিয়ন রাশিয়া ("বিজেতা") - ২০০ লাখ; ইউএস ("বিজেতা") - ৪,০০,০০০+
কোরিয়ান যুদ্ধ	দক্ষিণ কোরিয়া সামরিক - ১,১৩,০০০ দক্ষিণ কোরিয়া বেসামরিক - ৫,৪৭,০০০ উত্তর কোরিয়া সামরিক - ৩,১৭,০০০ উত্তর কোরিয়া বেসামরিক - ১০,০০,০০০ চীন - ৪,৬০,০০০ মার্কিন সেনা - ৩৩,০০০+
ভিয়েতনাম যুদ্ধ	দক্ষিণ ভিয়েতনাম সামরিক - ২,২৪,০০০ উত্তর ভিয়েতনামী সামরিক এবং ভিয়েত কং - ১০,০০,০০০ দক্ষিণ ভিয়েতনামী বেসামরিক নাগরিক - ১৫,০০,০০০ উত্তর ভিয়েতনামী বেসামরিক নাগরিক - ৬৫,০০০; মার্কিন সামরিক ৫৮,০০০+
ইরাক (২০০৩–২০০৮)	"অতিরিক্ত" ইরাকি মৃত্যু - ১৪,৫৫,৫৯০+[34][35] আহত ইরাকি - ৪২,০০,০০০+

যুদ্ধের হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্থরা সরাসরি যুদ্ধে নিহতদের চেয়ে অনেক বেশি। যারা যুদ্ধে হতাহতের পরিমাপের চেষ্টা করছেন তাদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, তবে আমরা যুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী মানব বিয়োগ থেকে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যাটিকে অবমূল্যায়ন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছি। আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি যে যুদ্ধে হতাহতের বিষয়ে আরও একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি ভয়াবহ পরিণতি প্রতিফলিত করে। যুদ্ধের একটি নিখুঁত নিরীক্ষণের মধ্যে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধের মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত থাকে। যুদ্ধের পরোক্ষ ভিক্টিমদের নিয়ে নিম্নলিখিতগুলির ব্যাপারে সন্ধান করা যেতে পারে:

- অবকাঠামো ধ্বংস

[33] উৎসের উপর ভিত্তি করে সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে। ডেথ টোলস ফর দ্য মেজর ওয়ার্স অ্যান্ড অ্যাট্রোসিটিস অফ দ্য টুএন্টিয়েথ সেঞ্চুরি এই ওয়েবসাইটটি (http://necrometrics.com/20c1m.htm) এবং কস্ট অফ ওয়ার প্রজেক্ট (https://watson.brown.edu/costsofwar) এই টেবিলের অনেক ডেটা সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

[34] ডেভিড সোয়ানসন উল্লেখ করেছেন যে যুদ্ধে মৃত্যুর পরিমাণ নির্ণয় করা খুব কঠিন এবং প্রায়ই প্রচারমূলক উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত করা হয়ে থাকে। "অতিরিক্ত মৃত্যু" এমন একটি পরিমাপ যা যুদ্ধ-পূর্ব নিষেধাজ্ঞার অধীনে মৃত্যুর হারকে ছাড়িয়ে যাওয়া মরণকে উল্লেখ করে। এই জটিলতার সম্পূর্ণ চিত্রের জন্য ডেভিড সোয়ানসনের "এভার মোর শকড, নেভার ইয়েট এওয়েড" দেখুন: http://davidswanson.org/iraq/। আরও দেখতে পারেন নিকোলাস জে এস ডেভিস রচিত "যুদ্ধে মৃত্যুর সাথে গেম খেলা": https://consortiumnews.com/2016/01/17/playing-games-with-war-deaths/

[35] ২০০৮ সালে ২০০৩-২০০৮ সালের মাঝে প্রায় ১৪,৫৫,৫৯০ অতিরিক্ত মৃত্যুর গণনা করার জন্য শুধু ফরেন পলিসি আরও সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃত সূত্র তৈরি করেছে। এখানে এই সূত্রের ব্যাখ্যা দেখুন: http://www.justforeignpolicy.org/deathcount/explanation

- ল্যান্ডমাইন
- অবসন্ন ইউরেনিয়াম ব্যবহার
- উদ্বাস্তু এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষ
- অপুষ্টি
- রোগ-ব্যাধি
- অনাচার
- অন্তঃরাষ্ট্রীয় হত্যা
- ধর্ষণ এবং অন্যান্য ধরণের যৌন সহিংসতার শিকার
- সামাজিক অবিচার
- পুনঃনির্দেশিত ব্যয়ের দ্বারা যে জীবনগুলি সংরক্ষণ করা যেতে পারে
- পরিবেশ বিপর্যয়

হত্যার বাইরেও যুদ্ধ অন্য অনেক উপায়ে ভিক্টিম করে। ২০১৬ সালের জুনে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (ইউএনএইচসিআর) বলেছিল যে "ইউএনএইচসিআর রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে যুদ্ধ এবং নির্যাতন যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি লোককে তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করেছে।" সংঘর্ষ ও নিপীড়নের কারণে দিনে 44,400 মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। ২০১৭ সালে মোট ৬৮৫ লক্ষ মানুষ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।[36] ২০০৩ সাল থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ মিলিয়ন ইরাকি শরণার্থী হয়েছেন, তাদের প্রায় অর্ধেকই ইরাকের বাইরে। শরণার্থীদের প্রায় অর্ধেকই শিশু।[37] আমাদের সম্পত্তি, কর্মসংস্থানের মাধ্যম, বিঘ্নিত শিক্ষাব্যবস্থা, ভাঙনের শিকার পরিবার, পরিবেশ বিপর্যয় এবং অন্য কিছু বরণের অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ ক্ষতিও বিবেচনা করতে হবে। এই জাতীয় "অপ্রত্যক্ষ" যুদ্ধক্ষেত্র এবং ক্ষতিগ্রস্থদের কথা বিবেচনা করেই, যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা হ্রাস সহ "পরিষ্কার", "সার্জিক্যাল" যুদ্ধের মিথের সঠিকভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে।

"বেসামরিক নাগরিকদের উপর ধ্বংসযজ্ঞটি অতুলনীয়, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অবাধ।"
- ক্যাথি কেলি, শান্তি আন্দোলন কর্মী

তদুপরি, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যুদ্ধগুলি শেষ হবে না বলে মনে হয়েছে, কয়েক বছর ধরে এমনকি কয়েক দশক ধরেও শান্তি অর্জন না করেই সমাধান ছাড়াই চলতে থাকবে। যুদ্ধ কোন ফল দেয় না। তারা চিরস্থায়ী যুদ্ধের একটি পরিস্থিতি তৈরি করে বা কিছু বিশ্লেষক যাকে এখন "পার্মাওয়ার" বলে আখ্যায়িত করে। নীচের আংশিক তালিকায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে হিসাবে বিগত ১২০ বছরে বিশ্ব অনেক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে:

স্পেনীয় আমেরিকান যুদ্ধ, বালকান যুদ্ধসমূহ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ান গৃহযুদ্ধ, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মধ্য আমেরিকার যুদ্ধ, যুগোস্লাভ ডেভলুশন যুদ্ধ, প্রথম এবং দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধসমূহ, সোভিয়েত ও মার্কিন আফগানিস্তান যুদ্ধসমূহ, মার্কিন-ইরাক যুদ্ধ, সিরিয়ান যুদ্ধ এবং ১৯৩৭ সালে জাপান বনাম চীনসহ অন্যান্য বিভিন্ন যুদ্ধ, কলম্বিয়ায় দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ (২০১৬ সালে সমাপ্ত), এবং সুদান, ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়া যুদ্ধ, আরব-ইস্রায়েলি যুদ্ধ (ইস্রায়েলি এবং বিভিন্ন আরব বাহিনীর মধ্যে সামরিক দ্বন্দ্বের সিরিজ), পাকিস্তান বনাম ভারত, ইত্যাদি

---

[36] গ্লোবাল ট্রেন্ডস দেখুন। ২০১৮ সালে জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি (https://www.unhcr.org/globaltrends2018/)

[37] শরণার্থীতে দেখুন: *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতজন ইরাকিকে তাদের নিজ বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করেছে?* (http://davidswanson.org/iraq/)

যুদ্ধ আরও বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে

যুদ্ধের ব্যয়গুলি মানব, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত পর্যায়ে অপরিসীম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দশ মিলিয়ন মারা গিয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫০০ থেকে ১০০০ লক্ষ মারা গিয়েছিল। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া যুদ্ধ ইরাকের ৫ শতাংশ মানুষকে হত্যা করে।[38] পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হলে মানব সমাজ বা এমনকি গ্রহের যে কোন জীবনকে শেষ করে দিতে পারত। আধুনিক যুদ্ধগুলিতে যুদ্ধের ময়দানে কেবল সৈনিকরা মারা যায় এমন নয়। "সামগ্রিক যুদ্ধ" ধারণাটি অ-যোদ্ধাদেরও ধ্বংস করেযেখানে আজ অনেক নাগরিক- মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ- সৈন্যদের চেয়ে বেশি যুদ্ধে মারা যায়। যে সমস্ত শহরে নাগরিকদের বিশাল সংখ্যায় এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় সেখানে নির্বিচারে উচ্চ বিস্ফোরক ফেলা আধুনিক সেনাবাহিনীর একটি সাধারণ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"যতদিন যুদ্ধকে মন্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ততদিন তার সর্বদা আকর্ষণ থাকবে। যখন এটিকে অশ্লীল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তখন এটির জনপ্রিয়তা শেষ হয়ে যাবেঠে।"

- অস্কার উইল্ড (লেখক ও কবি)

২০১৮ সালে, সহিংসতার জন্য বিশ্বব্যাপী 14.1 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বা মাথা পিছু 1,853 মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি) তাদের ২০১৯ এর গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্সে সরবরাহিত এই পরিমাপটি প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষায় ব্যয় এবং বিনিয়োগ হ্রাস করে।[39]

অহিংস শান্তিবাহিনীর সহ-প্রতিষ্ঠাতা মেল ডানকানের মতে, একজন পেশাদার এবং বেতনভুক্ত নিরস্ত্র বেসামরিক শান্তিরক্ষকের জন্য প্রতি বছর ৫০,০০০ মার্কিন ডলার ব্যয় হয়, প্রতি বছর আফগানিস্তানের একজন সৈন্যের জন্য মার্কিন করদাতাদেরকে ১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়।[40]

যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ পরিবেশ সঙ্কটের প্রধান কারণ

সমগ্র মানব ইতিহাসে বর্তমানের চেয়ে বৃহত্তর পরিবেশ ধ্বংসের কোন যুগ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমকে ক্ষুন্ন করার বিপদ সম্পর্কে কথা বলছেন যার উপর সভ্যতা নির্ভর করে এবং এর ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে।[41] আমরা ৬০০ লক্ষ বছরে সর্বাধিক বিলুপ্তির সংকটের মধ্যে রয়েছি, বিশাল আবাস ধ্বংস এবং ৮০,০০০ মানবসৃষ্ট রাসায়নিকের বিষাক্তকরণ দ্বারা জীবনের জালকে মুক্ত করার মাধ্যমে যে ব্যাপারে প্রকৃতির কোনও বিবর্তনীয় অভিজ্ঞতা নেই। আমরা গত দেড় শতাধিক বছর ধরে জীবাশ্ম জ্বালানী নির্গমনগুলির তাত্পর্যপূর্ণ বৃদ্ধির কারণে গ্রহটির দ্রুত গতিযুক্ত উষ্ণতার মধ্যে আছি। এর পরিণতি ইতিমধ্যে

---

[38] আরও দেখুন: http://davidswanson.org/iraq

[39] ২০১৯ সালের গ্লোবাল পিস ইনডেক্স প্রতিবেদনটি এখানে দেখুন http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/

[40] আফগানিস্তানে প্রতি বছর সৈন্যদের জন্য উৎস এবং বছরের উপর ভিত্তি করে আনুমানিক খরচ ৮,৫০,০০০ ডলার থেকে শুরু করে ২১ লক্ষ মার্কিন ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড বাজেটারি অ্যাসেসমেন্ট এর প্রতিবেদন দেখুন http://csbaonline.org/wp-content/uploads/2013/10/Analysis-of-the-FY-2014-Defense-Budget.pdf অথবা পেন্টাগন কম্পট্রোলারের প্রতিবেদন দেখুন http://security.blogs.cnn.com/2012/02/28/one-soldier-one-year-850000-and-rising/। নির্বিশেষে সঠিক সংখ্যা অনুযায়ে এটি অত্যধিক তা স্পষ্ট।

[41] আঞ্চলিক— বিশ্বব্যাপী এবং — *বাস্তুতন্ত্রের উপর সামরিক সহিংসতায়* যে ক্ষতি হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য আমরা গার স্মিথ সম্পাদিত দ্য ওয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিডার (২০১৭) দেখার সুপারিশ করছি। http://justworldbooks.com/books/war-environment-reader/

মারাত্মক উষ্ণতা তরঙ্গে অনুভূত হচ্ছে যার প্রভাবে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, আরও ঘন ঘন ও তীব্র ঝড় হচ্ছে যা কয়েক মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির ক্ষতি করেছে, সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি করেছে যা ইতিমধ্যে উচ্চতর ভূমির দিকে শরণার্থীদের প্রেরণ করছে এবং অবশেষে লক্ষ লক্ষ লোককে অন্য দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য করবে দেশগুলি, সীমান্তে সংঘাত আরও বাড়িয়ে তুলছে। তারপর গলিত হিমবাহ রয়েছে যা ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দুর্দান্ত সেচ নদীগুলিকে খাওয়াচ্ছে, চরম বন্যা সৃষ্টি করে এবং শুকিয়ে যাওয়ার পরে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান খাদ্য সংকট দেখা দেয়ার মতো কৃষিক্ষেত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়। মরুভূমিগুলি উত্তর জীবকে প্রসারিত ও অপসারিত করছে, রোগ ও জৈবজীবী এবং পরজীবী যেমন কৃষিক্ষেত্র এবং বন ক্ষতি করছে। এবং জীবাশ্ম জ্বালানী জ্বালানো এবং বন উজাড় হতে CO2 সমুদ্রকে অ্যাসিডযুক্ত করে দিচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষদের প্রোটিনের উপর নির্ভর করা খাদ্য চেইনের তলকে বিপদমুখী করছে। অন্যত্র সমুদ্রের বিশাল মৃত অঞ্চল রয়েছে, সার প্রবাহিত হওয়ার ফলে অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত। আর এটি একটি সংক্ষিপ্ত তালিকামাত্র।

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের অবক্ষয় এবং সম্পদের অভাব যুদ্ধ এবং সহিংসতার কারণহয়ে দাঁড়িয়েছে, যা প্রায়শই মানুষের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে।[42] কেউ কেউ দারিদ্র্য, সহিংসতা, জৈব সরলীকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এক বিপর্যয়কর সমন্বয়ের কথা বলেন। যদিও আমাদের যুদ্ধের কার্যকারণ চালিকাশক্তি হিসাবে এই কারণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়, তবে সেগুলিকে অতিরিক্ত হিসাবে বোঝা দরকার - এবং সম্ভবত ক্রমবর্ধমানগুরুত্বপূর্ণ - উপাদানগুলি যা একটি যুদ্ধ ব্যবস্থার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অংশ।

সামরিক কার্যকলাপ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক বা আসলে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা, এই প্রাণঘাতী প্রবণতাগুলিকে ত্বরান্বিত করে।[43] উদাহরণস্বরূপ:

- সামরিক বিমান বিশ্বের জেট জ্বালানির প্রায় এক চতুর্থাংশ খরচ করে
- মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ সুইডেন দেশের চেয়ে প্রতিদিন বেশি জ্বালানি ব্যবহার করে
- একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান এক ঘন্টায় প্রায় দ্বিগুণ জ্বালানি খরচ করে যতটা উচ্চ-গ্রাসকারী আমাদের মোটরচালক বছরে জ্বলে
- মার্কিন সামরিক বাহিনী ২২ বছর ধরে জাতির পুরো গণ পরিবহন ব্যবস্থা চালানোর জন্য এক বছরে পর্যাপ্ত জ্বালানি ব্যবহার করে
- ২০০৩ সালে একটি সামরিক অনুমান ছিল যে মার্কিন সেনাবাহিনীর জ্বালানি ব্যবহারের দুই-তৃতীয়াংশ যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বালানি সরবরাহকারী যানবাহনে ঘটেছিল
- সামরিক বাহিনী আমাদের পরিবেশকে টক্সিফাই করতে অবদান রাখে
- মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পাঁচটি বৃহত্তম রাসায়নিক কোম্পানির মিলিত চেয়ে বেশি রাসায়নিক বর্জ্য উৎপন্ন করে
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপারফান্ড সাইটগুলির বেশিরভাগই সামরিক ঘাঁটিতে রয়েছে[44]

---

[42] মাইকেল ক্লেয়ার *রিসোর্স ওয়ারস: বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বের* নতুন ল্যান্ডস্কেপ (২০০১) এই বিষয়ে প্রথম পাঠ্যপুস্তক।

[43] World BEYOND War এর #NoWar2017 সম্মেলনে "যুদ্ধ এবং পরিবেশ" এর থিমটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি #NoWar2017 এর সম্মেলনের সংস্থানগুলি, ভিডিও এবং অন্যান্য ডকুমেন্টেশন যা এই বিভাগে থাকা অনেকগুলি দাবিকে সমর্থন করে তা খুঁজে পাবেন https://worldbeyondwar.org/nowar2017/। অতিরিক্ত সহায়ক তথ্যসূত্র এবং সংস্থানগুলি এখানে পাওয়া যাবে: https://worldbeyondwar.org/war-threatens-environment-resources/

[44] সুপারফান্ড সাইটগুলি ই পি এ-এর মনোনীত অবস্থান যেখানে চরম বিপজ্জনক বর্জ্য মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

- ১৯৯১ সালে ইরাকের উপর আকাশপথে অভিযানের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৩৪০ টন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে যার মধ্যে ইউরেনিয়াম (ডিইউ) হ্রাস পায় - ২০১০ সালের শুরুতে ইরাকের ফালুজায় ক্যান্সার, জন্মগত ত্রুটি এবং শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল

যুদ্ধের প্রস্তুতি বাস্তুতন্ত্রকে অবনমিত করে এবং ধ্বংস করে যার উপর সভ্যতা নির্ভর করে। বেশিরভাগ সুপারফান্ড সাইট[45] এক্স আইডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে রয়েছে। ওহাইওর ফার্নাল্ড এবং ওয়াশিংটন স্টেটের হ্যানফোর্ডের মতো পারমাণবিক অস্ত্র কারখানাগুলিতে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য দিয়ে মাটি এবং জল দূষিত হয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে বিষাক্ত হবে। যুদ্ধের জন্য অনুশীলন, বিশেষ করে আর্টিলারি অনুশীলন এবং বোমা বর্ষণ (যা প্রতি বছর হাজারে সংখ্যায়), প্রাণীদের সরাসরি হত্যা করে, বাসস্থান ধ্বংস করে এবং শব্দ এবং বিস্ফোরণ থেকে চাপ তৈরি করে বন্যপ্রাণীদের বিপন্ন করে। মার্কিন নৌবাহিনীর বিশ্বব্যাপী পানির নিচে সোনার সিস্টেমের পরীক্ষার সাথে শক্তিশালী বিস্ফোরণ জড়িত যা তিমি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের বিকার দেয়, তাদের শ্রবণশক্তি এবং তাদের নিজস্ব জৈবিক সোনার সিস্টেমের ক্ষতি করে। যুদ্ধ হাজার হাজার বর্গমাইল জমি অকেজো এবং বিপজ্জনক করে তোলে কারণ ল্যান্ডমাইন, ক্ষয়প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম অস্ত্র, এবং বোমার গর্ত যা জলে ভরা এবং ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হতে পারে। রাসায়নিক অস্ত্র রেইনফরেস্ট এবং ম্যানগ্রোভ জলাভূমি ধ্বংস করে।

বিশ্বের সামরিক বাহিনী, এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জলবায়ু প্রশমন, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং পরিবেশগত পুনরুদ্ধার মোকাবেলায় তীব্রভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে দেশগুলিকে বঞ্চিত করে। শত শত বিলিয়ন ডলার দরকারী জিনিস তৈরি করার পরিবর্তে মূল্যের জিনিসগুলি ধ্বংস করতে যায়। পরিশেষে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধের হুমকি আমাদের পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিভ্রান্ত করে যার উপর আমাদের প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নির্ভর করে।

"জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যা ঘটছে, এবং এটি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, তা হ'ল এর প্রাকৃতিক প্রভাবগুলি বিভিন্ন জায়গায় মানুষের বাসস্থানকে কম সুরক্ষিত করে তুলছে।"

- ড্যান স্মিথ, পরিচালক স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট

জলবায়ু পরিবর্তন শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর কারণগুলি ইতিমধ্যে সোমালিয়া, দারফুর বা মালির মতো সামাজিক দ্বন্দ্বে মাত্রা যোগ করছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এসআইপিআরআই) স্পষ্ট করে দেয় যে এই ঝুঁকিগুলি ভবিষ্যতের কাল্পনিক নয়, তবে স্পষ্ট, প্রমাণিত এবং বর্তমান। এসআইপিআরআই-এর মতে ঝুঁকির বিস্তৃত বিভাগগুলি হল জীবিকার অবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং অভিবাসন।

যদি আমরা যুদ্ধ শেষ না করি এবং গ্রহের সংকটের দিকে মনোযোগ না দিই, তাহলে আমরা জানি যে পৃথিবী টি অন্য এবং আরও হিংস্র অন্ধকার যুগে শেষ হবে।

একটি বিকল্প সিস্টেমের সুবিধা

এর সুফল হচ্ছে: আর কোন গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ নয়, আর ভয়ে বাস করা নয়, যুদ্ধে প্রিয়জনদের হারানোর জন্য আর কোন শোক নেই, ধ্বংস এবং ধ্বংসের প্রস্তুতির জন্য আর ট্রিলিয়ন ডলার অপচয় করা হয়নি, যুদ্ধ থেকে আসা এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি থেকে

---

[45] আপনি ইপিএ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সুপারফান্ড সাইটগুলি অনুসন্ধান করতে পারেন: https://www.epa.gov/superfund/search-superfund-sites-where-you-live। সামরিক সুপারফান্ড সাইটের সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য এখানে দেখুনhttps://en.wikipedia.org/wiki/Category:Military_Superfund_sites

আসা আর কোন দূষণ এবং পরিবেশধ্বংস নয়, আর যুদ্ধ চালিত শরণার্থী এবং যুদ্ধ-প্ররোচিত মানবিক সংকট, গণতন্ত্র এবং নাগরিক স্বাধীনতার আর ক্ষয় নেই কারণ সরকারী কেন্দ্রীকরণ এবং গোপনীয়তা যুদ্ধ সংস্কৃতি দ্বারা যুক্তিযুক্ত। অনেক আগের যুদ্ধ থেকে অবশিষ্ট অস্ত্র থেকে আর কোন বিকারএবং মৃত্যু নয়।

ইন্সটিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস, ন্যাশনাল প্রায়োরিটিজ প্রজেক্ট, কস্টস অফ ওয়ার, ওয়ার রিসিস্টার্স লীগ, স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্যরা জনগণের উপর যুদ্ধের খরচের অযৌক্তিক বোঝা নিয়ে অমূল্য কাজ করছে।

সমস্ত সংস্কৃতির বিপুল সংখ্যক মানুষ শান্তিতে থাকতে পছন্দ করে। আমাদের সত্তার গভীরতম স্তরে, লোকেরা যুদ্ধকে ঘৃণা করে। আমাদের সংস্কৃতি যাই হোক না কেন, আমরা ভাল জীবনের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা ভাগ করে নিই, যা আমাদের বেশিরভাগই একটি পরিবার থাকা, বাচ্চাদের বড় করা এবং তাদের সফল প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে দেখা এবং আমরা অর্থপূর্ণ বলে মনে করি এমন কাজ করা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করি। এবং যুদ্ধ সেই আকাঙ্ক্ষাগুলিতে বীভৎসভাবে হস্তক্ষেপ করে।"

- জুডিথ হ্যান্ড (লেখক)

কেন আমরা মনে করি একটি শান্তি ব্যবস্থা সম্ভব

যুদ্ধ যে অনিবার্য এ রকম ভাবলে, সেটাই ঘটে; এটি একটি স্ব-পূরণকারী ভবিষ্যদ্বাণী। যুদ্ধের অবসান সম্ভব বলে ভেবে দেখলে প্রকৃত শান্তি ব্যবস্থায় গঠনমূলক কাজের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

যুদ্ধের চেয়ে বিশ্বে ইতিমধ্যে ইতোমধ্যে আরও শান্তি রয়েছে

বিংশ শতাব্দী ছিল রাক্ষুসে যুদ্ধের সময়, তবুও বেশিরভাগ জাতি বেশিরভাগ সময় অন্য জাতির সাথে লড়াই করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছয় বছর ধরে জার্মানির সাথে লড়াই করেছিল, কিন্তু চুয়ানব্বই বছর ধরে দেশের সাথে শান্তিতে ছিল; জাপানের সাথে যুদ্ধ চার বছর স্থায়ী হয়, দুই দেশ ছিয়ানব্বই বছর শান্তিতে ছিল।[46] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮১৫ সাল থেকে কানাডার সাথে লড়াই করেনি, এবং কখনও সুইডেন বা ভারতের সাথে লড়াই করেনি। গুয়াতেমালা কখনও ফ্রান্সের সাথে লড়াই করেনি। সত্যটি হ'ল বিশ্বের বেশিরভাগ সময় যুদ্ধ ছাড়াই বাস করে। বস্তুত, ১৯৯৩ সাল থেকে আন্তঃরাজ্য যুদ্ধের ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে।[47] একই সাথে, আমরা যুদ্ধের পরিবর্তিত প্রকৃতিকে স্বীকার করি যা আগে আলোচনা করা হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকদের দুর্বলতায় এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা কে সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন ২০১১ সালে লিবিয়া সরকারকে উৎখাত করা)।

আমরা অতীতে প্রধান সিস্টেম পরিবর্তন করেছি

বিশ্ব ইতিহাসে এর আগে অনেকবার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটেছে। দাসত্বের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি একশ বছরেরও কম সময় পরে বিলুপ্ত হয়ে যায় - যদিও উল্লেখযোগ্য নতুন ধরণের দাসত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়, এটি অবৈধ এবং সর্বজনীনভাবে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়। পশ্চিমে, গত একশ বছরে নারীদের অবস্থা নাটকীয়ভাবে উন্নত হয়েছে। ১৯৫০-এর দশক এবং ১৯৬০-এর দশকে একশটিরও বেশি দেশ শত শত বছর ধরে চলা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল। ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনি পৃথকীকরণ উল্টে যায়। ১৯৯৩ সালে ইউরোপীয় দেশগুলো এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করার পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন তৈরি করে। গ্রীসের সাম্প্রতিক ঋণ সংকট বা ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট ভোট - ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে ব্রিটেন - এর মতো মতবিরোধগুলি সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপায়ে মোকাবেলা করা হয়, যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। কিছু পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত হয়েছে এবং হঠাৎ করে এমন একটি ঘটনা এসেছে যা বিশেষজ্ঞদের কাছেও বিস্ময়কর, যার মধ্যে রয়েছে ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট স্বৈরশাসনের পতন, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে। ১৯৯৪ সালে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসান দেখেছি। ২০১১ সালে গণতন্ত্রের জন্য "আরব বসন্ত" বিদ্রোহ বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞকে অবাক করে দিয়েছিল।

আমরা দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে বাস করি

গত একশ ত্রিশ বছরে পরিবর্তনের মাত্রা এবং গতি বোঝা কঠিন। ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণকারী কেউ, সম্ভবত বর্তমানে জীবিত মানুষের দাদু-দিদা, অটোমোবাইল, বৈদ্যুতিক আলো, রেডিও, বিমান, টেলিভিশন, পারমাণবিক অস্ত্র, ইন্টারনেট, সেল ফোন এবং ড্রোন ইত্যাদির আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন এই গ্রহে মাত্র এক বিলিয়ন মানুষ বাস করত। তারা সম্পূর্ণ যুদ্ধ আবিষ্কারের

---

[46] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জার্মানিতে ১৭৪ টি এবং জাপানে ১১৩ টি ঘাঁটি রয়েছে (২০১৫)। এই ঘাঁটিগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের "অবশিষ্টাংশ " হিসাবে বিবেচিত, তবে ডেভিড ভাইন তাঁর *বেস নেশন* বইয়ে আলোচনা করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটির নেটওয়ার্কগুলি প্রশ্নবিদ্ধ সামরিক কৌশল।

[47] যুদ্ধবিগ্রহে পতন একটি বিস্তৃত কাজ: গোল্ডস্টেইন, জে এস। (২০১১)। *যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়: বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র সংঘাতের পতন।* নিউইয়র্ক, এনওয়াই: ডুটন/পেঙ্গুইন।

আগে জন্মগ্রহণ করেছিল। এবং আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরও বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা ২০৫০ সালের মধ্যে নয় বিলিয়ন জনসংখ্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা, এবং দ্রুত ত্বরান্বিত জলবায়ু পরিবর্তন যা সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি করবে এবং উপকূলীয় শহরগুলি এবং নিচু অঞ্চলগুলিতে বন্যা সৃষ্টি করবে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে, যার আকার রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে দেখা যায়নি। কৃষির ধরন পরিবর্তন হবে, প্রজাতির উপর জোর দেওয়া হবে, দাবানল আরও সাধারণ এবং ব্যাপক হবে, এবং ঝড় আরও তীব্র হবে। রোগের ধরন পরিবর্তন হবে। জলের ঘাটতি দ্বন্দ্বের কারণ হবে। আমরা এই ব্যাধির ধরণে যুদ্ধে যোগ করা চালিয়ে যেতে পারি না। উপরন্তু, এই পরিবর্তনগুলির নেতিবাচক প্রভাবগুলি প্রশমিত এবং মানিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের বিশাল সম্পদ খুঁজে বের করতে হবে, এবং এগুলি কার্যকরভাবে বিশ্বের সামরিক বাজেটকে অপব্যবহার করে আসতে পারে, যা আজ বছরে দুই ট্রিলিয়ন ডলার।

এর ফলে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচলিত অনুমানগুলি আর ধরে রাখবে না। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর খুব বড় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে, তা পছন্দ মতো হোক, আমরা যে পরিস্থিতি তৈরি করেছি, অথবা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা শক্তিগুলির দ্বারা। এই মহা অনিশ্চয়তার সময়সামরিক ব্যবস্থার মিশন, কাঠামো এবং পরিচালনার জন্য বিশাল প্রভাব রয়েছে। যাইহোক, যা পরিষ্কার তা হ'ল সামরিক সমাধান ভবিষ্যতে ভাল কাজ করার সম্ভাবনা নেই। আমরা জানি যে যুদ্ধ মৌলিকভাবে অপ্রচলিত।

পিতৃতন্ত্রের বিপদকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে

সমাজবিজ্ঞানী, নারীবাদী পণ্ডিত এবং শান্তি গবেষকরা[48] পিতৃতন্ত্রকে সামাজিক সংগঠনের একটি মানসিকতা এবং ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যা রাজনীতি পরিচালনা, আইন গঠন এবং অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক সম্পর্ক গঠনে কিছু পুরুষতান্ত্রিক উপায়কে বিশেষাধিকার দেয় যা আমাদের জীবনকে পথ করে। পিতৃতন্ত্রের মূলে রয়েছে লিঙ্গের সামাজিক গঠন, "পুরুষ ও মহিলাদের দ্বারা অভিনীত মানব বিষয়ে সাংস্কৃতিকভাবে সংজ্ঞায়িত এবং সামাজিকভাবে অনুমোদিত ভূমিকা এবং এই ভূমিকাগুলিকে যুক্তিযুক্ত করে তোলা প্রতিটির বৈশিষ্ট্য।"[49]

পিতৃতন্ত্র সাংস্কৃতিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত সামাজিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে শ্রেণীবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ববাদ, স্বায়ত্তশাসন, পৃথকীকরণ, বর্জন এবং প্রতিযোগিতার উপর নির্ভরতা। অনেক নারীবাদী রাজনৈতিক পণ্ডিত[50] পর্যবেক্ষণ করেছেন যে জনসাধারণের উপর পুরুষদের ঐতিহাসিক আধিপত্য একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক[51] আকার নিয়েছেএবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলা এই বৈশিষ্ট্যদ্বারা প্রভাবিত। যুদ্ধ, সামরিকীকরণ এবং সামরিকীকরণ নেতিবাচক পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, চিন্তা ভাবনা এবং আচরণের শিখরের প্রতিনিধিত্ব করে।[52] নারীবাদী শান্তি পণ্ডিত বেটি রিয়ারডন যৌনতার মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ

---

[48] গেরদা লারনার, বেটি রিয়ার্ডন এবং এলিস বোল্ডিংয়ের বৃত্তি বিশেষত পিতৃতন্ত্রের উচ্চারণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য গঠনমূলক। ১) লার্নার, জি। (১৯৮৬) দেখুন। *পিতৃতন্ত্রের সৃষ্টি*। নিউইয়র্ক, এনওয়াই: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস। ২) রিয়ার্ডন, বি (১৯৯৫)। *যৌনতা এবং যুদ্ধ পদ্ধতি।* নিউইয়র্ক, এন ওয়াই: সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস। ৩) বোল্ডিং, ই (১৯৭৬)। *ইতিহাসের পেছনে।* বোল্ডার, সিও: ওয়েস্টভিউ প্রেস।

[49] জেনকিনস, টি অ্যান্ড রিয়ার্ডন, বি (২০০৭)। লিঙ্গ এবং শান্তি: সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির পথে। গাল্টুং, জে. এবং ওয়েবেল, সি (এডস), *শান্তি ও বিরোধ অধ্যয়নের হ্যান্ডবুক।* নিউইয়র্ক, এন ওয়াই: রাউটলেজ।

[50] কিছু উল্লেখযোগ্য নাম: এলিস বোল্ডিং, সিন্থিয়া এনলো, গেরদা লারনার, বেটি রিয়ার্ডন, জে অ্যান টিকনার, এবং মেরিলিন ওয়ারিং। এই বিভাগের সমস্ত পাদটীকাগুলি দেখুন।

[51]বিশেষভাবে মেরিলিন ওয়্যারিংয়ের কাজটি দেখুন: ওয়ারিং, এম (১৯৮৮)। *গণনা কিছুই না।* ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড: ব্রিজেট উইলিয়ামস বুকস লিমিটেড।

[52] নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সুরক্ষা পণ্ডিত সিন্থিয়া এনলো এর কাজ, জে অ্যান টিকনার এবং সিন্থিয়া ককবার্ন লিঙ্গ এবং সুরক্ষার মধ্যে সংযোগ চিত্রিত করতে সহায়তা করেছেন। বিশেষ ভাবে, ১) এনলো, সি (১৯৮৯) দেখুন। *বানানা, বিচেস এন্ড বেসেস: আন্তর্জাতিক সম্পর্কে*

পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং[53] সামরিকীকরণ এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপনি নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা[54] দূর করতে পারবেন না যুদ্ধ বিলুপ্ত না করে এবং সামরিকবাদ এবং এটি সমাজে যে চিন্তাভাবনা এবং মূল্যবোধ নিয়ে আসে তা দূর না করে। নিরাপত্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অনুশীলনে পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা সীমাবদ্ধ করে এবং দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি কৌশলের তালিকাকে সংকীর্ণ করে যা ব্যবহার করা যেতে পারে।

নারীবাদী শান্তি গবেষকরা নিরাপত্তা বিষয়ে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টান্তকে চ্যালেঞ্জ করছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি মানব সুরক্ষার সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যেখানে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যত্ন, মানবাধিকার, মৌলিক চাহিদা এবং সম্পর্ক মৌলিক বিবেচনা।[55] নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সহিংসতা দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবিত বাস্তবতাকেও বিবেচনা করে এবং মানুষের অস্তিত্বের আরও বিষয়ভিত্তিক ব্যক্তিগত বাস্তবতার উপর মনোনিবেশ করে। রিয়ারডন যুক্তি দেখান যে খাঁটি পরিবর্তন শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক এবং মেয়েলি দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার পদ্ধতি, এবং নতুন সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য প্রক্রিয়া এবং তাদের অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে যে সব রাজনৈতিক কৌশল এর কথা বলা হয়েছে, তার পেছনে এই উদ্দেশ্য রয়েছে, যা নিরাপত্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শান্তি স্থাপনে লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ দেয় (এই কৌশলগুলির পূর্ণ উচ্চারণের জন্য আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপাদান "শান্তি ও নিরাপত্তায় নারীর ভূমিকা" সম্বোধন করে দেখুন)।

পিতৃতন্ত্র আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এতটাই আচ্ছন্ন যে এটি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সুসংবাদটি হল লিঙ্গ একটি সামাজিক নির্মাণ - এটি জৈবিকভাবে নির্ধারিত নয়। লিঙ্গ ভূমিকা এবং প্রত্যাশা তরল এবং গতিশীল, সংস্কৃতি জুড়ে পরিবর্তিত এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। লিঙ্গযুক্ত স্টিরিওটাইপগুলির সমালোচনামূলক পরীক্ষার ফলে পুরানো পক্ষপাতিত্বগুলিকে আরও সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার সাথে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের অতীতের বাইনারি লিঙ্গ বিভাগগুলি ঝাপসা হতে শুরু করেছে। যদি জ্ঞানের যুগ হাতে থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই আমাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হতে হবে। আরও তরল লিঙ্গ পরিচয় উঠে আসছে, এবং এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে একটি রাজ্যের মধ্যে রাজনীতি এবং ব্যবসায়বৃহত্তর লিঙ্গ সমতা সরাসরি সহিংসতার কম হারের সাথে সমান। ফলস্বরূপ, একটি বৃহত্তর লিঙ্গ ব্যবধান একটি রাষ্ট্রের সহিংস সংঘাতে জড়িত হওয়ার প্রবণতার একটি ভাল ভবিষ্যদ্বাণীকারী।[56]

নারীবাদী ধারণা তৈরি করা। বার্কলে: ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস; ২) এনলো, সি (২০০০)। *কৌশলগুলি: মহিলাদের জীবনকে সামরিকীকরণে পরিণত করার আন্তর্জাতিক রাজনীতি*। বার্কলে: ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস; ৩) ককবার্ন, সি (১৯৯৮)। *আমাদের মধ্যে ব্যবধান: দ্বন্দ্বের মাঝে লিঙ্গ এবং জাতীয় পরিচয় নিয়ে আলোচনা করা।* লন্ডন: জেড বুকস; এবং ৪) টিকনার, জে.এ. (১৯৯২)। *আন্তর্জাতিক সম্পর্কে লিঙ্গ*। নিউইয়র্ক, এন ওয়াই: কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস।

[53] যৌনতা লিঙ্গ অথবা লিঙ্গ ভিত্তিক কুসংস্কার বা বৈষম্যকে বোঝায়।

[54] রিয়ার্ডন এবং সহকর্মীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে নারীদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছেদ্য যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘাতে এবং বহুবিধ সামরিক সহিংসতা (এম ভি এ ডব্লিউ) ও যুদ্ধে তাদের ক্রিয়াকলাপ সনাক্ত করেছে। এম ভি এ ডব্লিউ এর ফর্মগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা এবং এগুলি সমাধানের সুপারিশ করার জন্য, "মহিলাদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছেদ্য যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘাতের জন্য অখণ্ড - ইউ এন এস সি আর ১৩২৫ এর সর্বজনীন বাস্তবায়নে জরুরি প্রয়োজন" এখানে দেখুন: https://www.i-i-p-e.org/projects/mvaw/

[55] "মানব সুরক্ষা" ধারণাটি প্রথমত নারীবাদী শান্তি পণ্ডিতদের দ্বারা জাতিসংঘের আলোচনার মূলধারার আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

[56] ক্রেসপো-সাঞ্চো, সি (২০১৭) দেখুন। সহিংস সংঘাত প্রতিরোধে লিঙ্গের ভূমিকা। জাতিসংঘের সাথে-বিশ্বব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ অধ্যয়নের প্রেক্ষাপটের কাগজ, *শান্তির পথ: সহিংস সংঘাত প্রতিরোধের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত*। বিশ্ব ব্যাংক, ওয়াশিংটন, ডি সি। http://blogs.worldbank.org/dev4peace/can-gender-equality-prevent-violent-conflict

অন্যান্য অনেক ইতিবাচক প্রবণতা দেখাচ্ছে যে পিতৃতন্ত্রকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র ঋণ নারীবিদ্বেষের ইতিহাস যুক্ত দেশগুলিতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করছে। মেয়েদের শিক্ষিত করা জন্মহার হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত। বিশ্বের যে সব এলাকায় পুরুষ নিয়ন্ত্রণ সর্বদা আদর্শ অপারেটিং পদ্ধতি ছিল সেখানে মহিলাদের যৌনাঙ্গ বিকৃত করণ নিয়ে আলোচনা এবং চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। নারীরা শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়া গঠনে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করছেন। এবং, ২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের মধ্যে নেতৃত্বের উপরের স্তরে পূর্ণ লিঙ্গ সমতা অর্জন করা হয়েছিল। সেক্রেটারি জেনারেলের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের চুয়াল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে ২৩ জন এখন নারী। এটি দৃষ্টান্ত স্থাপন অনুসরণ করে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো লিঙ্গ-ভারসাম্যপূর্ণ মন্ত্রিসভা নিয়ে শাসন করার সিদ্ধান্ত নেন। আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে সমস্ত সরকারে, কেবল নির্বাচিত অফিসগুলির জন্য নয়, সমস্ত সরকারী কর্মচারী পদের জন্য একই সমতা বাধ্যতামূলক করার কথা বিবেচনা করা উচিত। নারীর অধিকারের অগ্রগতি যথেষ্ট; পুরুষদের সাথে পূর্ণ সমতা অর্জন ের ফলে স্বাস্থ্যকর, সুখী এবং আরও শক্তিশালী সমাজ গড়ে উঠবে।

সহানুভূতি এবং সহযোগিতা মানব অবস্থার অংশ

মূল কথাটি হ'ল সহযোগিতা এবং সহানুভূতি সহিংসতার মতোই মানবিক অবস্থার একটি অংশ।

যুদ্ধ ব্যবস্থা এই মিথ্যা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা বিবর্তনীয় অভিযোজনের ফল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের একটি জনপ্রিয়করণের ভুল বোঝাবুঝি যা প্রকৃতিকে "দাঁত এবং থাবায় লাল" হিসাবে চিত্রিত করে এবং মানব সমাজকে একটি প্রতিযোগিতামূলক, শূন্য অঙ্কের খেলা হিসাবে চিত্রিত করে যেখানে "সাফল্য" সবচেয়ে আক্রমণাত্মক এবং হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু আচরণগত গবেষণা এবং বিবর্তনীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখায় যে আমরা আমাদের জিনদ্বারা সহিংসতার শিকার নই, যে ভাগাভাগি এবং সহানুভূতিরও একটি দৃঢ় বিবর্তনীয় ভিত্তি রয়েছে। ১৯৮৬ সালে সহিংসতা সম্পর্কিত সেভিল বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, যা মানব প্রকৃতির মূল হিসাবে সহজাত এবং অপরিহার্য আগ্রাসনের ধারণাকে খণ্ডন করে, আচরণগত বিজ্ঞান গবেষণায় একটি বিপ্লব হয়েছে যা অপ্রতিরোধ্যভাবে সেই পূর্ববর্তী ঘোষণাকে নিশ্চিত করে।[57] মানুষের সহানুভূতি এবং সহযোগিতার জন্য একটি শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে, যা সামরিক শিক্ষা কম নিখুঁত সাফল্যের সাথে ভোঁতা করার চেষ্টা করে কারণ পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস সিন্ড্রোম এবং ফিরে আসা সৈন্যদের মধ্যে আত্মহত্যার অনেক ঘটনা সাক্ষ্য দেয়।

যদিও এটা সত্য যে মানুষের আগ্রাসনের পাশাপাশি সহযোগিতার ক্ষমতা রয়েছে, আধুনিক যুদ্ধ ব্যক্তিগত আগ্রাসন থেকে উদ্ভূত হয় না- এটি একটি অত্যন্ত সংগঠিত, এবং বিজ্ঞ আচরণের কাঠামোগত রূপ যা সরকারকে সময়ের আগে এর জন্য পরিকল্পনা করতে হবে এবং এটি কার্যকর করার জন্য পুরো সমাজকে একত্রিত করতে হবে। মূল কথাটি হ'ল সহযোগিতা এবং সহানুভূতি মানুষের অবস্থার যতটা অংশ ততটাই সহিংসতা। আমাদের উভয়ের জন্য ক্ষমতা এবং উভয়ই বেছে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তবে ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে এই পছন্দটি করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি অবশ্যই সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করবে।

[57] সহিংসতার উপর সেভিলি স্টেটমেন্টটি একদল শীর্ষস্থানীয় আচরণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল যেখানে "সংগঠিত মানবিক সহিংসতা জৈবিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে" এই ধারণাটি খণ্ডন করার জন্য। পুরো বিবৃতিটি এখানে পড়তে পারেন:http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/seville.pdf

"যুদ্ধ অনাদিকাল ধরে ঘটেনি। এটার একটা শুরু ছিল। আমরা যুদ্ধের জন্য তারযুক্ত নই। আমরা এটা শিখি।"

- ব্রায়ান ফার্গুসন (নৃতত্ত্বের অধ্যাপক)

যুদ্ধ ও শান্তির কাঠামোর গুরুত্ব

বিশ্বের জনগণের শান্তি চাওয়াই যথেষ্ট নয়। বেশীরভাগ মানুষ তা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তাদের জাতি রাষ্ট্র বা জাতিগত গোষ্ঠী এর আহ্বান জানায় তখন তারা একটি যুদ্ধকে সমর্থন করে। এমনকি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আইন পাস করা, যেমন ১৯২০ সালে লীগ অফ নেশনস তৈরি করা বা ১৯২৮ সালের বিখ্যাত কেলগ-ব্রিয়ান্ড চুক্তি যা যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং বিশ্বের প্রধান দেশগুলি দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও প্রত্যাখ্যান করা হয়নি, তাদের স্রষ্টারা সর্বদা যুদ্ধ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় বৃহত্তর পদ্ধতিগত পরিবর্তনের উপাদান হিসাবে বুঝতেন।[58] এই দুটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপই একটি শক্তিশালী যুদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল এবং নিজেরাই আরও যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারেনি। লীগ তৈরি করা এবং যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করা প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু যথেষ্ট ছিল না। যা যথেষ্ট তা হ'ল সামাজিক, আইনগত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করা যা যুদ্ধের সমাপ্তি অর্জন করবে এবং বজায় রাখবে। যুদ্ধ ব্যবস্থা এই জাতীয় আন্তঃবদ্ধ কাঠামো দিয়ে গঠিত যা যুদ্ধের আদর্শকরে তোলে। অতএব, এটি প্রতিস্থাপনের জন্য একটি বিকল্প বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একইভাবে ডিজাইন করা আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

"প্রায় কেউই যুদ্ধ চায় না। প্রায় সবাই এটি সমর্থন করে। কেন?"

- কেন্ট শিফার্ড (লেখক, ইতিহাসবিদ)

একটি বিকল্প ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বিকাশ শীল

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতত্ত্ব থেকে প্রমাণ এখন ইঙ্গিত করে যে যুদ্ধ প্রায় ১০,০০০ বছর আগে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র, দাসত্ব এবং পিতৃতন্ত্রের উত্থানের সাথে একটি সামাজিক উদ্ভাবন ছিল। আমরা যুদ্ধ করতে শিখেছি। কিন্তু, এক লক্ষ বছরেরও বেশি সময় আগে মানুষ বড় আকারের সহিংসতা ছাড়াই বেঁচে ছিল। প্রায় ৪,০০০ বি সিথেকে যুদ্ধ ব্যবস্থা কিছু মানব সমাজে আধিপত্য বিস্তার করেছে। ১৮১৬ সালে শুরু করে, প্রথম নাগরিক ভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে যুদ্ধ শেষ করার জন্য কাজ করছে, বৈপ্লবিক ঘটনাঘটেছে। আমরা শূন্য থেকে শুরু করছি না। যদিও বিংশ শতাব্দী রেকর্ডে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ছিল, এটি বেশিরভাগ মানুষকে অবাক করবে যে এটি কাঠামো, মূল্যবোধ এবং কৌশলগুলির উন্নয়নে দুর্দান্ত অগ্রগতির সময় ছিল যা অহিংস জনশক্তির দ্বারা আরও উন্নয়নের সাথে, একটি বিকল্প বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিণত হবে। এগুলি হাজার হাজার বছরে অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক উন্নয়ন যেখানে যুদ্ধ ব্যবস্থা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার একমাত্র উপায় ছিল। আজ একটি প্রতিযোগী ব্যবস্থা বিদ্যমান—ভ্রূণ, সম্ভবত, কিন্তু বিকাশশীল। শান্তিই বাস্তব।

[58] আন্তর্জাতীয়তাবাদীর *মধ্যে: এখনও বইগুলিতে রয়েছে যে* ওওনা হাথওয়ে এবং স্কট শাপিরোর দ্বারা যুদ্ধকে কীভাবে পুনর্নির্মাণের (২০১৭) *ভিত্তিগত পরিকল্পনা এবং* ডেভিড সোয়ানসন যখন বিশ্বকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করেছিল (২০১১), লেখকরা দেখিয়েছে যে কীভাবে বিশ্বজুড়ে মানুষ যুদ্ধ বাতিল এবং একটি চুক্তির দ্বারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ করতে কাজ করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তির আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল। এর ফলে, ১৮৯৯ সালে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বপর্যায়ের দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। বিশ্ব আদালত নামে পরিচিত, আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার আদালত আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব বিচার করার জন্য বিদ্যমান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানদ্রুত অনুসরণ করে যার মধ্যে রয়েছে আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় বিশ্ব সংসদে প্রথম প্রচেষ্টা, লীগ অফ নেশনস। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করা হয়। ১৯৬০-এর দশকে দুটি পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৯৬৩ সালে আংশিক পরীক্ষা নিষেধাজ্ঞা চুক্তি এবং পারমাণবিক অপ্রসারণ চুক্তি যা ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরের জন্য খোলা হয়েছিল এবং ১৯৭০ সালে কার্যকর হয়েছিল। অতি সম্প্রতি, ১৯৯৬ সালে [59]সার্বিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি, ১৯৯৭ সালে ল্যান্ডমাইনস চুক্তি (অ্যান্টিপারসোনেল ল্যান্ডমাইনস কনভেনশন) এবং ২০১৪ সালে অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি গৃহীত হয়েছিল।[60] তথাকথিত "অটোয়া প্রক্রিয়া" তে অভূতপূর্ব সফল নাগরিক-কূটনীতির মাধ্যমে ল্যান্ডমাইন সন্ধিটির জন্য আলোচনা করা হয়েছিল, যেখানে এনজিওগুলি, সরকারগুলির সাথে মিলে, অন্যদের স্বাক্ষর ও অনুমোদনের জন্য এই চুক্তিটির জন্য আলোচনা ও খসড়া তৈরি করেছিল। নোবেল কমিটি দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু ব্যান ল্যান্ডমাইনস (আইসিবিএল) এর প্রচেষ্টা "শান্তির জন্য কার্যকর নীতিমালার উদাহরণ" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আইসিবিএল এবং এর সমন্বয়কারী জোডি উইলিয়ামসকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার প্রদান করেছে।[61] আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০২ সালে কার্যকর হয়। শিশু সৈন্যদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন সাম্প্রতিক দশকে সম্মত হয়েছে।

অহিংসতা: শান্তির ভিত্তি

যেহেতু এগুলি বিকাশ লাভ করছিল, মহাত্মা গান্ধী এবং তত্কালীন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং অন্যরা সহিংসতা প্রতিরোধ করার একটি শক্তিশালী উপায়, অহিংসার পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল, এখন বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বহু সংঘাতের মধ্যে পরীক্ষিত এবং সফল বলে মনে হয়। অহিংস সংগ্রাম নিপীড়িত ও অত্যাচারীদের মধ্যে শক্তি সম্পর্কের পরিবর্তন করে। এটি আপাতদৃষ্টিতে অসম সম্পর্ককে বিপরীত করে তোলে যেমন উদাহরণস্বরূপ ১৯৮০ এর দশকে পোল্যান্ডের "নিছক" শিপইয়ার্ড শ্রমিক এবং রেড আর্মির ক্ষেত্রে (লেচ ওয়ালসার নেতৃত্বাধীন সংহতি আন্দোলন দমনকারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল — ওয়ালসা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রপতি হিসাবে পদত্যাগ করেছিল এবং গণতান্ত্রিক পোল্যান্ড), এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে। এমনকি ইতিহাসের অন্যতম স্বৈরাচারী ও দুষ্ট শাসন ব্যবস্থার অন্যতম হিসাবে বিবেচিত - জার্মান নাজি শাসন - অহিংস বিভিন্ন স্তরে সাফল্য দেখিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৩ সালে, খ্রিস্টান জার্মান স্ত্রীরা প্রায় ১৮০০ বন্দী ইহুদি স্বামীদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত অহিংস প্রতিবাদ শুরু করেছিল। এই প্রচার এখন রোজেনস্ট্রাস প্রোটেস্ট নামে পরিচিত। বৃহত্তর আকারে ড্যানিস নাৎসি যুদ্ধের মেশিনকে সহায়তা করতে অস্বীকার করার জন্য অহিংস প্রতিরোধের ৫ বছরের প্রচার শুরু করেছিল যা ডেনিশ ইহুদিদেরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো থেকে বাঁচিয়েছিল।[62]

---

[59] ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার চুক্তি কখনই জোরপূর্বক কার্যকর করা হয় নি, কারণ বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় পারমাণবিক অস্ত্রের দেশগুলি চুক্তি স্বাক্ষর করেনি, বা স্বাক্ষর করলেও এখনও চুক্তিটি অনুমোদন পায়নি। (https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/)

[60] সশস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আরও দেখুন: "অস্ত্রের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করুন"

[61] আই সি বি এল এবং নাগরিক কূটনীতি সম্পর্কে *নিষেধাজ্ঞাগুলি নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে আরও দেখুন: নিরস্ত্রীকরণ, নাগরিক কূটনীতি,* এবং জিউডি উইলিয়ামস, স্টিফেন গুজ এবং মেরি ওয়ারহামের মানব সুরক্ষা (২০০৮)।

[62] এই কেসটি গ্লোবাল ননভায়োলেন্ট অ্যাকশন ডাটাবেস-এ ভালভাবে নথিবদ্ধ (http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/danish-citizens-resist-nazis-1940-1945) এবং ডকুমেন্টারি সিরিজ, এ ফোর্স মোর পাওয়ারফুল (www. aforcemorepowerful.org/)।

অহিংসতা পণ্ডিত জিন শার্পের পাওয়ারের সম্মতি তত্ত্বটি আলোকিত করে যে সমস্ত সরকারী ক্ষমতা পরিচালিতের সম্মতিতে স্থিত থাকে এবং সেই সম্মতি সর্বদা প্রত্যাহার করা যায়।[63] এর মধ্যে অহিংসার আসল শক্তি রয়েছে। যেমনটি আমরা দেখব, এটি সংঘাতের পরিস্থিতির সামাজিক মনোবিজ্ঞানের পরিবর্তন করে এবং এভাবে অন্যায় ও শোষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যাচারীর ইচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে। এটি নিপীড়ক সরকারকে অসহায় করে তোলে এবং জনগণকে নিরবচ্ছিন্ন করে তোলে। অহিংসার সফল ব্যবহারের অনেক আধুনিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। জিন শার্প লিখেছেন: “এমন এক বিশাল ইতিহাস রয়েছে যারা এই দৃঢ় বিশ্বাসের প্রত্যাখ্যান করে যে, আপাত‘ শক্তি যেগুলি ’সর্বশক্তিমান, অস্বীকৃত এবং শক্তিশালী শাসক, বিদেশি বিজয়ী, দেশীয় স্বৈরশাসক, দমনকারী ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ দখলদার এবং অর্থনৈতিক কর্তাদের প্রতিহত করেছিল। সাধারণ ধারণার বিপরীতে, প্রতিবাদ, অসহযোগ এবং বিপর্যয়মূলক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সংগ্রামের এই উপায়গুলি বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে প্রধান তিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। "[64]

এরিকা চেনোথ এবং মারিয়া স্টিফান পরিসংখ্যানগতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ১৯০০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অহিংস প্রতিরোধ সশস্ত্র প্রতিরোধের দ্বিগুণ সফল হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ নাগরিক ও আন্তর্জাতিক সহিংসতায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম স্থিতিশীল গণতন্ত্রের ফলস্বরূপ। সংক্ষেপে, অহিংসতা যুদ্ধের চেয়ে ভাল কাজ করে।[65] ২০১৩ সালে চেনোথকে বিদেশী নীতি দ্বারা ১০০ শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল থিঙ্কারদের একজনের নাম দেওয়া হয়েছিল "গান্ধীকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য।" আমরা এখন জানি যে দেশগুলি বিশ্বব্যাপী আরও বেশি সংখ্যক একত্রিত হওয়ার সময় অহিংস প্রচারাভিযানের সূত্রপাতের সম্ভাবনা বেশি - অহিংসতা সংক্রামক![66]

অহিংসতা একটি ব্যবহারিক বিকল্প। অহিংস প্রতিরোধ, শান্তির শক্তিশালী সংস্থাগুলির সাথে মিলিত হয়ে এখন আমাদের যুদ্ধের লোহার খাঁচা থেকে বাঁচতে দেয় যেখানে আমরা ছয় হাজার বছর আগে নিজেকে আটকে রেখেছিলাম।

অন্যান্য সংস্কৃতিগত অগ্রগতিও নারী অধিকারের শক্তিশালী আন্দোলন (মেয়েশিশুদের অন্তর্ভুক্ত) সহ একটি শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা গঠনে এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য নিরস্ত্রীকরণ, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা জোরদার করা এবং শান্তিরক্ষী সংস্থার লক্ষ হাজার নাগরিক গোষ্ঠীর উপস্থিতি সহ অবদান রেখেছে। এই এনজিওগুলি এই বিবর্তনকে শান্তির দিকে চালিত করছে। এখানে আমরা কেবল কয়েকটি সংখ্যার উল্লেখ করতে পারি, যেমন পুনর্মিলনের ফেলোশিপ, উইমেন ইন্টারন্যাশনাল লিগ ফর পিস অ্যান্ড ফ্রিডম, আমেরিকান ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি, জাতিসংঘের সমিতি, ভেটেরান্স ফর পিস, পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপের আন্তর্জাতিক অভিযান, দ্য হেগ আপিল পিস, পিস অ্যান্ড জাস্টিস স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন এবং আরও অনেক, সহজেই একটি ইন্টারনেট অনুসন্ধানে সন্ধান করে। World BEYOND War এর ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত করে শত সংগঠন এবং সারা বিশ্বের হাজার ব্যক্তি যারা সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমাদের প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছেন।

সরকারী ও বেসরকারী উভয় সংস্থাই জাতিসংঘের ব্লু হেলমেট এবং অহিংস পিসফোর্স এবং পিস ব্রিগেডস ইন্টারন্যাশনালের মতো বেশ কয়েকটি নাগরিক ভিত্তিক, অহিংস মডেল হিসাবে শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছে। তেমনি, বিশ্বাস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি শান্তি ও বিচার কমিশন গড়ে তুলেছে। একই সাথে, শান্তি গবেষণার দ্রুত বৃদ্ধি এবং সকল স্তরে শান্তি শিক্ষার ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে।শান্তি ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে যে অন্যান্য বিষয়গুলির সহায়তা করেছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে শান্তিমুখী ধর্মগুলির বিস্তার,

---

[63] শার্প, জি (১৯৭৩)। *অহিংস পদক্ষেপের রাজনীতি।* বোস্টন, এম এ: পোর্টার সার্জেন্ট

[64] শার্প, জি (১৯৮০)। *যুদ্ধ বিলোপকে বাস্তববাদী লক্ষ্য হিসাবে পরিণত করা।* কেমব্রিজ, এম এ: দ্যা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ইন্সটিটিউশন। পাওয়া যাচ্ছে: https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/MakingtheAbolitionofWaraRealisticGoal-English.pdf

[65] চেনোথ, ই এবং স্টিফান, এম (২০১১)। *নাগরিক প্রতিরোধ কেন কাজ করে: অহিংস বিরোধের কৌশলগত যুক্তি*। নিউইয়র্ক, এনওয়াই: কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস

[66] “সংক্রামক অহিংসতা”: http://communication.warpreventioninitiative.org/contagious-nonviolence/

বিশ্বব্যাপী ওয়েবের বিকাশ, বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের অসম্ভবতা (খুব ব্যয়বহুল), ডি-ফ্যাক্টো সার্বভৌমত্বের অবসান, ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা যুদ্ধের প্রতি আন্তরিক আপত্তি, দ্বন্দ্ব নিরসনের নতুন কৌশল, শান্তি সাংবাদিকতা, বৈশ্বিক সম্মেলন আন্দোলনের বৃদ্ধি (শান্তি, ন্যায়বিচার, পরিবেশ ও উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশকারী সমাবেশ), পরিবেশ আন্দোলন (তেল ও তেলের উপর নির্ভরতা অবসানের প্রচেষ্টা সহ) সম্পর্কযুক্ত যুদ্ধ[67], এবং গ্রহগত আনুগত্যের বোধের বিকাশ।[68] [69] World BEYOND War তার ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত করে শত সংগঠন এবং সারা বিশ্বের হাজার ব্যক্তি যারা সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমাদের প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছেন।

[67] গত পঁচিশ বছরে, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাবেশ হয়েছিল। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে আর্থ সামিটের মাধ্যমে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী সম্মেলন আন্দোলনের এই উত্থান আধুনিক বৈশ্বিক সম্মেলন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরিবেশ ও বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে, এটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে টক্সিন নির্মূল, বিকল্প শক্তি এবং গণপরিবহণের বিকাশ, বনাঞ্চল এবং জলাভাবের নতুন উপলব্ধির দিকে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটায়। উদাহরণগুলি হল: ১৯৯২ সালে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে রিও আর্থ সামিট; রিও+২০ সরকার, বেসরকারী খাত, এন জি ও এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীকে একত্রিত করে, মানুষ কীভাবে দারিদ্র্যতা হ্রাস করতে পারে, সামাজিক ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিতে এবং আরও বেশি জনাকীর্ণ গ্রহে পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে তা রূপায়ণে; জলের সমস্যা এবং সমাধান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে জলের ক্ষেত্রে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ইভেন্ট হিসাবে ত্রিবার্ষিক ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ফোরাম (১৯৯৭ সালে শুরু হয়েছিল); নাগরিক সমাজ গোষ্ঠীগুলির বৃহত্তম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন হিসাবে ১৯৯৯ সালের হেগ আপিল ফর পিস কনফারেন্স।

[68] এই প্রবণতাগুলি একটি অধ্যয়ন গাইড "দ্য ইভল্যুশন অফ এ গ্লোবাল পিস সিস্টেম" এবং যুদ্ধ প্রতিরোধ উদ্যোগে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারিটিতে গভীরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে http://warpreventioninitiative.org/?page_id=2674

[69] ২০১৬ সালের একটি জরিপেয দেখা গেছে যে ১৪ টি ট্র্যাকিং দেশ জুড়ে প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতারা তাদের দেশের নাগরিকের চেয়ে নিজেকে বিশ্বব্যাপী নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করেছেন। দেখুন *গ্লোবাল সিটিজেনশিপ: এ গ্রোয়িং সেনটিমেনট আমাং সিটিজেনস অফ ইমারজিং ইকোনোমিস: গ্লোবাল পোল* এ http://globescan.com/news-and-analysis/press-releases/press-releases-2016/103-press-releases-2016/383-global-citizenship-a-growing-sentiment-among-citizens-of-emerging-economies-global-poll.html

একটি বৈশ্বিক সুরক্ষা সিস্টেমের আউটলাইন

কোনও একক কৌশল যুদ্ধ শেষ করবে না। কার্যকর হওয়ার জন্য এগুলি অবশ্যই স্তরযুক্ত এবং একত্রে বোনা উচিত। সেগুলি সম্পর্কে পুরো বই রচিত হয়েছে, যার কয়েকটি পরিশিষ্টের সংস্থান বিভাগে তালিকাভুক্ত রয়েছে। যেমনটি স্পষ্ট হবে, একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাছাইয়ের জন্য আমাদের বিদ্যমান যুদ্ধ ব্যবস্থাটি ভেঙে দেওয়া এবং বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং / অথবা তারা ইতিমধ্যে ভ্রূণের আকারে বিদ্যমান যেখানে তাদের আরও বিকাশ করা প্রয়োজন। নোট করুন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটি সার্বভৌম বিশ্ব সরকারের প্রস্তাব দিচ্ছে না, বরং প্রশাসনিক কাঠামোর একটি ওয়েব স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেছে, এবং সহিংসতা ও আধিপত্য থেকে দূরে সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পরিবর্তন করেছে।

সিস্টেমগুলি কীভাবে কাজ করে

একটি সিস্টেম হ'ল একটি আন্তঃসংযুক্ত এবং পারস্পরিক পুনর্বহাল কাঠামো বা নিদর্শনগুলির একটি সেট যা কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একসাথে প্রদত্ত সত্তার কার্যকারিতা এবং দিকনির্দেশকে পরিচালনা করে"[70]। অন্য কথায়, সিস্টেমগুলি হ'ল সম্পর্কের জাল যেখানে প্রতিটি অংশ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য অংশগুলিকে প্রভাবিত করে। পয়েন্ট এ কেবলমাত্র পয়েন্ট বিকেই প্রভাবিত করে না, তবে বি এগুলিতে ফিরে আসে এবং ওয়েবে পয়েন্টগুলি সম্পূর্ণ পরস্পর নির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধ ব্যবস্থায়, সামরিক প্রতিষ্ঠান উচ্চ বিদ্যালয়ে জুনিয়র রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং কর্পস (জেআরটিসি) প্রোগ্রাম স্থাপনের জন্য শিক্ষাকে প্রভাবিত করবে; উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমগুলি যুদ্ধকে দেশপ্রেমিক, অপরিহার্য ও আদর্শিক হিসাবে উপস্থাপন করবে; গীর্জা বাহিনী এবং পারিশিয়ানরা অস্ত্র শিল্পে কাজ করার জন্য প্রার্থনা করার সময়; কংগ্রেস তাদের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অর্থায়ন করেছে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আধিকারিকরা অস্ত্র উত্পাদনকারী সংস্থাগুলির নেতৃত্ব দেবেন এবং তাদের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠান পেন্টাগনের কাছ থেকে চুক্তি পাবেন এবং / অথবা যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত অনেক তথাকথিত মিডিয়া বিশেষজ্ঞকে সজ্জিত করবেন। পরবর্তী পরিস্থিতিটিকেই "সামরিক ঘূর্ণায়মান দ্বার" (মিলিটারি রিভলভিং ডোর) নামে অভিহিত করা হয়। একটি সিস্টেম আন্তঃবিযুক্ত বিশ্বাস, মান, প্রযুক্তি এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানগুলি যা একে অপরকে শক্তিশালী করে গঠিত। যদিও সিস্টেমগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থিতিশীল থাকে, যদি পর্যাপ্ত নেতিবাচক চাপ বিকাশ হয়, সিস্টেমটি একটি টিপিং পয়েন্টে পৌঁছতে পারে এবং দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে।

আমরা যুদ্ধ-শান্তির ধারাবাহিকতায় বেঁচে থাকি, স্থিতিশীল যুদ্ধ, অস্থির যুদ্ধ, অস্থির শান্তি এবং স্থিতিশীল শান্তির মধ্যে পিছনে সরে আসি।[71] স্থিতিশীল যুদ্ধ হ'ল আমরা বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপে দেখেছিলাম এবং এখন ১৯৪৭ সাল থেকে মধ্য প্রাচ্যে দেখছি। স্থিতিশীল শান্তি হ'ল আমরা কয়েকশ বছর ধরে স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে দেখেছি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / ন্যাটো যুদ্ধে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অংশগ্রহণ ব্যতীত)। কানাডার সাথে মার্কিন শত্রুতা, যেটি ১৭ ও ১৮ শতকে পাঁচটি যুদ্ধ দেখেছিল, হঠাৎ ১৮১৫ সালে শেষ হয়েছিল। স্থিতিশীল যুদ্ধ দ্রুত স্থিতিশীল শান্তিতে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পর্যায় পরিবর্তনগুলি বাস্তব বিশ্বের পরিবর্তন তবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যা চায় তা হ'ল পর্যায় পরিবর্তনকে পুরো বিশ্বে প্রয়োগ করা, স্থিতিশীল যুদ্ধ থেকে স্থিতিশীল শান্তিতে স্থানান্তরিত করা - রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সাথে।

"বিশ্বব্যাপী শান্তি ব্যবস্থা মানবজাতির সামাজিক ব্যবস্থার একটি শর্ত যা নির্ভরযোগ্যভাবে শান্তি বজায় রাখে। বিভিন্ন সংস্থার নীতি, অভ্যাস, মান, ক্ষমতা এবং পরিস্থিতি এই ফলাফলটি তৈরি করতে পারে... এ জাতীয়

---

[70] হোলিনস, এইচ, পাওয়ার, এ, এবং সোমার, এম. (১৯৮৯)। *দ্য কনকুয়েস্ট অফ ওয়ার: অলটারনেটিভ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্লোবাল সিকিউরিটি।* বোল্ডার, সিও: ওয়েস্টভিউ প্রেস।

[71] বোল্ডিং, কে. (১৯৭৮)। *স্টাবল পিস।* অস্টিন, টিএক্স: টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

ব্যবস্থা অবশ্যই বিদ্যমান অবস্থার বাইরে বিকশিত হতে হবে।"
- রবার্ট এ আরউইন (সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

বিকল্প গ্লোবাল সুরক্ষা সিস্টেমের উপাদান

পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, এখানে বর্ণিত বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থাটি তিনটি বিস্তৃত কৌশলের মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়: ১) সুরক্ষা কেটে ফেলা, ২) সহিংসতা ছাড়াই সংঘাত পরিচালনা এবং ৩) শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা। এই কৌশলগুলি আমাদের সিস্টেমের সাংগঠনিক উপাদান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

সুরক্ষার বেসামরিকীকরণ

এই উপাদানটি কৌশলটি সনাক্ত করে এবং বর্তমান সিস্টেমকে ক্ষেপণাস্ত্রকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি।

সহিংসতা ছাড়াই সংঘাত পরিচালনা করা

এখানে আমরা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সংস্কার এবং সুরক্ষা বজায় রাখার পদ্ধতির অন্বেষণ করি - এবং যেখানে বর্তমান বিকল্পগুলি অকার্যকর বা অপর্যাপ্ত বলে মনে করা হয়, আমরা বিকল্প সম্ভাবনার প্রস্তাব দিই। সুরক্ষায় অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার জন্য এগুলি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা

আমাদের ব্যবস্থাটি আমাদের ক্রিয়াকলাপ এবং আরও পছন্দসই বিশ্বব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম, শান্তির নীতি এবং নীতিগুলি সনাক্তকরণ এবং প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। এই নীতিগুলি বর্তমান এবং বিকল্প পদ্ধতির এবং প্রস্তাবগুলির বৈধতা নির্ধারণের জন্য লিটমাস পরীক্ষা হিসাবেও কাজ করে।

এই উপাদানগুলির বিকাশ অগত্যা ক্রমানুসারে - বা পৃথকভাবে অনুসরণ করা উচিত নয় - কারণ এক ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে অবশ্যই অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্যই পারস্পরিক প্রভাব পড়বে। এই প্রভাবগুলি এবং প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণ করার সাথে কৌশলগুলি সমন্বয় করা দরকার। এটি লক্ষ করা উচিত যে অনেকগুলি দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই একাধিক বিভাগের মধ্যে অবস্থিত হতে পারে - তাদের বর্তমান অবস্থান নির্ধারণ করে যা আমরা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং ব্যবহারিক আন্তঃসম্পর্ক বলে মনে করি

বৈশ্বিক সুরক্ষা সিস্টেম আউটলাইন এবং পর্যালোচনা			
উপাদান	**সুরক্ষা ধ্বংস করা**	**সহিংসতা ছাড়াই সংঘাত পরিচালনা করা**	**শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা**
প্রাথমিক ফাংশন	1. **সুরক্ষা ধ্বংস করুন।** 2. **বিকল্প সুরক্ষা কাঠামো এবং বিকল্প চিন্তাভাবনা স্থাপন করুন যা নতুন সিস্টেমকে রূপ দেবে**	1. **আন্তর্জাতিক ও নাগরিক কোন্দল পরিচালনার জন্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করা**	1. **দৃষ্টিভঙ্গি গাইড করার জন্য আদর্শ কাঠামো, মান এবং নীতি প্রতিষ্ঠা করুন এবং সুরক্ষার বিকল্প পদ্ধতির মূল্যায়ন করুন** 2. **শান্তির সংস্কৃতির জন্য অপারেটিং নীতি প্রতিষ্ঠা করুন**
উপ-উপাদান, পদ্ধতি এবং	• **সামরিক হস্তক্ষেপের অহিংস নিয়মাবলী এবং বিকল্পগুলি সনাক্ত / প্রতিষ্ঠা করুন** ○ একটি অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা অবস্থানে স্থানান্তর করুন	• **প্রো-সক্রিয় সুরক্ষা ভঙ্গিতে স্থানান্তর করুন** • **আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক জোটকে শক্তিশালী করুন**	• **শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করুন** ○ নতুন গল্প বলুন ○ স্বীকৃতি পরিবর্তন • **প্ল্যানেটারি / গ্লোবাল সিটিজেনশিপ লালন করা**

কার্যকর পদক্ষেপ	○ বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা ○ সামরিক জোট ভেঙে ফেলুন ○ আক্রমণ এবং পেশা শেষ করুন ● **নিরস্ত্রীকরণ** ○ প্রচলিত অস্ত্র (হ্রাস / বিলোপ) ○ অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য ○ ড্রোন ব্যবহার শেষ করুন ○ ডাক্লএমডি গুলির পর্যায় (পারমাণবিক, রাসায়নিক, জৈবিক) ○ মহাকাশে অবৈধ অস্ত্র ● **একটি পিস ইকোনমি তৈরি করুন** ○ সামরিক ব্যয় পুনরায় স্বাক্ষর করুন (অর্থনৈতিক রূপান্তর) ○ যুদ্ধ প্রতিরোধের একটি অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করুন ○ স্থিতিশীল, ন্যায্য ও টেকসই বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করা ○ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক করুন ○ পরিবেশগতভাবে টেকসই একটি বৈশ্বিক ত্রাণ পরিকল্পনা তৈরি করুন ● **সন্ত্রাসবাদের প্রতি জবাব পুনর্গঠন করা** ● **শান্তি ও সুরক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করুন** ○ সুরক্ষা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শান্তিমিলনে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করুন ○ নারীবাদী বৈদেশিক নীতি বিকাশ ও কার্যকর করা*[72]	● **ইউএন সংস্কার করুন** ○ সনদের সংস্কার করুন ○ সাধারণ পরিষদ সংস্কার করুন ○ সুরক্ষা কাউন্সিলকে সংস্কার করুন ○ পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করুন ○ সংঘাতের পূর্বাভাস ও প্রাথমিক পরিচালনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন ○ প্রো-সক্রিয় মধ্যস্থতা দল স্থাপন করুন ○ আদিবাসী আন্দোলনের সাথে সারিবদ্ধ করুন ○ শান্তিরক্ষাকারী কর্মকাণ্ডের সংস্কার সাধন ● **আন্তর্জাতিক আইন** ○ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতকে শক্তিশালী করুন ○ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে শক্তিশালী করুন ○ বিদ্যমান চুক্তিগুলি পালন করার জন্য উত্সাহিত করুন ○ নতুন চুক্তি তৈরি করুন ○ সত্য ও পুনর্মিত্রতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা ● **অহিংস হস্তক্ষেপ সমর্থন করুন: বেসামরিক শান্তিরক্ষা বাহিনীকে কাজে লাগান** ● **একটি অহিংস, নাগরিক ভিত্তিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করুন** ● **হিউম্যান গ্লোবাল গভর্নেন্সের বিকল্প পদ্ধতির অন্বেষণ করুন** ○ হিউম্যান গ্লোবাল গভর্নেন্সের নীতি প্রতিষ্ঠা / বিকল্প মডেলগুলি অন্বেষণ করুন ○ দ্য আর্থ ফেডারেশন এন্ড দ্য আর্থ কনস্টিটিউশন ○ গ্লোবাল জরুরী সমাবেশ ● **গ্লোবাল সিভিল সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলির ভূমিকা চিহ্নিত / বৃদ্ধি করা** ● **শান্তির জন্য অবকাঠামোগত বিকাশ***	● **শান্তির শিক্ষা এবং শান্তি গবেষণা প্রসারণ এবং সন্ধান করুন** ● **শান্তির সাংবাদিকতা গড়ে তুলুন** ● **ধর্মকে শান্তি প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগান** ● **শান্তি ও সুরক্ষায় যুবাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করুন***

[72] * এই সংস্করণের নতুন সংযোজন বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে

নিরাপত্তা হ্রাসকারী

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সুরক্ষাকে অপসারণের জন্য আমাদের পদ্ধতির জন্য আমাদের কী সুরক্ষিত করে এবং সামরিকীকরণের পদ্ধতির উপর আমাদের নির্ভরতা হ্রাস করা উচিত তার পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। আমরা সুরক্ষার উপায় হিসাবে সামরিক হস্তক্ষেপের উপর নির্ভরতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় কৌশলটির পক্ষে পরামর্শ দিই। এই কৌশলগুলির মধ্যে অনেকগুলি হ'ল ট্রানজিশনাল: একটি অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা ভঙ্গিতে স্থানান্তর করা, বিদেশী সামরিক ঘাঁটিটি পর্যায়ক্রমে, সামরিক জোট ভেঙে দেওয়া, এবং আক্রমণ ও পেশা সমাপ্ত করে। নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টাগুলি এই সিস্টেমের উপাদানগুলির মেরুদণ্ড সুতরাং আমরা সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ (জিসিডি) সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি এবং কৌশলগুলির রূপরেখা তৈরি করি। প্রচলিত, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র, গণ ধ্বংসের অস্ত্র, মহাকাশে অস্ত্র, ড্রোন এবং অস্ত্র বাণিজ্য এখানে সম্বোধন করা হয়। বর্তমান সিস্টেমটি যেহেতু সামরিক-শিল্প-শিল্প-কর্পোরেট-একাডেমিক কমপ্লেক্সে এত গভীরভাবে আবদ্ধ, আমরা একটি শান্তির অর্থনীতিতে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জকেও মোকাবিলা করি। এখানে আমরা অর্থনৈতিক রূপান্তরকরণের কৌশলগুলি সনাক্ত করি; একটি স্থিতিশীল, ন্যায়বিচার এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনীতি তৈরি করা; এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণতন্ত্রকরণ করা। আমাদের সিস্টেম সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আরও কার্যকর অহিংস, ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার গ্রহণকেও সমর্থন করে। পরিশেষে, আমরা এই অংশটি শান্তি ও সুরক্ষা সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং শান্তিমূলক প্রচেষ্টাতে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কৌশলটি তুলে ধরে এই বিভাগে পৌঁছেছি, সুতরাং, এই উপাদানটির পরিপূরক নতুন সংযোজন হিসাবে নারীবাদী বিদেশী নীতির একীকরণ (দেখুন "নারীবাদী" বৈদেশিক নীতি") বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে।

কৌশলগত নীতি এবং কর্মের প্রস্তাবনা

অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ:

সমস্ত দেশকে একটি উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা ভঙ্গিতে সরিয়ে নেওয়ার পক্ষে পরামর্শ দিন যার জন্য বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে পর্যায়ের করা দরকার; সামরিক জোট ভেঙে দেওয়া; এবং সমস্ত আক্রমণ এবং পেশা সমাপ্তি।

বিদ্যমান নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলিতে সমস্ত দেশ থেকে সম্পূর্ণ সম্মতিকে উত্সাহিত করুন।

উত্তোলন অভিযানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকে উত্সাহিত করুন।

সমস্ত দেশকে নারীবাদী বিদেশী নীতি গ্রহণ করার পক্ষে আইনজীবী।

পরিবর্তনীয় প্রস্তাবনা:

ভবিষ্যতে সমস্ত নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি এবং চুক্তির একটি মৌলিক প্রয়োজন সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের দিকে রূপান্তর পদক্ষেপগুলি করুন।

একটি সামরিক অর্থনীতি থেকে একটি শান্তির পক্ষে, টেকসই অর্থনীতিতে স্থানান্তরিত করার জন্য

"সমসাময়িক বিশ্বের সাধারণ দ্বন্দ্বগুলি বন্দুক দেখিয়ে সমাধান করা যায় না। সেগুলোর জন্য সামরিক সরঞ্জাম ও কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, বরং বেসামরিকীকরণের সুদূরপ্রসারী প্রতিশ্রুতি দরকার।
- টম হেস্টিংস (লেখক এবং কনফ্লিক্ট রেজোলিউশনের অধ্যাপক)

"আমাদের সুরক্ষিত রাখতে সামরিক বাহিনী প্রয়োজনীয়।" আমরা এই তর্কটি কতবার উদ্দেশ্যমূলক, ভাল লোকদের কাছ থেকে শুনেছি? এখন এই যুক্তি ছাড়িয়ে যাওয়ার এবং এই ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করার সময় যে শান্তি ও সুরক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপগুলি ব্যবহার করা উচিত। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাঁচানো যায়। কীভাবে আমরা এর বিরুদ্ধে তর্ক করতে পারি? আমরা পারি না। তবে, সামরিক হস্তক্ষেপ সর্বদা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলবে এবং সংঘাতের গঠনমূলক রূপান্তরের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হবে। তদুপরি, অন্য কোথাও জীবন বাঁচানো হতে পারে, অতিরিক্ত জীবন নেওয়া হবে। এবং আমাদের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। একটি সামরিক হস্তক্ষেপ সর্বদা নিরীহ প্রাণ নেবে।

সামরিক হস্তক্ষেপ হ'ল বাইরের সামরিক বাহিনীকে একটি বিদ্যমান সংঘাতের মধ্যে প্রবেশ করানো। এটি সশস্ত্র সংঘর্ষে হস্তক্ষেপের জন্য অস্ত্র ও অস্ত্র, বিমান হামলা এবং যুদ্ধ সেনা প্রবর্তন সহ বিভিন্ন মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এটি বিপুল পরিমাণে মারাত্মক শক্তির ব্যবহার। যে কোনও নামে মানবিক সামরিক হস্তক্ষেপ যুদ্ধ এবং যুদ্ধসমূহ প্রকৃতি ধ্বংসাত্মক। সহিংসতা, মৃত্যু এবং যন্ত্রণা রয়েছে। অন্য কথায়, যখন আমরা একটি মানবিক সামরিক হস্তক্ষেপের কথা বলছি, তখন আমরা একটি সম্পূর্ণ অক্সিমোরনের কথা বলছি: সক্রিয়ভাবে জীবন গ্রহণের সময়, জীবন রক্ষার অভিপ্রায়টি ঘোষণা করছি।

“এখানে সামরিক সমাধান নেই," "এটি সামরিকভাবে সমাধান করা যায় না," "সমাধানটি রাজনৈতিক হতে হবে" - আমরা সবাই বহুবার শুনেছি। তবুও ঠিক সেই একই বাক্যাংশগুলি সাধারণত যুদ্ধ এবং সামরিক হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে ব্যবহৃত হয়। সময় এসেছে নতুন পথ অনুসরণের। এমন একটি পথ যা কোনও ধরণের অনুভূতিপূর্ণ নিরীহ প্রশান্তিবাদ দ্বারা অবহিত নয়, তবে ছবির অংশ হিসাবে তথাকথিত সামরিক বিকল্প ছাড়াই অহিংস বিকল্পগুলির কঠোর বিশ্লেষণ দ্বারা। সামরিক বিকল্পটি টেবিল থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার, অন্যথায় সমস্ত অন্যান্য পন্থাগুলি একটি কাউন্টারফোর্সের মুখোমুখি হয় এবং সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তবে নিষ্পাপরা যখন নৃশংসতার মুখোমুখি হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কী হবে? আমাদের কিছু করতে হবে, তাই না? একেবারে। আসুন আমরা কেবল এটি ভাবতে পারি না যে আমাদের কাছে কেবলমাত্র পছন্দগুলি হয় সামরিক হস্তক্ষেপ বা নিষ্ক্রিয়তা। সামরিক হস্তক্ষেপের তুলনায় টেকসই, অহিংস বিকল্পগুলির এই অ-বহনযোগ্য তালিকাটি বিবেচনা করুন:[73]

সামরিক হস্তক্ষেপের অহিংস বিকল্প

- অস্ত্র নিষিদ্ধ
- সমস্ত সামরিক সহায়তা শেষ করুন
- নাগরিক সমাজ সমর্থন, অহিংস অভিনেতা
- নিষেধাজ্ঞা
- সুপারেনশনাল সংস্থাগুলির মাধ্যমে কাজ করুন (উদাঃ ইউএন, আইসিসি)

[73] এই পয়েন্টগুলি পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ফান্ডার্স গ্রুপ ২০১৫ সালের বার্ষিক সভা থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে প্যাট্রিক হিলার একটি প্যানেলে বিতর্ক করেছিলেন যে: "শান্তি ও সুরক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।"

- সিফাইফায়ারস
- শরণার্থীদের সহায়তা (প্রক্সিমাল ক্যাম্পগুলিতে স্থানান্তর / উন্নতি)
- হিংস্রতা না ব্যবহারের অঙ্গীকার করুন
- সেনা প্রত্যাহার
- অহিংস বিরোধী কর্মীরা
- (অন্তর্বর্তী) বিচার উদ্যোগ
- অর্থবহ কূটনীতি
- বিরোধ নিষ্পত্তি কাঠামো
- অন্তর্ভুক্ত সুশাসন
- সহিংসতা সমর্থন সমর্থন বিশ্বাস
- সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা
- তথ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য
- সমর্থন বেস থেকে অপরাধীদের পৃথক করুন - ধূসর অঞ্চলে সম্বোধন করা
- যুদ্ধ মুনাফা নিষিদ্ধ
- পিস বিল্ডিং ব্যস্ততা; / অথবা এবং আমাদের / তাদের পছন্দগুলি পুনরায় ফ্রেম করুন
- কার্যকর পুলিশিং
- অহিংস নাগরিক প্রতিরোধের
- তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং
- পাবলিক অ্যাডভোকেসি
- সমঝোতা, সালিশি এবং বিচারিক নিষ্পত্তি
- মানবাধিকার প্রক্রিয়া
- মানবিক সহায়তা এবং সুরক্ষা
- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্ররোচনা
- পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং যাচাইকরণ
- বিভক্তকরণ
- আন্তর্জাতিক আইন

এগুলোর মধ্যে অনেক ধারণাই পরিচিত। যদি সেগুলি প্রয়োগ না করা হয় তবে এটি উপলভ্য নয় বলে নয়, তবে কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া বাধা, তহবিলের অভাব, স্বার্থের অভাব বা স্বার্থের কারণে নয়। যদিও তারা যাদুকরী সমাধান নয়, আমরা জানি তারা কাজ করে। সামরিক হস্তক্ষেপের তুলনায় কার্যকরতার দিক থেকে আমাদের তাদের দেখতে হবে। এবং স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য আরও বেশি কার্যকর বলে দৃঢ়ভাবে প্রমানিত।

একটি অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা অবস্থানে স্থানান্তর করুন

নিরাপত্তা কে ধ্বংস করার প্রথম পদক্ষেপটি অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা হতে পারে, যা পুনরায় গ্রহণ এবংপুনর্গঠন প্রশিক্ষনে, যুদ্ধের বিভিন্ন বিদ্যা, মতবাদ, এবং অস্ত্রসম্ভারকে চিহ্নিত করে যাতে কোনও দেশের সামরিক বাহিনীকে তাদের প্রতিবেশী দেশের কাছে অপরাধের জন্য অনুপযুক্ত হিসাবে দেখায় কিন্তু তারা যেন নিজ সীমানায় স্পষ্টভাবে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরক্ষা স্থাপন করতে পারে। এটি প্রতিরক্ষার একটি ধরণ যা অন্য দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণকে নিষিদ্ধ করে।

"বিদেশে কি কার্যকরভাবে অস্ত্র ব্যবহার করা যায়, নাকি এটি কেবলমাত্র নিজ দেশেই ব্যবহার করা যায়? যদি এটি বিদেশে ব্যবহার করা যায় তবে তা আপত্তিজনক, বিশেষ করে যদি 'বিদেশ' বলতে সেইসব দেশগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে যাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। যদি এটি কেবল নিজ দেশে ব্যবহার করা যায় তবে পদ্ধতিটি আত্মরক্ষামূলক, কেবল তখনই চালিত হয় যখন আক্রমণ চালানো হয়।"

- জোহান গালতুং, (খ্যাতিমান শান্তি গবেষক)[74]

অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ভঙ্গিকে বোঝায়। এর মধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল, দীর্ঘ পরিসীমার আক্রমণ বিমান, জঙ্গী বিমানের বহর এবং ভারী জাহাজ, সামরিক ড্রোন, পারমাণবিক সাবমেরিনের বহর, বিদেশের ঘাঁটিগুলি এবং সম্ভবত সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কের মতো দীর্ঘ পরিসীমার অস্ত্রকে মূলতভাবে হ্রাস অথবা নির্মূল করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি পরিপক্ক বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমে একটি সামরিক অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা ভঙ্গিটি পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসবে কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

আরও একটি প্রতিরক্ষামূলক ভঙ্গি যা প্রয়োজনীয় হবে তা হল শক্তির গ্রিড, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন এবং ন্যানো প্রযুক্তি ও রোবোটিক্সের মতো দ্বৈত-ব্যবহার প্রযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সহ ভবিষ্যতের আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ইন্টারপোলের সাইবার সক্ষমতা বাড়ানো এই ক্ষেত্রে প্রথম সাড়ির প্রতিরক্ষা এবং একটি বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের আরেকটি উপাদান হতে পারে।[75]

এছাড়াও, অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা এমন একটি দেশকে বাতিল করবে না যা দীর্ঘ পরিসীমার বিমান এবং জাহাজগুলি একচেটিয়াভাবে মানবিক ত্রাণের জন্য সজ্জিত করেছে। অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষা সরিয়ে নেওয়া যুদ্ধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এমন একটি মানবিক দুর্যোগে ত্রাণ বাহিনী তৈরি করা সম্ভব করে তোলে যা শান্তি ব্যবস্থাটিকে শক্তিশালী করে।

বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা

২০০৯ সালে ইকুয়েডরের একটি বিমান ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাড়া নেওয়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন: "আমরা একটি শর্তে ঘাঁটিটির মেয়াদ নবায়ন করব: যদি তারা আমাদেরকে মিয়ামিতে একটি ঘাঁটি স্থাপন করতে দেয়।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ব্রিটিশ জনগণ এটি কল্পনাতীত মনে করতে পারত যদি তাদের সরকার সৌদি আরবকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে একটি বৃহত সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিত। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াইমিংয়ে একটি ইরানি বিমান ঘাঁটি মেনে নিবে না। এই বিদেশী সংস্থাগুলিকে তাদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হিসাবে দেখা হবে। জনসংখ্যা এবং সংস্থান নিয়ন্ত্রণে বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি মূল্যবান। তাদের অবস্থানগুলি যেখান থেকে দখলদার শক্তি "স্বাগতিক" দেশের অভ্যন্তরে বা এর সীমান্তে অবস্থিত দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারে অথবা আক্রমণগুলি আটকাতে পারে। এরা দখলদার দেশের জন্য মারাত্মক ব্যয়বহুল। একটি প্রধান উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার পুরা বিশ্বজুড়ে ১৩৫ টি দেশে শত শত ঘাঁটি রয়েছে। বৈদেশিক

[74] জোহান গাল্টুংয়ের এই বক্তব্যটি তিনি নিজেই প্রাসঙ্গিক রেখেছিলেন, যখন তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রগুলি এখনও চরম সহিংস, তবে প্রচলিত সামরিক প্রতিরক্ষা থেকে এই রূপান্তরকরণের পথটি অহিংস অ-সামরিক প্রতিরক্ষার দিকে বিকশিত হবে বলে আশাবাদী হওয়ার কারণ রয়েছে। সম্পূর্ণ পেপারটি দেখুন: https://www.transcend.org/galtung/papers/Transarmament-From%20Offensive%20to%20Defensive%20Defense.pdf

[75] ইন্টারপোল হল আন্তর্জাতিক অপরাধ পুলিশ সংস্থা যা ১৯২৩ সালে আন্তর্জাতিক এনজিও হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পুলিশি সহযোগিতা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘাঁটিগুলি স্থানীয়ভাবে সাম্রাজ্যের আধিপত্য হিসাবে দেখা যাওয়ায় অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলি নির্মূল করা বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের একটি স্তম্ভ এবং অ-উস্কানিমূলক প্রতিরক্ষার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যায়।

বর্তমান কর্মের প্রচারণাগুলি: বিদেশী ঘাঁটিগুলি পর্যায়ক্রমে সমাধান করা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর বাইরের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি বন্ধ করার বিষয়ে বিশ্বজুড়ে অংশীদারিত্বের সাথে কাজ করবে এমন একটি নতুন জোট গঠনে World BEYOND War নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে।

জোটটিএখানে: www.noforeignbases.org
World BEYOND War থেকে পাওয়া তথ্যগুলি এখানে: https://worldbeyondwar.org/bases

কোনও রাষ্ট্রের সীমান্তে একটি প্রকৃত প্রতিরক্ষা প্রত্যাহার করা সুরক্ষাকে অপসারণ করার একটি মূল অংশ, ফলে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ব্যবস্থার নিরাপত্তাহীনতা তৈরির সক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। বিকল্প হিসাবে, কিছু কিছু ঘাঁটি বেসামরিক কারণে "গ্লোবাল এইড প্ল্যান" হিসেবে দেশের সহায়তা কেন্দ্র রূপে ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত হতে পারে (নিম্নে দেখুন)। অনন্যাগুলি সৌর প্যানেল বিন্যাস এবং টেকসই শক্তির অন্যান্য পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

সামরিক জোট ভেঙে ফেলুন

সামরিক জোটগুলি যেমন উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) হল স্নায়ু যুদ্ধের উচ্ছিষ্টাংশ। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতে আশ্রিত রাজ্যগুলির পতনের সাথে সাথে ওয়ার্সা চুক্তি জোট অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু ন্যাটো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গর্বাচেভের প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন করে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং এর ফলে রাশিয়া ও পশ্চিমের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় — যা একটি নতুন স্নায়ুযুদ্ধের সংকেত দিয়ে- সম্ভবত ইউক্রেনে একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত অভ্যুত্থান; ক্রিমিয়ার রাশিয়ান সংযুক্তি, অথবা এর সাথে পুনর্মিলনের উপর নির্ভর করে ইউক্রেনে গৃহযুদ্ধ এবং কোন কাহিনী বিরাজ করে। এই নতুন স্নায়ুযুদ্ধ খুব সহজেই পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হতে পারে যা কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে পারে। ন্যাটো যুদ্ধ ব্যবস্থার একটি ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি, সুরক্ষা তৈরির পরিবর্তে হ্রাস করে থাকে। ইউরোপের সীমানা ছাড়িয়ে ন্যাটো সামরিক মহড়াও করেছিল। এটি পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে সামরিকীকরণের প্রচেষ্টার একটি শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আক্রমণ এবং দখলদারি শেষ করুন

একের পর এক মানুষদের দখল নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য একটি বড় হুমকি, যার ফলে প্রত্যক্ষ, কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক সহিংসতা দখলকারীদের প্রায়শই "সন্ত্রাসবাদী" হামলা থেকে গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে হামলা চালাতে অনুরোধ জানায়। বিশিষ্ট উদাহরণগুলি হল: ইস্রায়েলের পশ্চিম তীরে দখল ও গাজায় হামলা এবং তিব্বতের উপর চীনের দখল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় ৭০ বছর পর জার্মানি এবং জাপানে আরও অনেক বেশি মার্কিন সেনাবাহিনীর শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তারা সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, বরং তা বিরক্তি তৈরি করে যা মার্কিন সেনারা ১৭৫ টি দেশে তৈরি করেছে তারা এখন যেখানে ঘাঁটি গড়েছে।

এমনকি যখন আক্রমণকারী এবং দখলদারিত্বের সামরিক ক্ষমতা প্রবল হয়, তখন সাধারণত এই অভিযানগুলি বেশ কয়েকটি কারণে কার্যকর হয় না। প্রথমত, এগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে প্রায়ই দ্বন্দ্বে যারা বৃহত্তর অংশীদার আছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় কারণ তারা নিজেদের জন্মভূমি রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। তৃতীয়ত, এমনকি ইরাকের মতো "বিজয়" ও কঠিন, যা দেশগুলোকে বিধ্বস্ত ও রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করে দেয়। চতুর্থত, একবার ঢোকার পর এটি থেকে বের হওয়া কঠিন, এখানে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; এটি একটি এমন আক্রমণ যা আনুষ্ঠানিকভাবে তের বছর পর ডিসেম্বর, ২০১৪-তে "শেষ" হয়েছিল, যদিও প্রায় ১০,০০০ মার্কিন সেনা সেখানে রয়ে গিয়েছিল। সবশেষে, প্রতিরোধের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং সশস্ত্র দখল প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চেয়ে বেশি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করে এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থী তৈরি করে।

আক্রমণগুলি ইউএন চার্টার দ্বারা অবৈধ, যদি না তারা পূর্বের আক্রমণের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে যা আমাদের তর্ক অনুযায়ে অপর্যাপ্ত এবং অনৈতিক ব্যবস্থা। আমন্ত্রণে অথবা বিনা আমন্ত্রণে এক দেশের মাঝে অন্য দেশের সেনা উপস্থিতি বৈশ্বিক সুরক্ষাকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং দ্বন্দ্বকে সামরিকীকরণ করার সম্ভাবনা আরও বারিয়ে তোলে যা বিকল্প বিশ্ব সুরক্ষা ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ।

অধ্যয়ন এবং কর্ম অংশীদারদের মধ্যে অ্যান রাইট এবং কোজু আকিবায়েশি হল: নিরস্ত্রীকরণ এবং অসামরিকীকরণ কর্মী

নিরস্ত্রীকরণ

নিরস্ত্রীকরণ একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ যার ফলে যুদ্ধহীন একটি পৃথিবী সৃষ্ঠি করা সম্ভব। যুদ্ধের সমস্যা ধনী দেশগুলির জন্য বড় আকারের সমস্যা যা দরিদ্র দেশগুলিকে অস্ত্র দিয়ে প্লাবিত করে, এগুলির বেশিরভাগই তাদের লাভের জন্য, অন্যগুলি বিনামূল্যে দেওয়া। আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল সহ আমরা বিশ্বের যেসব অঞ্চলগুলিকে যুদ্ধ-প্রবণ হিসাবে বিবেচোনা করি তাদের বেশিরভাগই নিজেদের অস্ত্র তৈরি করে না। তারা এগুলি দূরবর্তী ধনী দেশগুলি থেকে আমদানি করে। বিশেষভাবে, আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র অস্ত্র বিক্রয় বর্তমান বছরগুলিতে আকাশ ছুঁয়েছে, যা ২০০১ সাল থেকে তিনগুণ বেড়েছে।[76]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অস্ত্র বিক্রেতা। আন্তর্জাতিক অস্ত্র বিক্রির বেশিরভাগ অংশই আসে জার্মানি এবং জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিলের চার স্থায়ী সদস্য থেকে। যদি এই ছয়টি দেশ অস্ত্রের ব্যবসা বন্ধ করে দেয় তবে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে।

[76] প্রাসঙ্গিক ডেটার জন্য, ওয়ার্ল্ড বেইন্ড যুদ্ধের "মিলিটারিজম ম্যাপেড" অনলাইন সরঞ্জামটি দেখুন: https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

দরিদ্র দেশগুলির সহিংসতা প্রায়ই ধনী দেশগুলিতে যুদ্ধের (এবং অস্ত্র বিক্রয়) ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেক যুদ্ধের উভয় পক্ষেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কারও কারও কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিন এবং উভয় পক্ষের সশস্ত্র প্রতিনিধি রয়েছে, যেমনটি সিরিয়ায় ইদানীং ঘটছে যেখানে প্রতিরক্ষা দফতরের সশস্ত্র সৈন্যরা সিআইএ-এর সশস্ত্র সৈন্যদের সাথে লড়াই করছে। সাধারণ প্রতিক্রিয়া নিরস্ত্রীকরণ নয়, বরং আরও অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্রের উপহার ও প্রতিনিধিদের কাছে বিক্রয় এবং ধনী দেশগুলির মধ্যে আরও বেশি অস্ত্র ক্রয় করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র বৃহত্তম অস্ত্র বিক্রেতা নয়, বরং বৃহত্তম অস্ত্র ক্রেতাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি তাদের অস্ত্রাগার ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল, প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যের অভাব থাকায় বিভিন্ন পদ্ধতির অস্ত্র সরিয়ে রেখেছিল, উদাহরণস্বরূপ, একটি বিপরীত অস্ত্রের লড়াই তৎক্ষণাৎ শুরু হতে পারে।

যুদ্ধের অবসানের প্রচেষ্টা চলমান অস্তিত্ব এবং অস্ত্র ব্যবসায়ের বৃদ্ধি দ্বারা পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এটি ঐ পথ থেকে ফিরে আসা এবং অস্ত্র বাণিজ্য সমাপ্তি যুদ্ধ সমাপ্তির একটি সম্ভাব্য পথ। কৌশলগতভাবে এই পদ্ধতির কিছু সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রির বিরোধিতা করা অথবা মিশর কিংবা ইসরায়েলকে উপহার দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশপ্রেমের সাথে মোকাবিলা করার প্রয়োজন নেই যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের বিরোধিতা করা হয়। পরিবর্তে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত হুমকিস্বরূপ অস্ত্রের বাণিজ্যকে মোকাবিলা করতে পারি।

নিরস্ত্রীকরণের জন্য তথাকথিত প্রচলিত অস্ত্রের পাশাপাশি পারমাণবিক ও অন্যান্য ধরণের অস্ত্র হ্রাস করা প্রয়োজন। আমাদের উচিত লাভজনক অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ করা। আমাদের উচিত বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের আক্রমণাত্মক সাধনাকে প্রতিরোধ করা যা অন্যান্য দেশগুলিকে প্রতিরোধক হিসাবে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পরিচালিত করে। তবে আমাদের নিরস্ত্রীকরণকে ধাপে ধাপে সরিয়ে নেওয়া দরকার সশস্ত্র ড্রোন, পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র এবং মহাকাশের অস্ত্রগুলির নির্দিষ্ট পদ্ধতি অপসারণ করার মাধ্যমে।

প্রচলিত অস্ত্র

বিশ্ব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে শুরু করে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক এবং ভারী কামান দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে প্লাবিত। অস্ত্রের বন্যা যুদ্ধের সহিংসতার তীব্রতা বৃদ্ধি এবং অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিপদগুলি, উভয় ক্ষেত্রেই অবদান রাখে। এটি এমন সরকারগুলিকে সহায়তা করে যেগুলি সর্বমোট মানবাধিকারের অপব্যবহার করে, আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এবং বন্দুকের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা যায় এই বিশ্বাসকে চিরস্থায়ী করে।

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক অফিস (ইউএনওডিএ) নিরস্ত্রীকরণের বৈশ্বিক রীতিনীতি প্রচারের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত এবং গণ ধ্বংসের অস্ত্র, প্রচলিত অস্ত্র এবং অস্ত্র ব্যবসা মোকাবিলার প্রচেষ্টা তদারকি করে।[77] অফিসটি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ এবং অ-বিস্তারকে প্রচার করে; রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র সহ গণ ধ্বংসের অন্যান্য অস্ত্রের ক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাগুলিকে শক্তিশালীকরণ; এবং প্রচলিত অস্ত্র, বিশেষত ল্যান্ডমাইন এবং ছোট অস্ত্রগুলির ক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা, যা সমসাময়িক দ্বন্দ্বগুলির পছন্দের অস্ত্র।

অস্ত্র বাণিজ্য বেআইনী

অস্ত্র প্রস্তুতকারীদের লোভনীয় সরকারী চুক্তি থাকে এবং সরকারের মাধ্যমে তারা ভর্তুকি দিয়ে উন্মুক্ত বাজারে অস্ত্র বিক্রি করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্যরা অস্থির এবং হিংস্র মধ্য প্রাচ্যের কাছে কয়েক বিলিয়ন অস্ত্র বিক্রি করেছে। কখনও কখনও যুদ্ধে উভয় পক্ষের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা হয়, ইরাক ও ইরান এর ক্ষেত্রে এবং এদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে পণ্ডিতদের

[77] দেখুন ইউএনওডিও ওয়েবসাইট http://www.un.org/disarmament/

অনুমানের ভিত্তিতে ৬,০০,০০০ থেকে ১২,৫০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল[78]। কখনও কখনও এই অস্ত্র বিক্রয়কারী অথবা তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, যেমন আল কায়েদার হাতে অস্ত্র এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুজাহেদীনকে যে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল তা থেকে, এবং ২০১৪ সালে ইরাকে আক্রমণের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে যে অস্ত্র বিক্রি করেছিল বা দিয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত আই এস আই এসের হাতে এসে পড়েছিল।

প্রাণঘাতী অস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক বিস্তৃত যা প্রতিবছর ৭০০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। বিশ্বের প্রধান অস্ত্র রফতানিকারক হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে শক্তিগুলি যুদ্ধ করেছিল; যা পর্যায় ক্রমে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য।

২০১৩ সালের ২রা এপ্রিল জাতিসংঘ অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি (এটিটি) গৃহীত করেছে। এটি আন্তর্জাতিক অস্ত্রের বাণিজ্য বাতিল করেনি। এই চুক্তিটি হল "প্রচলিত অস্ত্র আমদানি, রফতানি ও স্থানান্তরের জন্য সাধারণ আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ।" এটি ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে কার্যকর হয়েছিল। মূলত, এখানে বলা হয় যে "সন্ত্রাসবাদী বা দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলিতে" অস্ত্র বিক্রি এড়াতে রফতানিকারীরা নিজেদেরকে নজরদারি করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা চুক্তি সমর্থন করেনি, তবুও নিশ্চিত করে যে সর্বসম্মত আলোচনার বিষয়টি পরিচালনা করে দাবি করে যে এই পাঠ্যের উপর তার ভেটো রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে যে এই চুক্তিটি বিশাল ফাঁক তৈরি করে দেয় যাতে এই চুক্তিটি “আমাদের জাতীয় সুরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতির স্বার্থ সমর্থনে আমাদের অস্ত্র আমদানি, রফতানি, অথবা হস্তান্তর করার ক্ষমতাকে অকারণে হস্তক্ষেপ করবে না” [এবং] “আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাণিজ্য একটি বৈধ বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ ”[এবং]“ অন্যভাবে অস্ত্রের বৈধ ব্যবসায়িক বাণিজ্যে অবশ্য বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।” আরও, "গোলাবারুদ অথবা বিস্ফোরক চিহ্নিতকরণ এবং ট্রেসিং রিপোর্টিংয়ের কোনও প্রয়োজন নেই [এবং] কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার এ টি টি প্রয়োগ করার কোনও আদেশও নেই।"[79]

একটি বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থায় সমস্ত দেশ আক্রমণ থেকে নিরাপদে রাখার জন্য একটি প্রধান স্তরের নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। জাতিসংঘ সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণকে“সমস্ত ডব্লিউ এম ডি এর নির্মূলকরণ” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে সংযোজিত করেছে যে, “সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রচলিত অস্ত্রের ভারসাম্য কমানো, সুরক্ষা নির্মূল নীতিকে ভিত্তি করে সামরিক বাহিনীর নিম্ন স্তরে স্থিতিশীলতা প্রচার অথবা বৃদ্ধি করার দৃষ্টিভঙ্গি সহ পক্ষগুলির, নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেছে।”[80] নিরস্ত্রীকরণের এই সংজ্ঞাটিতে ট্যাঙ্ক চালানোর মত যথেষ্ট বড় গর্ত রয়েছে বলে মনে করা হয়। নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ সহ আরও অনেক আক্রমন চুক্তির মাত্রা কমানো যেমন প্রয়োজন, তেমনই একটি প্রয়োগকারী ব্যবস্থারও প্রয়োজন রয়েছে।

এই চুক্তিটি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু করে না তবে রাষ্ট্রের পক্ষে একটি সংস্থা তৈরি করে যা অস্ত্র রফতানি ও আমদানির তদারকি করা এবং যদি মনে করে যে গণহত্যা অথবা জলদস্যুতার মতো কর্মকাণ্ডে অস্ত্রের অপব্যবহার করা হবে ও তাদের বাণিজ্য সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারণ করে থাকে। যখন থেকে সংস্থানটি কাজ করার জন্য আবির্ভূত হয়নি তখন থেকে যারা রফতানি এবং আমদানি করতে চায় তাদের উপর এটি ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়েছে। অস্ত্র রফতানিতে আরও বেশি জোরালো ও প্রয়োগযোগ্য নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের "মানবতাবিরোধী অপরাধের" তালিকাতে অস্ত্রের বাণিজ্য যুক্ত করতে

---

[78] যুদ্ধের দুর্ঘটনার প্রাক্কলন প্রায় সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকে। দেখুন: *“ইরান এবং ইরাকের মধ্যকার যুদ্ধ যেটিতে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল”* / https://www.theguardian.com/world/2010/sep/23/iran-iraq-war-anniversary। আরও দেখুন: Hiro, D. (1991)। *দীর্ঘতম যুদ্ধ: ইরান-ইরাক সামরিক সংঘাত*। নিউ ইয়র্ক: রুলেজ।

[79] দেখুন “আমেরিকার আলোচনায় মূল রেডলাইন সমূহ: https://2009-2017.state.gov/t/isn/armstradetreaty/index.htm

[80] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত প্রথম বিশেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত দলিল (১৯৭৮), অনুচ্ছেদ। ২২. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/S-10/2

হবে এবং ব্যক্তিগত অস্ত্র প্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এবং সুরক্ষা কাউন্সিলের দ্বারা সার্বভৌম রাজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে "আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা" লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই করার আদেশ জারি করা হয়েছিল।[81]

সামরিক ভাবে ড্রোনের ব্যবহার বন্ধ করুন

ড্রোন হল পাইলটবিহীন বিমান (সাবমেরিন এবং অন্যান্য রোবটের পাশাপাশি) যা কৌশলের সাথে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে চালিত হয়। এখনও অবধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই মূল সামরিক ড্রোন মোতায়েনকারী। "শিকারী" এবং "মৃত্যুদূত" ড্রোন রকেট চালিত ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরক মুখ বহন করে যার লক্ষ্যবস্তু মানুষ হতে পারে। নেভাডা এবং অন্যত্র কম্পিউটার টার্মিনালগুলিতে বসে তারা "পাইলট" দ্বারা চালিত হয়। এই ড্রোনগুলি পাকিস্তান, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইরাক এবং সিরিয়ার মানুষদের বিরুদ্ধে তথাকথিত লক্ষ্যবস্তু হত্যার জন্য নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। এই হামলার ন্যায্যতা শতাধিক বেসামরিক মানুষকে হত্যা করছে যা "আগাম প্রতিরক্ষার" একটি অত্যন্ত নৈতিকভাবে সন্দেহজনক মতবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি দৃঢ় সংকল্প করেছেন যে একটি বিশেষ প্যানেলের সহায়তায় তিনি আমেরিকার জন্য সন্ত্রাসবাদী হুমকির জন্য বিবেচিত যে কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর আদেশ দিতে পারেন, এমনকী মার্কিন নাগরিক যাদের পক্ষে সংবিধানের কারণে আইনের প্রক্রিয়া প্রয়োজন, এই ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যে উপেক্ষা করা যায়।[82] প্রকৃতপক্ষে, আমরা সাধারণভাবে যেমন শিখেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে শুধুমাত্র মার্কিন নাগরিকদের নয় সকলের অধিকারকে সম্মান করা প্রয়োজন বলে অভিহিত আছে। এবং লক্ষ্যযুক্ত ব্যক্তিদেরকে কখনও শনাক্ত করা যায় নি, তবে তাদের আচরণ দ্বারা "সন্দেহজনক" বলে মনে করা হয়েছিল, যা নিজ দেশের পুলিশ কর্তৃক বর্ণবাদী প্রোফাইলের সমান্তরাল ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোনযুদ্ধ

ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিসম, পুরা বিশ্ব জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলার ট্র্যাকিং করে থাকে। এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তাদের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী অ্যাকাউন্টগুলির চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।

বর্তমান পরিসংখ্যান (জুলাই ২০১৮)

১৪.০৪০- ন্যনতম নিশ্চিত আক্রমণ

ড্রোন হামলার সমস্যাগুলি আইনী, নৈতিক এবং ব্যবহারিক। শুরু করতে গেলে, তারা হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিটি জাতির আইনগুলি পরিষ্কারভাবে লঙ্ঘন করে। অতিরিক্তভাবে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘন করে, রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড এবং রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগনের অধীনে নির্বাহী আদেশ জারি করেছিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দ্বারা বেআইনী হত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা অন্য যে কারও বিরুদ্ধে ব্যবহৃত, এই হত্যাকাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অধীনে যথাযথ প্রক্রিয়ার অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। যখন জাতিসংঘের সনদের ৫১ অনুচ্ছেদের অধীনে বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন সশস্ত্র হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষাকে বৈধ করেছে, তখন ড্রোনগুলির আবির্ভাব হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন ও জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করে। ঘোষিত যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনকে আইনতভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেইসব দেশে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি যেই দেশগুলিতে তারা ড্রোন দিয়ে হত্যা চালিয়েছে, অথবা জাতিসংঘের সনদ ও কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তি অনুযায়ে এর বর্তমান যুদ্ধসমূহ আইনসম্মত নয়, এটাও স্পষ্ট নয় যে কেন কিছু যুদ্ধকে "ঘোষণা" করা হয়েছে কারন ১৯৪১ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

প্রথমত, প্রত্যাশিত প্রতিরক্ষা মতবাদ, যা বলে যে একটি জাতি বৈধভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে যখন তারা আশা করে যে তার উপর আক্রমণ করা হতে পারে, বহু আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আন্তর্জাতিক আইনের এ জাতীয়

[81] আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের রোম সংবিধির ৭ নং অনুচ্ছেদে মানবতাবিরোধী অপরাধ চিহ্নিত করা হয়েছে।

[82] দেখুন: www.theguardian.com/world/2013/may/24/obama-drone-vetting-kill-courts

ব্যাখ্যার সমস্যাটি তার অস্পষ্টতা, কোনও রাষ্ট্র কীভাবে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে অন্য একটি রাষ্ট্র বা রাজ্য-অভিনেতা যা বলেছেন এবং যা সত্যই সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাবে? প্রকৃতপক্ষে, যে কোনও আগ্রাসী তার আগ্রাসনকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এই মতবাদটির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে। অন্ততপক্ষে, এটি কংগ্রেস বা জাতিসংঘের তদারকি ছাড়াই নির্বিচারে ব্যবহার করা যেতে পারে (এবং বর্তমানে রয়েছে)।

দ্বিতীয়ত, "ন্যায্য যুদ্ধের মতবাদ" এর শর্তেও ড্রোন হামলা স্পষ্টতই অনৈতিক তে বলা হয়েছে যে যুদ্ধে অ-যোদ্ধাদের আক্রমণ করা উচিত নয়। ড্রোন হামলার অনেকগুলি চিহ্নিত ব্যক্তিদের উপর লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি, যাদের সরকার সন্ত্রাসবাদী হিসাবে মনোনীত করেছে, কিন্তু কেবল এমন সমাবেশগুলির বিরুদ্ধে যেখানে এই ধরনের লোকদের উপস্থিত থাকার সন্দেহ রয়েছে।[83] এই আক্রমণগুলিতে অনেক বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে এবং এমন প্রমাণ রয়েছে যে কয়েকটি ইভেন্টে যখন উদ্ধারকর্মীরা প্রথম হামলার পরে ঘটনাস্থলে জড়ো হয় তখন উদ্ধারকারীদের হত্যার জন্য দ্বিতীয় ধর্মঘটের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মৃতদের অনেকেই শিশু।[84]

তৃতীয়ত, ড্রোন আক্রমনগুলি পাল্টা উসকানিমূলক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে (তারা কখনও সন্দেহজনক দাবী করে), তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তীব্র ক্ষোভ তৈরি করে এবং সহজেই নতুন সন্ত্রাসীদের নিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়।

যে নিরপরাধ মানুষকে আপনি হত্যা করেন তার জন্য আপনি দশটি নতুন শত্রু তৈরি করেন - জেনারেল স্ট্যানলি ম্যাকক্রিস্টাল (প্রাক্তন কমান্ডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনী)

আরও, যুক্তি দিয়ে যে তার ড্রোন হামলা আইনসম্মত, এমনকি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠীর পক্ষে আইনত দাবি করার ন্যায্যতা সরবরাহ করে যখন তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণ করার জন্য ড্রোন ব্যবহার করতে পারে তখন ড্রোন আক্রমণ একটি জাতি তৈরি করে যে তাদের ব্যবহার করে কম, বরং আরও বেশি, সুরক্ষিত।

---

[83] যাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে তাদের অনেকে সরকারীভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়নি তবে তাদের আচরণ দ্বারা "সন্দেহজনক" বলে মনে করা হচ্ছে।যাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে তাদের অনেকে সরকারীভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়নি তবে তাদের আচরণ দ্বারা "সন্দেহজনক" বলে মনে করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই "সিগনেচার স্ট্রাইক" দুটি "সন্দেহজনক আচরণ" মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল: একটি অস্ত্র বহন এবং সামরিক বয়সী পুরুষ হওয়া। এই জাতীয় মানদণ্ড পূরণের কিছুই "সন্দেহজনক" হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে না। কাউকে "সন্ত্রাসী" (বা বিকল্পধারা "যোদ্ধা," "জঙ্গি," বা "চরমপন্থী") হিসাবে সুবিধাজনক লেবেলিং হত্যার ন্যায়সঙ্গত হিসাবে সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অধিকন্তু, "সন্দেহজনক" পুরুষদের "সন্ত্রাসী" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের মৃত্যুকে আর "বেসামরিক" মৃত্যু হিসাবে বিবেচনা করা হয় না যা হতাহতের পরিসংখ্যানকে সাদা করে দেয়।

[84] বিস্তৃত প্রতিবেদন" *লিভিং আন্ডার ড্রোনস। ডেথ, ইনজুরি, অ্যান্ড ট্রমা টু সিভিলিয়ান্স ফ্রম ইউএস ড্রোন প্র্যাকটিসেস ইন পাকিস্তান*" (২০১২), যেটি স্ট্যানফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকার ও কনফ্লিক্ট রেজোল্যুশন ক্লিনিক এবং এনওয়াইইউ স্কুল অফ ল এর গ্লোবাল জাস্টিস ক্লিনিক দ্বারা প্রকাশিত, এবং যা দেখায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "লক্ষ্যবস্তু হত্যার" বিবরণী মিথ্যা। প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বেসামরিক ব্যক্তিরা আহত ও নিহত হয়েছেন, ড্রোন হামলাগুলি বেসামরিক মানুষের প্রতিদিনের জীবনকে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে, স্ট্রাইক যে প্রমাণগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও নিরাপদ করে তুলেছে তা সর্বোত্তমভাবে দ্ব্যর্থহীন, এবং ড্রোন হামলা অনুশীলন আন্তর্জাতিক আইনকে ক্ষুন্ন করেছে। সম্পূর্ণ প্রতিবেদন এখানে পড়তে: http://www.livingunderdrones.org/wp-content/uploads/2013/10/Stanford-NYU-Living-Under-Drones.pdf

"আপনি যখন কোনও ড্রোন থেকে বোমা ফেলেন. আপনি ক্ষতি করার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে যাচ্ছেন" - মার্কিন লেঃ জেনারেল মাইকেল ফ্লিন (অব।)

সত্তরেরও বেশি দেশের এখন ড্রোন আছে এবং ৫০ এরও বেশি দেশ সেগুলি উন্নত করছে।[85] প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত বিকাশ থেকে বোঝা যায় যে প্রায় প্রতিটি দেশ এক দশকের মধ্যে সশস্ত্র ড্রোন রাখতে সক্ষম হবে। কিছু যুদ্ধ ব্যবস্থার সমর্থকরা বলেছেন যে ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হ'ল ড্রোন হামলা চালানো ড্রোন তৈরি করা এবং যুদ্ধ ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা সাধারণত যেভাবে অস্ত্রের দৌড় এবং আরও বেশি অস্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত করে তা প্রদর্শন করে এবং একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধ শুরু হলে ধ্বংসকে আরও প্রশস্ত করে তোলে। যে কোনও এবং সমস্ত জাতি এবং গোষ্ঠী দ্বারা সামরিকীকরণের ড্রোনকে নিষিদ্ধ করা নিরাপত্তাটিকে অবনমিতকরণে এক বড় পদক্ষেপ হবে।

ড্রোনগুলোর নাম এমনিতেই প্রিডেটর বা রিপার্স হয়নি। এগুলো মারণাস্ত্র। কোনও বিচারক বা জুরি না পেয়ে তারা তাত্ক্ষণিকভাবে জীবন কেটে দেয়, কারো দ্বারা, কোথাও যে ব্যক্তি দুর্ঘটনাক্রমে- বা ঘটনাক্রমে- তাদের ক্রোশায়ারগুলিতে ধরা পড়েছিল তাদের সাথে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে জীবন ধারণ করে।
মেডিয়া বেনিয়ামিন (এক্টিভিস্ট, লেখক, কোডপিংকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা)

গণ ধ্বংসের ফেজ আউট অস্ত্র

ব্যাপক ধ্বংসের অস্ত্র যুদ্ধ ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া, এর বিস্তারকে শক্তিশালী করে এবং তা নিশ্চিত করে যে যুদ্ধগুলি সংঘটিত গ্রহ-পরিবর্তনের ধ্বংসের সম্ভাবনা রয়েছে। পারমাণবিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্রগুলি বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা এবং মাইম করার ক্ষমতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, অবর্ণনীয় ধ্বংস সহ পুরো শহর এবং এমনকি পুরো অঞ্চলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

পারমাণবিক অস্ত্র

পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বের মানবতা এবং জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। সাম্প্রতিক বছরগুলি উদ্বেগ এবং আশায় পূর্ণ। অপরদিকে, ২০১৭ সালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, জাতিসংঘের ১২২ টি পারমাণবিক সদস্য দেশ কীভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি নতুন আইনী বাধ্যতামূলক চুক্তি গ্রহণ করেছে।[86] ২০২০ সালের মে পর্যন্ত এই চুক্তিটি ৮২ টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ৩৬ টি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার জন্য [87] ৫০ টি দেশকে অনুমোদন দেওয়া দরকার। অন্যদিকে, আমরা পারমাণবিক-সশস্ত্র দেশগুলির মধ্যে তীব্র উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করছি, বিশেষত উল্লেখযোগ্যভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে চলমান চলন এবং পাল্টা পদক্ষেপ, আমেরিকা ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যকার অবনতিশীল সম্পর্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার গ্রহে ১৫,০০০ পারমাণবিক বোমার মধ্যে প্রায়

[85] *আর্মড এন্ড ডেইঞ্জেরাস প্রতিবেদনটি দেখুন। রেন্ড কর্পোরেশন কর্তৃক* ইউএভি এবং ইএস সিকিউরিটি: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR449/RAND_RR449.pdf

[86] ৭ জুলাই ২০১৭-এ চুক্তি গৃহীত হয়েছিল। পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য আইনত বাধ্যতামূলক উপকরণকে আলোচনার জন্য, তাদের সম্পূর্ণ নির্মূলের দিকে অগ্রণী ভূমিকার জন্য জাতিসংঘের সম্মেলন হয়েছিল। দেখুন: https://www.un.org/disarmament/ptnw/index.html

[87] www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/

১৪,০০০ রয়েছে, প্রতিটি দেশেই ২ হাজারেরও বেশি একে অপরের প্রধান শহরগুলিতে ইঙ্গিত করেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুত। আমাদের আরও স্বল্পমেয়াদী ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের পক্ষে ও চাপের প্রয়োজন, পাশাপাশি মহাকাশে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদী ব্যস্ততা, রাশিয়ার সীমানায় ন্যাটো সম্প্রসারণের অবসান, রোমানিয়া এবং পোল্যান্ড থেকে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সরিয়ে এবং ১৯৭২-এর অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি ইউএসএসআরের সাথে হয়েছিল এবং এটি ২০০১ সালে জর্জ বুশ বেরিয়ে এসেছিল। তবেই আমরা কি সেই আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করতে সক্ষম হব যা পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপকে সমর্থন করবে এবং সর্বদা।

নতুন নিষেধাজ্ঞার চুক্তি আন্তর্জাতিক আইনের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান পূরণ করে, দেশগুলিকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার, বিকাশ, পরীক্ষা, উত্পাদন, উত্পাদন, স্থানান্তর, অধিকার, মজুদ করা, ব্যবহার বা হুমকি দেওয়া বা পারমাণবিক অস্ত্র তাদের অঞ্চলে স্থাপনের অনুমতি দেওয়া থেকে বিরত রাখে। এটি এগুলিকে যে কোনও কাজে নিযুক্ত করার জন্য কাউকে সহায়তা করা, উৎসাহ দেওয়া বা প্ররোচিত করা থেকে বিরত করে।[88] মার্কিন পারমাণবিক জোটের কোনও পারমাণবিক অস্ত্র রাষ্ট্র, বা পারমাণবিক "ছাতা রাষ্ট্র", এই চুক্তিতে যোগ দেয়নি।[89]

নিষেধাজ্ঞার চুক্তিটি বোমাটিকে কলঙ্কিত করবে এবং কেবল পারমাণবিক অস্ত্রের দেশগুলিতে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ছাতার অধীনে আশ্রয় নেওয়া সরকারগুলিকেও চাপ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে, যারা "প্রতিরোধের জন্য" পারমাণবিক অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল।[90] তদুপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো রাজ্য, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, জার্মানি এবং তুরস্কে প্রায় ৪০০ টি পারমাণবিক বোমা কেন্দ্র করে, যাদের উপর তাদের "পারমাণবিক ভাগের ব্যবস্থা" ছেড়ে দেওয়ার এবং নিষেধাজ্ঞার চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য চাপ দেওয়া হবে।[91] [92] একটি "ডোন্ট ব্যাংক অন দ্য বোম ক্যাম্পেইন" পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতকারীদের বিনিয়োগ থেকে বিশ্বজুড়ে অভিবাসন অভিযান প্রচারের জন্য নতুন নিষেধাজ্ঞা চুক্তির সুযোগ নিচ্ছে।[93]

জৈবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার চুক্তি আগে থেকেই ছিল যে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার উপর চুক্তিটি দীর্ঘ সময়সীমার। ১৯৭০ সালের অ-বিস্তার বিধি চুক্তি (এনপিটি) সরবরাহ করেছে যে পাঁচটি স্বীকৃত পারমাণবিক অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চীনকে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূলের জন্য সৎ বিশ্বাসের প্রচেষ্টা করা উচিত, অন্য সমস্ত এনপিটি স্বাক্ষরকারীরা পারমাণবিক অধিগ্রহণ না করার অঙ্গীকার করেছে অস্ত্র। কেবল তিনটি দেশই ভারত, পাকিস্তান এবং ইস্রায়েলে এনপিটি-তে যোগদান করতে অস্বীকার করেছিল এবং তারা পারমাণবিক অস্ত্রাগার অর্জন করেছিল। "শান্তিপূর্ণ" পারমাণবিক প্রযুক্তির জন্য এনপিটি দর কষাকষির উপর নির্ভর করে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য পারমাণবিক শক্তির জন্য বিচ্ছিন্ন পদার্থ বিকাশের জন্য তার "শান্তিপূর্ণ" প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই চুক্তি থেকে সরে এসেছিল।[94] প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি সম্ভাব্য বোমা কারখানা।

এমনকি একটি তথাকথিত "সীমিত" সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্রের সাথে লড়াই করা যুদ্ধ লক্ষ মানুষকে হত্যা করবে, পারমাণবিক শীতকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্যের সংকট দেখা দেবে যার ফলে লক্ষ লোকের অনাহার হ... পুরো পারমাণবিক কৌশল

---

[88] “দ্য ট্রিটি” দেখুন http://www.icanw.org/the-treaty/

[89] ন্যাটো দেশগুলির পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান অন্তর্ভুক্ত

[90] http://www.paxchristi.net/sites/default/files/nuclearweaponstimeforabolitionfinal.pdf

[91] দেখুন: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_sharing; এবং
https://www.armscontrol.org/act/2012_06/NATO_Sticks_With_Nuclear_Policy;

[92] নেদারল্যান্ডসে প্যাক্সের একটি নাগরিক উদ্যোগ নেদারল্যান্ডসে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। প্রস্তাবটি পড়ুন এখানে:
http://www.paxforpeace.nl/media/files/pax-proposal-citizens-initiatiative-2016-eng.pdf।

[93] https://www.dontbankonthebomb.com/

[94] http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Non-Proliferation_of_Nuclear_Weapons

ব্যবস্থাটি একটি ভুয়া ভিত্তির উপর নির্ভর করে, কারণ কম্পিউটার মডেলগুলির পরামর্শ অনুসারে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল কেবলমাত্র খুব অল্প শতাংশই বিশ্বব্যাপী এক দশক পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্র বন্ধ করে দিতে পারে - ফলস্বরূপ, মানব প্রজাতির জন্য মৃত্যুদণ্ড। এবং বর্তমানে প্রবণতা সরঞ্জাম বা যোগাযোগের কিছু পদ্ধতিগত ব্যর্থতার ফলে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর সম্ভাবনার দিকে যাচ্ছে যা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কারণ হতে পারে।

একটি বৃহত্তর মুক্তি গ্রহের সমস্ত জীবন নিভিয়ে দিতে পারে। এই অস্ত্রগুলি সর্বত্র সকলের সুরক্ষাকে হুমকি দেয়।[95] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলি পারমাণবিক অস্ত্রের উন্মাদ সংখ্যা (এক পর্যায়ে ৫৬০০০) হ্রাস করেছে, বিশ্বে এখনও ১৫,০০০ রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ১,০০০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ায় নেই।[96] সবচেয়ে খারাপটি হ'ল, চুক্তিগুলি "আধুনিকীকরণের" অনুমতি দেয়, নতুন প্রজন্মের অস্ত্র ও বিতরণ ব্যবস্থা তৈরির জন্য একটি উচ্চারণ, যা পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলি সকলেই করছে। পারমাণবিক দানব চলে যায়নি; এমনকি গুহার পেছনে লুকোচুরিও নয় — এটি প্রকাশ্যে রয়েছে এবং কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে যা অন্য কোথাও ব্যবহার করা যেতে পারে। ১৯৯৮ সালে যেহেতু এতটা বিস্তৃত টেস্ট নিষেধাজ্ঞার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা শোফোনের জমির নেভাদা পরীক্ষার জায়গায় মরুভূমির নিচ থেকে এক হাজার ফুট নীচে উপ-সমালোচনামূলক পরীক্ষার সাথে পারমাণবিক অস্ত্রের তার উচ্চ প্রযুক্তির পরীক্ষাগার পরীক্ষা চালিয়েছে। আমেরিকা এখনও অবধি ২৮ টি পরীক্ষা করেছে, চেইন-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে রাসায়নিকের সাথে প্লুটোনিয়াম উড়িয়ে দিয়েছে, তাই "সাব-ক্রিটিকাল।"[97] আসলে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার অধীনে, নতুন বোমা কারখানা এবং বিতরণ সিস্টেমের জন্য পরবর্তী ত্রিশ বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় প্রাক্কলিত - ট্রাম্প প্রশাসনের সময় কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল এবং "ছোট" আরও ব্যবহারযোগ্য পারমাণবিক অস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই "ছোট" বোমাগুলিতে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিকে ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলির অগ্নি শক্তি রয়েছে এবং একটি বোমা সহ কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল।[98] [99]

প্রচলিত যুদ্ধ ব্যবস্থার চিন্তাধারা যুক্তি দেয় যে পারমাণবিক অস্ত্র যুদ্ধকে বাধা দেয় - "পারস্পরিক আশ্বাসপ্রাপ্ত ধ্বংস" ("এমএডি") এর তথাকথিত মতবাদ। যদিও এটি সত্য যে ১৯৪৫ সাল থেকে এগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে না, এমএডি এর কারণ হয়েছে এই সিদ্ধান্তে আসা যৌক্তিক নয়। ড্যানিয়েল ইলসবার্গ যেমন উল্লেখ করেছেন, ট্রুম্যান যেহেতু প্রতিটি মার্কিন রাষ্ট্রপতি পারমাণবিক অস্ত্রকে অন্য দেশগুলির জন্য হুমকি হিসাবে ব্যবহার করেছেন যাতে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেয়। ডানিয়েল ইলসবার্গের মতোই লিখেছেন, ট্রুমান হেটেটু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পারমাণবিক চালকের অন্য দেশটিতে হুমকির মতো ব্যবহারের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশদ্বারে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এমএডি দুর্ঘটনাকবলিত এই অস্ত্রগুলির দুর্ঘটনাক্রমে মুক্তি বা ভুলক্রমে ভেবেছিল যে এটি আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে বা প্রাক-আগ্রাসী প্রথম ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করে না। প্রকৃতপক্ষে, নির্দিষ্ট ধরণের পারমাণবিক ওয়ারহেড বিতরণ ব্যবস্থা পরের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং তৈরি করা হয়েছে। ক্রুজ মিসাইল (যা রাডারের নিচে ছিনতাই করে) এবং পার্শিং মিসাইল, একটি দ্রুত আক্রমণ, সামনের দিকে ভিত্তি করে ক্ষেপণাস্ত্র। শীতল যুদ্ধের সময় "গ্র্যান্ড, ডেকাপিটাইটিং ফার্স্ট স্ট্রাইক" এর কাম্যতা সম্পর্কে আসলে গুরুতর আলোচনা হয়েছিল, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর একটি পারমাণবিক হামলা শুরু করবে যাতে কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ নিষ্ক্রিয় করে পারমাণবিক অস্ত্র চালুর ক্ষমতাকে অক্ষম করতে পারে। ক্রেমলিনের সাথে। কিছু বিশ্লেষক একটি পারমাণবিক যুদ্ধকে "বিজয়ী" করার বিষয়ে

---

[95] পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য নোবেল পিস বিজয়ী সংস্থা আন্তর্জাতিক চিকিত্সকদের প্রতিবেদনটি দেখুন "পারমাণবিক দুর্ভিক্ষ: দুই বিলিয়ন লোক ঝুঁকিতে রয়েছে"

[96] আইবিআইডি

[97] আইবিআইডি

[98] https://thinkprogress.org/trump-budget-low-yield-nuclear-weapons/

[99] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক আধুনিকীকরণ প্রোগ্রাম: https://www.armscontrol.org/factsheets/USNuclearModernization

লিখেছিলেন, যেখানে প্রায় কয়েক মিলিয়ন মানুষ মারা যেত, প্রায় সমস্ত বেসামরিক মানুষ।[100] পারমাণবিক অস্ত্রগুলি স্পষ্টতই অনৈতিক এবং মারাত্মক।

এমনকি যদি সেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার না করা হয়, এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিমানগুলিতে বহন করা পারমাণবিক অস্ত্রগুলি মাটিতে বিধ্বস্ত হয়েছে, সৌভাগ্যক্রমে কেবল স্থলটিতে কিছু প্লুটোনিয়াম বয়ে গেছে, তবে তা বন্ধ হয় নি।[101] ২০০৭ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভ্রান্তভাবে উত্তর ডাকোটা থেকে লুইসিয়ানা পর্যন্ত উড়েছিল এবং অনুপস্থিত পারমাণবিক বোমা ৩৬ ঘন্টা ধরে খুঁজে পাওয়া যায়নি।[102] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি চুলচেরা ট্রিগার সতর্কতায় উদ্বোধনের জন্য দায়বদ্ধ এবং রাশিয়ার শহরগুলির দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ভূগর্ভস্থ সিলোগুলিতে পোস্ট করা সার্ভিসদের দ্বারা মাতাল হওয়া এবং দুর্বল পারফরম্যান্সের খবর পাওয়া গেছে।[103] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার প্রত্যেকে হাজার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে এবং একে অপরকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। নরওয়ের একটি আবহাওয়া উপগ্রহ রাশিয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আগত আক্রমণের জন্য প্রায় নেওয়া হয়েছিল, যখন পুরো বিশৃঙ্খলা প্রতিহত হয়েছিল।[104]

পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চলগুলি নিউক্লিয়ারীকরণের জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি রাখে। এই অঞ্চলগুলি জাতিসংঘ দ্বারা একটি চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা একটি গ্রুপের রাষ্ট্রগুলি একটি নির্ধারিত অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য চুক্তি বা কনভেনশনগুলির দ্বারা নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠা করেছে; এর বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের জন্য যাচাইকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা আছে; এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা স্বীকৃত। জোনগুলি প্রথম অ্যান্টার্কটিক অঞ্চল, স্থান এবং লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে উন্নত হয়েছিল।[105] বর্তমানে এগুলি ছয়টি ল্যান্ড জোন, যা পৃথিবীর ৫৬% এই জাতীয় চুক্তির আওতায় পড়ে, সুতরাং পৃথিবীর ১৯৫ টি রাজ্যের ৬০% এইরকম। কোরিয়ান উপদ্বীপে এখন পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মধ্য প্রাচ্যে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে।[106] মধ্য প্রাচ্যে, এই ধরনের চুক্তি পারমাণবিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্রগুলিকে রাখে এবং গণ-ধ্বংস-মুক্ত অঞ্চলের অস্ত্র হিসাবে ডাকা হবে।[107]

"ইতিহাস আমাদের তৈরি করে না, আমরা এটি তৈরি করি — বা শেষ করি।"
- টমাস মার্টন (ক্যাথলিক লেখক)

রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্র

জৈবিক অস্ত্রগুলিতে মারাত্মক প্রাকৃতিক বিষ যেমন ইবোলা, টাইফাস, গুটিপোকাস এবং অন্যান্য যেগুলি ল্যাবটিতে পরিবর্তিত হয়েছে তা অতি ভাইরাল হওয়ার জন্য রয়েছে যাতে কোনও প্রতিষেধক নেই। তাদের ব্যবহার একটি নিয়ন্ত্রণহীন বৈশ্বিক মহামারী

---

[100] http://www.nytimes.com/2014/09/22/us/us-ramping-up-major-renewal-in-nuclear-arms.html?_r=0
[101] http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub585.pdf
[102] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_nuclear_accidents
[103] http://en.wikipedia.org/wiki/2007_United_States_Air_Force_nuclear_weapons_incident
[104] http://cdn.defenseone.com/defenseone/interstitial.html?v=2.1.1&rf=http%3A%2F%2Fwww.defenseone.com%2Fideas%2F2014%2F11%2Flast-thing-us-needs-are-mobile-nuclear-missiles%2F98828%2F
[105] www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/ এবং www.armscontrol.org/factsheets/nwfz
[106] ১৯৯৫ এবং ২০১০ সালের পারমাণবিক বিস্তার চুক্তি পর্যালোচনা সম্মেলনে
[107] www.armscontrol.org/factsheets/mewmdfz

শুরু করতে পারে। সুতরাং ইতিমধ্যে একটি বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশ হিসাবে বিদ্যমান চুক্তিগুলি মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকটিরিওলজিকাল (জৈবিক) এবং টক্সিন অস্ত্রের বিকাশ, উত্পাদন ও স্টকপিলিং নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন এবং তাদের ধ্বংস সম্পর্কে ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরের জন্য খোলা হয় এবং ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যকর হয়। এটি ১৭০টি স্বাক্ষরকারীকে এই অস্ত্রগুলি রাখার, বিকাশ করতে বা মজুদ করা থেকে নিষেধ করে। তবে, এটিতে একটি যাচাইকরণের ব্যবস্থার অভাব রয়েছে এবং কঠোর চ্যালেঞ্জ পরিদর্শন প্রোটোকল দ্বারা শক্তিশালী করা দরকার (অর্থাত্ কোনও রাজ্য অন্য কোনও ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে যা পরিদর্শনে আগাম সম্মত হয়েছিল)।

রাসায়নিক অস্ত্রের বিকাশ, উত্পাদন, মজুতকরণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন এবং তাদের ধ্বংসের উপর রাসায়নিক অস্ত্রের বিকাশ, উত্পাদন, অধিগ্রহণ, মজুদ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর বা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রের স্বাক্ষরকারীরা তাদের থাকা রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ এবং তাদের অতীতের যে কোনও সুযোগসুবিধা, পাশাপাশি অতীতের অন্যান্য রাজ্যের ভূখণ্ডে তারা পরিত্যক্ত যে কোনও রাসায়নিক অস্ত্রকে ধ্বংস করতে এবং কিছু বিষাক্ত রাসায়নিকের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ যাচাইয়ের ব্যবস্থা তৈরি করতে সম্মত হয়েছে এবং তাদের পূর্ববর্তীরা যাতে নিশ্চিত হয় যে এই জাতীয় রাসায়নিকগুলি কেবল নিষিদ্ধ নয় এমন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সম্মেলনটি ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৭ সালে কার্যকর হয়। বিশ্বজুড়ে যেখানে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, সম্পূর্ণ ধ্বংস এখনও একটি সুদূর লক্ষ্য।[108] ২০১৪ সালে এই চুক্তিটি সফলভাবে কার্যকর হয়েছিল, যখন সিরিয়া তার রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ বদল করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সিরিয়ার উপর একটি বড় বোমা হামলা অভিযান চালানোর সিদ্ধান্তের বিপরীত হওয়ার পরই এই ফলাফলটি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, অহিংস নিরস্ত্রীকরণ যুদ্ধ ব্যবস্থা হিসাবে জনসাধারণের বিকল্প হিসাবে কাজ করে এমন অহিংস নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে জনসাধারণের চাপের দ্বারা বেশিরভাগভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছিল।

মহাকাশে অনৈতিক অস্ত্র

বেশ কয়েকটি দেশ উপগ্রহগুলিতে আক্রমণ করার জন্য স্থল থেকে স্পেস এবং স্পেস-টু-স্পেস অস্ত্র এবং মহাকাশ থেকে পৃথিবীর স্থাপনাগুলিতে আক্রমণ করার জন্য স্পেস-টু-গ্রাউন্ড অস্ত্র (লেজার অস্ত্র সহ) সহ বহিরাগত মহাকাশে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং এমনকি হার্ডওয়্যার তৈরি করেছে। ২০০৫সালে জর্জ ডাব্লু বুশ "স্বরের কাছ থেকে রডস" নামে একটি বিমান বাহিনীর কর্মসূচির বিকাশকে উত্সাহিত করেছিলেন: মহাকাশ-ভিত্তিক টুংস্টেন রডগুলির একটি অনুমানমূলক ব্যবস্থা যা একটি শহরকে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরক শক্তিতে আঘাত করতে পারে। ২০১৮ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিগুণ হয়েছিলেন এবং মহাকাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকে সুরক্ষিত করতে উত্সর্গীকৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর একটি নতুন শাখা তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে, এই ধরণের অস্ত্র আর-ডি-তে নেতৃত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর স্পেসের প্রাক্তন সহকারী সচিব, কিথ আর হল বলেছিলেন, "স্থানের আধিপত্যের বিষয়ে আমাদের তা আছে, আমরা এটি পছন্দ করি এবং আমরা 'এটা রাখতে যাচ্ছি। "[109]

বাইরের মহাকাশে অস্ত্র রাখার বিপদগুলি স্পষ্টতই বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র বা উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রের ক্ষেত্রে। ১৩০ টি দেশের স্পেস প্রোগ্রাম রয়েছে এবং মহাকাশে ৩০০০ অপারেশনাল স্যাটেলাইট রয়েছে। বিপদগুলির মধ্যে বিদ্যমান অস্ত্র কনভেনশনগুলিকে হীন করা এবং একটি নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করা অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের একটি স্থান-ভিত্তিক যুদ্ধ যদি ঘটে থাকে তবে এর পরিণতি পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য ভয়াবহ হতে হবে, পাশাপাশি কেসলর সিনড্রোমের ঝুঁকিগুলিও ঝুঁকিপূর্ণ

---

[108] বিস্তৃত তথ্য এবং তথ্যের জন্য রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত সংস্থাটির ওয়েবসাইট দেখুন, যেটি রাসায়নিক অস্ত্র নির্মূলের ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য ২০১৩ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছিল।

[109] ১৯৯৭ সালের জাতীয় স্পেস ক্লাবের ভাষণে মন্তব্য করেছিলেন। দেখুন: http://www.hartford-hwp.com/archives/27c/537.html

হতে পারে, এমন একটি দৃশ্যে যেখানে নিম্ন পৃথিবীর কক্ষপথে বস্তুর ঘনত্ব এত বেশি যে কিছু আক্রমণ শুরু করবে। সংঘর্ষের ফলে মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য পর্যাপ্ত স্থানের ধ্বংসাবশেষ উৎপন্ন হয়, এমনকি কয়েক দশক ধরে সম্ভাব্য উপগ্রহের ব্যবহার অপরিবর্তনীয়, সম্ভবত প্রজন্মের কাছেও রয়েছে।

১৯৬৭ এর আউটার স্পেস চুক্তিটির পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছিল ১৯৯৯ সালে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েলকে বিরত রেখে ১৩৮ টি দেশ। এটি মহাকাশে ডাক্লুএমডিগুলি এবং চাঁদে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছে, তবে প্রচলিত, লেজার এবং উচ্চ শক্তির কণার বিম অস্ত্রগুলির জন্য একটি ফাঁক ফেলেছে। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের কমিটি এই অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত একটি চুক্তির বিষয়ে কমত্য পাওয়ার জন্য বহু বছর ধরে লড়াই করে আসছে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিতভাবে অবরুদ্ধ ছিল। একটি দুর্বল, নন-বাধ্যতামূলক, স্বেচ্ছাসেবামূলক আচরণবিধি প্রস্তাব করা হয়েছে তবে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আচরণবিধির এই তৃতীয় সংস্করণে এমন একটি বিধানের প্রতি জোর দিচ্ছে যে, 'যে কোনও পদক্ষেপের ফলে সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বা পরোক্ষভাবে, স্থান বা বস্তুগুলির ক্ষতি, বা ধ্বংস ', ভাষার সাথে সেই নির্দেশকে যোগ্য করে তোলে' যতক্ষণ না এই জাতীয় পদক্ষেপটি ন্যায়সঙ্গত হয়।" "ন্যায্যতা" স্ব-প্রতিরক্ষার অধিকারের ভিত্তিতে যা জাতিসংঘের সনদে অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় যোগ্যতা এমনকি একটি স্বেচ্ছাসেবী চুক্তিকে অর্থহীন করে তোলে। বাইরের মহাকাশে সমস্ত অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আরও চুক্তি হ'ল বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।[110]

একটি শান্তি অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করুন

সামরিক ব্যয় পুনরায় স্বাক্ষর করুন

উপরোক্ত হিসাবে বর্ণিত সুরক্ষা অপসারণ অনেক সরকার প্রোগ্রাম এবং সামরিক ঘাঁটির প্রয়োজনীয়তা দূর করবে, সরকারী এবং সামরিক-নির্ভর কর্পোরেশনগুলিকে এই সম্পদগুলিকে আসল সম্পদ তৈরিতে সরিয়ে দেওয়ার একটি সুযোগ প্রদান করবে। এটি সমাজের উপর করের বোঝা হ্রাস করতে এবং আরও কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিটি মার্কিন ডলার ব্যয় করা ১০০ কোটি ডলারের জন্য, একই পরিমাণ বেসামরিক খাতে ব্যয় করা হলে বেতন গ্রেডের বিস্তৃত বর্ণালীতে দ্বিগুণেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে।[111] যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাক্স ডলারের সাথে সামরিক বাহিনী থেকে অন্যান্য কর্মসূচির দিকে দূরে সরিয়ে ফেডারেল ব্যয় অগ্রাধিকার থেকে বাণিজ্য বাণিজ্যগুলি দুর্দান্ত।[112]

সামরিক বাহিনী জাতীয় "প্রতিরক্ষা" ব্যয় করা জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র একা পরের ৭টি দেশের চেয়ে বেশি ব্যয় করে তার সামরিক বাহিনীতে।[113]

---

[110] এটি অর্জনের জন্য একটি খসড়া নমুনা চুক্তি গ্লোবাল নেটওয়ার্কে অস্ত্র এবং পারমাণবিক শক্তি নিষিদ্ধকরণের মহাশূন্যে গ্লোবাল নেটওয়ার্কে দেখা যাবে, এইখানে http://www.space4peace.org

[111] গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে পরিষ্কার শক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষায় বিনিয়োগ সামরিক বাহিনীর সাথে একই পরিমাণে তহবিল ব্যয় করার চেয়ে সমস্ত বেতনের অনেক বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ অধ্যয়নের জন্য দেখুন: *সামরিক ও দেশীয় ব্যয় অগ্রাধিকারের মার্কিন কর্মসংস্থান প্রভাব: ২০১১ আপডেট* এইখানে
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/published_study/PERI_military_spending_2011.pdf

[112] ২০১৫ সালে প্রতিরক্ষা বিভাগের বাজেটের পরিবর্তে মার্কিন করের ডলার কী পরিশোধ করতে পারে তা দেখতে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প ট্রেড-অফস ক্যালকুলেটরটি ব্যবহার করে দেখুন: https://www.nationalpriorities.org/interactive-data/trade-offs/

[113] স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট সামরিক ব্যয় ডেটাবেস দেখুন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেন্টাগন বাজেট, পারমাণবিক অস্ত্র (জ্বালানি বিভাগের বাজেটে), অভিজ্ঞদের পরিষেবাগুলি, সিআইএ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে বার্ষিক ১.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে।[114] পুরো বিশ্বটি ব্যয় করেছে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই পরিমাণের সংখ্যাগুলি বোঝা শক্ত। নোট করুন যে ১০ লক্ষ সেকেন্ড ১২ দিনের সমান, ১০০ কোটি সেকেন্ড ৩২ বছরের সমান এবং ১ ট্রিলিয়ন সেকেন্ড ৩২,০০০ বছর এর সমান। তথাপি, পৃথিবীর সর্বোচ্চ সামরিক বাজেট ৯/১১ আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি, থামাতে পারেনি পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার, পারেনি সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে, বা মধ্যপ্রাচ্যে দখলদারিত্ব বিরোধী প্রতিরোধ দমন করতে। যুদ্ধের পেছনে যত অর্থ ব্যয় করা হোক না কেন, কোন লাভ হয় না।

যেমনটা অগ্রণী অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ দেখিয়েছিলেন, সামরিক ব্যয় একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষয় হওয়ার একটি কারণও বটে। স্মিথ যুক্তি দেন যে সামরিক ব্যয় অর্থনৈতিকভাবে অফলপ্রসূ। কয়েক দশক আগেও অর্থনীতিবিদেরা "সামরিক বাজেট' এর সাথে "সামরিক বোঝা" সমার্থক শব্দ হিসেবে সাধারণভাবে ব্যবহার করতেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অন্য সব বেসরকারি শিল্প মিলিয়ে সরকারের কাছ থেকে যে মূলধন বিনিয়োগ পায় সামরিক শিল্প একাই তার চেয়ে বেশি পায়। রুপান্তরের জন্য অনুদানের মাধ্যমে সরাসরি বা কর কমিয়ে বা জাতীয় ঋণ (এর সাথে বিশাল অংকের বার্ষিক সুদ) পরিশোধের মাধ্যমে এই বিনিয়োগযোগ্য মূলধন মুক্ত বাজার খাতে স্থানান্তর করলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বড় প্রণোদনার জোগান দিবে। উপরে (এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে) বর্ণিত উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার পেছনে মার্কিন সামরিক বাজেটের কিয়দংশ ব্যয় হবে এবং তা একটি অর্থনৈতিক রুপান্তর প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়তা প্রদান করবে। অধিকন্তু, এটি আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সামরিক খাতে এক বিলিয়ন ডলার ফেডারেল বিনিয়োগ ১১,২০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় একই পরিমাণ বিনিয়োগ যথাক্রমে, ১৬,৮০০, ১৭,২০০ ও ২৬,৭০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।[115]

সামরিক থেকে বেসামরিক বাজারে রুপান্তরিত হতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন প্রযুক্তি, অর্থনেতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন। এটি হচ্ছে এক প্রকার পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত মানব ও বস্তুগত সম্পদ হতে ভিন্ন প্রকারের পন্য তৈরিতে ব্যবহৃত মানব ও বস্তুগত সম্পদে রুপান্তরের প্রক্রিয়া; উদাহরণস্বরুপ, মিসাইল তৈরি হতে হালকা রেলগাড়ি তৈরিতে রুপান্তর। এই ধরণের রুপান্তর সম্পাদনযোগ্য: শিল্প খাতে এটি প্রায়ই হয়ে থাকে। সামরিক শিল্পকে সাধারণের ব্যবহার্য পণ্য প্রস্তুতের উপযোগী শিল্পে রুপান্তর করলে তা হ্রাস করার বদলে অর্থনৈতিক শক্তিকে বৃদ্ধি করবে। অস্ত্র তৈরি ও সামরিক ঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষণের বদলে এর জন্য নিয়োজিত সম্পদ দেশীয় বিনিয়োগ এবং বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত করা যেতে পারে। পরিবহণ অবকাঠামো যেমন, রাস্তা, সেতু, ও রেলপথ, এছাড়া জ্বালানি গ্রিড, পানি ও পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপনাগুলো সহ অবকাঠামো সবসময় মেরামত ও উন্নয়নের প্রয়োজন হয়। শুধু চিন্তা করে দেখুন সামরিকায়নের পেছনে ব্যয় হওয়া বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা যদি ফ্লিন্ট, মিশিগান ও হুসিক ফলস, নিউ ইয়র্কের মত শহরগুলোকে সাহায্য করতে স্থানান্তরিত হত, যেখানের নাগরিকরা, যাদের অনেকই দরিদ্র সংখ্যালঘু, সীসা দূষিত পানির বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। বিনিয়োগের আরেকটি খাত হল উদ্ভাবন যার ফলশ্রুতি হল অর্থনীতির পুনঃ শিল্পায়ন যা স্বল্প মজুরি দেয়া কর্মসংস্থান শিল্পে ভারাক্রান্ত এবং ঋণ ও বিদেশি আমদানিকৃত পণ্যের উপর অতিরিক্ত

---

[114] ওয়ার রেজিস্টারস লিগের ফেডারাল ব্যয়ের পাই চার্ট ডাউনলোড করুন https://www.warresisters.org/sites/default/files/2015%20pie%20chart%20-%20high%20res.pdf

[115] দেখুন: সামরিক ও দেশীয় ব্যয় অগ্রাধিকারের মার্কিন কর্মসংস্থান প্রভাব: ২০১১ আপডেট http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/published_study/PERI_military_spending_2011.pdf

নির্ভরশীল, উপরন্তু এটি বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, বিমানঘাঁটি গুলো সস্তা আবাসন প্রকল্প, উদ্যোক্তা ইনকিউবেটর, সোলার প্যানেল ফ্যাক্টরি, বা সোলার প্যানেল প্রোজেক্টে পরিণত করা যেতে পারে।

সরকারি অর্থের দুর্নীতি ছাড়াও, অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রধান প্রতিবন্ধকতা গুলোর মধ্যে আছে, কর্মসংস্থান হারানোর ভয় এবং শ্রম ও ব্যবস্থাপনা পুনঃ প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা। পুনঃ প্রশিক্ষন চলাকালীন কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে দিতে হবে, অথবা যারা বর্তমানে সামরিক খাতে চাকরি করছে তাদেরকে অবশ্যই অন্য কোন প্রকারের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যাতে করে যুদ্ধ হতে শান্তি কালীন পরিস্থিতিতে উত্তরণের সময়ে বড় ধরণের বেকারত্ব এড়ানো যায়।

সাফল্য পেতে হলে, রূপান্তরটি হতে হবে অস্ত্র হ্রাসের বৃহত্তর রাজনৈতিক কোন প্রোগ্রামের অংশ বিশেষ। এর জন্য প্রয়োজন হবে জাতীয় পর্যায়ের মেটা-পরিকল্পনা, এছাড়াও সামরিক ঘাঁটি আছে এমন লোকালয়ের বাসিন্দারা তাদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন কেমন দেখতে চায় ও কর্পোরেশনগুলো মুক্ত বাজারে তাদের নতুন বিশেষায়িত অংশটি কি নির্ধারণ করে তা নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক পরিকল্পনা হবে। এর জন্য করের টাকা প্রয়োজন হবে, কিন্তু, অবশেষে, পুনঃ উন্নয়নে যা বিনিয়োগ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি

মিট স্টাডি ও একশন পার্টনার লিন্ডসে কশগারিয়ান: গবেষণা পরিচালক, ন্যাশনাল প্রায়োরিটিস প্রোজেক্ট

টাকা বেঁচে যাবে, কারণ রাষ্ট্রগুলো সামরিক ব্যয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং এর বদলে প্রয়োজনীয় ভোক্তা পন্য উৎপাদন করে এমন লাভজনক শান্তিকালীন অর্থনীতি অর্জন করবে।

রূপান্তর বাস্তবায়নে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা হয়েছে, যেমন 'পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক রূপান্তর আইন, ১৯৯৯', যা পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের সাথে রূপান্তরকে সংযুক্ত করে। বিলটি ঘোষণার সময় সংবাদ সম্মেলন থেকে পর্যবেক্ষণ হিসেবে বলা হয়:

> “বিলটির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক অস্ত্রসমূহ নিষ্ক্রিয় ও বিচ্ছিন্ন করবে এবং এগুলোকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে না যদি পারমাণবিক অস্ত্র সম্পন্ন বিদেশী দেশগুলো একই আবশ্যকতা কার্যকর ও সম্পাদন করে। বিলটি আরও শর্ত আরোপ করে যে পারমাণবিক অস্ত্র কার্যক্রম চালানোর কাজে ব্যবহৃত সম্পদগুলো মানব ও কাঠামোগত প্রয়োজন যেমন গৃহায়ন, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, কৃষি, ও পরিবেশের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সুতরাং আমি সরাসরি ফান্ড ট্রান্সফার দেখতে পাব।
>
> এধরণের আইন পাশ হতে আরও জনসমর্থণের প্রয়োজন। ছোট পরিসর থেকে সাফল্য বেড়ে উঠতে পারে। ট্রানজিশনের উপর কাজ করতে কানেকটিকাট রাজ্য একটি কমিশন সৃষ্টি করেছে। অন্য রাজ্য ও লোকালয়গুলো কানেকটিকাটকে অনুসরণ করতে পারে। এর গতি কিছুটা তরান্বিত হলে তা ওয়াশিংটন সামরিক ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে এমন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি

করে। আমাদের প্রয়োজন হয় এই ভ্রান্ত ধারণাকে আরও প্রলম্বিত করা, এটিকে বাস্তবে পরিণত করা (অবশ্যই সবচেয়ে ভালো বিকল্প), নাহয় স্থানীয় ও রাজ্য সরকারগুলোকে ব্যবস্থা নিতে রাজি করানো।"[116]

যুদ্ধ নিরোধের অর্থনীতি

যুদ্ধ অবশ্যই খুব ব্যয়বহুল। ডঃ সিলা এলওরদি "যুদ্ধবিহীন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা" তৈরি করেন।[117] শান্তির জন্য ১০ বছর ধরে দুই বিলিয়ন ডলার মানবতার জন্য তত্ত্বগত উচ্চাভিলাষী কোন লক্ষ্য নয়। প্রতি বছর আনুমানিক ১.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়[118] অথবা সহিংসতার কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির ১৪.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির তুলনায় এই খরচ নিতান্তই নগণ্য।[119] স্থানীয়, জাতীয়, ও বৈশ্বিক পর্যায়ের মোট ২৫টি মূলনীতির সমন্বয় হচ্ছে এই পরিকল্পনার মর্মবস্তু, যার সমর্থনে রয়েছে উদাহরণ ও নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা। এমন একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় যুদ্ধের বিকল্প পন্থার ব্যয় নির্ধারণ অভূতপূর্ব।

শান্তি গড়ার মৌলিক কৌশলসমূহ * শান্তির জন্য ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ডঃ সিলা এলওরদি[120]		
স্থানীয় সংঘাত নিরোধ	**জাতীয়/আঞ্চলিক সংঘাত নিরোধ**	**আন্তর্জাতিক সংঘাত নিরোধ**
স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরভাবে সংঘাত নিরোধের পদ্ধতিসমূহ: • স্থানীয় নেতৃত্বে শান্তি বিনির্মাণ • সমন্বিত পদক্ষেপের জন্য আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মসমূহ • ট্রেনিং, পরামর্শ ও সুসম্পর্ক গড়ার মাধ্যমে সহিংসতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসা • ট্রমার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের উপর দৃষ্টি দেয়া	**জাতীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে সংঘাত নিরোধের পদ্ধতিসমূহ:** • শান্তির জন্য জাতীয় অবকাঠামো • যোগ্য নারীদের সক্ষম করা যেন তারা শান্তি ও সুরক্ষা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণী পদগুলো পূরণ করতে পারে • সহিংস সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় নারী • সহিংসতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে ট্রুথ এন্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন • যুদ্ধ নিরোধে জাতীয় বাজেট • অস্ত্র ব্যবসায় সরকারের সমর্থন হ্রাস করা	**আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘাত নিরোধের পদ্ধতিসমূহ:** • জাতিসংঘের জরুরী শান্তি সেবা • আঞ্চলিক মধ্যস্ততা • বৈশ্বিক অস্ত্র ব্যবসা থামাতে ক্যাম্পেইন • সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়ায় সহিংসতা হ্রাস করতে হবে • সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক খবরের প্রচারণা কমাতে হবে • গ্লোবাল পিস ইনডেক্স - বিনিয়োগের শীর্ষ দশ • মধ্যপ্রাচ্যে যুব কর্মসংস্থান • সুন্নি-শিয়া বিভাজন

[116] ট্রান্সক্রিপ্ট অফ জুলাই ৩০, ১৯৯৯, প্রেস কনফারেন্স - HR-2545: "Nuclear Disarmament and Economic Conversion Act of 1999"

[117] তার সাম্প্রতিক বইটি দেখুন: *ব্যবসায়ের পরিকল্পনা শান্তির জন্য: যুদ্ধ ছাড়াই বিশ্ব গড়ার*। https://www.scillaelworthy.com/the-business-plan-for-peace/

[118] স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউট - সামরিক ব্যয়: https://www.sipri.org/research/ armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/military-expenditure

[119] ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস: ২০১৯ গ্লোবাল পিস ইনডেক্স: http://visionofhumanity.org/indexes/globalpeace-index/

[120] এই কৌশলগুলি শান্তির জন্য যোগ্যতার ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করে। তার বইয়ে তিনি ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই কৌশলগুলি আইটেমাইজ এবং বাজেট করেছেন।

	• সামরিক উৎপাদন থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে রুপান্তর • স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মধ্যে সংলাপ • শান্তি বিনির্মাণ	• কাজ করে এমন আগাম সর্তকতা ব্যবস্থা • আগাম হস্তক্ষেপ • কর্পোরেট নেতৃবৃন্দদের শান্তি ব্যবসায় জড়িত করা • ভুটানের গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস বা জাতীয় সামষ্টিক সুখ এর উদাহরণ অনুকরণ করা
স্থানীয় পর্যায়ে সংঘাত নিরোধ ব্যবস্থার মোট ব্যয় (১০ বছরের পরিকল্পনা) ১৫,৯৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার	**জাতীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে সংঘাত নিরোধ ব্যবস্থার মোট ব্যয়** (১০ বছরের পরিকল্পনা) ৬৬,৪৪,৫০,০০০ মার্কিন ডলার	**আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘাত নিরোধ ব্যবস্থার মোট ব্যয়** (১০ বছরের পরিকল্পনা) ১,১৭,৮১,২৫,০০০ মার্কিন ডলার

স্থিতিশীল, ন্যায্য ও টেকসই বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করা

যুদ্ধ, অর্থনীতি, পরিবেশগত অবিচার বহু ভাবে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত, এর অন্যতম হল অস্থিতিশীল অঞ্চলগুলোতে তরুনদের মধ্যে উচ্চ মাত্রার বেকারত্ব, যেমন মধ্যপ্রাচ্য, যা উগ্রবাদী সৃষ্টির সূতিকাগার। এবং বৈশ্বিক, তেল ভিত্তিক অর্থনীতি সামরিক দ্বন্দের একটি অবধারিত কারণ এবং বিদেশি সম্পদে মার্কিন ক্ষমতা প্রসারিত করা এবং স্বার্থ রক্ষা করার সাম্রাজ্যবাদি উদ্দেশ্য। উত্তরের সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ভারসাম্যহীনতা এমন একটি গ্লোবাল এইড প্ল্যানের মাধ্যমে প্রতিবিধান করা যাবে যা বাস্তুতন্ত্র যার উপর অর্থনীতিসমূহ নির্ভরশীল তা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে নেয়, এবং বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এবং পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক সহ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতন্ত্রায়ন করা।

বর্জন

জীবাশ্ম জ্বালানি, পারমাণবিক অস্ত্র, এবং ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বর্জন ক্যাম্পেইনের মডেল তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র দখলে রাখা নিষিদ্ধে যে চুক্তি তৈরি হতে যাচ্ছে তা হয়ত পারমাণবিক বর্জনকে অগ্রসর করার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। সব যুদ্ধ লোপ করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে যুদ্ধের সব অস্ত্র বর্জন করা। World BEYOND War যুদ্ধের সর্বোচ্চ মুনাফাকারীদের জনগণের (সরকারি) অর্থ থেকে বঞ্চিত করতে ক্যাম্পেইন শুরু

"ব্যবসা যে পৃথিবীকে ধ্বংস করছে তা বলার নম্র কোন পথ নেই।"

- পল হওকেন (পরিবেশবিদ, লেখক)

রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ লয়েড দুমাস বলেন "একটি সামরিকায়িত অর্থনীতি সমাজকে বিকৃত ও শেষ পর্যন্ত দুর্বল করে ফেলে।" তিনি শান্তিরক্ষা অর্থনীতির মূলনীতিগুলোর রূপরেখা দিয়েছেন।[121] এইগুলো হল:

- ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা – সবাই যে যার অবদানের সমপরিমাণ ন্যূনতম লাভবান হবে এবং এই সম্পর্ককে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা উৎসাহিত করা হবে না। উদাহরণ: ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন – তারা বিতর্ক করে, তাদের দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু ই.উ. এর ভেতর যুদ্ধের কোন হুমকি নেই।
- উন্নয়নের উপর জোর দেয়া – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বেশিরভাগ যুদ্ধ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হয়েছে। দারিদ্র্য ও সুযোগ বঞ্চিত হওয়া সহিংসতার জন্ম দেয়। উন্নয়ন একটি কার্যকর সন্ত্রাসবিরোধী কৌশল, কারণ এটি সন্ত্রাসী দলগুলোর সাপোর্ট নেটওয়ার্ক যা প্রায়ই তরুণ ও শহর এলাকার অশিক্ষিত পুরুষদের নিয়োগ করে তা দুর্বল করে দেয়।[122]
- পরিবেশগত চাপ হ্রাস করা – নবায়নের অযোগ্য সম্পদসমূহের জন্য প্রতিযোগিতা ("চাপ-সৃষ্টিকারী সম্পদসমূহ") – উল্লেখযোগ্যভাবে তেল ও পানি – রাষ্ট্রসমূহ এবং রাষ্ট্রের ভেতর দলগুলোর মধ্যে বিপদজনক সংঘাত সৃষ্টি করে।

যেখানে তেল আছে সেখানে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা বেশি এমনটা প্রমাণিত।[123] প্রাকৃতিক সম্পদ আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা, দূষণ করে না এমন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি তৈরি ও ব্যবহার, এবং পরিমাণগত থেকে গুণগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে পরিবর্তন পরিবেশের উপর চাপ কমাতে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতন্ত্রায়ন (ডব্লিউ টি ও, আই এম এফ, আই বি আর ডি)

বিশ্বের অর্থনীতি তিনটি সংস্থা দ্বারা শাসিত, অর্থায়িত ও নিয়ন্ত্রিত হয় – বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ টি ও), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ), এবং পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (আই বি আর ডি; "বিশ্ব ব্যাংক"[124])। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা হচ্ছে সাধারণত এরা অগণতান্ত্রিক এবং দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর বিপরীতে ধনি রাষ্ট্রগুলোকে সমর্থন করে, অসঙ্গতভাবে পরিবেশ ও শ্রম সুরক্ষাগুলোকে সীমিত করে, স্বচ্ছতার অভাব, স্থিতিশীলতা অনুৎসাহিত করে, এবং সম্পদ আরোহণ

---

[121] Dumas, L. J. (২০১১)। *শান্তিরক্ষী অর্থনীতি: আরও শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, এবং সুরক্ষিত বিশ্ব গড়তে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যবহার করা।* নিউ হ্যাভেন, সিটি: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস।

[122] নিম্নলিখিত গবেষণা দ্বারা সমর্থিত: মৌসো, মাইকেল। "চৌদ্দটি দেশের মুসলমানদের ইসলামিক সন্ত্রাস জরিপের ফলাফলের জন্য নগর দারিদ্র্য এবং সমর্থন।" শান্তি গবেষণা জার্নাল ৪৮, নং- ১ (জানুয়ারি ১, ২০১১): ৩৫–৪৭. এই দাবিটি সন্ত্রাসবাদের একাধিক মূল কারণগুলির অত্যধিক সরল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

[123] নিম্নলিখিত গবেষণা দ্বারা সমর্থিত: Bove, V., Gleditsch, K. S., & Sekeris, P. G. (2015)। "জলের উপরে তেল" অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ। জার্নাল অব কনফ্লিক্ট রেজল্যুশন। মূল অনুসন্ধানগুলি হল: যুদ্ধে যখন দেশটিতে তেলের বিশাল মজুদ রয়েছে তখন বিদেশি সরকার গৃহযুদ্ধগুলিতে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা ১০০ গুণ বেশি করে। তেল নির্ভর অর্থনীতিগুলি গণতন্ত্রের উপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে স্থিতিশীলতা ও স্বৈরশাসকদের সমর্থন করেছে। http://communication.warpreventioninitiative.org/?p=240

[124] আমাদের পাঠকদের মধ্যে কয়েকজন এটি উল্লেখ করেছেন যে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন কর্মচারীদের মধ্যে বলা হয়েছে যে অতীতের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রদানের কর্মসূচিগুলি বর্তমান সময়ের বিশ্বব্যাংক সম্পর্কিত সঠিক চিত্র চিত্রিত করে না। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ইতিহাস এবং ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি, যা দরিদ্র দেশগুলির পাতলা কোমরের চারপাশে বেল্টকে শক্ত করেছিল, এটি ছাড় দেওয়া উচিত নয়। যাইহোক, বর্তমান বিশ্বব্যাংকের ক্রিয়াকলাপগুলি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি সুস্পষ্ট উন্নয়ন সাফল্যের জন্য ঋণ দেওয়ার কারণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে, যা ব্যাংককে কার্যকরী করার সময় এবং এটির প্রক্রিয়াগুলিতে বা দুর্বল কল্পনা এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলির ত্রুটিগুলির ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হওয়ার সময় এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা ব্যাংকের অর্ধেকেরও বেশি প্রকল্পে এনজিওগুলির অংশগ্রহণ সহ বৃহত্তর সুশীল সমাজের অংশগ্রহণকে উত্সাহিত করেছে। টেকসই উন্নয়ন এবং চরম দারিদ্র্য বিমোচনের উপর জোরগুলি শ্রম নিবিড় উপায়ে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দিকে কৌশল বদলেছে; মানুষের মূলধন বিনিয়োগ; এবং হতাহতের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের বীমা করুন। বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্যের উদ্যোগগুলি সম্পর্কে এখানে আরও পড়ুন: http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1

ও নির্ভরতা উৎসাহিত করে।[125] ডব্লিউ টি ও এর অনির্বাচিত ও জবাবদিহিতা বিহীন পরিচালনা পর্ষদ অন্য রাষ্ট্রগুলোর শ্রম ও পরিবেশ আইন অগ্রাহ্য করে এর জনসাধারণকে শোষণ ও পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকি ও এর বিভিন্ন স্বাস্থগত জটিলতার শিকারে পরিণত করতে পারে।

"কর্পোরেট-আধিপত্যবাদী বিশ্বায়নের বর্তমান রুপ পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন ত্বরান্বিত করছে, শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে, পুলিশ ও সামরিক নিপীড়নের সম্প্রসারণ এবং দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে।"

- শ্যারন ডেলগাদো (লেখক, পরিচালক আর্থ জাস্টিস মিনিস্ট্রিস)

বিশ্বায়ন নিজে কোন সমস্যা নয়—সমস্যা হল মুক্ত বাণিজ্য। সরকারি এলিট ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কমপ্লেক্স যা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা বাজার মৌলবাদ, বা "মুক্ত বানিজ্য" (একতরফা বানিজ্যের একটি শ্রুতিমধুর প্রতিশব্দ), নামের একটি আদর্শ দ্বারা তাড়িত যেখানে অর্থ দরিদ্র থেকে ধনির দিকে প্রবাহিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সৃষ্ট ও আরোপিত আইন ও আর্থিক ব্যবস্থার অধীনে শিল্প রফতানি হয় দূষণের অভয়ারণ্য সেই সব দেশসমূহে যেখানে পরিমিত মজুরি, স্বাস্থ, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত সুরক্ষার দাবীতে এক হওয়া শ্রমিকদের নিপীড়ন করা হয়। প্রস্তুতকৃত মালামালগুলো ভোক্তা পণ্য হিসেবে রফতানি হয়ে ফিরে যায় উন্নত দেশগুলোতে। এর মুল্য দিতে হয় দরিদ্র ও বৈশ্বিক পরিবেশকে। যেহেতু কম উন্নত দেশগুলো এই বিদ্যমান ব্যবস্থায় ঋণের জালে ভীষণ ভাবে আটকা পরে গেছে, তাই তারা আই এম এফ এর "অস্টেরিটি প্ল্যান" মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে, যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে ধ্বংস করবে, এবং উত্তরের মালিকানাধীন ফ্যাক্টরি গুলোর জন্য সৃষ্টি করবে দুর্বল, দরিদ্র হয়ে পরা শ্রমিক শ্রেণি। বিদ্যমান ব্যবস্থাটি কৃষির উপরও প্রভাব ফেলে। যে ক্ষেতগুলোতে মানুষের খাদ্য উৎপাদন হওয়ার কথা সেগুলোতে ইউরোপ ও আমেরিকায় শোভাবর্ধক ফুলের ব্যবসার জন্য ফুল উৎপাদিত হচ্ছে। অথবা বিত্তশালীরা এগুলো কব্জা করে নিয়েছে, এগুলোর উপর জীবিকা নির্বাহী কৃষকদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এবং এগুলো গ্লোবাল নর্থে (ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা উন্নত সমাজ) রফতানির জন্য শস্য বা গবাদি পশু পালনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গরিবরা ক্রমান্বয়ে মেগা-সিটি গুলোতে আসতে শুরু করে, যেখানে, যদি ভাগ্য ভালো হয়, তারা রফতানি পন্য তৈরির নির্মম কারখানা গুলোতে কাজের সুযোগ পায়। এই বিদ্যমান ব্যবস্থার অবিচার ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং প্রায়ই এর পরিণতি হয় সহিংস বিদ্রোহ, যার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্র পুলিশি ও সামরিক দমন চালায়। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী প্রায়ই "ওয়েস্টার্ন হেমিসফিয়ার ইন্সিটিউট অফ সিকিউরিটি কো-অপারেশন" (সাবেক "স্কুল অফ আমেরিকাস") এ মার্কিন সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণবিক্ষোভ দমনের ট্রেনিং পেয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে, ট্রেনিংয়ের মধ্যে আছে অ্যাডভান্সড কমব্যাট আর্মস, মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ও কমান্ডো কৌশল।[126] এই সবই পৃথিবীকে অস্থিতিশীল করে এবং আরও অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

এর সমাধানে প্রয়োজন গ্লোবাল নর্থে (ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা উন্নত সমাজ) নীতিগত পরিবর্তন ও নীতিবোধের জাগরণ। প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে স্বৈরশাসনে ব্যবহারের জন্য পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ট্রেনিং বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত, এই আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদগুলোর গণতান্ত্রিকায়ন করা প্রয়োজন। এগুলোতে বর্তমানে উত্তরের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্ব

---

[125] কারও কারও জন্য, অর্থনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অনুমানগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, পজিটিভ মানি (http://positivemoney.org/) সংস্থাটি ব্যাংক থেকে অর্থ সরিয়ে নিয়ে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি সুষ্ঠু, গণতান্ত্রিক এবং টেকসই অর্থ ব্যবস্থার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে প্রক্রিয়া, ঋণমুক্ত অর্থোপার্জন তৈরি করে এবং আর্থিক বাজার এবং সম্পত্তি বুদবুদগুলির পরিবর্তে বাস্তব অর্থনীতির নতুন অর্থ স্থাপনের মাধ্যমে।

[126] আরো তথ্যের জন্য দেখুন স্কুল অব আমেরিকাস এইখানে: www.soaw.org

চলছে। তৃতীয়ত, তথাকথিত "মুক্ত বাণিজ্য" নীতিমালার পরিবর্তে ন্যায্য বানিজ্য (ফেয়ার ট্রেড) নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। এই সবের জন্য প্রয়োজন সস্তা ভোগবাদিতা থেকে বৈশ্বিক সংহতিবোধের দিকে নৈতিক পরিবর্তন এবং উপলব্ধি করা যে যেকোনো স্থানে পরিবেশের ক্ষতির বৈশ্বিক তাৎপর্য আছে, এবং তা অবশ্যই জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কিত, এবং এর ফলাফল হল ক্লাইমেট রিফিউজি সংকট ও তার পরিণতিতে সীমানাগুলোর সামরিকায়ন। স্বদেশে যদি স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা থাকে তবে মানুষ সম্ভবত অবৈধ পথে দেশান্তরী হওয়ার চেষ্টা করবে না।

পরিবেশগতভাবে টেকসই একটি বৈশ্বিক ত্রাণ পরিকল্পনা তৈরি করুন

> *উন্নয়ন কূটনীতি ও প্রতিরক্ষাকে দৃঢ় করে, স্থিতিশীল, সমৃদ্ধশালী এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে অবদান রাখার মাধ্যমে তা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী হুমকিগুলোকে হ্রাস করে।*
> - ২০০৬ যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক আর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিকায়নের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি সমাধান হল বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার অর্জন লক্ষ্যে একটি গ্লোবাল এইড প্ল্যান প্রতিষ্ঠা করা।[127] এই লক্ষ্যগুলো দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবারণ, স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা দেয়া নিয়ে জাতিসংঘের যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আছে তার মত হবে, এবং এই লক্ষ্যগুলো অর্জন হবে স্থিতিশীল, দক্ষ, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৈরি মাধ্যমে যা জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করবেনা। ক্লাইমেট রিফিউজিদের পুনর্বাসনে সহায়তায় তহবিল গঠন করাও এটির লক্ষ্য হতে হবে। এই প্ল্যানটি পরিচালনা করবে একটি নতুন, আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা যাতে করে এটি ধনি রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ারে পরিণত না হয়। বিগত বিশ বছর ধরে অগ্রসরমান শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর জিডিপির ২-৫ শতাংশ অর্থ এটির তহবিল গঠনে উৎসর্গ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অংকটি হবে আনুমানিক কয়েক শ বিলিয়ন ডলার, যা ব্যর্থ জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার পেছনে ব্যয় হওয়া ১.৩ ট্রিলিয়ন থেকে অনেক কম। পরিকল্পনাটি পরিচালিত হবে মাঠ পর্যায় থেকে ভলেন্টিয়ারদের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড জাস্টিস কর্পস দ্বারা। সাহায্য যেন প্রকৃতভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে তা নিশ্চিত করতে এটি গ্রহীতা দেশগুলোর নিকট কঠোর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা চাইবে।

সন্ত্রাসবাদের প্রতি জবাব পুনর্গঠন করা

বিশ্ব বানিজ্য সংস্থায় ৯/১১ এর আক্রমণের পর, যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণের মাধ্যমে একটি দীর্ঘ অসফল যুদ্ধ শুরু করে। সামরিক পদক্ষেপ শুধু সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়নি, এর ফলশ্রুতিতে সাংবিধানিক স্বাধীনতার ক্ষয়সাধন হয়েছে, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন হয়েছে, এবং স্বৈরশাসক ও গণতান্ত্রিক সরকারগুলো কর্তৃক "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" এর নামে ক্ষমতার অপব্যবহার আরও বেড়েছে।

---

[127] কিছুটা অনুরূপ, তথাকথিত মার্শাল পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের আমেরিকান অর্থনৈতিক উদ্যোগ যা ইউরোপীয় অর্থনীতি পুনর্নির্মাণে সহায়তা করেছিল। আরো দেখুন: https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan

পশ্চিমা বিশ্বে জনগণের উপর সন্ত্রাসী হুমকি অতিরঞ্জিত করা হয়েছে এবং সেখানে গণমাধ্যম, জনসাধারণ, ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে।[128] অনেকে সন্ত্রাসবাদের হুমকির উপর পুঁজি করে লাভবান হয়েছে যাকে হোমল্যান্ড-সিকিউরিটি-ইন্ডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্স বলা যেতে পারে। যেমনটা গ্লেন গ্রিনওয়াল্ড লিখেছেন:

"...বেসরকারি ও সরকারি ব্যক্তি/সংস্থা যারা সরকারের নীতি নির্ধারণ করে এবং রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে তারা বিভিন্ন পন্থায় এতটাই মুনাফা করে যে সন্ত্রাসী হুমকি নিয়ে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা তারা হতে দিতে চায় না।

- Glenn Greenwald[129]

গবেষণায় দেখা যায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ এমন একটি অস্ত্র যা প্রায়ই অকার্যকর এবং এতে হিতে বিপরীত হয়, এটি সন্ত্রাসী দলগুলোর গল্পে খোরাক যোগায় এবং এতে করে তারা নতুন সদস্য নিয়োগ দিতে পারে।[130] উপরন্তু, অন্য দেশে সৈন্য পাঠানো ও অস্ত্র রফতানি সেদেশ থেকে সন্ত্রাসী সংগঠনের আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। [131]

"পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ৯-১১ আক্রমণ ঠেকাতে বা থামাতে কিছুই করতে পারেনি। কার্যত প্রতিটি ধৃত সন্ত্রাসী, আক্রমণের প্রতিটি ব্যর্থ চক্রান্ত, সামরিক শক্তি প্রয়োগ বা প্রয়োগের হুমকি নয় বরং প্রথম সারির গোয়েন্দা তথ্য ও পুলিশি কর্মকাণ্ডের ফল। সামরিক শক্তি গণ বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার প্রতিরোধেও অকার্যকর হয়েছে।"

- লয়েড জে. ডুমাস (রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক)

সন্ত্রাসী সহিংসতা ভালো করে বুঝতে এবং এর সমাধানে উদ্যোগ নিতে, সন্ত্রাসবাদকে সংঘাতের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্বার্থ হাসিলের (বাকি সব রাজনৈতিক সহিংসতার মত) একটি অস্ত্র হিসেবে বিশ্লেষণ করা, এবং নিরাপত্তা/অনিরাপত্তাকে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা প্রয়োজন।[132] সাধারণভাবে, যুদ্ধের পরিবর্তে, সন্ত্রাসী হামলাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা, এবং আন্তর্জাতিক পুলিশ কমিউনিটির সকল সংস্থান ব্যবহার করে দুষ্কৃতকারীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা একটি অধিকতর কার্যকর কৌশল হতে পারে। এটি উল্লেখ্য যে একটি অতিশয় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পার্ল হারবারের পর যুক্তরাষ্ট্রে ঘটা সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি প্রতিরোধে অক্ষম ছিল।

---

[128] অতিরঞ্জিত সন্ত্রাসবাদের হুমকির সাথে মোকাবিলা করে কেবল কয়েকটি বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হয়েছে: লিসা স্ট্যাম্পনেটস্কির সন্ত্রাসের অনুশাসনকে। কিভাবে বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করেছেন 'সন্ত্রাসবাদ'; স্টিফেন ওয়াল্টের সন্ত্রাসী হুমকি কি?; জন মুয়েলার এবং মার্ক স্টুয়ার্টের সন্ত্রাসবাদের মায়া। ১১ ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার উত্তাল প্রতিক্রিয়া

[129] গ্লেন গ্রিনওয়াল্ড, দ্য শ্যাম "টেরোরিজম" এক্সপার্ট ইন্ডাস্ট্রি দেখুন http://www.salon.com/2012/08/15/the_sham_terrorism_expert_industry/

[130] কাউন্টারপ্রোডাক্টিভ এফেক্টস অফ মিলিটারি কাউন্টারটেরোরিজম স্ট্র্যাটেজিস: http://communication.warpreventioninitiative.org/counterproductive-effects-military-counterterrorism-strategies

[131] "মিলিটারি সাপোর্ট অ্যান্ড অ্যান ইনক্রিজড ভালনারেবিলিটি টু টেরোরিস্ট অ্যাটাকস" - http://communication.warpreventioninitiative.org/military-support-and-an-increased-vulnerability-to-terrorist-attacks/

[132] "কাউন্টারপ্রডাক্টিভ এফেক্টস অফ মিলিটারি কাউন্টারটেরোরিজম স্ট্র্যাটেজিস" এ http://communication.warpreventioninitiative.org/counterproductive-effects-military-counterterrorism-strategies/

শান্তি ও সংঘাত বিষয়ক অধ্যয়নের প্রফেশনাল ফিল্ডের স্কলার ও প্র্যাকটিশনাররা প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসবাদের জবাব দিচ্ছেন, যা সন্ত্রাসবাদ শিল্পের তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের চেয়ে অনেক শ্রেয়। শান্তি বিষয়ক স্কলার টম হেস্টিংসের তৈরি অসহিংস কৌশলের এই তালিকাটি বিবেচনা করে দেখুন:[133]

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক অসহিংস জবাবসমূহ

- "স্মার্ট" নিষেধাজ্ঞাগুলো যা এলিটদের উপর মনোযোগ দেয় এবং প্রভাব ফেলে
- মধ্যস্থতা, সমঝোতা
- ফয়সালা
- আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ
- যেকোনো সহিংসতার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ
- হস্তক্ষেপ
- সব ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নিন্দা

সন্ত্রাসবাদের দীর্ঘমেয়াদী অহিংস প্রতিক্রিয়া

- সমস্ত অস্ত্র বাণিজ্য ও উৎপাদন বন্ধ করুন এবং এর বিপরীতে কাজ করুন
- ধনী দেশগুলির দ্বারা ব্যয় হ্রাসকরণ
- দরিদ্র দেশ এবং জনগোষ্ঠীকে ব্যাপক সহায়তা
- শরণার্থী প্রত্যাবাসন বা দেশত্যাগ
- দরিদ্রতম দেশগুলির প্রতি দেনা ত্রাণ
- সন্ত্রাসবাদের মূল সম্পর্কে শিক্ষা
- অহিংস শক্তি সম্পর্কে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ
- সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে সংবেদনশীল পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রচার করুন
- টেকসই এবং ন্যায়বিচারী অর্থনীতি, শক্তি ব্যবহার এবং বিতরণ, কৃষি তৈরি করুন

আমরা যদি এই বিকল্পগুলি ব্যবহার না করি, তবে তা উপলভ্য নয় বলে নয়, তবে কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া বাধা, আগ্রহের অভাব বা স্বার্থের কারণে। যদিও এই সমাধানগুলি যাদু নয়, তারা কাজ করে। সামরিক হস্তক্ষেপের তুলনায় কার্যকরতার দিক থেকে আমাদের তাদের দেখতে হবে। এবং এটি সংক্ষিপ্ত, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া হিসাবে আরও কার্যকর যে সন্দেহের বাইরে।

যদি আমরা আইএসআইএসের কেসটি পরীক্ষা করি তবে অনেকগুলি গঠনমূলক অহিংস বিকল্প রয়েছে যা অনুসরণ করা যেতে পারে, যা নিষ্ক্রিয়তার জন্য ভুল হওয়া উচিত নয়। এর মধ্যে রয়েছে: অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, সিরিয়ান নাগরিক সমাজের সমর্থন, অহিংস নাগরিক প্রতিরোধের সমর্থন[134], সমস্ত অভিনেতাদের সাথে অর্থবহ কূটনীতি অনুসরণ, আইএসআইএস এবং সমর্থকদের

---

[133] সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি এখানে পুরোপুরি পরীক্ষা করা হয়: Hastings, T., H. (2004)। সন্ত্রাসবাদের প্রতি অহিংস প্রতিক্রিয়া।

[134] দেখুন মারিয়া স্টিফেন, *সাধারন নাগরিক প্রতিরোধের মাধ্যমে আইএসআইএসকে পরাজিত করা? শক্তির উত্সগুলিতে অহিংসভাবে আঘাত করা কার্যকর সমাধানগুলিকে সমর্থন করতে পারে দেখুন* এইখানে http://www.usip.org/olivebranch/2016/07/11/defeating-isis-through-civil-resistance অথবা এইখানে http://communication.warpreventioninitiative.org/defeating-isis-with-nonviolent-resistance/

উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, আইএসআইএস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলি থেকে তেল বিক্রি বন্ধ করতে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া এবং বন্ধ করা। যোদ্ধাদের প্রবাহ এবং মানবিক সহায়তা। দীর্ঘমেয়াদী শক্ত পদক্ষেপ হ'ল এই অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং এই অঞ্চল থেকে তেল আমদানির সমাপ্তি যাতে সন্ত্রাসবাদের গোড়ায় বিলোপ করতে পারে।[135]

শান্তি ও সুরক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা

শান্তি ও সুরক্ষায় নারীর ভূমিকার বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, চুক্তিগুলি বিবেচনা করুন, বিশেষত শান্তি চুক্তিগুলি, যা সাধারণত পুরুষ-আধিপত্য প্রসঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়, রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র বহিরাগত সশস্ত্র অভিনেতাদের দ্বারা সই হয়। এই প্রসঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে বাস্তবতা পুরোপুরি মিস করে। আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটি অ্যাকশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক "উন্নত শান্তির সরঞ্জাম" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অন্তর্ভুক্ত শান্তি প্রক্রিয়া এবং আলোচনার জন্য একটি গাইড হিসাবে।[136] প্রতিবেদন অনুসারে মহিলারা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত সমাজগুলির একটি দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেন; যুদ্ধের অঞ্চলে জীবন সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্স; এবং জমির বাস্তবতা আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন। শান্তি প্রক্রিয়াগুলি তাই সুরক্ষিতভাবে বা রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে সংকীর্ণ করা উচিত নয়, তবে সামাজিক সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটাকেই বলা হয় শান্তির গণতন্ত্রায়ন।

"কোনও মহিলা নয়, শান্তি নেই" - এই শিরোনামটি ২০১৬ সালের আগস্টে ৫০-বেশি-বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি উপলক্ষে কলম্বিয়ান সরকার এবং ফার্ক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি চুক্তিতে নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং লিঙ্গ সমতার বর্ণনা দিয়েছে। শান্তি চুক্তির পদার্থ এবং প্রক্রিয়াগুলি মহিলাদের অবদানকে প্রতিফলিত করে। একটি লিঙ্গ উপ-কমিশন লাইন বাই লাইন নিশ্চিত করেছে যে মহিলাদের এবং এলজিবিটি-র দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয়।[137]

কঠোর প্রমাণ এবং ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে:

"একটি লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি শান্তি এবং স্থিতিশীলতার ক্রিয়াকলাপগুলির কৌশলগত অন্ধ দাগগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে"।

- সাহানা ধর্মপুরী (পরিচালক, আমাদের সিকিউর ফিউচার প্রোগ্রাম - ওয়ান আর্থ ফিউচার ফাউন্ডেশন)

ধর্মনিরপেক্ষ ও বিশ্বাস-ভিত্তিক রাজ্যে সৃজনশীল এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নারী শান্তি কর্মীদের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। বোন জোয়ান চিটস্টার বহু দশক ধরে নারী, শান্তি এবং ন্যায়বিচারের জন্য নেতৃস্থানীয় ভয়েস। ইরানের নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী শিরিন ইবাদি পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্টবাদী আইনজীবী। বিশ্বব্যাপী, আদিবাসী মহিলারা ক্রমবর্ধমান সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী এজেন্ট হিসাবে স্বীকৃত। সংক্ষিপ্ত, তবে তবুও দুর্দান্ত উদাহরণ, যুবা মহিলা শান্তির সনদ হ'ল সংঘাত-আক্রান্ত দেশগুলিতে যুবতী মহিলারা যে সকল চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি এবং তরুণ সমাজ শান্তি একাডেমির কাঠামোর

---

[135] আইএসআইএসের হুমকির পক্ষে কার্যকর, অহিংস বিকল্পের রূপরেখার বিস্তৃত আলোচনা এখানে পাওয়া যাবে http://worldbeyondwar.org/new-war-forever-war-world-beyond-war/ এবং http://warpreventioninitiative.org/images/PDF/ISIS_matrix_report.pdf

[136] http://www.betterpeacetool.org

[137] মহিলা নেই তো, শান্তি নেই। কলম্বিয়ার মহিলারা নিশ্চিত করেছিলেন যে এফআরসি-র সাথে একটি স্থিতিশীল শান্তি চুক্তির কেন্দ্রে জেন্ডার সমতা ছিল (http://qz.com/768092/colombian-women-made-sure-gender-equality-was-at-the-center-of-a-groundbreaking-peace-deal-with-the-farc/)।

মধ্যে অন্যান্য সমাজগুলির প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এবং বোঝার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা।[138] চার্টারটির লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী নারীবাদ ছড়িয়ে দেওয়া, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো নির্মূল করা এবং নারীবাদী, মহিলা শান্তিবৃন্দ ও মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা সুরক্ষিত করা। লক্ষ্যগুলির সাথে সুপারিশগুলির একটি শক্তিশালী সেট রয়েছে যা বহু প্রসঙ্গে মহিলাদের জন্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।

আরও উদাহরণ প্রচুর। ১৯৯০ এর দশকে গুয়াতেমালায় শান্তি আলোচনায় মহিলারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এক জোটের মহিলা সোমালিয়ায় শান্তি-নির্মাণ কার্যক্রমকে সমন্বিত করেছিলেন। উত্তর আয়ারল্যান্ডে মহিলারা নারীর শক্তি বাড়াতে এবং সেখানে শান্তি চুক্তি এবং শান্তি প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবং চলমান ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি সংঘর্ষে নারীরা আন্তঃসমাজের প্রচেষ্টা জাল করতে সহায়তা করছে।[139] সাধারণভাবে, মহিলাদের কণ্ঠগুলি ক্ষমতায় থাকা নেতাদের দ্বারা সাধারণত উপস্থাপিতদের থেকে বিকল্প এজেন্ডাগুলি এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।[140]

দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংঘাতের পরে পুরো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের শান্তি ও পুনর্মিলন প্রক্রিয়াতে একটি আওয়াজ দেওয়া অপরিহার্য। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্ধেক জনসংখ্যাকে নিয়মিতভাবে এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়। মহিলাদের যখন শান্তি প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়, তখন অর্ধেক জনসংখ্যার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয়তাগুলি দেশের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার আগেই হারিয়ে যায়।[141]

নারী ও শান্তিনির্মাণের ভূমিকার বিদ্যমান ব্যবধান স্বীকার করে অগ্রগতি হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে নীতি স্তরটিতে ইউএনএসসিআর ১৩২৫ (২০০০) "শান্তিরক্ষা, শান্তি বিল্ডিং এবং যুদ্ধবিরোধী পুনর্গঠন সহ সমস্ত শান্তি প্রক্রিয়াগুলিতে লিঙ্গকে মূলধারার জন্য একটি

---

[138] http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/6f221fcb5c504fe96789df252123770b.pdf

[139] Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (২০১৬)। *সমসাময়িক দ্বন্দ্বের সমাধান: মারাত্মক সংঘাতের প্রতিরোধ, পরিচালনা ও রূপান্তর। ৪র্থ সংস্করণ* কেমব্রিজ: পলিটি (রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা)।

[140] দেখুন: মহিলা, ধর্ম, এবং শান্তি। In Zelizer, C. (২০১৩)। *ইন্টিগ্রেটেড পিস বিল্ডিং: অভিনব পন্থা রূপান্তর দ্বন্দ্ব*। বোল্ডার, সিও: ওয়েস্টভিউ প্রেস।

[141] শান্তি প্রক্রিয়ায় আরও নারী http://kvinnatillkvinna.se/en/what-we-do/more-women-in-peace-processes/

বৈশ্বিক কাঠামো সরবরাহ করে।"[142] একই সাথে, এটি স্পষ্ট যে নীতি এবং অলঙ্কৃত প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা একটি পুরুষ-অধ্যুষিত দৃষ্টান্ত পরিবর্তনের দিকে কেবল প্রথম পদক্ষেপ।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমাদের চিন্তাভাবনা এবং অভিনয় সম্পর্কে একটি লিঙ্গ-সংবেদনশীল পন্থা অবলম্বন করা দরকার। যুদ্ধ

অধ্যয়ন এবং অ্যাকশন অংশীদার ম্যাভিক ক্যাবেরা বল্লেজার সাথে পরিচিত হন: প্রতিষ্ঠাতা, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ উইমেন পিস বিল্ডার্স

রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পর্যায়ে প্রয়োজনীয়:[143]

1. যুদ্ধ রোধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে মহিলাদের দৃশ্যমান করা
2. যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং শান্তিময় ডেটা সংগ্রহ এবং গবেষণায় পুরুষ পক্ষপাত অপসারণ
3. লিঙ্গকে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য যুদ্ধ ও শান্তির চালকদের পুনর্বিবেচনা
4. নীতি-নির্ধারণ এবং অনুশীলনে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্ত এবং মূলধারার

[142] Zelizer (2013), পৃঃ ১১০

[143] এই বিষয়গুলি রামসোথাম, ও., মিয়াল, এইচ, এবং উডহাউস, টি. (2016) দ্বারা "উদ্বেগজনক বিরোধের সমাধানের চারটি স্তর" থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। *সমসাময়িক দ্বন্দ্বের সমাধান: মারাত্মক সংঘাতের প্রতিরোধ, পরিচালনা ও রূপান্তর। ৪র্থ সংস্করণ* কেমব্রিজ: পলিটি (রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা)।

ভায়োলেন্স ছাড়াই কনফ্লিক্ট পরিচালনা করা

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

আমাদের বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার এই উপাদানটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এবং সংঘাতকে অহিংসভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের কৌশল এখানে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার এবং নতুন প্রতিষ্ঠার মধ্যে ভারসাম্য চায়। আমরা জাতিসংঘের ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি স্বীকার করি, বিশেষত যৌথ সুরক্ষার উপর এর জোর এবং জাতীয় স্বার্থকে কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জগুলি। যদিও এগুলি অসাধারণ, মূলত চুক্তিভঙ্গকারী বাধা, যদিও জাতিসংঘ বর্তমানে আমাদের বিশ্ব পরিচালনার প্রাথমিক রূপ। একই সাথে, জাতিসংঘের অনেকগুলি কাজ বিশেষত সুরক্ষা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলির বাইরেও আশা জোগায়। সুতরাং, আমাদের কৌশলটি জাতিসংঘের সুরক্ষা কার্যগুলিকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন সংস্কারকে সাবধানে বিবেচনা করে। আন্তর্জাতিক আইন আমাদের সিস্টেমে আরেকটি মূল কার্য সরবরাহ করে। একটি অরাজক রাষ্ট্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োগযোগ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক আইন বিরোধ এবং বিরোধগুলি পরিচালনার জন্য একটি অহিংস সরঞ্জাম। আন্তর্জাতিক আইন জোরদার করার জন্য, আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এবং আন্তর্জাতিক আদালত আদালত (আইসিজে) উন্নয়নের জন্য মুষ্টিমেয় সংস্কারের প্রস্তাব দিই; বিদ্যমান চুক্তিগুলি কার্যকর করার জন্য এবং নতুনদের তৈরি করার জন্য সম্ভাবনাগুলি অনুসন্ধান করুন; এবং সত্য ও পুনর্মিলন কমিশন এবং অন্যান্য বিকল্প বিচার / শান্তি বিল্ডিং পদ্ধতির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। আমরা রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থার সীমিত কাজকে সাথে স্বীকার করি এবং আমাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশীদারিত্বের কৌশলগুলি সনাক্ত করি। বেশ কয়েকটি বেসামরিক শান্তিরক্ষা বাহিনী বিশ্বজুড়ে সহিংসতার অঞ্চলগুলিতে সংঘাত পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা বেসামরিক নাগরিক-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা বাহিনী (সিবিডি) প্রতিষ্ঠার জিন শার্পের দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাবনাও বিবেচনা করি। সি বি ডি হ'ল একটি সাহসী, অহিংস বিকল্প যা একটি দেশে আক্রমণকে খুব আবেদনময়ী করে তুলতে পারে। এটি সুরক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে সমর্থন করে এবং সমস্ত নাগরিককে প্রতিরোধের কৌশলগত অহিংস পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পরিশেষে, আমরা বিশ্ব শাসনের বর্তমান পদ্ধতির কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব করি এবং ভবিষ্যতের নাগরিকদের অপরিহার্য নীতি এবং কার্যাবলী বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই যা একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব শৃঙ্খলাকে পথ দেখাবে। যেহেতু আমরা আশা করি যে এই কয়েকটি বিকল্প একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব শৃঙ্খলার উন্নয়নশীল ভিত্তির অংশ হবে, আমরা বইটির আদ্দেন্ডা অংশে শান্তি স্থাপনের প্রাতিষ্ঠানিককরণ (শান্তির জন্য অবকাঠামো" দেখুন) সম্বোধন করে একটি নতুন বিভাগও অন্তর্ভুক্ত করেছি।

কৌশলগত নীতি এবং কর্মের প্রস্তাবনা

সম্মিলিত থেকে সাধারণ নিরাপত্তায় একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তনসমর্থন করে জাতিসংঘের সংস্কারগুলি আরও অধ্যয়নের দাবি করুন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা কোআনসিল কম্পোজিশন এবং স্থায়ী সদস্য ভেটোতে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি অনুসরণ করুন।

আরও ভাল দ্বন্দ্বপর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম গুলি বিকাশ করুন।

প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক এবং নাগরিক দ্বন্দ্ব পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি অপর্যাপ্ত এবং প্রায়শই অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বেশ কয়েকটি উন্নতির প্রস্তাব করি।

একটি প্রো-অ্যাক্টিভ ভঙ্গিতে স্থানান্তর করা হচ্ছে

যুদ্ধ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে ফেলা এবং বিশ্বাস এবং মনোভাব যা এটিকে আড়াল করে তা যথেষ্ট হবে না। একটি বিকল্প বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্মাণ করা দরকার। এই সিস্টেমের বেশিরভাগই ইতিমধ্যে ইতোমধ্যে চালু রয়েছে, গত একশ বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে, যদিও হয় ভ্রূণআকারে অথবা শক্তিশালী করার খুব প্রয়োজন। এর কিছু কিছু কেবল মাত্র ধারণাগুলিতে বিদ্যমান যা প্রাতিষ্ঠানিক হওয়া দরকার।

সিস্টেমের বিদ্যমান অংশগুলিকে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের স্থিতিশীল শেষ পণ্য হিসাবে দেখা উচিত নয়, বরং মানব বিবর্তনের গতিশীল, অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার উপাদান হিসাবে দেখা উচিত, যা প্রত্যেকের জন্য আরও সমতা সহ ক্রমবর্ধমান অহিংস বিশ্বের দিকে পরিচালিত করে। শুধুমাত্র একটি সক্রিয় ভঙ্গি বিকল্প বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।

অনেক আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সীমান্ত বন্ধ রয়েছে

সহিংসতা ছাড়া দ্বন্দ্ব পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিকশিত হচ্ছে। অত্যন্ত কার্যকরী আন্তর্জাতিক আইনের একটি সংস্থা শত শত বছর ধরে বিকশিত হচ্ছে এবং শান্তি ব্যবস্থার কার্যকর অংশ হতে আরও উন্নত করা দরকার। ১৮৯৯ সালে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার আদালত (আইসিজে; "বিশ্ব আদালত") জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের বিচারের জন্য গঠিত হয়। ১৯২০ সালে লীগ অফ নেশনস আবির্ভূত হয়েছিল। ৫৮ টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি সংগঠন, লীগ সম্মিলিত নিরাপত্তার নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, অর্থাৎ, যদি কোনও রাষ্ট্র আগ্রাসন করে তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি হয় সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রণয়ন করবে অথবা "শেষ উপায়" পদ্ধতি হিসাবে এটিকে পরাজিত করার জন্য সামরিক বাহিনী সরবরাহ করবে। লীগ কিছু ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং বিশ্ব পর্যায়ের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু করে। সমস্যাটি ছিল যে সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রধানত, তারা যা করবে বলে তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং তাই জাপান, ইতালি এবং জার্মানির আগ্রাসন প্রতিরোধ করা হয়নি, যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যা ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। এটাও লক্ষণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। মিত্রশক্তির বিজয়ের পর জাতিসংঘ সম্মিলিত নিরাপত্তার একটি নতুন প্রচেষ্টা হিসেবে স্থাপিত হয়। এছাড়াও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির একটি সংগঠন, জাতিসংঘের বিরোধ নিষ্পত্তি করার কথা ছিল এবং যেখানে এটি সম্ভব ছিল না, নিরাপত্তা পরিষদ নিষেধাজ্ঞা প্রণয়ন বা আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সাথে মোকাবেলা করার জন্য একটি পাল্টা সামরিক বাহিনী সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আজ পর্যন্ত, নিষেধাজ্ঞা বিতর্ক ছাড়া নয়। যদি খারাপভাবে ডিজাইন করা হয় - স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় - তারা নিরীহ মানুষের ক্ষতি করে এবং এইভাবে বৈধতা এবং সমর্থন হারায়।[144] এই নিষেধাজ্ঞাগুলির সমালোচনা করা উচিত এবং চ্যালেঞ্জ করা উচিত, তাই সেগুলি পরিত্যাগ করা হবে। একই সাথে, এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি বিরোধ পরিচালনা এবং যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য জোরপূর্বক অহিংস পদ্ধতি হতে পারে। শান্তি বিজ্ঞান আমাদের জানায় যে নিষেধাজ্ঞা দেশগুলিকে কূটনৈতিক আলোচনার দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা ভবিষ্যতে সহযোগিতায় অবদান রাখতে পারে। সরকারঅনুমোদন করা যৌথ নিন্দার মাধ্যমে শক্তি এবং সংহতি প্রকাশ করে।[145] নিষেধাজ্ঞাগুলি "স্মার্ট" হওয়া দরকার এবং কেবল অভিজাতদের উপর মনোনিবেশ করা এবং প্রভাবিত করা দরকার।

---

[144] হোয়াট হ্যাপেনড টু স্মার্ট স্যাংশন্স? - https://davidcortright.net/2012/11/05/ what-happened-to-smart-sanctions/

[145] স্যাংশনস অ্যাস এ টুল ফর পিস - http://communication.warpreventioninitiative.org/ sanctions-as-a-tool-for-peace/

জাতিসংঘ লীগ কর্তৃক শুরু হওয়া শান্তিস্থাপনের উদ্যোগগুলিকেও ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছে। যাইহোক, জাতিসংঘ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীতল যুদ্ধ অর্থপূর্ণ সহযোগিতা কঠিন করে তোলে। দুই পরাশক্তি একে অপরকে লক্ষ্য করে ঐতিহ্যবাহী সামরিক জোট ব্যবস্থা স্থাপন করে, ন্যাটো এবং ওয়ারশ চুক্তি।

অন্যান্য আঞ্চলিক জোট ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মতভেদ সত্ত্বেও একটি শান্তিপূর্ণ ইউরোপ রেখেছে, আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশর এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে শান্তি বজায় রাখছে, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সংগঠন এবং ইউনিয়ন ডি নাসিওনাস সুরআমেরিকানাস তার সদস্যদের জন্য সম্ভাবনা বিকাশ করছে এবং শান্তির দিকে সদস্য হবে।

যদিও আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একটি শান্তি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, লীগ এবং জাতিসংঘ উভয়ের সমস্যাযুদ্ধ ব্যবস্থা কে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কিছুটা উদ্ভূত হয়েছিল। তারা এর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল এবং নিজেরাই যুদ্ধ বা অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিল। কিছু বিশ্লেষক মনে করেন যে সমস্যার মূল বিষয় হচ্ছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সংগঠন, যার প্রতিটির নিজস্ব এজেন্ডা এবং জাতীয় অগ্রাধিকার রয়েছে, এবং তারা তার স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ ব্যবহারের বিরোধী নয়। তবে শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ ের পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গঠনমূলকভাবে সংস্কার করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার, সাধারণ পরিষদ, শান্তিরক্ষা বাহিনী ও কর্মকাণ্ড, অর্থায়ন, বেসরকারী সংস্থার সাথে তার সম্পর্ক এবং নতুন কার্যাবলী যুক্ত করা।

জাতিসংঘের পুনর্গঠন

আলোচনা, নিষেধাজ্ঞা এবং সম্মিলিত নিরাপত্তার মাধ্যমে যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাতিসংঘ তৈরি করা হয়েছিল। সনদের প্রস্তাবনা সামগ্রিক মিশন প্রদান করে:

> পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের মহামারী থেকে রক্ষা করা, যা আমাদের জীবদ্দশায় দুবার মানবজাতির জন্য অকথ্য দুঃখ নিয়ে এসেছে, এবং মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি বিশ্বাস পুনরায় নিশ্চিত করা, মানব ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্য, পুরুষ ও নারী এবং ছোট-বড় জাতির সমান অধিকারে এবং এমন শর্ত স্থাপন করা যার অধীনে চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য উৎস থেকে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতার প্রতি ন্যায়বিচার এবং শ্রদ্ধা বজায় রাখা যেতে পারে, এবং বৃহত্তর স্বাধীনতায় সামাজিক অগ্রগতি এবং জীবনের উন্নত মান উন্নীত করার জন্য...

জাতিসংঘের সংস্কার বিভিন্ন স্তরে হতে পারে এবং করা প্রয়োজন।

আগ্রাসন ের সাথে আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য সনদটি সংস্কার করুন

জাতিসংঘের সনদ যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করে না; এটা আগ্রাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে। যদিও সনদটি নিরাপত্তা পরিষদকে আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করে, এটি হস্তক্ষেপবাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা সরবরাহ করে না। বস্তুত, চার্টারের কোন কিছুই জাতিসংঘকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে না, এবং এর জন্য পরস্পরবিরোধী পক্ষগুলোকে প্রথমে সালিশি রমাধ্যমে এবং পরবর্তীতে যে কোন আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিকরার চেষ্টা করতে হবে। তবেই এটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উপর নির্ভর করে, যা প্রায়শই ভেটো বিধানের দ্বারা নপুংসক হয়ে যায় (নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের উপর নীচের অংশটি দেখুন)।

জাতিসংঘের সনদ রাষ্ট্রগুলিকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের নিজস্ব পদক্ষেপ নিতে নিষেধ করে না। অনুচ্ছেদ ৫১-এ লেখা আছে:

> বর্তমান সনদে কোন কিছুই ব্যক্তি বা সম্মিলিত আত্মরক্ষার অন্তর্নিহিত অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না যদি জাতিসংঘের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ ঘটে, যতক্ষণ না নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আত্মরক্ষার এই অধিকার প্রয়োগে সদস্যরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা অবিলম্বে

> নিরাপত্তা পরিষদে জানানো হবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বর্তমান সনদের অধীনে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করবে না।

আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা সহ সমস্ত ধরণের যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করা যতটা কাম্য হবে, একটি সম্পূর্ণ উন্নত শান্তি ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত এটি কীভাবে অর্জন করা যায় তা দেখা কঠিন। যাইহোক, চার্টার পরিবর্তন করে অনেক অগ্রগতি করা যেতে পারে যাতে নিরাপত্তা পরিষদকে তাদের শুরুর সাথে সাথে সহিংস সংঘর্ষের সমস্ত মামলা মোকাবেলা করতে হয় একটি স্পষ্ট পদক্ষেপ প্রদান ের মাধ্যমে: যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শত্রুতা বন্ধ করা, জাতিসংঘে মধ্যস্থতা প্রয়োজন (ইচ্ছা হলে আঞ্চলিক অংশীদারদের সহায়তায়), এবং প্রয়োজনে, বিতর্কটি আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরণ করা। এর জন্য নীচে তালিকাভুক্ত আরও বেশ কয়েকটি সংস্কারের প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে রয়েছে ভেটো মোকাবেলা করা, অহিংস নিরস্ত্র বেসামরিক শান্তিকর্মীদের ব্যবহার করে প্রাথমিক সরঞ্জাম হিসাবে অহিংস পদ্ধতিগুলিতে স্থানান্তরিত করা, এবং প্রয়োজনের সময় তার সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করার জন্য পর্যাপ্ত (এবং পর্যাপ্ত জবাবদিহিমূলক) পুলিশ ক্ষমতা সরবরাহ করা।

এটা যোগ করা উচিত যে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বেশিরভাগ যুদ্ধ জাতিসংঘ সনদের অধীনে অবৈধ হয়েছে। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে ব্লগাররা সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করছেনঃ

সাধারণ পরিষদ সংস্কার করুন

সাধারণ পরিষদ (জিএ) জাতিসংঘের সংস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক যেহেতু এতে সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শান্তি স্থাপন কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত। প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল কোফি আনান পরামর্শ দিয়েছেন যে জিএ তার কর্মসূচিসরলীকরণ করবে, ঐকমত্যের উপর নির্ভরতা পরিত্যাগ করবে যেহেতু এর ফলে জল পড়ে গেছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি অতিসংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রহণ করা হবে। জিএ-কে তার সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন এবং মেনে চলার দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। এর জন্য আরও দক্ষ কমিটি ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং সুশীল সমাজ, অর্থাৎ এনজিওগুলিকে আরও সরাসরি তার কাজে যুক্ত করতে হবে। জিএ-র আরেকটি সমস্যা হ'ল প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সমান ভোট রয়েছে, যার অর্থ ২,০০,০০০ নাগরিক সহ একটি ক্ষুদ্র জাতির চীন বা ভারতের মতো একটি বড় দেশের মতো ভোট দানের গুরুত্ব রয়েছে।

জনপ্রিয়তা অর্জনের একটি সংস্কার ধারণা হ'ল জিএ-কে প্রতিটি দেশের নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের সংসদীয় পরিষদে যুক্ত করা এবং যেখানে প্রতিটি দেশের জন্য বরাদ্দ আসনের সংখ্যা জনসংখ্যাকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করবে এবং এইভাবে আরও গণতান্ত্রিক হবে। তারপর সাধারণ পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্তকে উভয় কক্ষের সম্মতি পেতে হবে। এই ধরনের "বৈশ্বিক সংসদ সদস্যরা" বর্তমান রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রদূতদের মতো দেশে ফিরে তাদের সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করার প্রয়োজন ের পরিবর্তে সাধারণভাবে মানবতার সাধারণ কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবেন।

সুরক্ষা কাউন্সিলকে সংস্কার করুন

চার্টারের ৪২ অনুচ্ছেদ নিরাপত্তা পরিষদকে শান্তি বজায় রাখার এবং পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দেয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর বাধ্যতামূলক কর্তৃপক্ষ সহ এটি জাতিসংঘের একমাত্র সংস্থা। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী নেই; বরং সদস্য দেশগুলির সশস্ত্র বাহিনীদেরকে ডাকার পক্ষে এর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে, সুরক্ষা কাউন্সিলের গঠন ও পদ্ধতিগুলি পুরানো এবং শান্তি বজায় রাখা অথবা পুনরুদ্ধারে খুবই কম পরিমানে কার্যকর।

গঠন

কাউন্সিলটি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যেখানে ৫ জন স্থায়ী। এগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চীন)। তারা ভেটো ক্ষমতারও সদস্য। ১৯৪৫ সালে সনদটি লেখার সময় তারা এই শর্তগুলির দাবি করেছিল,

অথবা জাতিসংঘকে অস্তিত্বে আসতে অনুমোদন দেয়নি। এই স্থায়ী পাঁচটি জাতিসংঘের প্রধান কমিটিগুলির পরিচালনা কমিটির শীর্ষস্থানীয় আসনগুলিতে দাবি ও অধিকার রাখে এবং তাদেরকে একটি বৈষম্যহীন এবং অগণতান্ত্রিক পরিমাণের ক্ষমতা দেয়। তারা জার্মানির পাশাপাশি বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র ব্যবসায়ী।

মধ্যবর্তী দশকে বিশ্ব নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। জাতিসংঘের ৫০ জন সদস্য থেকে ১৯৩ জনে উন্নিত হয়েছে এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যও নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়াও, ৪ টি অঞ্চল দ্বারা যেভাবে সুরক্ষা কাউন্সিলের আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল তাও সমালোচনামূলক ছিল, ইউরোপ এবং যুক্তরাজ্যের ৪ টি আসন, আর লাতিন আমেরিকার মাত্র ১ টি আসন ছিল। আফ্রিকাও অভ্যন্তরে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কাউন্সিলে কোন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্ব খুব কমই করা হত। জাতিসংঘ যদি এই অঞ্চলগুলিতে শ্রদ্ধার আদেশ দিতে চায় তবে এই পরিস্থিতি অনেক আগেই সংশোধন করা উচিত ছিল।

একটি প্রস্তাব ছিল এমন যে নির্বাচনী অঞ্চলের সংখ্যা ৯টি বাড়াতে হবে যার মধ্যে প্রত্যেকের একটি স্থায়ী সদস্য এবং প্রত্যেক অঞ্চলে ২৭ টি আসন পরিষদকে যুক্ত করার জন্য ২ টি পুনরাবর্তন সদস্য থাকবে, যাতে জাতীয়, সাংস্কৃতিক এবং জনসংখ্যার বাস্তবতা আরও নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়।

এছাড়াও, শান্তি ও সুরক্ষার প্রকৃতি হুমকির জন্য নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বর্তমান ব্যবস্থাটি অসীম ক্ষমতার চুক্তিটির প্রয়োজনীয়তার কারণে এবং শান্তি ও সুরক্ষার মূল হুমকিকে সশস্ত্র আক্রমন বলে দেখা হয়। যদিও সশস্ত্র আক্রমন এবং সামরিকবাদ এখনও একটি চরম হুমকি - এবং স্থায়ী সদস্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে খারাপ অপরাধপ্রবণ - অসীম সামরিক শক্তি, অন্যান্য হুমকি যেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং, জনগণের গণআন্দোলন, বিশ্বব্যাপী রোগের হুমকি, অস্ত্রের বাণিজ্য, অপরাধ, এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে এটি একটি হুমকি।

ভেটোকে সংশোধন বা নির্মূল করুন

সুরক্ষা কাউন্সিলের ভেটো চার ধরণের সিদ্ধান্তের উপর প্রয়োগ করা হয়: শান্তি বজায় রাখা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য ক্ষমতার প্রয়োগ, সেক্রেটারি-জেনারেলের পদে নিয়োগ, জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদনসমূহ ও সনদ সংশোধন এবং পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ, যা বিভিন্ন জায়গা থেকে আশা প্রশ্নগুলিকে প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়াও, অন্যান্য সংস্থায়, স্থায়ী ৫ সদস্য একটি ডি ফ্যাক্টো ভেটো অনুশীলনের প্রবণতা রাখে। ২০২০ সালের মে পর্যন্ত মূলত কাউন্সিলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ২৯৩ বার ভেটো ব্যবহার করা হয়েছে, যা জাতিসংঘকে অসম্পূর্ণ বলে প্রায়ই অনুবাদ করে থাকে।

সুরক্ষা কাউন্সিলকে ভেটো হ্যামস্ট্রিং করে। এটি গভীরভাবে অন্যায় যে এটি হোল্ডারদের আক্রমনের বিষয়ে সনদের নিষেধাজ্ঞার নিজস্ব লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ রোধ করতে সক্ষম না। সুরক্ষা কাউন্সিলের ক্রিয়াকলাপ তাদের ক্লায়েন্ট রাজ্যগুলির অপকর্মগুলি রক্ষার পক্ষে ঢাল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। একটি প্রস্তাব ছিল সহজভাবে ভেটো বাতিল করা। আরেকটি ছিল স্থায়ী সদস্যদের একটি ভেটো কাস্ট করার অনুমতি দেওয়া তবে তিনটি সদস্যকে প্রয়োজনীয় ইস্যু পাসের ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। পদ্ধতিগত বিষয়গুলি ভেটোর সাপেক্ষে হওয়া উচিত নয়।

সুরক্ষা কাউন্সিলের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারসমূহ

তিনটি পদ্ধতি যুক্ত করা দরকার। বর্তমানে সুরক্ষা কাউন্সিলকে কোনও কাজ করার প্রয়োজন নেই। সর্বনিম্নে, কাউন্সিলকে শান্তি ও সুরক্ষার হুমকিসহ সমস্ত বিষয়গুলি গ্রহণ করা উচিত, এবং তাদের উপর আইনী ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ("সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব")। দ্বিতীয়টি হল “স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা।” কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণগুলি প্রকাশের প্রয়োজন বা কোনও বিরোধের বিষয়টি উত্থাপন করা উচিত। পরবর্তীতে, পরিষদটি প্রায় ৯৮ শতাংশ সময় গোপনে বৈঠক করেছিল। কমপক্ষে, এর মূল

আলোচনাটি স্বচ্ছ হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, "কর্তব্য পালনের দায়িত্ব" কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলির সাথে পরামর্শের জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করুন

জাতিসংঘের "নিয়মিত বাজেট" সাধারণ পরিষদ, সুরক্ষা কাউন্সিল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত এবং আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সহায়তা মিশনের মতো বিশেষ মিশনগুলিকে অর্থায়ন করে। শান্তি রক্ষার বাজেটটি ভিন্ন। সদস্য রাষ্ট্রগুলি উভয়ের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে থাকে, হারগুলি তাদের জি ডি পি এর উপর নির্ভর করে। জাতিসংঘও স্বেচ্ছাসেবী অনুদান গ্রহণ করে যা মূল্যায়ন করা তহবিল থেকে প্রাপ্ত আয়ের প্রায় সমান।

এর মিশন প্রেরন করার জন্য জাতিসংঘ একেবারেই তহবিলের অধীনে। ২০১৮ এবং ২০১৯-এর নিয়মিত দ্বি-বার্ষিক বাজেট ৫৪০ কোটি মার্কিন ডলার (২০১৬-১৭ এর অর্থবছরের বাজেট থেকে ৫% হ্রাস) নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শান্তিরক্ষা বাজেট ৬৮০ কোটি মার্কিন ডলার, মোট পরিমাণটির চেয়ে কম পরিমাণে বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয়ের এক শতাংশের অর্ধেক (এবং মার্কিন সামরিক সম্পর্কিত বার্ষিক ব্যয়ের এক শতাংশেরও কম)। আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের এক শতাংশের এক ভাগের কর সহ জাতিসংঘকে পর্যাপ্ত পরিমাণে তহবিল সরবরাহের জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব উন্নীত করা হয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে জাতিসংঘের উন্নয়ন ও পরিবেশগত কর্মসূচিতে ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োগ করতে পারে, যেমন শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, মহামারী রোগগুলো প্রতিরোধ করা যেমন ইবোলা, এবং জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে লড়াই।

সংঘর্ষগুলি প্রথম দিকে পূর্বাভাস এবং পরিচালনা করা

ব্লু হেলমেটস শান্তিরক্ষার বাহিনি ব্যবহার করে, জাতিসংঘ ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে ১৬ টি শান্তিরক্ষা মিশনের তহবিল সরবরাহ করতে মৃদু প্রসারিত হয়েছে, আঞ্চলিক বা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যেতে পারে এমন আগুন ছড়িয়ে দেওয়া বা নীরস করার জন্য। যদিও কমপক্ষে এটি কিছু ক্ষেত্রে খুব কঠিন পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করেছে, জাতিসংঘের যেখানে সম্ভব সেখানে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আগে থেকেই দেখার এবং প্রতিরোধে আরও বেশি তৎপর হওয়া দরকার, এবং দ্রুত ও অহিংসতার সাথে সংঘাতগুলি হস্তক্ষেপ করে জ্বলন্ত আগুন দ্রুত দূরীভূত করা দরকার।

পূর্বাভাস দেওয়া

বিশ্বজুড়ে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিরীক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী বিশেষজ্ঞ সংস্থা বজায় রাখুন এবং সুরক্ষা কাউন্সিল অথবা সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে শুরু করুন:

স্বপক্ষে-সক্রিয় মধ্যস্থতার দলসমূহ

ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে মধ্যস্থতার দক্ষ বিশেষজ্ঞদের একটি স্থায়ী সেট বজায় রাখুন এবং আন্তর্জাতিক আক্রমনে বা গৃহযুদ্ধ উভয়ই আসন্ন বলে মনে হচ্ছে এমন রাষ্ট্রগুলিতে দ্রুত প্রেরণের জন্য অ-বিরোধী মধ্যস্থতার সর্বশেষ কৌশলগুলি বজায় রাখতে হবে। মধ্যস্থতা বিশেষজ্ঞের তথাকথিত অপেক্ষা করা দলগুলি দিয়ে শুরু হয়েছে যারা মধ্যস্থতার কৌশল, শক্তি ভাগাভাগি, সংবিধান প্রণয়ন, মানবাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মতো বিষয়গুলিতে বিশ্বজুড়ে শান্তির দূতদের অন-কল পরামর্শকারী হিসাবে কাজ করে।[146] একটি অতিরিক্ত বিবেচনা প্রাথমিক সংঘাতের সমাধান এবং পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক জাতিসংঘের মধ্যস্থতার কেন্দ্রগুলির বিকাশ করা যায়।

[146] দেখুন http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml for current peacekeeping missions

আদিবাসী অহিংস আন্দোলনগুলির সাথে তাড়াতাড়ি সারিবদ্ধ করতে হবে

আজ অবধি, জাতিসংঘ কোন দেশের অভ্যন্তরীণ অহিংস আন্দোলনগুলির নাগরিক বিরোধকে সহিংস গৃহযুদ্ধ থেকে রোধ করার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে সে সম্পর্কে সামান্য বোঝাপড়া দেখিয়েছে। অন্ততপক্ষে, জাতিসংঘের মধ্যস্থতার দলকে বহন করতে গিয়ে জাতিসংঘকে তাদের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধ এড়াতে চাপ দিয়ে এই আন্দোলনগুলিকে সহায়তা করার জন্য জাতিসংঘকে সক্ষম হতে হবে। জাতিসংঘকে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকা দরকার। জাতীয় সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন সম্পর্কিত উদ্বেগের কারণে যখন আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়া কঠিন বলে মনে করা হয়, তখন জাতিসংঘ নিম্নলিখিত কারনগুলি অনুসরণ করতে পারে।

শান্তিরক্ষাকারী কর্মকাণ্ডের সংস্কার সাধন

বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী অভিযানগুলিতে বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে, যার মধ্যে জড়িত থাকার বিরোধী নিয়ম, আক্রান্ত সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের অভাব, নারীর প্রতিনিধিত্বের অভাব, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং যুদ্ধের পরিবর্তিত প্রকৃতি সহ মোকাবেলায় ব্যর্থতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নোবেল শান্তি বিজয়ী জোসে রামোস-হোর্টার সভাপতিত্বে, জাতিসংঘের উচ্চ-স্তরের স্বতন্ত্র প্যানেল অফ পিস অপারেশণস, জাতিসংঘে শান্তির অভিযানে ৪ টি অত্যাবশ্যক পদক্ষেপের সুপারিশ করেছিল:

1. রাজনীতির আধ্যাত্মিকতা: রাজনৈতিক সমাধানগুলি অবশ্যই জাতিসংঘের সমস্ত শান্তি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
2. প্রতিক্রিয়াশীল অভিজান: মিশনগুলি প্রসঙ্গ অনুযায়ে তৈরি এবং প্রতিক্রিয়াগুলির সম্পূর্ণ বর্ণালী অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
3. শক্তিশালী অংশীদারিত্ব: স্থিতিশীল বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয় শান্তি এবং সুরক্ষা কাঠামোর বিকাশ করা।
4. মাঠকেন্দ্রিক এবং গনকেন্দ্রিক: জনগণের সেবা ও সুরক্ষার জন্য নবীন সমাধান দেওয়া।[147]

অহিংস শান্তিফোর্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মেল ডানকানের মতে, প্যানেলটি স্বীকৃতিও দিয়েছে যে বেসামরিক নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এবং করতে পারে।

প্রস্তাবিত উন্নতির পরেও, ব্লু হেলমেটসের শান্তিরক্ষা অভিযানকে গণতান্ত্রিকভাবে আরও সংশোধিত জাতিসংঘের কাঠামোর মধ্যে মধ্যস্থতা এবং অন্যান্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরে, শেষ অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এমনকি এই বিবেচনার পরেও, তথাকথিত শক্তিশালী শান্তিরক্ষী দ্বারা জড়িত বৃহত্তর সামরিকীকরণের পক্ষপাতিত্ব বাস্তবে শান্তিরক্ষী, জাতিসংঘের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং স্বাধীন মানবতাবাদী অভিনেতাদের পাশাপাশি বেসামরিক লোককে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে; এবং কিছু ক্ষেত্রে মানবিক স্থান / অ্যাক্সেসও হ্রাস পেতে পারে।[148]

স্পষ্টতই, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বা বেসামরিক সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানগুলি এমন নয় যেগুলি শান্তি এবং সুরক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ বিবেচনা করবে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা, পুলিশিং, বা বেসামরিক সুরক্ষার অনুমোদিত মৌলিক মিশন জাতিসংঘ বা অন্য কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তৃক হস্তক্ষেপ সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে পৃথক। সামরিক পরিণতি প্রভাবিত করতে এবং শত্রুকে পরাভূত করতে সামরিক হস্তক্ষেপ হল বাহিনী, বিমান হামলা এবং যুদ্ধ সৈন্যের ব্যবহারের মাধ্যমে বাহ্যিক সামরিক বাহিনীকে একটি বিদ্যমান সংঘাতের মধ্যে প্রবেশ করানো। এটি বিপুল পরিমাণে মারাত্মক শক্তির ব্যবহার। অন্যদিকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার তিনটি মূল নীতি দ্বারা পরিচালিত: (১) পক্ষগুলির সম্মতি; (২) নিরপেক্ষতা; এবং (3) ম্যান্ডেটের স্ব-প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা ব্যতীত শক্তি প্রয়োগ না করা। এই নীতিগুলি থাকা সত্ত্বেও, নাগরিক সুরক্ষা মিথ্যাভাবে সামরিক হস্তক্ষেপের ছদ্মবেশ

---

[147] গ্লোবাল পিস অপারেশনস পর্যালোচনা একটি ওয়েব পোর্টাল যা শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক মিশনের উপর বিশ্লেষণ এবং ডেটা সরবরাহ করে। দেখুন এই ওয়েবসাইটে: http://peaceoperationsreview.org

[148] "দ্য আনইন্টেন্ডেড কন্সিকোয়েন্সেস অফ "রোবাস্ট" ইউএন পিস অপারেশন্স": http://communication.warpreventioninitiative.org/unintended-consequences-robust-un-peace-operations/

হিসাবে কম মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির কথা বলা হলেও মানুষের ব্যয় কখনও কোনও ধরনের সামরিক হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করে না।[149]

এই বিষয়টি মাথায় রেখে, সশস্ত্র শান্তিরক্ষী অভিযানগুলি অবশ্যই নিখরচায় নিরস্ত্র বেসামরিক শান্তিরক্ষা (ইউ সি পি) আরও কার্যকর, টেকসই অহিংস বিকল্পের উপর নির্ভর করার দিকে পরিবর্তনীয় পদক্ষেপ হিসাবে বুঝতে হবে।

ব্লু হেলমেটগুলির পরিপূরক হিসাবে দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী

সমস্ত শান্তিরক্ষা মিশন অবশ্যই সুরক্ষা কাউন্সিলের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী, ব্লু হেলমেটগুলি প্রাথমিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে নিয়োগ করা হয়। বেশ কয়েকটি সমস্যা তারা যা করতে পারে তার চেয়ে তাদের কার্যকরীতা হ্রাস করে থাকে। প্রথমত, একটি শান্তিরক্ষী বাহিনীকে একত্রিত হতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগে এবং এই সময়ে সঙ্কট নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। একটি স্থায়ী, দ্রুত প্রতিক্রিয়া শক্তি যা কয়েক দিনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে তা এই সমস্যার সমাধান করবে। ব্লু হেলমেটস বাহিনীর অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে জাতীয় বাহিনী ব্যবহার থেকে শুরু করে এতে অংশগ্রহণের বিভিন্নতা, অস্ত্র, কৌশল, কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ এবং বাগদানের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বেসামরিক ভিত্তিক অহিংস হস্তক্ষেপ সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করতে হবে

অহিংস, বেসামরিক-ভিত্তিক শান্তিরক্ষী দল বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়েছে, যার মধ্যে বৃহত্তম, অহিংস শান্তিবাহিনী (এন পি) রয়েছে যার সদর দফতর ব্রাসেলসে অবস্থিত। এন পি বর্তমানে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক অবস্থা এবং শান্তিরক্ষী আলোচনায় অংশ নিয়েছে। এই সংস্থাগুলি, কেবল এন পি নয়, পিস ব্রিগেডস ইন্টারন্যাশনাল, ক্রিশ্চান পিস প্রস্তুতকারক দলগুলি এবং অন্যান্যগুলি সহ অনেক সময় জাতিসংঘ যেখানে যেতে পারে না সেখানে যেতে পারে এবং এইভাবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে। জাতিসংঘকে এই কার্যক্রমগুলির জন্য উৎসাহ দিতে হবে এবং তাদের তহবিল পেতে সহায়তা করতে হবে। জাতিসংঘকে অন্যান্য আই এন জি ও যেমন আন্তর্জাতিক এলার্ট, সার্চ ফর কমন গ্রাউন্ড, মুসলিম ভয়েস ফর পিস, জুইশ ভয়েস ফর পিস, ফেলোশিপ অফ রিকনসিলিয়েশন এবং আরও অনেককে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলিতে শীঘ্রই হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা সক্রিয় করে সহযোগিতা করা উচিত। ইউনিসেফ বা ইউ এন এইচ সি আর-এর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাগুলির অর্থায়নের পাশাপাশি, নিরস্ত্র বেসামরিক শান্তিরক্ষা (ইউ সি পি) আদেশ অন্তর্ভুক্ত করা এবং পদ্ধতিগুলি স্বীকৃতি এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে। (আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার জন্য "অহিংস হস্তক্ষেপে: বেসামরিক শান্তিরক্ষা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে" বেসামরিক দলগুলির সাথে কাজের সুবিধাসমূহ নিম্নের অংশটিতে দেখুন)

আন্তর্জাতিক আইন

"বিশ্বের জন্য গুরুতরভাবে একটি কার্যনির্বাহী ব্যবস্থা দরকার এবং এটির নিকটতম হল আন্তর্জাতিক আইন"।

-পিটার ওয়েইস (আন্তর্জাতিক আইনজীবী, শান্তি কর্মী)

---

[149] গণতন্ত্র এবং অগণতন্ত্র-উভয় ক্ষেত্রেই, বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপ হস্তক্ষেপের আগে যা ছিল তা শারীরিক গুণমানকে ২০% কমানো করে। দেখুন: "হিউম্যান কস্ট অব মিলিটারি ইন্টাভেনশন" http://communication.warpreventioninitiative.org/human-costs-military-intervention/

আন্তর্জাতিক আইনের কোনও নির্ধারিত অঞ্চল অথবা পরিচালনা কমিটি নেই। এটি বিভিন্ন দেশ, তাদের সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এমন অনেক আইন, বিধি এবং রীতিনীতি দ্বারা গঠিত।

এটি রীতিনীতি খণ্ডে খণ্ডে সংগ্রহ কোরে অন্তর্ভুক্ত করে; সম্মতি; চুক্তি; সঙ্গতি, সনদসমূহ যেমন জাতিসংঘের সনদ; প্রোটোকল; ট্রাইব্যুনাল; স্মারক; আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আইনী নজির এবং আরও অনেক কিছু। যেহেতু কোনও পরিচালনা, প্রয়োগকারী সত্তা নেই, সেহেতু এটি মূলত একটি সেচ্ছাসেবী প্রচেষ্টা। এটিতে সাধারণ আইন এবং কেস আইন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। তিনটি প্রধান নীতি আন্তর্জাতিক আইন পরিচালনা করে থাকে। তারা কমিটি (যেখানে দুটি জাতি সাধারণ নীতিগত ধারণা শেয়ার করে, অন্যের বিচারিক সিদ্ধান্তের কাছে জমা দেবে); রাষ্ট্রীয় মতবাদ আইন (সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে — একটি রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় সংস্থা অন্য রাজ্যের নীতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে না বা তার বিদেশী নীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না); এবং সার্বভৌম প্রতিরোধের মতবাদ (কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকদের অন্য রাজ্যের আদালতে বিচার হওয়া থেকে বিরত রাখা)।

অধ্যয়ন এবং কর্মের অংশীদার পিটার ওয়েসের সাথে সাক্ষাত করুন: যিনি আন্তর্জাতিক আইন প্রচার করছেন

আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান সমস্যাটি হল, জাতীয় সার্বভৌমত্বের নৈরাজ্যমূলক নীতি ভিত্তিক হওয়া, এটি বিশ্বব্যাপী জনসাধারণদের সাথে খুব কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারে না, যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থতা প্রদর্শন করে। যদিও এটি শান্তি এবং পরিবেশগত ঝুঁকির ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আমরা এক মানুষ একটি ছোট, ভঙ্গুর গ্রহে একত্রে বাস করতে বাধ্য হয়েছি, যেখানে বিধিবদ্ধ আইন কার্যকর করতে কোনও সক্ষম আইনী সত্ত্বা নেই, এবং তাই আমাদের অবশ্যই এই চুক্তির সাথে বিশেষ চুক্তিগুলি আলোচনার উপর নির্ভর করতে হবে যেন পদ্ধতিগত যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলির সাথে মোকাবিলা করা যায়। এই কারণে অদূর ভবিষ্যতে এ জাতীয় সত্তাটির বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা কম, আমাদের সন্ধি চুক্তি কার্যকর করা দরকার।

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতকে শক্তিশালী করুন

আই সি জে অথবা "ওয়ার্ল্ড কোর্ট" জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় সংস্থা। এটি রাষ্ট্রসমূহের কাছে জমা দেওয়া মামলার রায় দেয় এবং জাতিসংঘ ও বিশেষায়িত সংস্থাগুলি দ্বারা উল্লিখিত আইনী বিষয়ে পরামর্শমূলক মতামত দেয়। সাধারণ পরিষদ এবং সুরক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক পনেরো জন বিচারক নয় বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হন। সনদে স্বাক্ষর করে, রাজ্যগুলি আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলার উদ্যোগ নেয়। জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, উভয় রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই অগ্রিমভাবে একমত হতে হবে যে আদালতের আইনগত অধিকার রয়েছে, যদি এটি তাদের জমা দেওয়া আইন গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তগুলি কেবল তখনই বাধ্যতামূলক, যখন উভয় পক্ষই তাদের মেনে চলতে অগ্রিমভাবে সম্মত হয়। যদি, এর পরে, এমন বিরল ঘটনায় কোনও রাজ্য দল সিদ্ধান্ত মেনে না চলে, তবে রাষ্ট্রকে

সম্মতিতে আনার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার (সম্ভাব্যভাবে কোনও সুরক্ষা কাউন্সিলের ভেটোতে চলছে) এই বিষয়টি সুরক্ষা কাউন্সিলের কাছে জমা দেওয়া যাবে।

আই সি জে তার আলোচনার জন্য যে আইনের সূচনা করেছে সেগুলি হল চুক্তি এবং সম্মেলন, বিচারিক সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা। আদালত কেবলমাত্র বিদ্যমান চুক্তি বা প্রথাগত আইনের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন যেহেতু আইনসভার কোনও সংস্থা নেই (এখানে কোনও বিশ্বব্যাপী আইনসভা নেই)। এটি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। জেনারেল অ্যাসেম্বলি যখন আন্তর্জাতিক আইনে যে কোনও পরিস্থিতিতে হুমকি বা পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে কিনা সে বিষয়ে পরামর্শমূলক মতামত চেয়েছিল, তখন আদালত হুমকি বা ব্যবহারের অনুমতি অথবা নিষেধ করে এমন কোনও চুক্তি আইন খুঁজে পায়নি। শেষ অবধি, কেবলমাত্র এটিই করা যায় যে প্রথাগত আইন দ্বারা রাজ্যগুলিকে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া দরকার। বিশ্ব আইনসভা দ্বারা গৃহীত সংবিধিবদ্ধ আইন ব্যতীত আদালতে বিদ্যমান চুক্তি ও প্রথাগত আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে (যা সংজ্ঞা অনুসারে সর্বদা পিছনে থাকে) সুতরাং কিছু ক্ষেত্রে এটি কেবলমাত্র হালকাভাবে কার্যকর এবং অন্যদের ক্ষেত্রে অকার্যকর।

আবারও, সুরক্ষা কাউন্সিলের ভেটো আদালতের কার্যকারিতার উপর সীমা হয়ে দাড়ায়। নিকারাগুয়া বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেস এর ক্ষেত্রে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুস্পষ্ট যুদ্ধে নিকারাগুয়ার আশ্রয়কেন্দ্র খনন করেছিল - আদালত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল, তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্যতামূলক আইনগত অধিকার (১৯৮৬) থেকে সরে এসেছিল। বিষয়টি যখন সুরক্ষা কাউন্সিলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাস্তি এড়াতে তার ভেটো ব্যবহার করেছিল। কার্যকর ভাবে, পাঁচ জন স্থায়ী সদস্য আদালতের ফলাফলগুলি তাদের বা তাদের সহযোগীদের প্রভাবিত করলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সুরক্ষা কাউন্সিলের ভেটো থেকে আদালতকে স্বাধীন হতে হবে। যখন কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দরকার হয়, তখন সেই সদস্যকে অবশ্যই রোমান আইন বা প্রাকৃতিক বিচারের প্রাচীন নীতি অনুসারে নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে: "কেউ তার নিজের কেসের ক্ষেত্রে বিচারক হবে না।"[150]

আদালতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও করা হয়েছে; বিচারকরা ন্যায়বিচারের খাঁটি স্বার্থে নয়, বরং যে রাষ্ট্রগুলীতে তাদের নিয়োগ করেছিলেন তাদের ভোটে ভোট দেয়। যদিও এর কিছুটা সম্ভবত সত্য, এই সমালোচনা প্রায়ই রাজ্যগুলি থেকে আসে যারা তাদের কেস হারিয়েছে। তবুও, আদালত যত বেশি উদ্দেশ্যমূলকতার বিধি অনুসরণ করবেন, তত তার সিদ্ধান্তের পরিমাণ মানসম্মত হবে।

আক্রমণের সাথে জড়িত মামলাগুলি সাধারণত আদালতের সামনে নয়, এর সমস্ত সীমাবদ্ধতার সাথে সুরক্ষা কাউন্সিলের সামনে আনা হয়। রাষ্ট্রগুলির ইচ্ছার বাইরে এখতিয়ার থাকলেও আদালতের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নির্ধারণের ক্ষমতা প্রয়োজন এবং তারপর রাষ্ট্রগুলিকে বারে আনার জন্য প্রসিকিউটোরিয়াল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে শক্তিশালী করুন

আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আই সি সি) একটি স্থায়ী আদালত, একটি চুক্তি দ্বারা নির্মিত, "রোম সংবিধি," যা ১ লা জুলাই, ২০০২ সালে ৬০ টি দেশের অনুমোদনের পরে কার্যকর হয়েছিল। ২০২০ সালের মধ্যে, এই চুক্তিটি ভারত ও চীন দ্বারা নয়, তবে ১২৩ টি দেশের ("রাজ্য দলগুলি") দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইস্রায়েল, সুদান প্রজাতন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
এই তিনটি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে তাদের আর এই চুক্তিটি অনুমোদনের ইচ্ছে নেই। আদালত একটি মুক্ত অবস্থান এবং এটি জাতিসংঘের সিস্টেমের অংশ নয়, যদিও অংশীদারিত্বের সাথে এটি পরিচালনা করে থাকে। সুরক্ষা কাউন্সিল মামলাগুলি আদালতে প্রেরণ করতে পারে, যদিও আদালত সেগুলি তদন্ত করাতে তারা বাধ্য নয়। এর এখতিয়ার মানবতাবিরোধী

[150] https://www.lawnotes.in/Principles_of_Natural_Justice

অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা এবং আক্রমন অপরাধের মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, কারণ আন্তর্জাতিক আইনের ঐতিহ্যের মধ্যে এগুলি কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং সংবিধিতে এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি সর্বশেষ অবলম্বনের একটি আদালত। একটি সাধারণ নীতি হিসাবে, কোনও রাষ্ট্র দল নিজেই অভিযোগযুক্ত অপরাধের চেষ্টা করার ও সক্ষমতা প্রদর্শন এবং প্রকৃত আগ্রহ প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ার আগে আইসিসি আইনগত অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না, অর্থাৎ, রাষ্ট্র দলের আদালতগুলি অবশ্যই কার্যকরী হতে হবে। আদালত হল "জাতীয় অপরাধের আইনগত অধিকারের পরিপূরক" (রোম সংবিধিতে প্রস্তাবিত)। যদি আদালত নির্ধারণ করে যে তার আইনগত অধিকার রয়েছে, তবে সেই নির্ধারণকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া যাবে এবং চ্যালেঞ্জটি শোনার আগে এবং কোন ধরনের নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত যে কোনও তদন্ত স্থগিত করা যাবে। রোম সংবিধিতে স্বাক্ষরকারী নয় এমন কোনও রাষ্ট্রের অঞ্চলে আদালত আইনগত অধিকার ব্যবহার করতে পারবে না।

আই সি সি চারটি অঙ্গ নিয়ে গঠিত: প্রেসিডেন্সি, প্রসিকিউটর অফিস, রেজিস্ট্রি এবং বিচার বিভাগ যা আঠারো জন বিচারক সহ তিনটি বিভাগ: বিচারের পূর্বে, বিচার এবং আপিল নিয়ে গঠিত।

আদালতটি বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমত, এটির বিরুদ্ধে আফ্রিকায় অন্যায়ভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে, যখন তাদেরকে অন্যত্র অবহেলা করা হয়েছিল। ২০১২ সাল পর্যন্ত, আফ্রিকান নেতারা সাতটি খোলা মামলার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সুরক্ষা কাউন্সিলের স্থায়ী পাঁচ জন এই পক্ষপাতের দিকে ঝুঁকেছিল। নীতি হিসাবে, আদালতকে অবশ্যই নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হতে হবে। যাইহোক, দুটি কারণ এই সমালোচনা প্রশমিত করে: ১) অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় আফ্রিকান দেশগুলি এই চুক্তিতে অংশ নিয়েছে; এবং ২) আদালত আসলে ইরাক এবং ভেনিজুয়েলায় অপরাধমূলক অভিযোগ অনুসরণ করেছে (যার ফলে মামলা পরিচালিত হয়নি)।

দ্বিতীয়ত এবং সম্পর্কিত সমালোচনা হল আদালত কারও কারও কাছে নব্য-উপনিবেশবাদের কাজ বলে প্রতীয়মান হয়েছে কারণ অর্থায়ন এবং কর্মীদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা রাজ্যের প্রতি ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। অর্থায়ন এবং অন্যান্য দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ কর্মীদের নিয়োগ প্রচারের মাধ্যমে এটিকে মোকাবেলা করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিচারকদের যোগ্যতার মানদণ্ড বেশি হওয়া দরকার, আন্তর্জাতিক আইনে দক্ষতার প্রয়োজন এবং পূর্বের বিচারের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এটা সন্দেহাতীতভাবে কাম্য যে বিচারকরা সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি হবেন এবং এরকম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই উচ্চমানের সাথে মিলিত হওয়ার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি সমাধান করা দরকার।

চতুর্থত, কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছিল যে প্রসিকিউটরের ক্ষমতাগুলি খুব বিস্তৃত। এটি চিহ্নিত করা উচিত যে এগুলি সংবিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরিবর্তনের জন্য সংশোধন প্রয়োজন। বিশেষত, কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, স্বাক্ষরকারী দেশগুলির ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করা প্রসিকিউটরের অধিকার থাকা উচিত না; তবে, এটি একটি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে কারন সংবিধি স্বাক্ষরকারী অথবা অন্যান্য জাতির পক্ষে অভিযোগপত্রে সীমাবদ্ধ কোরে যারা স্বাক্ষরকারী না হলেও অভিযোগে রাজি হয়েছে।

পঞ্চমত, হাইকোর্টে কোন আপিল করা হয় না। নোট করুন যে আদালতের প্রি-ট্রায়াল চেম্বারকে অবশ্যই প্রমাণের ভিত্তিতে সম্মতি জানাতে হবে যেন একটি অভিযোগ দায়ের করা যায় এবং আসামী যেন তার ফলাফলগুলি আপিল চেম্বারে আপিল করতে পারে। ২০১৪ সালে একজন আসামী সাফল্যের সাথে এই ধরনের মামলা পরিচালনা করেছিল এবং মামলাটি বাদ পড়েছিল। তবে আই সি সি এর বাইরে আপিল আদালত গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

ষষ্ঠত, স্বচ্ছতার অভাব সম্পর্কে বৈধ অভিযোগ রয়েছে। আদালতের অনেক অধিবেশন এবং কার্যক্রম গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এর কয়েকটি কারণ (সাক্ষীদের সুরক্ষা, আন্তঃসংযোগ) এর বৈধ কারণ থাকতে পারে, সর্বোচ্চ ডিগ্রিতে স্বচ্ছতা প্রয়োজন এবং আদালতের এ বিষয়ে তার পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করা দরকার।

সপ্তমত, কিছু সমালোচক যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রক্রিয়াটির যথাযথ মানগুলি অনুশীলনের সর্বোচ্চ মান নয়। যদি এটি হয় তবে তা সংশোধন করা উচিত।

অষ্টম, অন্যরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে আদালত এতদিনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে তার পক্ষে খুব কম অর্জন করেছে, আজ অবধি কেবলমাত্র একটি দোষপ্রমাণ হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এবং এর সহজাত রক্ষণশীল প্রকৃতির প্রতি আদালতের শ্রদ্ধার পক্ষে একটি যুক্তি। এটি স্পষ্টতই পৃথিবীর প্রতিটি কদর্য ব্যক্তির জন্য জাদুকরী শিকারে যায় নি তবে প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়েছে। বিশেষ করে বহুসংস্কৃতির পরিবেশে এই হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য নৃশংসতার ঘটনা ঘটানোর কয়েক বছর পরেও এই মামলাগুলি কার্যকর করা এবং এর প্রমাণ একত্রিত করতে অসুবিধা হওয়ার কথা।

অবশেষে, আদালতের বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল তা হল আন্তঃদেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটির অস্তিত্ব; অপরিশোধিত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর একটি অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা। তবে, প্রতিটি চুক্তিই রোম সংবিধিসহ স্বেচ্ছায় এবং সাধারণদের ভালোর জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি একা যুদ্ধের সমাপ্তি অর্জন করতে পারে না। সহস্রাব্দের রেকর্ড এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই দেখায় না। আন্তঃদেশীয় বিচারসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। অবশ্যই, আদালতকে সেই একই রীতিনীতিগুলির সমর্থক হতে হবে অর্থাৎ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দ্রুত এবং যথাযথ প্রক্রিয়া এবং উচ্চ দক্ষ কর্মীদের পক্ষে যা তারা বিশ্বব্যাপী বাকি অংশের জন্য করে থাকে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠা করা কার্যকরী শান্তি ব্যবস্থা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ ছিল।

এটি জোরাল করা দরকার যে আই সি সি একটি নতুন প্রতিষ্ঠান হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার প্রথম পুনরাবৃত্তি যা নিশ্চিত করে যে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুতর অপরাধী তাদের গণ অপরাধের জন্য মুক্তি পাবে না। এমনকি জাতিসংঘ, যা সম্মিলিত সুরক্ষার দ্বিতীয় পুনরাবৃত্তি, যা এখনও বিকশিত এবং গুরুতর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলি সংশোধন প্রচেষ্টায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কোয়ালিশনটি ১৫০ টি দেশের ২,৫০০ সুশীল সমাজ সংগঠন নিয়ে গঠিত যাতে একটি ন্যায্য, কার্যকর এবং স্বতন্ত্র আই সি সি এর পক্ষে এবং গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেসে উন্নতি আনে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জন্য আমেরিকান বেসরকারী সংস্থার জোটগুলি হল বেসরকারী সংস্থাগুলির একটি জোট, আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণ সমর্থন এবং আদালতের রোম সংবিধি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদনের পক্ষে কথা বলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[151]

বিদ্যমান চুক্তিগুলি পালন করার জন্য উত্সাহিত করুন

যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি যা এখন কার্যকর হয়েছে তা কয়েকটি সমালোচক দেশে স্বীকৃত নয়। বিশেষত, অ্যান্টি-পার্সোনাল মাইনগুলির ব্যবহার, মজুদ, উৎপাদন ও স্থানান্তর নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন এবং তাদের ধ্বংস সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীন স্বীকৃত নয়। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের রোম সংবিধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুদান এবং ইস্রায়েল স্বীকৃত নয়। রাশিয়া এটি অনুমোদন করেনি। ভারত ও চীন যেমন জাতিসংঘের অন্যান্য অনেক সদস্যের মত স্থায়ী হয়েছিল। স্থায়ী হওয়া রাজ্যসমূহ যুক্তি দিয়েছিল যে আদালত তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে, তবে কোনও জাতির সংবিধানের পক্ষ না

[151] http://www.iccnow.org/; http://www.amicc.org/

হওয়ার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ হল এটি যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, মানবতা বা আক্রমণের বিরুদ্ধে অপরাধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে অথবা এরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে যা এই জাতীয় আইনের সাধারণ সংজ্ঞায় পড়ে না। এই রাজ্যগুলিকে বিশ্বব্যাপী নাগরিকদের টেবিলে আসতে এবং মানবতার বাকী অংশের মতো একই বিধি মানতে অবশ্যই চাপ দিতে হবে। মানবাধিকার আইন ও বিভিন্ন জেনেভা কনভেনশনের রীতিনীতি মেনে চলার জন্যও রাষ্ট্রকে অবশ্যই চাপ দিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অমান্যকারী রাষ্ট্রসমূহকে বিস্তৃত পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তিটি অনুমোদন করা এবং বিদ্যমান কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তির বৈধতা পুনরায় পেশ করা দরকার যা ইতিমধ্যে যুদ্ধকে বিতাড়িত করেছে।

সশস্ত্র সংঘর্ষে শিশুদের যোগদানের (ও পি এ সি) বিষয়ে শিশু অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্যের অভাব দ্বারা বিদ্যমান চুক্তিগুলির সাথে সম্মতি দাবি করার গুরুত্ব প্রদর্শন করা হয়।[152]

এই চুক্তির ৩.৩ অনুচ্ছেদে সন্তানের বাবা-মা বা আইনী অভিভাবকদের অবহিত সম্মতিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সামরিক নিয়োগ করা প্রয়োজন। এদিকে, আমেরিকান উচ্চ বিদ্যালয়ের যুবকদের প্রায়ই পিতামাতার জ্ঞান বা সম্মতি ছাড়াই স্কুলের সময় সামরিক বাহিনীতে প্রবেশের পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। মা এবং বাবার অনুমতি ছাড়া বাধ্যতামূলক সামরিক পরীক্ষা করা কনভেনশন লঙ্ঘন করা বুঝায়। তা সত্ত্বেও দৃঢ় প্রচারের পরেও, আমেরিকান সামরিক বাহিনী তাদের পদমর্যাদাগুলি পূরণ করার জন্য লড়াই করে তাই তারা প্রতারণামূলক নিয়োগের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। ফ্রিডম অফ ইনফর্মেশনের আইনের অনুরোধের মাধ্যমে পেন্টাগন থেকে প্রাপ্ত ডেটা এমন এক হাজার আমেরিকান উচ্চ বিদ্যালয় সনাক্ত করে যেগুলির জন্য শিক্ষার্থীদের সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্তি পরীক্ষা নেওয়ার দাবি করে। অন্য ১১,০০০ জনকে এটি করার জন্য দৃঢ় ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের কমিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল যেন উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে স্বেচ্ছাসেবী সামরিক পরীক্ষার স্বরূপ নিশ্চিত করা উচিত, যে কমিটি শিশুদের যোগদানের বিষয়ে বাষট্টি তম অধিবেশনে (জানুয়ারী ২০১৩) সশস্ত্র সংঘর্ষে শিশুদের যোগদানের মন্তব্য গ্রহন করে যদিও তা ঐচ্ছিক প্রোটোকল ছিল।

কমিটি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে আমেরিকান হাইস্কুলের শিশুদের স্বেচ্ছায় জুনিয়র রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং কর্পস (জেআরটিসি) প্রোগ্রামে রাখা হচ্ছে। কমিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জে আর ও টি সি প্রোগ্রামের স্বেচ্ছাসেবীর প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে পরিবার এবং শিশুদের অবহিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। কমিটির প্রতিক্রিয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যালয়গুলিতে জোরপূর্বক সামরিক পরীক্ষার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল এবং এটি জে আর ও টি সি প্রোগ্রামে শিশুদের স্বেচ্ছাসেবক স্থাপনাকে অস্বীকার করেছিল।[153]

নতুন চুক্তি তৈরি করুন

বিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য সর্বদা নতুন চুক্তিগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন, বিভিন্ন দলের মধ্যে আইনি সম্পর্ক রয়েছে। দুটি চুক্তি যা অবিলম্বে তুলে নেওয়া উচিত:

1. গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর পরিণতি মোকাবিলার জন্য নতুন চুক্তি প্রয়োগ করা দরকার, বিশেষত একটি চুক্তি যা সব গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকে পরিচালনা করে যা উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করে।

---

[152] সশস্ত্র সংঘর্ষে শিশুদের জড়িত থাকার বিষয়ে সন্তানের অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx

[153] শিক্ষার্থীদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে জাতীয় কোয়ালিশনে আরও দেখুন http://www.studentprivacy.org/child-soldier-protocol.html

2. জলবায়ু শরণার্থীদের জন্য পথ প্রস্তুত করুন

একটি সম্পর্কিত তবে পৃথক চুক্তির অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে অভিবাসনের জন্য জলবায়ু শরণার্থীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা দরকার। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের চলমান প্রভাবগুলির জরুরী অবস্থার জন্য প্রযোজ্য, তবে মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত বর্তমান শরণার্থী সংকটগুলিও যেখানে ঐতিহাসিক এবং বর্তমান পশ্চিমা নীতির যুদ্ধ এবং সহিংসতার জন্য ব্যাপক অবদান রেখেছিল। যতক্ষণ যুদ্ধ বিদ্যমান থাকবে ততদিন শরণার্থী থাকবে। শরণার্থী সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশন আইনত স্বাক্ষরকারীদের শরণার্থীদের গ্রহণের বাধ্যবাধকতা দেয়। এই বিধানের জন্য সম্মতি প্রয়োজন তবে এতে জড়িত বিপুল সংখ্যক বড় ধরনের দ্বন্দ্ব এড়াতে চাইলে সহায়তার বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এই সহায়তা নীচে বর্ণিত একটি গ্লোবাল উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হতে পারে।

সত্য ও পুনর্মিত্রতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা

বিকল্প গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেমের অনেক বাধা সত্ত্বেও যখন আন্তঃরাজ্য বা গৃহযুদ্ধ হয় তখন উপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া শত্রুতা কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য দ্রুত কাজ করে। এরপরে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সহিংসতায় যেন কোনও পুনরায় সংযোগ না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য পুনর্মিলনের পথ প্রয়োজনীয়। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত:

- যা ঘটেছিল তার সত্যতা উন্মোচন করা
- অপরাধী (দের) দ্বারা ক্ষতি স্বীকার করা
- ক্ষতিগ্রস্থের (দের) কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রকাশ করা
- ক্ষমা করা
- কোনও ধরণের ন্যায়বিচার
- পুনরাবৃত্তি রোধ করার পরিকল্পনা করা
- সম্পর্কের গঠনমূলক দিকগুলি আবার শুরু করা
- সময়ের সাথে সাথে পুনর্গঠনে বিশ্বাস করা[154]

সত্যতা এবং পুনর্মিলন কমিশন হল পরিবর্তনকালীন বিচারের একটি রূপ যা বিচারে বিকল্প পথ দেয় এবং প্রত্যাখ্যানের সংস্কৃতি প্রতিরোধ করে।[155] এগুলি ২০ টিরও বেশি দেশে স্থাপন করা হয়েছে। এই জাতীয় কমিশন ইতিমধ্যে ইকুয়েডর, কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র এবং বিশেষ করে বর্ণবাদী শাসনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক পরিস্থিতিতে কাজ করেছে।[156] এই জাতীয় কমিশনগুলি ফৌজদারি কার্যনির্বাহীদের স্থান গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার জন্য কাজ করে যাতে শত্রুতার একটি সহজ অবসান না হয়ে সত্যিকারের শান্তি শুরু হতে পারে। তাদের কাজ হল ঐতিহাসিক সংশোধনবাদ রোধ করার এবং প্রতিশোধের দ্বারা পরিচালিত সহিংসতার নতুন প্রাদুর্ভাবের যে কোনও কারণকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আহত এবং দুষ্কৃতী উভয়ের ক্ষেত্রে (যারা জরিমানার বিনিময়ে স্বীকারোক্তি দিতে পারে) সমস্ত অত্যাচারের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা। সত্য প্রকাশে ও সরকারীভাবে প্রকাশিত হওয়া

---

[154] Santa-Barbara, J. (২০০৭)। পুনর্মিলন। এইখানে: *শান্তি ও সংঘাতের অধ্যয়নের হ্যান্ডবুক*, এডিটেড বাই ওয়েবেল, সি. এবং গ্যালটাং, জে. নিউইয়র্ক: রুজ। (১৭৩-৮৬)।

[155] Fischer, M. (২০১৫)। অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার এবং সমন্বয়সাধন: তত্ত্ব এবং অনুশীলন। এইখানে *দ্য কনটেম্পোরারি কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন রিডারে*, সম্পাদনায় Miall, H., Woodhouse, T., Ramsbotham, O., and Mitchell, C. Cambridge: Polity। (৩২৫–৩৩)।

[156]রিকন্সিলিয়েশন থ্রু রেস্টোরেটিভ জাস্টিস: অ্যানালাইজিং সাউথ আফ্রিকাস ট্রুথ অ্যান্ড রিকন্সিলিয়েশন প্রসেস - http://www.beyondintractability.org/library/reconciliation-through-restorative-justice-analyzing-south-africas-truth-and-reconciliation

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত নিরাময়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখে; জাতীয় সংলাপে সমাজের সকলকে নিযুক্ত করে; সমাজের দুর্দশাগুলি পরীক্ষা করে যা আপত্তিজনক সম্ভাবনা তৈরি করেছিল; এবং এই প্রক্রিয়াটি জনসাধারণের মালিকানার ধারনা প্রদান করে।[157]

গ্লোবাল সিভিল সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক এন জি ও গুলির ভূমিকা

নাগরিক সমাজ সাধারণত পেশাদার সমিতি, ক্লাব, ইউনিয়ন, বিশ্বাস ভিত্তিক সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও), গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় গোষ্ঠীগুলিতে অভিনেতাদের অন্তর্ভুক্ত করে।[158] এগুলি বেশিরভাগ স্থানীয় / জাতীয় স্তরে পাওয়া যায় এবং বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্ক এবং প্রচারণার সাথে তারা যুদ্ধ এবং সামরিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে একটি অভূতপূর্ব অবকাঠামো গঠন করে।

১৯০০ সালে, আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন এবং রেড ক্রসের মতো কয়েকটি মুষ্টিমেয় বিশ্বব্যাপী নাগরিক প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই থেকে, শান্তি-নির্মাণ ও শান্তিরক্ষনে নিবেদিত আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাগুলির একটি অবাক করা উত্থান ঘটেছে। এই সংস্থাগুলি সহ বর্তমানে হাজার হাজার আই এন জি ও রয়েছে যেমন: অহিংস পিস ফোর্স, গ্রিনপিস, সার্ভিসিও পাজ ওয়াই জাস্টিসিয়া, পিস ব্রিগেডস ইন্টারন্যাশনাল, উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল লিগ ফর পিস অ্যান্ড ফ্রিডম, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ উইমেন পিস বিল্ডার্স, ভেটেরান্স ফর পিস, দ্য ফেলোশিপ অফ রিকনসিলিয়েশন, হেগ আপিল ফর পিস, পিস এডুকেশন ফর গ্লোবাল ক্যাম্পেইন, দ্য ইন্টারন্যাশনাল পিস ব্যুরো, মুসলিম পিসমেকার টিমস, ক্রিশ্চান পিস মেকার টিমস, ইহুদি ভয়েস ফর পিস, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, ডক্টরস উইথআউট বর্ডারস, পেস ই বেনি, লাওশেইয়ার্স ফান্ড, অ্যাপোপো, সিটিজেনস ফর গ্লোবাল সলিউশনস, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন পিস এডুকেশন, নুকওয়াচ, কার্টার সেন্টার, কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল, দ্য ন্যাচারাল স্টেপ, ট্রানজিশন টাউনস, ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল, উইমেনস অ্যাকশন ফর নিউ ডাইরেকশনস, পিস ডাইরেক্ট, দ্য আমেরিকান ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি, এবং অগণিত অন্যান্য ছোট এবং কম পরিচিত সংস্থা সহ ব্লু মাউন্টেন প্রকল্প অথবা যুদ্ধ প্রতিরোধ উদ্যোগ। নোবেল শান্তি কমিটি বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলির গুরুত্বকে স্বীকৃত করে, তাদের বেশিরভাগকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার দিয়েছিল।

একটি হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ হল শান্তির জন্য
যোদ্ধাদের প্রতিষ্ঠা করা:

> *ফিলিস্তিনি ও ইস্রায়েলিরা যৌথভাবে "শান্তির জন্য যুদ্ধ" আন্দোলন শুরু করেছিল, যারা সহিংসতার চক্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল; ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য ফিলিস্তিনি সৈনিক সহিংস লড়াইয়ের অংশ হিসাবে এবং ইস্রায়েলীয়রা ইস্রায়েলি সেনা (আই ডি এফ) হিসাবে যোগদান করেছিল। এত বছর ধরে অস্ত্রের ব্র্যান্ডিং করার পরে এবং একে অপরকে কেবল অস্ত্রের মাধ্যমে দর্শন করার পরে, আমরা আমাদের বন্দুক নীচে রাখার এবং শান্তির জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।*

---

[157] Fischer, M. (২০১৫)। অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার এবং সমন্বয়সাধন: তত্ত্ব এবং অনুশীলন। *দ্য কন্টেম্পোরারি কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন রিডারে,* সম্পাদনায় Miall, H., Woodhouse, T., Ramsbotham, O., and Mitchell, C. Cambridge: Polity। (৩২৫–৩৩)।

[158] দেখুন Paffenholz, T. (২০১০)। *নাগরিক সমাজ ও শান্তিনির্মাণ: একটি সমালোচনা মূল্যায়ন*। বোল্ডার, সিও: Lynne Ryner। এই বইয়ের কেস স্টাডিগুলি উত্তর আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস, ইস্রায়েল এবং প্যালেস্তাইন, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং সোমালিয়ার মতো সংঘাতময় অঞ্চলে নাগরিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টার ভূমিকা পরীক্ষা করে।

আমরা এটাও দেখতে পারি যে, জোডি উইলিয়ামসের মতো ব্যক্তিরা কীভাবে আন্তর্জাতিক নাগরিক-কূটনীতির শক্তিকে বিশ্বব্যাপী ভূমির-খনিতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একমত হতে সাহায্য করেছিল, বা কীভাবে ২০১৬ সালে তীব্র আন্তর্জাতিক উত্তেজনার মধ্যে রাশিয়ান এবং আমেরিকানরা নাগরিক-কূটনীতিক প্রতিনিধিদল মানুষের সাথে মানুষের সেতু বন্ধন গড়েছিল।[159]

এই ব্যক্তিগণ এবং সংস্থাগুলি যুদ্ধ এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং শান্তি, ন্যায়বিচার এবং একটি টেকসই অর্থনীতির জন্য কাজ করে যত্ন এবং উদ্বেগের একই ছাঁচে বিশ্বকে একত্রিত করে।[160] এই সংস্থাগুলি কেবল শান্তির পক্ষে নয়; তারা সফলভাবে মধ্যস্থতা করতে, সমাধান করতে, অথবা দ্বন্দ্বগুলি রূপান্তর করতে এবং শান্তি নির্মাণের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। তারা ভালোর জন্য বিশ্বের ক্ষমতা হিসাবে স্বীকৃত। অনেকেই জাতিসংঘে স্বীকৃতি পান। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সহায়তায় এগুলি গ্রহে নাগরিকত্বের একটি উদীয়মান চেতনার প্রমাণ।

অহিংস হস্তক্ষেপ: নাগরিক শান্তিরক্ষী বাহিনীকে কাজে লাগানো

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রশিক্ষিত, অহিংস ও নিরস্ত্র বেসামরিক বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করার জন্য যা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষাকারী ও শান্তিকর্মীদের সুরক্ষা প্রদান করে একটি উচ্চ-প্রোফাইলের শারীরিক উপস্থিতি বজায় রেখে ব্যক্তি ও সংস্থাকে হুমকী দেয়। যেহেতু এই সংস্থাগুলি কোনও সরকারের সাথে সম্পর্কিত নয়, এবং যেহেতু তাদের কর্মীরা অনেক দেশ থেকে আসা এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংলাপ হতে পারে এমন একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়সূচি নেই, তাদের একটি বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে যে জাতীয় সরকারের অভাব রয়েছে।

অহিংস ও নিরস্ত্র হয়ে তারা অন্যদেরকে কোনও শারীরিক হুমকি দেয় না এবং সশস্ত্র শান্তিরক্ষীরা যেখানে সহিংস সংঘর্ষ চালাতে পারে সেখানে যেতে পারে। তারা একটি উন্মুক্ত স্থান প্রদান করে, সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংলাপ প্রদান করে এবং স্থানীয় শান্তিকর্মী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করে। ১৯৮১ সালে শুরু হওয়া, পিস ব্রিগেডস ইন্টারন্যাশনালের কলম্বিয়া, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, মেক্সিকো এবং নেপালে বর্তমানে প্রকল্প রয়েছে। অহিংস পিসফোর্স ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর সদর দফতর ব্রাসেলসে অবস্থিত। এন পি এর কাজের চারটি লক্ষ্য রয়েছে: স্থায়ী শান্তির জন্য একটি জায়গা তৈরি করা, বেসামরিক লোকদের রক্ষা করা, নিরস্ত্র বেসামরিক শান্তিরক্ষীকরণের তত্ত্ব এবং অনুশীলনকে বিকাশ এবং প্রচার করা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এটি নীতিগত বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায়, এবং আঞ্চলিক ক্রিয়াকলাপ, প্রশিক্ষণ, এবং প্রশিক্ষিত, সহজলভ্য ব্যক্তিদের রোস্টার বজায় রাখার মাধ্যমে শান্তি দলে

---

[159] সেন্টার ফর সিটিজেন ইনিশিয়েটিভস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া জুড়ে সরকারী মিডিয়া পিআর এবং সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কগুলির সাহায্যে নাগরিক-নাগরিক উদ্যোগ এবং আদান-প্রদানের একটি সিরিজ শুরু করে। আরও দেখুন: Tennison, S. (2012). *অসম্ভব ধারণার শক্তি: সাধারণ নাগরিকের আন্তর্জাতিক সংকট এড়াতে অসাধারণ প্রচেষ্টা*। ওডেনওয়াল্ড প্রেস।

[160] আরও তথ্যের জন্য, পল হকেনের বিশাল, নামবিহীন আন্দোলনের *ধন্য অশান্তি* (2007) এর বিকাশের বইটি দেখুন।

যোগদান করতে গণ প্রতিষ্ঠান এবং সক্ষম পেশাদারদের পুলটি তৈরি করা। বর্তমানে এন পি এর ফিলিপাইন, মায়ানমার, দক্ষিণ সুদান এবং সিরিয়ায় দল রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, অহিংস শান্তি বাহিনী বর্তমানে দক্ষিণ সুদানের গৃহযুদ্ধের বৃহত্তম প্রকল্পটি পরিচালনা করে। নিরস্ত্র বেসামরিক

অধ্যয়ন এবং কর্ম অংশীদার টিফানি ইথথোমের সাথে সাক্ষাত করুন: নির্বাহী পরিচালক, অহিংস শান্তি বাহিনী

সুরক্ষাকারীরা যুদ্ধের অঞ্চলগুলিতে সফলভাবে আগুনের জন্য কাঠ সংগ্রহকারী মহিলাদের সাথে যান, যেখানে যুদ্ধকারী দলগুলি ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। তিন অথবা চার নিরস্ত্র বেসামরিক সুরক্ষকরা যুদ্ধকালীন ধর্ষণের এই ধরণের প্রতিরোধে ১০০% সফল বলে প্রমাণিত হয়েছেন। অহিংস শান্তি বাহিনীর সহ-প্রতিষ্ঠাতা মেল ডানকান দক্ষিণ সুদানের আরও একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন:

"[ডেরেক এবং আন্দ্রেয়াস] ১৪ জন মহিলা এবং শিশুদের সাথে যে এলাকায় ছিলেন, সেখানে একটি সৈন্যবাহিনী আক্রান্ত করেছিল। তারা ১৪ জন নারী ও শিশুকে একটি তাঁবুতে নিয়ে গিয়েছিল, এবং বাইরে মানুষদেরকে খুঁজে বের করে গুলি করে জায়গাটি মানবশূন্য করেছিল। তিনটি উপলক্ষে বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীরা আন্ড্রেয়াস এবং ডেরেকের কাছে আসে এবং এ কে ৪৭ তাদের মস্তকের দিকে ঠেকিয়ে বলেছিল, 'তোমাদেরকে যেতে হবে, আমরা ঐ মানুষদেরকে চাই'। এবং তিনটি উপলক্ষেই আন্ড্রেয়াস এবং ডেরেক খুব শান্তভাবে তাদের অহিংস শান্তি বাহিনীর পরিচয় ব্যাজ দেখিয়ে বলেছিল: "আমরা নিরস্ত্র, আমরা নাগরিকদের রক্ষা করতে এসেছি, আর আমরা ওদেরকে ছেড়ে যাব না"। তৃতীয়বারের পর সৈন্যবাহিনী চলে যায় এবং মানুষদেরকে রেহাই দেওয়া হয়।"

এই ধরনের গল্পগুলি নিরস্ত্র বেসামরিক শান্তিরক্ষীদের জন্য ঝুঁকি নিয়ে আসে। পূর্বের পরিস্থিতির চেয়ে একজন নিশ্চিতভাবে হুমকী পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে না। তবুও অহিংস শান্তি বাহিনীর তের বছরের অপারেশন চলাকালীন সময় পাঁচটি সংঘাত-সম্পর্কিত জখম হয়েছে - যার মধ্যে তিনটি দুর্ঘটনাজনক ভাবে হয়েছিল। তাছাড়াও, এটি ধরে নেওয়া নিরাপদ যে বর্ণিত উদাহরণে একটি সশস্ত্র সুরক্ষার ফলে ডেরেক এবং আন্দ্রেয়াসের পাশাপাশি তাদেরও মৃত্যু হয়েছিল যাদেরকে তারা সুরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

এইসব এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি, যেমন খ্রিষ্টান পিসমেকার টিমস, অন্যান্য ধরণের সহিংস হস্তক্ষেপের ধরন থেকে এমন একটি নকশা প্রদান করে যা সশস্ত্র শান্তিরক্ষী বাহিনীদেরকে উপরে রাখে যেন তারা আগে স্থানগ্রহন করতে পারে। সুশীল সমাজ ইতিমধ্যে শান্তি বজায় রাখতে যে ভূমিকা পালন করছে তাঁরা তারই একটি নিখুঁত উদাহরণ। শারীরিক সুরক্ষা প্রদান এবং সংলাপের প্রক্রিয়াগুলিতে অংশ নেওয়া ছাড়াও এই গোষ্ঠীগুলি সংঘাতময় অঞ্চলে সামাজিক বুনন পুনর্গঠনে অবদান রাখে।

এখন পর্যন্ত, এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাগুলি কম স্বীকৃত এবং স্বল্প তহবিল প্রাপ্ত। জাতিসংঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা তাদেরকে পুরোপুরি অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন। নাগরিকদের প্রতিরক্ষা, সুশীল সমাজের জন্য জায়গা তৈরি, এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য অবদান রাখার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে এগুলো রয়েছে।

একটি অহিংস, নাগরিক ভিত্তিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করুন

অহিংস পন্ডিত জিন শার্প নীপিড়নকে সফলভাবে ব্যর্থ করতে ব্যবহৃত শত শত পদ্ধতি খুঁজে বের করতে এবং নথিভুক্ত করতে ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন। তাঁর এই খোঁজ তাকে সিভিলিয়ান -বেইজড ডিফেন্স (সি বি ডি) তৈরির দর্শনের দিকে ধাবিত করে; একটি বিকল্প ব্যবস্থা যা যুদ্ধ পদ্ধতি দ্বারা অনুমিতভাবে সরবরাহ কোরে "নিরাপত্তার" দায়িত্বগুলো পরিবেশন করতে পারে। সি বি ডিঃ

> "... নাগরিকদের দ্বারা প্রতিরক্ষা ইঙ্গিত দিয়ে (সামরিক কর্মীদের থেকে পৃথক) বেসামরিক সংগ্রামের সাধারণ উপায় (সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী থেকে পৃথক) ব্যবহার করে। বৈদেশিক সামরিক বাহিনীর আক্রমণ, দখল, এবং আভ্যন্তরীন দখলকে প্রতিরোধ ও পরাজিত করার উদ্দেশ্যে এটি একটি নীতি "[161] এই প্রতিরক্ষা "জনসংখ্যা এবং এর সংস্থাগুলির অগ্রিম প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে জেগে উঠাকে বোঝায়।"
>
> এটি একটি "নীতি [এতে] পুরো জনগোষ্ঠী এবং সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি লড়াইয়ের বাহিনীতে পরিণত হয়। বিশাল বিচিত্র ধরণের মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং পাল্টা আক্রমণ দিয়ে তাদের অস্ত্রসম্ভার গঠিত। এই নীতিটির লক্ষ্য হল হামলা এবং অত্যাচারী ও আক্রমণকারীদের দ্বারা সমাজকে নিরবচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করা। আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যগুলো প্রত্যাখান করার জন্য প্রশিক্ষিত জনতা এবং সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুতি গ্রহন করবে এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার প্রক্রিয়াকে অসম্ভব করে তুলবে। বিশাল এবং নির্বাচিত অসহযোগিতা এবং প্রতিরোধ প্রয়োগ করে এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা হবে।
>
> এর পাশাপাশি, যেখানে সম্ভব, সেখানে প্রতিরক্ষাকারী দেশটি আক্রমণকারীদের জন্য সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সমস্যা তৈরি করার লক্ষ্য গ্রহন করবে এবং তাদের সৈন্যদল ও কর্মীদের নির্ভরযোগ্যতা ধ্বংস করবে" (জিন শার্প, লেখক, আলবার্ট আইনস্টাইন ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা)।

যুদ্ধ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে সকল সমাজ যে উভয় সংকটের মুখেমুখি হয়েছে, অর্থাৎ, হয় আত্মসমর্পণ করা অথবা আক্রমণকারী শাসকের আয়নার প্রতিচ্ছবি হওয়া, তা সি বি ডি সমাধান করেছে। আক্রমণকারীর চেয়ে যুদ্ধের মতো বা আরও যুদ্ধের মতো হয়ে ওঠা এই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে আক্রমণকারীকে থামাতে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সি বি ডি একটি শক্তিশালী বলপূর্বক বাহিনী নিয়োগ করেছে যাতে সামরিক কর্মকান্ডের প্রয়োজন হয় না।

---

[161] Sharp, G. (১৯৯০)। *নাগরিক-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা: সামরিক-পরবর্তী একটি অস্ত্র ব্যবস্থা*। পুরো বইয়ের লিঙ্ক: http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/Civilian-Based-Defense-English.pdf.

সি বি ডি-তে, আক্রমণকারী শক্তির থেকে সকল সহযোগিতা প্রত্যাহার করা হয়। কোন কিছুই কাজ করে না। বাতিগুলো জ্বলে না, বা তাপমাত্রা বাড়ানো কমানো যায় না, ময়লা তুলে ফেলা হয় না, বাস, রেল সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় যায় না, কোর্ট বন্ধ থাকে, জনগণ আদেশ মানে না। ১৯২০ সালে বার্লিনে "ক্যাপ পুৎস" এর সময় যখন একজন হবু একনায়ক এবং তার ব্যক্তিগত সেনাদল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তখন এমনটা ঘটেছিল। পূর্বেকার সরকার পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বার্লিনের নাগরিকেরা শাসন করার বিষয়টি এতটাই অসম্ভব করে তুলেছিল যে, দুর্বার সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষমতা ধসে পড়ে। সকল ক্ষমতা বন্দুকের নলের মাধ্যমে আসে না।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি সম্পত্তির নাশকতাকে যথাযথ বলে গণ্য করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের পরে যখন ফরাসি সেনাবাহিনী জার্মানি দখল করে তখন জার্মান রেল কর্মীরা ফরাসি সেনাদের বড় মাত্রার বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে বাধা দেওয়ার জন্য ইঞ্জিন নষ্ট করে এবং রেল পথ ধ্বংস করে। যদি একজন ফরাসি সৈন্য ট্রামে উঠতো তাহলে ট্রাম চালক তা চালাতে অস্বীকৃতি জানাতো।

সি বি ডি সমর্থনের দুটি মূল বাস্তবতা হলো; প্রথমত, সকল ক্ষমতা নীচে থেকে আসে—সকল সরকার শাসিতদের সম্মতি দ্বারা তৈরি এবং এই সম্মতি সবসময় প্রত্যাখান করা যায় যা শাসনকারী অভিজাতদের পতন ঘটায়। দ্বিতীয়ত, যদি একটি জাতিকে শক্তসমর্থ সি বি ডি বাহিনীর কারণে শাসনের অসাধ্য বলে দেখা হয় তাহলে তা জয়ের চেষ্টা করার কোন কারণ নেই। সামরিক শক্তি দ্বারা রক্ষিত একটি জাতি যুদ্ধে উচ্চতর সামরিক শক্তির দ্বারা পরাজিত হতে পারে। এ বিষয়ে অগণিত উদাহরণ আছে। জনতার জাগরণ এবং অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে নিষ্ঠুর একনায়ক সরকারকে পরাজিত করার উদাহরণ রয়েছে, শুরুতে গান্ধীর জনতার ক্ষমতা আন্দোলনের দ্বারা দখলকৃত শক্তি থেকে ভারতকে স্বাধীন করা, এরপরে ফিলিপাইনে মার্কোর শাসন উচ্ছেদ, পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সমর্থিত একনায়কতন্ত্রের উৎখাত এবং আরব বসন্ত, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি নাম মাত্র।

সি বি ডি-তে সকল সক্ষম প্রাপতবয়স্ককে প্রতিরোধের পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়।[162] লক্ষ লক্ষ জনতার স্থায়ী রিজার্ভ কর্পস সংগঠিত হয়ে দেশটিকে এর স্বাধীনতায় এত শক্তিশালী করে তোলে যে কেউ তা জয় করার কথা ভাবতে পারে না। সি বি ডি প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য এটি পুরোপুরি স্বচ্ছ। আজকাল সামরিক প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়ায় যে খরচ হয় তার এক ভগ্নাংশ সি বি ডি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়। ওয়ার সিস্টেমের মধ্যে সি বি ডি কার্যকর প্রতিরক্ষা সরবরাহ করতে পারে যখন শক্তিশালী শান্তি প্রক্রিয়ার এটি একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়। নিশ্চিতভাবেই একজন যুক্তি দেখাতে পারে যে অহিংস প্রতিরক্ষাকে অবশ্যই জাতি-রাষ্ট্র যে একধরণের সামাজিক প্রতিরক্ষার ধরণ হিসেবে কেন্দ্রবিন্দু করে তার সীমা অতিক্রম করতে হবে, কারণ জাতি রাষ্ট্র নিজেই কখনো কখনো জনতার শারীরিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অত্যাচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়।[163]

পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত জ্ঞান দেখায় যে অহিংস নাগরিক প্রতিরোধ সহিংস আন্দোলনের চেয়ে দ্বিগুণ কার্যকর। তত্ত্ব এবং অনুশীলনে সমসাময়িক জ্ঞান- দীর্ঘমেয়াদি অহিংস আন্দোলন কর্মী এবং পণ্ডিত জর্জ ল্যাকিকে সি বি ডি'র শক্তিশালী ভূমিকার জন্য আশাবাদী করে তুলেছে। তিনি বলেনঃ "যদি জাপান, ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্ধশতাব্দীর

---

[162] জিন তীক্ষ্ণ, অহিংস কর্মের রাজনীতি এবং ইউরোপকে অবিচ্ছিন্ন করে তোলা এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে সিভিলিয়ান ভিত্তিক প্রতিরক্ষা দেখুন। আরব বসন্তের আগে ডিক্টেটরশিপ টু ডেমোক্রেসি থেকে একটি পুস্তিকা আরবিতে অনুবাদ হয়েছিল।

[163]দেখুন Burrowes, R., J. (1996). *অহিংস প্রতিরক্ষা কৌশল: অহিংস প্রতিরক্ষা একটি ব্যাপক পদ্ধতির জন্য একটি গান্ধী পদ্ধতি*। লেখক সিবিডি কৌশলগতভাবে ত্রুটিযুক্ত বলে বিবেচনা করেন।

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণের কৌশল তৈরি করা পছন্দ করে এবং যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে গুরুতর কিছুর পরিকল্পনা করে, নিশ্চিতভাবে তারা প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণ গ্রহন করবে এবং তাদের সমাজের বাস্তববাদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।"[164]

নতুন করে শুরু করার প্রস্তাবঃ অলটারনেটিভ এপ্রোচেস টু হিউম্যান গ্লোবাল গভারন্যান্স

একটি নতুন নিরাপত্তার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা বিদ্যমান আছে এবং যা থাকতে পারতো সে বিষয়ে সমালোচনা এবং বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বর্তমান এবং সবচেয়ে আশাপূর্ণ ধরণের বৈশ্বিক শাসনের ধরণে জাতিসংঘকে পুনর্গঠনের জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ নজর দিয়েছি। তারপরেও, আমাদের বিবেচনা করা উচিত জাতিসংঘের অধিকাংশ ব্যর্থতা শান্তি বজায় রাখা ও পুনর্বহাল করার আদর্শিক নমুনা সম্মিলিত নিরাপত্তার অন্তর্নিহিত সমস্যা থেকে উদ্ভূত। এই ভিত্তি অতিক্রম করার জন্য হয়তো অনেক বড়, এজন্য শান্তি তৈরি এবং তা ধরে রাখার জটিল কার্যাবলীর জন্য আমাদের অবশ্যই নতুন, বিকল্প ধরণের বিশ্বব্যাপী শাসনের কথা বিবেচনা করতে হবে।

অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলির সাথে সম্মিলিত নিরাপত্তা

জাতিসংঘ সম্মিলিত নিরাপত্তার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যার মানে হচ্ছে যখন একটি রাষ্ট্র হুমকি দেয় বা আক্রমণ করতে শুরু করে তখন অন্যান্য দেশগুলি প্রতিরোধকারী হিসাবে কাজ করার জন্য অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন শক্তি বহন করবে অথবা যার প্রাথমিক প্রতিকার হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে আক্রমণে পরাজিত করা। এটা, অবশ্যই, একটি সামরিকীকরণ সমাধান, একটি ক্ষুদ্রতর যুদ্ধকে বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করতে একটি বৃহত্তর যুদ্ধের হুমকি দেওয়া বা কার্যকর করা। একটি প্রধান উদাহরণ-কোরিয়ার যুদ্ধ-ব্যর্থ হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধটি টানতে হয়েছে আর সীমান্তে কড়া সামরিকীকরণ ছিল। বস্তুত, যুদ্ধটি কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়নি। সহিংসতা রোধে পাল্টা সহিংসতা বিদ্যমান প্রক্রিয়ার একটি চমৎকারভাবে মানিয়ে নেওয়ার উন্নত সংস্করণ হচ্ছে সম্মিলিত নিরাপত্তা। এটির জন্য আসলে একটি সামরিক বিশ্ব প্রয়োজন যাতে বিশ্ব সংস্থায় সেনাবাহিনী থাকে যাদেরকে তারা যেকোন সময় ডাকতে পারে। তাছাড়াও, জাতিসংঘ যখন তাত্ত্বিকভাবে এই প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে, তা কার্যকর করার জন্য এটি পরিকল্পিত করা হয়নি কারণ দ্বন্দ্বের ঘটনায় এটি করার কোনও দায়িত্ব জাতিসংঘের নেই। এটির শুধু কাজ করার একটি সুযোগ রয়েছে যা নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দ্বারা গুরুতরভাবে দূর্বল করা হয়। পাঁচটি সুবিধাভোগী সদস্য রাষ্ট্র ভেটো দিতে পারে, এবং প্রায়শই সবার ভালো হোক এমন বিষয়ে সহযোগিতা না করে তারা বরং তাদের নিজেদের জাতীয় লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠানটি কেন এতগুলো যুদ্ধ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে তা আংশিকভাবে এটি ব্যাখ্যা করে থাকে। অন্যান্য দুর্বলতার সাথে এটি ব্যাখ্যা করে কেন কিছু মানুষ ভাবে মানবতার আরো বেশি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নতুন করে শুরু করার দরকার যার সংবিধিবদ্ধ আইন পাস ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে এবং যা দ্বন্দ্বগুলোর বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান নিয়ে আসতে পারে।

বিশ্বব্যাপী মানবিক শাসনের নীতিমালা

"মানবিক শাসনের জন্য সমসাময়িক উদ্দেশ্য একই ধরণের অতীত প্রচেষ্টায় নির্মিত, যখন তার শিকড় প্রকাশিত বর্তমানে, এবং সবার উপরে একটি কল্পিত ভবিষ্যত অর্জনে উচ্চাকাঙ্খী। এই প্রক্রিয়া প্রকাশের জন্য মানবিক শাসনের ভাবনা নিজেই একটি পথ যা এই পৃথিবীতে মানুষের উন্নতির পথে ত্রুটি, অর্জন, এবং

---

[164] দেখুন জর্জ লেকি: জাপানের নিরাপত্তার দ্বিধা সমাধানের জন্য কি সত্যই তার সামরিক বাহিনীকে প্রসারিত করতে হবে? http://wagingnonviolence.org/feature/japan-military-expand-civilian-based-defense/

হাতড়ে খোঁজার প্রতি সংবেদনশীল"
-রিচার্ড ফাল্ক, আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক

ওয়ার্ল্ড অর্ডারস মডেল প্রজেক্ট (স্নেহের সাথে যা ওম্প নামে ডাকা হয়) এর প্রথমদিকের অবদানকারী রিচার্ড ফাল্ক, যুক্তি দেখান যে বিশ্বব্যাপী মানবিক শাসনের অনুসরণ ছিল একটি "আদর্শিক প্রকল্প," যা একটি " সকল মানবতার জন্য কল্পিত সম্প্রদায়ের ভিত্তি যা বর্তমান বিশ্বের দৃশ্যগুলোর সবচেয়ে সমস্যাক্রান্ত দিকগুলো অতিক্রম করে।"[165] চারটি মৌলিক মান যেমনঃ ১) শান্তি, ২) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ৩) সামাজিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, এবং ৪) পরিবেশগত স্থায়িত্বতার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব আদেশের নতুন আদর্শের বিবেচনা এবং পরিকল্পনা খুঁজেছিল ওম্প। এইসব বিশ্ব আদেশের মানগুলো বিশ্বব্যাপী শাসনের উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী চিহ্নিত করে এবং নির্ণায়ক সরবরাহ করে যা থেকে বিকল্প পদ্ধতিগুলো মুল্যায়ন করা হয়। ফাল্ক প্রস্তাব করেছিলেন যে এই আদর্শিক প্রকল্পের ১০টি মাত্রা রয়েছে-একটি বৈশ্বিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় যার মধ্যে অনেকগুলোকে আমরা রূপরেখা হিসেবে নিয়েছি।

মানবিক শাসনের "আদর্শিক প্রকল্পের" ১০টি মাত্রা

1. যুদ্ধ আয়ত্ত করা
2. যুদ্ধ বিলুপ্ত করা
3. প্রতিটি ব্যক্তিকে যুদ্ধের জন্য জবাবদিহি করানো
4. সম্মিলিত নিরাপত্তা
5. আইনের ভূমিকা
6. অহিংস বৈপ্লবিক রাজনীতি
7. মানবাধিকার
8. প্রকৃতির ন্যস্ত ভার
9. ইতিবাচক নাগরিকত্ব
10. বিশ্বজনীন গণতন্ত্র

World BEYOND War এবং অন্যান্য নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী শাসনের জন্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং কাঠামো তৈরি করেছে যা এই মাত্রাগুলোর অনেকটাকেই শনাক্ত করেছে। গ্লোবাল এমারজেন্সি অ্যাসেম্বলির জন্য দ্য আর্থ ফেডারেশন এবং World BEYOND War-এর খসড়া প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপিত করা হলো।

দ্য আর্থ ফেডারেশন এন্ড দ্য আর্থ কনস্টিটিউশন

১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত দ্য ওয়ার্ল্ড কনস্টিটিউশন এন্ড পার্লামেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউ সি পি এ), দ্য কনস্টিটিউশন ফর দ্য ফেডারেশন অব আর্থের খসড়া তৈরি করে[166] যা ১৯৭৭ সালে দ্য ওয়ার্ল্ড কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে অনুমোদিত হয় এবং ১৯৯১ সালে সংশোধিত হয়। ডব্লিউ সি পি এ সেই থেকে পুরো পৃথিবী জুড়ে এর অনুমোদনের জন্য পক্ষ সমর্থন করে আসছে।

---

[165] দেখুন: Falk, R. (1995)। *মানবিক শাসনের বিষয়ে: একটি নতুন বৈশ্বিক রাজনীতির দিক*। ইউনিভার্সিটি পার্ক, পিএ: পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস।

[166] পৃথিবীর ফেডারেশন ("আর্থ সংবিধান") এর সম্পূর্ণরূপে সংবিধান এখানে পড়ুন: http://earth-constitution.org/constitution/english/

"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নীতি নতুন কালের ভিত্তি যখন যুদ্ধ বেআইনী হবে এবং শান্তি বিদ্যমান থাকবে; তখন পৃথিবীর সব সম্পদ যথার্থভাবে ব্যবহৃত হবে; এবং সকলের দ্বারা বৈষম্যহীনভাবে মৌলিক মানবাধিকার এবং দায়িত্বগুলো ভাগাভাগি করা হবে।"

- দ্য আর্থ কনস্টিটিউশনের প্রস্তাবনা

দ্য আর্থ কনস্টিটিউশনের ১ নং অনুচ্ছেদে দ্য ফেডারেশন অফ আর্থের বিস্তৃত কার্যাবলীর রূপরেখা:

1. যুদ্ধ রোধ করতে নিরস্ত্রীকরণ নিশ্চিত করে, এবং শান্তি ও মানবাধিকার বিপন্নকারী ভূ-খন্ডগত ও অন্যান্য বিরোধ সমাধান করে।
2. জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, এবং জীবনে সমান অধিকারসহ চিরন্তন মানবাধিকার রক্ষা করতে।
3. যথার্থ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রভেদ হ্রাস করার জন্য পৃথিবীতে সকল লোকের জন্য যে শর্তগুলোর প্রয়োজন তা লাভ করতে।
4. বিশ্ব বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহন, মুদ্রা, মানসমূহ, বিশ্বের সম্পদসমূহের ব্যবহার, এবং অন্যান্য বিশ্বব্যাপী এবং আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে।
5. পৃথিবীকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যবান এবং মানবতার জন্য সুখের আবাস করার উদ্দেশ্যে সকল ধরণের নষ্টের উৎস থেকে পরিবেশ এবং জীবনের পরিবেশগত বুনন প্রতিরোধ করতে এবং প্রযুক্তিগত নতুনত্ব যার প্রভাব রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে তা নিয়ন্ত্রণ করতে।
6. দেশের সরকারের সামর্থ্যের বাইরে বা যা এখন বা পরবর্তীতে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক উদ্বেগ বা পরিণতি হতে পারে এমন সকল সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা এবং তা কার্যকর করতে।

অনুচ্ছেদ ২ এর মূল কাঠামো বর্ণনা কোরে, পোষন করে যে দ্য ফেডারেশন অব আর্থ সমস্ত দেশ এবং মানুষদের সর্বজনীন হবে; কাঠামোটি অ-সামরিক এবং গণতান্ত্রিক হতে হবে; "জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী সমস্যা এবং বিষয়গুলিতে কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা সীমিত হবে, এই বিশ্ব সংবিধানে বর্ণিত সার্বজনীন মানবাধিকার রক্ষার জন্য ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বদেশসমূহের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির উপর জাতীয় সরকারগুলির বিচারব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।" সংবিধানটি বিস্তারিত বর্ণনায় সমৃদ্ধ, এতে প্রতিটি মত প্রকাশের মাধ্যম, শক্তি এবং প্রয়োগের মাধ্যমগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি বিশ্ব সংসদ যা আইন প্রণয়নের কাজ করে তা তিনটি কক্ষ নিয়ে গঠিত:

1. গণকক্ষ (১০০০টি নির্বাচনী জেলার প্রতিটি জায়গায় সকল মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে)।
2. রাষ্ট্রকক্ষ (প্রতিটি রাষ্ট্রের পরিচয় এবং সাধুতার সংরক্ষণ করে)।
3. পরামর্শদাতাদের কক্ষ (২০০ জন প্রতিনিধি পুরো বিশ্ব জুড়ে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বকারী)।

৪টি প্রধান সংস্থা দ্বারা সংসদটি সমর্থিত:

1. দ্য ওয়ার্ল্ড এক্সিকিউটিভ কোন সামরিক শক্তি এবং সংবিধান স্থগিত করার ক্ষমতা নেই (প্রতিটি মহাদেশ থেকে একজন করে ৫জন নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত)। দ্য ওয়ার্ল্ড এক্সিকিউটিভ (ওয়ার্ল্ড সিভিল সার্ভিসের সাহায্যে) ইন্টিগ্রেটিভ কমপ্লেক্স (সরকারি সকল সংস্থা সমন্বিত করতে নিবেদিত) এবং দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট দ্বারা নির্ণিত বৈশ্বিক বিষয় লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ) পরিচালনা করে।

2. দ্য ওয়ার্ল্ড জুডিসিয়ারি (একটি বৈশ্বিক সুপ্রিম কোর্ট সাথে সর্বজনীন বিচার ব্যবস্থা এবং ৮টি বিশেষায়িত বেঞ্চ)।
3. দ্য এনফোর্সমেন্ট সিস্টেম উইথ ওয়ার্ল্ড পুলিশ এন্ড অ্যাটর্নি জেনারেল (প্রতিটি মহাদেশিক বিভাগ থেকে পাঁচজন প্রধান দ্বারা চালিত) শুধুমাত্র একক ব্যক্তিকে ভীত করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ব্যবহার করে যারা পৃথিবীর আইন প্রয়োগ করবে।
4. দ্য ওয়ার্ল্ড অমব্যাডসম্যান প্রতিটি মহাদেশিক বিভাগ থেকে পাঁচজন প্রধানের দ্বারা চালিত (পৃথিবীর সর্বত্র মানবাধিকার রক্ষা এবং উন্নীত করার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি পুরো সংস্থা নিবেদিত)।

গ্লোবাল এমারজেন্সি অ্যাসেম্বলির জন্য প্রস্তাব

বিশ্বব্যাপী শাসনের জন্য আরেকটি কাঠামো হল গ্লোবাল ইমার্জেন্সি অ্যাসেম্বলি (জি ই এ) যা World BEYOND War এর দর্শন[167]। যদিও একটি কাজের অগ্রগতি হচ্ছে, উপরের প্রস্তাবের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী শাসনের দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে অনেক প্রয়োজনীয় বিকল্প ভাবনায় উদ্দীপনা যোগানোর আশায় আমরা এখানে এটির একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ শেয়ার করছি।

জি ই এ-এর উদ্দেশ্য হল জাতিসংঘ এবং সম্পর্কিত সংস্থাগুলো প্রতিস্থাপন করা। জি ই এ-এর নকশা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে জনগণের প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য করে, স্থানীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সাথে নিযুক্ত থাকে যা জাতীয় প্রতিনিধিত্বের চেয়ে বেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বে প্রবনতা দেয়। দ্য গ্লোবাল এমারজেন্সি অ্যাসেম্বলির কাঠামোতে একটি বিদ্যমান সরকারের উপর আরেকটি সরকারকে আনুকূল্য দেয় না বা বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় প্রতিরোধে যা প্রয়োজন তার বাইরে অন্য সরকার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, অথবা একক ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার জন্য *আইন তৈরি করে না*।

দুটি প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা শিক্ষা সংক্রান্ত-বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং অসংখ্য ছোটখাট সভার দ্বারা জি ই এ গঠিত। দ্য পিপল'স অ্যাসেম্বলি (পি এ) ৫,০০০ সদস্য নিয়ে গঠিত যাদের প্রত্যেকেই প্রায় সমান সংখ্যক ভোটার জনসংখ্যাসহ একটি সুসংহত জায়গার প্রতিনিধিত্ব করে। সর্বোচ্চ অংশগ্রহন, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, পছন্দ, এবং যাচাইযোগ্যতা নিয়ে পি এ সদস্যরা নির্বাচিত হন। দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (এন এ) প্রায় ২০০ সদস্য নিয়ে গঠিত, যাদের প্রত্যেকেই একটি জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। দুই বছরের মেয়াদে সদস্যরা নির্বাচন অথবা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে জোড় সংখ্যক বছর সেবা প্রদান করে। এন এ সদস্যরা রাষ্ট্রের জনগণ, সরকারি সংস্থা, বা প্রতিটি রাষ্ট্রের নির্ণিত শাসকদের দ্বারা নির্বাচিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

সামরিক বাহিনী ছাড়া বা সামরিক বাহিনীকে গতিশীল করার ক্ষমতাসহ একটি গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান জাতীয় স্বার্থ গুলোর জন্য হুমকিস্বরূপ না বরং জাতিগুলোকে তাদের দূর্বলতাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় করে দেয়। যে সব সরকার এই সংস্থায় যোগ দেবে না তাদের বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত তৈরিতে বাধা দেওয়া হবে। রাষ্ট্রগুলোর সরকারকে এন এ-তে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না যদি না তাদের জনগণ এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহন এবং পি এ-তে তহবিল দেওয়ার পুরোপুরি স্বাধীনতা না থাকে।

দ্য জি ই এ শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন (জি ই এ ই এস সি ও) ১০ বছর বিভিন্ন সময়ে পাঁচ-সদস্যের বোর্ড দ্বারা তদারকি করা হয় এই বোর্ড দুটি পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হয়--বোর্ড দুটি জি ই এ ই এস সি ও বোর্ড সদস্যদের বাদ দেওয়ার এবং বদলানোর ক্ষমতা রাখে।

---

[167] গ্লোবাল ইমার্জেন্সি অ্যাসেমব্লিকে গ্লোবাল চ্যালেঞ্জস ফাউন্ডেশন পরিচালিত গ্লোবাল চ্যালেঞ্জস পুরস্কারের এন্ট্রি হিসাবে জমা দেওয়া হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড বিয়ানওড ওয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আরও প্রশংসা করতে কাজ করছে। সম্পূর্ণ, আরও বিস্তারিত প্রস্তাবের অনুলিপি অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ।

উভয় পরিষদ এবং জি ই এ ই এস সি ও-এর সদস্যদের সকলের ভালোর জন্য অহিংস যোগাযোগ, দ্বন্দ্ব সমাধান, এবং সংলাপ/সুচিন্তিত পর্যালোচনার প্রক্রিয়ার উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহন করা প্রয়োজন।

পরিষদগুলো বিশ্বব্যাপী/সাধারণ বিষয়গুলো এবং যেসব সমস্যা শনাক্ত করতে হবে তা চিহ্নিত করে। যুদ্ধ, পরিবেশ বিপর্যয়, অনাহার, রোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভিবাসন, এবং গণ গৃহহীনতা এর উদাহরণ হতে পারে। জি ই এ ই এস সি ও প্রতিটি প্রকল্পের জন্য সুপারিশ করবে এবং প্রতিটি প্রকল্পের উপরে কাজ করে পৃথিবীর যে জায়গাগুলো সবচেয়ে সফল হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করবে। পৃথিবীর ঐসব জায়গার পরিষদের সদস্যদের প্রাসঙ্গিক সভায় যোগদানের প্রথম ইচ্ছা থাকবে। ৩০ জন পি এ সদস্য এবং ১৫ জন এন এ সদস্যসহ ৪৫ জনের সভাটি নির্দিষ্ট প্রকল্পটির উপরে জি ই এ-এর কাজ অনুসরণ করবে। প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সেরা শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক বা সাংস্কৃতিক সৃষ্টির বিকাশের জন্য বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করার দায়িত্বও জি ই এ ই এস সি ও-কে দেওয়া হয়েছে।

জি ই এ পৃথিবী জুড়ে পাঁচটি সভার স্থান বজায় রাখবে, এসব জায়গায় পালাক্রমে পরিষদের সভাগুলো বসবে, এবং ভিডিও ও অডিও দ্বারা সংযুক্ত হয়ে বহু জায়গায় সভাগুলো বসার অনুমতি দেবে। জনসমক্ষে, রেকর্ড করে, অধিকসংখ্যক ভোট দিয়ে এবং একত্রে উভয় পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহন কোরে তাদের কমিটি তৈরি করা (বা তা ভেঙ্গে দেওয়া) এবং কমিটিগুলোতে কাজ অর্পণ করার ক্ষমতা থাকে।

জাতীয় সরকারের অর্থ নয় বরং স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের অর্থ দ্বারা জি ই এ এর সম্পদ তৈরি হবে। যে কোন বিচার ব্যবস্থায় অংশগ্রহনের জন্য এই অর্থ পরিশোধের দরকার হবে, এবং অর্থ পরিশোধের সক্ষমতার ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধে সংকল্পবদ্ধ হবে।

জি ই এ বিশ্বব্যাপী আইন মেনে চলা এবং প্রতিটি স্তরের সরকারদের, পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বৈশ্বিক প্রকল্পগুলিতে অংশ নিতে চায়। তা করার জন্য, এটি সহিংসতার ব্যবহার, সহিংসতার হুমকি, সহিংসতার অনুমোদন, সহিংসতা ব্যবহারের প্রস্তুতির যেকোন জটিলতা পূর্বে উল্লেখ করার জন্য এর সংবিধান দ্বারা বাধ্য। ভবিষ্যত প্রজন্ম, শিশু, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অধিকারগুলো শ্রদ্ধা করার জন্য এই একই সংবিধান প্রয়োজন।

সম্মতি তৈরির সরঞ্জামগুলোর মধ্যে রয়েছে নৈতিক চাপ, প্রশংসা এবং নিন্দা অন্তর্ভুক্ত; প্রাসঙ্গিক কাজগুলো বিশ্বের যে সব অঞ্চলগুলোতে করা হবে কমিটিগুলোকে ওই স্থানগুলিতে দেওয়া হবে; বিনিয়োগ আকারে পুরষ্কার দেয়া হবে; নেতৃস্থানীয় এবং সংগঠিত ব্যবসায়ের বিনিয়োগ এবং স্বার্থ বিক্রি এবং বর্জন আকারে শাস্তি; সালিশ শুনানি এবং মামলাতে বিচার পুনরুদ্ধার অনুশীলন; সত্য-সমন্বয়সাধন কমিশন গঠন; এবং জি ই এ প্রতিনিধিত্ব থেকে বিতাড়নের চূড়ান্ত অনুমোদন। একটি জি ই এ কোর্টের অসংখ্য হাতিয়ার কার্যকর করা হয়েছে যার বিচারক মন্ডলী জি ই এ পরিষদগুলো দ্বারা নির্বাচিত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচির ২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "শান্তির সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের অগ্রগতি মূল্যবোধ, মনোভাব, আচরণের পদ্ধতি এবং একক ব্যক্তিদের, দল এবং রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির উন্নয়নের জন্য সহায়ক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে আসে।" আমাদের প্রক্রিয়ার এই অংশ দ্বারা অনুসৃত এগুলো অপরিহার্য উপাদান। একটি শান্তির সংস্কৃতি পৃথিবীর জন্য আমাদের পছন্দনীয় এবং আকাঙ্খিত দর্শন এবং দিক নির্দেশনার নীতি প্রতিষ্ঠায়ও সাহায্য করে। আমরা যে কাজে নিযুক্ত হই সেই কাজের প্রতিরোধে বিরোধিতা করতে আমাদের শক্তিকে প্রায় পুরোপুরি পরিচালিত করি; বিকল্প কাজের প্রতিফলন এবং পরিকল্পনায় সেই শক্তি খরচ করা যায়। এই বই জুড়ে বর্ণিত বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী এবং কৌশলগুলো মূল্যায়নের জন্য সাধারণ নিরাপত্তা, মানুষের নিরাপত্তা, পরিবেশগত নিরাপত্তা, এবং অহিংসতাসহ পূর্বে অনুসন্ধান করা কাঠামো নৈতিক এবং আদর্শ মানদণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই বিভাগে আমরা এবং "নতুন গল্প" এবং উদীয়মান শান্তিপূর্ণ বিবর্তন শনাক্ত করতে এবং বলতে শুরু করি। এই ইতিবাচক প্রবণতাগুলো শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন বাস্তবিকই যে সম্ভব সে বিষয়ে আমাদের আশা এবং অনুপ্রেরণা দেয়। পৃথিবীর নাগরিকত্বকে সমর্থনকারী শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা আমাদের ভাগাভাগি করা পৃথিবীতে পরস্পরের সংযোগের এবং পরস্পরের নির্ভরতার ভিত্তি স্থাপন করে। আমাদের শান্তি ব্যবস্থার "সফ্টওয়্যার" লেখার প্রাথমিক সরঞ্জাম হচ্ছে আনুষ্ঠানিক এবং অআনুষ্ঠানিক শান্তি শিক্ষা এবং শান্তি গবেষণা। এই বিভাগে আমরা দায়িত্বশীল শান্তির সাংবাদিকতার পরিচয় করিয়েছি এবং সমর্থক হয়েছি; সংবাদ প্রতিবেদনের একটি পরিবর্তনের কারণ ঘটানোর পন্থা যা অন্তর্নিহিত
দ্বন্দ্বের কারণগুলোকে আলোকিত করার উপর জোর দেয়, তাদের জটিলতার শর্তাবলীতে দ্বন্দ্বগুলো কাঠামোবদ্ধ করে এবং মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলি দ্বারা সাধারণত অগ্রাহ্য করা শান্তির উদ্যোগগুলো প্রচার করার চেষ্টা করে। পরিশেষে, আমরা সহিংসতার কারণের চেয়ে বরং শান্তি গঠনের হাতিয়ার হিসাবে ধর্মের ভূমিকা এবং সম্ভাবনা পরিক্ষা করি এবং যুব-নেতৃত্বাধীন শান্তি-গঠনকে এই উপাদানটির নতুন সংযোজন হিসাবে তুলে ধরতে পারি, কারণ তরুণরা সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ("দ্য রোল অব ইয়ুথ ইন পিস এন্ড সিকিউরিটী "দেখুন) যা বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে রয়েছে।

কৌশলগত নীতি এবং কর্মের প্রস্তাবনা

শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র এবং কর্মসূচির নীতিগুলোর অর্জনকে সমর্থনকারী স্থানীয়, রাষ্ট্র এবং জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করুন।

পৃথিবীর নাগরিকত্বের বোধগম্যতাকে উৎসাহ দিতে পাঠ্যক্রম গঠনকে সমর্থন করুন।

শান্তি গবেষণার জন্য বর্ধিত তহবিল সরবরাহ করুন।

সকল আনুষ্ঠানিক এবং অআনুষ্ঠানিক কাঠামোতে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শান্তি শিক্ষার সার্বজনীনকরণের পক্ষে সমর্থন করুন।

একটি শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা

এখানে বর্ণিত অনেকগুলি দৃষ্টিভঙ্গি যেগুলোকে থমাস মার্টন "চিন্তার জলবায়ু" বলে সম্বোধন করেছেনঃ বর্তমান মূল্যবোধ এবং কাঠামো যা সমাজের সহিংসতাকে স্বাভাবিক করে তোলে।

শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা

"সহজতম পদ দ্বারা বলতে গেলে, শান্তির সংস্কৃতি এমন একটি সংস্কৃতি যা শান্তিপূর্ণ বৈচিত্র্যকে অগ্রসর করে। এ ধরণের সংস্কৃতি জীবনযাত্রা, আদর্শ বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচরণ এবং সহগামী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে যা পারস্পরিক পরিচর্যা এবং কল্যাণকে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি একটি সমতা যা ভিন্নতাকে সমাদর করে, যা সবাইকে দায়িত্ব অর্পণ করে এবং সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি করে... এটি মানবজাতির জন্য বিভিন্ন প্রজাতির পরিচয় এবং জীবন্ত পৃথিবীর সাথে আত্মীয়তার গভীর ধারণার মাধ্যমে মানবজাতির সকল বিভিন্নতায় পারস্পরিক সুরক্ষার প্রস্তাব করে। সহিংসতার কোন প্রয়োজন নেই।"

- এলিস বোল্ডিং (শান্তি ও সংঘাত অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠাতা)

শান্তির সংস্কৃতি যোদ্ধা সংস্কৃতির বিপরীত, এটি একটি কর্তৃত্বশীল সমাজ হিসেবেও পরিচিত, যেখানে যোদ্ধা দেবতারা জনগণকে পদমর্যাদার স্তরক্রম তৈরি করার নির্দেশ দেন যাতে মানুষ অন্য মানুষের উপর শাসন করে, পুরুষরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করে, যেখানে সবসময় প্রতিযোগিতা থাকে ও ঘন ঘন শারীরিক সহিংসতা দেখা দেয় এবং প্রকৃতি এমন একটি জিনিস যাকে জয় করা যায় বলে দেখা হয়। যোদ্ধার সংস্কৃতিতে, নিরাপত্তা শুধুমাত্র শীর্ষ স্থানে থাকা ব্যক্তি বা রাষ্ট্রগুলোর জন্য, যদি তারা সেই স্থানে থাকতে পারে। কোন সমাজ পুরোপুরি এক বা অন্যদের নয়, তবে আজকের বিশ্ব যোদ্ধা সমাজের দিকে ঝুঁকছে, মানবতাকে বেঁচে থাকতে হলে শান্তির সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো প্রয়োজনীয়। যেসব সমাজ তাদের বাচ্চাদের আক্রমণাত্মক আচরণের সামাজিকতা শেখায় সেসব সমাজে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এক দুষ্টু চক্রে, যুদ্ধ মানুষকে আক্রমণাত্মক সামাজিকতা শেখায়।

"শাসন, শোষণ, নিপীড়নের প্রতিটি সম্পর্ক সহিংসতার সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, সহিংসতা কঠোর উপায়ে প্রকাশ করা হোক বা না হোক। এই জাতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শাসনকারী এবং শাসিত উভয়ই একই জিনিস হারায়- পূর্বে অতিরিক্ত ক্ষমতার দ্বারা অমানবিক হয় পরে এর অভাবে অমানবিক হয়। এবং এসব জিনিস তারা ভালবাসতে পারে না।"

-পাওলো ফ্রেয়ার (ব্রাজিলিয়ান জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ)

১৯৯৯ সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ শান্তির সংস্কৃতি বিষয়ক একটি কর্মসূচি অনুমোদন করেছিল।[168] অনুচ্ছেদ ১- পুনরায় এটি সংজ্ঞায়িত করে:

শান্তির সংস্কৃতি মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য এবং আচরণের পদ্ধতি ও জীবনধারার একটি বিন্যাস যা নিচের বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে জীবন যাপন পদ্ধতি তৈরি হয়:

1. জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, সহিংসতার সমাপ্তি এবং শিক্ষা, সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে অহিংসাকে উৎসাহ ও সমর্থন করা এবং অনুশীলন।

[168] জাতিসংঘের সাংগঠনিক অসম্পূর্ণতাটির পূর্বে উল্লেখ করা সত্ত্বেও, জাতিসংঘের মূল্যবান আদর্শ এবং এটির শান্তির সংস্কৃতি উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার।

2. রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব, ভূ-খন্ডগত অখণ্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার নীতির প্রতি পূর্ণ সম্মান এবং জাতিসংঘের সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করা।
3. সমস্ত মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সম্মান এবং ওগুলোকে উৎসাহ ও সমর্থন দেওয়া।
4. দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা।
5. বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নয়নমূলক এবং পরিবেশগত চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা।
6. উন্নয়নের অধিকারকে শ্রদ্ধা করা এবং উৎসাহ দেওয়া ও সমর্থন করা।
7. নারী ও পুরুষদের সমান অধিকার এবং সুযোগের সম্মান প্রদান এবং তা উৎসাহ দেওয়া ও সমর্থন করা।
8. মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মতামত এবং তথ্যের স্বাধীনতার প্রতি সবার অধিকারের সম্মান প্রদান ও তা উৎসাহিত ও সমর্থন করা।
9. স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, সহনশীলতা, সংহতি, সহযোগিতা, বহুত্ববাদ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সংলাপ এবং সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল স্তরের মধ্যে বোধগম্যতার প্রতি আনুগত্য; শান্তির সহায়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশকে সক্ষম করাকে প্রতিপালন।

সাধারণ পরিষদটি আটটি কার্যক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে:

1. শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির সংস্কৃতি প্রতিপালন করা।
2. টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন উৎসাহ ও সমর্থন করা।
3. সকল মানবাধিকারের প্রতি সম্মানে উৎসাহ দেওয়া ও সমর্থন করা।
4. নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা।
5. গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ প্রতিপালন করা।
6. বোধগম্যতা, সহনশীলতা এবং সংহতিকে অগ্রসর করা।
7. অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ এবং তথ্য ও জ্ঞানের অবাধ প্রবাহকে সমর্থন করা।
8. আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া ও সমর্থন করা।

শান্তির সংস্কৃতির জন্য বৈশ্বিক আন্দোলন হল সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলোর একটি অংশীদারিত্ব যা শান্তির সংস্কৃতি সমর্থন ও

অধ্যয়ন এবং কর্মের অংশীদার রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল চৌধুরীর সাথে সাক্ষাত করুন: নার্চারিং এ গ্লোবাল কালচার অফ পিস

উৎসাহ দেওয়ার জন্য একই ফিতায় বাঁধা। কাজটির অংশবিশেষ হল একটি করে নতুন গল্প বলা।

একটি নতুন গল্প বলা

"পরিবর্তনের মুহূর্তগুলোর গল্পগুলো সেই পরিস্থিতিতে টিকে থাকার দাবিগুলো মেটানোর জন্য যখন অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে কোন সমাজ তখন গভীরতম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।"

- টমাস বেরি ("আর্থ স্কলার")

শান্তির সংস্কৃতিকে আরো উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল মানবতা ও পৃথিবী সম্পর্কে একটি নতুন গল্প বলা। সরকার ও অনেক সাংবাদিক এবং শিক্ষকদের প্রিয় কাহিনী হল বিশ্ব একটি বিপজ্জনক স্থান, যে কাহিনীতে আমরা সবসময় যুদ্ধ করতাম। আমাদের বংশাণুতে যুদ্ধ অনিবার্য, এবং এটি অর্থনীতির জন্য ভাল, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শান্তি নিশ্চিত হয়, যুদ্ধের অবসান করা অসম্ভব, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি হচ্ছে যে কোনভাবে প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার মত এবং আপনি যদি না জিতেন তবে আপনে হেরে গেছেন, সম্পদ খুবই কম এবং আপনি যদি ভালভাবে বাঁচতে চান তবে আপনার অবশ্যই তা দখল করা উচিত, কখনো কখনো তা জোরপূর্বক দখল করা উচিত, আর প্রকৃতি সাধারণত কেবল এক কাঁচামালের খনি। এই কাহিনীটি একটি মারাত্মক স্ব-পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা বাস্তববাদ বলে দাবি করে কিন্তু বস্তুত তা পরাজিতবাদী হতাশাবোধ।

পুরানো গল্পটিতে, যুদ্ধের পারস্পর্যের চেয়ে ইতিহাস খুব সামান্যই উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন শান্তির শিক্ষাবিদ ড্যারেন রিলে লিখেছেন:

> "যুদ্ধ *মানুষের অগ্রগতির একটি প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয় শক্তি, এই ধারণাটি গভীরভাবে অন্তর্নিহিত এবং আমরা যেভাবে ইতিহাস শিক্ষা দেই সেই পদ্ধতিতে এটি অবিরত পুনরায় জোরদার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে অ্যামেরিকার ইতিহাস পড়ানোর বিষয়বস্তুর মান এমনঃ 'অ্যামেরিকান রেভুলিউশনারি ওয়ার, দ্য ওয়ার অব ১৮১২, দ্য সিভিল ওয়ার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্য গ্রেট ডিপ্রেসন (এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে শেষ হয়েছিল), সিভিল রাইটস, যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ এর কারণ ও ফলাফল।' এভাবে শেখানোর কারণে যুদ্ধ সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নহীন চালক হয়ে ওঠে, তবে এটি এমন একটি ধারণা যা চ্যালেঞ্জ করা দরকার, তা নাহলে, ছাত্ররা বিষয়টিকে সত্য বলে গ্রহন করবে।"*

মানবতার সকল সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শান্তির দীর্ঘ সময়, শান্তিপূর্ণ সমাজের অস্তিত্ব, সংঘাত নিরসনের দক্ষতার উন্নয়ন এবং সফল অহিংসতার উল্লেখযোগ্য কাহিনী সবই অতীতের ঐতিহ্যবাহী গণনাতে উপেক্ষা করা হয়েছে যা কেবলমাত্র "যুদ্ধবাদী" হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। ভাগ্যক্রমে, দ্য কাউন্সিল অন পিস রিসার্চের ইতিহাসবিদরা এবং অন্যরা এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সংশোধন করতে শুরু করেছেন, যা আমাদের ইতিহাসে শান্তির বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছে।

একটি নতুন গল্প রয়েছে যা বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। আসলে, তুলনামূলকভাবে যুদ্ধ একটি সাম্প্রতিক সামাজিক উদ্ভাবন। আমরা মানুষেরা প্রায় ১,০০,০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে অাছি কিন্তু যুদ্ধের পক্ষে আমাদের কাছে খুব কম প্রমাণ রয়েছে এবং অবশ্যই ৬,০০০ বছরেরও বেশি সময় পিছে ফিরে গেলে আন্তঃরাজ্যে যুদ্ধ ছিল, ১০,০০০ বছরের আগে খুব কমই যুদ্ধের মতো কর্মকান্ডের উদাহরণ আছে, আর এর আগে কোন যুদ্ধ ছিল না।[169] আমাদের ইতিহাসের ৯৫ শতাংশে যুদ্ধ ছিল না, বিষয়টি এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেয় যে যুদ্ধ বংশগত নয়, বরং সাংস্কৃতিক ব্যাপার। এমনকি যুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ সময়কালে, ২০শ শতাব্দীতে আমরা দেখেছি যে, মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধের চেয়ে বেশি আন্তঃরাজ্য শান্তি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছয় বছর ধরে জার্মানির সাথে যুদ্ধ করেছিল তবে দেশটির সাথে চুরানব্বই বছর ধরে শান্তিতে ছিল, একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ার সাথে, কানাডার সাথে তারও বেশি সময় ধরে শান্তিতে ছিল এবং কখনও ব্রাজিল, নরওয়ে, ফ্রান্স, পোল্যান্ড এবং বার্মার সাথে যুদ্ধ করেনি। অধিকংশ সময় মানুষ শান্তিতে বসবাস করেন। দ্য মেটা সেন্টার ফর ননভায়োলেন্স-এর মাইকেল নাগলার পরামর্শ দিয়েছেন যে আমরা একটি বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল শান্তি ব্যবস্থার মাঝে বাস করছি।[170]

পুরোনো কাহিনীতে মানুষের অভিজ্ঞতাকে বস্তুবাদ, লোভ, এবং সহিংসতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং দলগুলো প্রকৃতি ও একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। নতুন গল্পটি অধিকার এবং সহযোগিতার সম্পর্কের গল্প। কেউ কেউ এটিকে উন্নয়নশীল "অংশীদারিত্বের সমাজ" এর গল্প বলে অভিহিত করেছেন। এটি একটি উদীয়মান উপলব্ধির গল্প যে আমরা মানবতার একক প্রজাতি জীবনের উদারতার জালে বাস করছি আর মানবতা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য একজন আরেকজনের এবং পৃথিবীর অংশীদার। কেবল বস্তুগত জিনিস জীবনকে সমৃদ্ধ করে না, যদিও ন্যূনতম বস্তুগত জিনিসের অবশ্যই প্রয়োজন হয়, কিন্তু তারচেয়ে বরং বিশ্বাস এবং পারস্পরিক সেবার ভিত্তিতে অর্থবহ কাজ এবং সম্পর্ক জীবনকে সমৃদ্ধ করে। একসাথে কাজ করার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ভাগ্য তৈরি করার ক্ষমতা আছে। আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী নয়।

দ্য মেটা সেন্টার ফর ননভায়োলেন্স এর চারটি প্রস্তাব রয়েছে যা নতুন গল্পটি সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে:

---

[169] যুদ্ধের জন্মের প্রমাণ দেওয়ার জন্য একটি একক অনুমোদনযোগ্য উৎস নেই। অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নগুলি ১২,০০০ থেকে ৬,০০০ বছর বা তারও কম সময়সীমা সরবরাহ করে। আমরা সাধারণ সিদ্ধান্তে মেনে চলি যে ১০,০০০ বছর পূর্বে প্রাণঘাতী গোষ্ঠী সহিংসতার খুব কম এবং দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়েছে। বিতর্ক প্রবেশের জন্য এটি এই বইয়ের পরিধি ছাড়িয়ে যাবে। নির্বাচিত উত্সগুলির একটি ভাল ওভারভিউ এর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে: হরগান, জে। (২০১২)। *যুদ্ধের সমাপ্তি*/সান ফ্রান্সিসকো, সিএ: ম্যাকসুইনির।

[170] https://vimeo.com/226301433

- জীবন অপরিমেয় মূল্যের এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমগ্রতা।
- আমরা অপরিসীম জিনিস ভোগের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হতে পারি না বরং আমাদের সম্পর্কগুলোর সম্ভাব্য অসীম বর্ধনের মাধ্যমে আমরা পরিপূর্ণ হতে পারি।
- নিজেদের আঘাত না করে আমরা কখনোই অন্যদের আঘাত করতে পারি না।
- "শত্রুদের" পরাজিত করে নিরাপত্তা তৈরি হয় না...; বরং শুধুমাত্র... শত্রুদের বন্ধু বানানোর মাধ্যমে নিরাপত্তা তৈরি হতে পারে।[171]

আধুনিক সময়ের অভূতপূর্ব শান্তির আন্দোলন

আশ্চর্যের বিষয় হল, গত ২০০ বছরের ইতিহাসের দিকে যদি নজর দেওয়া হয় তাহলে একজন কেবল যুদ্ধের শিল্পায়নই দেখবে না, বরং শান্তির প্রক্রিয়ার একটি শক্তিশালী প্রবণতা এবং শান্তির সংস্কৃতি বিকাশও দেখতে পারবে, যা যথার্থই এক বিপ্লব। ১৯ শতকের শুরুর দিকে যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিবেদিত নাগরিক ভিত্তিক সংস্থাগুলোর উত্থানের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া প্রায় ২৮টি প্রবণতা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যা একটি বিকাশমান বিশ্বব্যাপী শান্তি ব্যবস্থার দিকে পরিচালিত করে। এর মধ্যে রয়েছে: আন্তর্জাতিক আদালতের উত্থান (১৮৯৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শুরু); যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন (১৯১৯ সালে জাতিপুঞ্জ এবং ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা); জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনীর (ব্লু হেলমেটস) এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের মতো অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উদ্ভাবন, প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সংঘাতে মোতায়েন রয়েছে; যুদ্ধের বিকল্প হিসাবে অহিংস সংগ্রামের উদ্ভাবন যা গান্ধীর মাধ্যমে শুরু হয়, কিং পরে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান, নিখুঁত সংগ্রামে পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য, ফিলিপিন্সের মার্কোস এবং মিশরে মোবারককে এবং অন্য কোথাও এরকম শাসকদের উৎখাত (এমনকি নাৎসিদের বিরুদ্ধেও সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল); দ্বন্দ্ব নিরসনে নন-অ্যাডভার্সিয়াল বারগেইনিং, মিউচুয়াল গেইনস বারগেইনিং বা উইন-উইন হিসাবে পরিচিত নতুন কৌশলের উদ্ভাবন; শান্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের দ্রুত প্রসার ও বিশ্বব্যাপী অসংখ্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শান্তি শিক্ষাসহ শান্তি গবেষণার উন্নয়ন এবং শান্তি আন্দোলনের সম্মেলন, যেমন, উইসকনসিন ইনস্টিটিউটের বার্ষিক ছাত্র সম্মেলন ও বার্ষিক শরৎ সম্মেলন, পিস অ্যান্ড জাস্টিস স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা সংস্থার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, পগওয়াশের বার্ষিক শান্তি সম্মেলন, ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ারের বার্ষিক নো ওয়ার কনফারেন্স এবং আরও অনেক।

এই উন্নয়নগুলো ছাড়াও, শান্তির সংস্কৃতির প্রতি অন্যান্য অগ্রগতিগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ শান্তির সাহিত্য বেড়ে যাওয়া - বিশাল সংখ্যক বই, পত্রিকা এবং হাজারো নিবন্ধ - এবং শান্তির সাংবাদিকতা যা গণমাধ্যমে যুদ্ধের প্রচারণাকে প্রকাশ করে দেয়; গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী বিস্তার (এটি একটি সত্য যে গণতন্ত্র একে অপরকে আক্রমণ করতে চায় না); স্থিতিশীল শান্তির বৃহৎ অঞ্চলগুলোর উন্নয়ন, বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / কানাডা / মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এখন পশ্চিম ইউরোপ—যেখানে ভবিষ্যতের যুদ্ধ হয় অকল্পনীয় বা অত্যন্ত অসম্ভব; এবং বর্ণবাদ ও বর্ণবাদী শাসন ব্যবস্থার পতন এবং রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের অবসান। আমরা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের সমাপ্তির সাক্ষী হচ্ছি। সাম্রাজ্য মূলত অসম্ভব হয়ে উঠছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যুদ্ধ, অহিংস প্রতিরোধ এবং বিশাল ব্যয়ভারের কারণে। এগুলো সাম্রাজ্য ভিত্তিক রাষ্ট্রকে দেউলিয়া করে তুলেছে।

বিশ্বায়নের কারণে চলতে থাকা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ক্ষয় শান্তির আন্দোলনকে সক্ষম করে; জাতি রাষ্ট্রগুলো আর অভিবাসী, চিন্তা, অর্থনৈতিক প্রবণতা, রোগ জীবাণু, আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র, এবং তথ্য দেশের বাইরে রাখতে পারছে না। আরো অগ্রগতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের উন্নয়ন রয়েছে; বিংশ শতাব্দীতে নারীদের শিক্ষা এবং অধিকারের বিষয়গুলো দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক কাজ হিসেবে পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি। বিপ্লবের আরো উপাদান হলঃ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ টেকসই আন্দোলনের উত্থান যার লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদ

[171] http://mettacenter.org/about/mission/

এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর অত্যধিক খরচ কমিয়ে আনা ও এই খরচ শেষ করা, যা অর্থনৈতিক অবিচার, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সংঘাতকে আর বাড়িয়ে তোলে; ধর্মের শান্তি ভিত্তিক ধরণ ছড়িয়ে দেওয়া (থমাস মার্টন এবং জিম ওয়ালিসের খ্রিষ্টান ধর্ম, দ্য এপিস্কোপাল পিস ফেলোশিপ, দালাই লামার বৌদ্ধধর্ম, দ্য জেয়ুয়িশ পিস ফেলোশিপ, দ্য মুসলিম পিস ফেলোশিপ এবং দ্য মুসলিম ভয়েস ফর পিস); এবং ১৯০০ সালে মুষ্টিমেয় আইএনজিওগুলো থেকে শুরু করে আজ হাজার হাজার এনজিও থেকে আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজের উত্থান হয়েছে, এই এনজিওগুলো শান্তি, ন্যায়বিচার, পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, রোগ নিয়ন্ত্রণ, সাক্ষরতা এবং পরিষ্কার জলের জন্য একটি নতুন, বেসরকারী, নাগরিক-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া তৈরি করে। বিংশ শতাব্দী ও একবিংশ শতাব্দীতে জেনেভা কনভেনশন, ল্যান্ডমাইন এবং শিশু সৈন্যদের ব্যবহার নিষিদ্ধকরনের চুক্তি, বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা, এবং সমুদ্রের তলদেশে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক আইন শৃঙ্খলার শাসনের দ্রুত বৃদ্ধিও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। পুনরায়, ১৯৪৮ এর পূর্বে নজিরবিহীনভাবে আমরা মানবাধিকার আন্দোলনের উত্থান দেখেছি (মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র), একসময় পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছিল, এখন এটি একটি আন্তর্জাতিক আদর্শ যার লঙ্ঘন বেশিরভাগ দেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে রাষ্ট্র ও এনজিওগুলো তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

শুধু এই সবই নয়। বৈশ্বিক সম্মেলন আন্দোলনসহ শান্তি আন্দোলনের উত্থান, যেমন ১৯৯২ সালে রিও'তে ধরীত্রি সম্মেলনে, ১০০ রাষ্ট্রপ্রধান, ১০,০০০ সাংবাদিক এবং ৩০,০০০ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। তখন থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারী, শান্তি, বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা সারা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত হয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে এবং সহযোগিতামূলক সমাধানের জন্য একটি নতুন সম্মেলনস্থান তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপী, আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত কূটনৈতিক অনাক্রম্যতার আদর্শসহ, পুনরায় কূটনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, দ্বন্দ্বপূর্ণ দেশগুলোতে শান্তির নিষ্পত্তির জন্য ৩য় পক্ষের ভাল কার্যালয়সমূহ এবং স্থায়ী মিশনগুলোও দেখেছি— এগুলোর সবই এমনকি সংঘাতের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলোর যোগাযোগ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এবং মুঠো ফোনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি, পরিবেশ, এবং মানবাধিকার বিষয়ক ভাবনার উপায় প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সকল অগ্রসরতাকে প্রতিপালন করছে। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, গত ১০০ বছরে যুদ্ধ মহিমান্বিত এবং মহৎ উদ্যম এই পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র পতন হয়েছে। এই নতুন গল্পটির একটি বিশেষ অংশ শান্তি ও ন্যায়বিচার গঠনের সফল অহিংস পদ্ধতিগুলির নথি বিষয়ে তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিশ্বব্যাপী শান্তি ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্ভব শান্তির সংস্কৃতির বৃহৎ উন্নয়নের অংশ।

"যেখানেই মানুষ নিঃস্বার্থতার জন্য সমবেত হয়, সেখানে তাদের একক সামর্থ্যের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। চমৎকার কিছু, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে। এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির চালনা শুরু হয়, যদিও আমরা তা দেখতে পারছি না তারপরেও এটি আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তন করতে শুরু করেছে।"

- একনাথ ইজওয়ারেন (আধ্যাত্মিক নেতা)

পৃথিবীর নাগরিকত্ব: একজন মানুষের, একটি গ্রহ, এবং তার শান্তি

হোমো সেপিয়েন্স, মানুষ একটি একক প্রজাতি গঠন করে। যদিও আমরা জাতিগত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর এক অপূর্ব বৈচিত্র্য বিকাশ করেছি যা আমাদের সাধারণ জীবনকে সমৃদ্ধ করছে, তারপরেও আমরা প্রকৃত অর্থে একক মানব সত্ত্বা যা খুব ভঙ্গুর একটি গ্রহে বাস করছে। যে জীবমন্ডল আমাদের জীবন এবং আমাদের সভ্যতাকে সহযোগিতা করে সেটি আপেলের খোসার মতো অত্যন্ত পাতলা। জীবমন্ডলের মধ্যে আমাদের সকলেরই জীবিত এবং সুস্থ থাকার দরকার। আমরা

সকলেই এক বায়ুমণ্ডল, এক বিশাল মহাসাগর, এক বৈশ্বিক জলবায়ু, পৃথিবীর চারপাশে অবিরাম চক্রাকারে ঘুরতে থাকা মিষ্টি পানির একটি একক উৎস, এবং একটি বড় জীব বৈচিত্র্য ভাগাভাগি করছি। এগুলো পৃথিবীর সকলের জন্য প্রাণ পদার্থের ভূমি ও সম্পদ গঠন করে যার উপরে সভ্যতা আশ্রয় নিতে পারে। আমাদের শিল্পব্যবস্থার দ্বারা এটি মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে এবং যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তবে এটিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা আমাদের সর্বজনীন কাজ।

আজ রাষ্ট্রগুলোর সরকারের এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শাসনের চুক্তিগুলোর একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পৃথিবীর ভূমি ও সম্পদ রক্ষা করা। জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুন এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, বিষয়টিকে বিশ্বব্যাপী নাগরিকত্ব হিসাবে কাঠামোবদ্ধ করেছিলেন এবং এটিকে গ্লোবাল এডুকেশন ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভের (জিইএফআই) ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করেছিলেন। বৈশ্বিক নাগরিকত্বের শিক্ষা ইউনেস্কোর কাজের একটি কৌশলগত স্তম্ভ। আমাদের প্রথম্ত বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং দ্বিতীয়ত জাতীয় স্বার্থের শর্তগুলোর বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, কারণ পরবর্তীটির জন্য আমরা এখন পুরোপুরি পূর্বেরটির উপর নির্ভরশীল।

কমন্সে সামাজিক যোগাযোগগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা কেবল শান্তির শর্ত। যদি কেউ নিরাপদ থাকে তবে অবশ্যই সবাইকেই নিরাপদ থাকতে হবে। একজনের নিরাপত্তা নয়, সবার নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে হবে। ন্যায়সঙ্গত শান্তি এমন একটি সমাজ যেখানে হিংসাত্মক আক্রমণ (যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ) এর ভয় নেই, একটি দল দ্বারা অন্যের দ্বারা শোষণের ঘটনা নেই, কোনও রাজনৈতিক অত্যাচার নেই, যেখানে প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় এবং যেখানে সবার অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে সিদ্ধান্ত তাদের প্রভাবিত করে। যেমন একটি স্বাস্থ্যকর বায়োফিজিকাল কমন্সের জৈব বৈচিত্র্য প্রয়োজন, তেমনি একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক কমন্সেও সামাজিক বৈচিত্র্য প্রয়োজন।

সাধারণের সুরক্ষা স্বেচ্ছাসেবী ঐক্যমত্যের মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যাতে এটি নীচে থেকে একটি স্ব-সংগঠিত প্রক্রিয়া, ভাগ করা মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি ক্রিয়া যা গ্রহের সুস্থতার জন্য দায়বদ্ধতার বোধ থেকেই উদ্ভূত হয়। যখন ঐক্যমত্য পাওয়া যায় না, যখন কিছু ব্যক্তি, কর্পোরেশন, বা জাতিগুলি সাধারণ কল্যাণের জন্য চিন্তা করে না, যখন তারা যুদ্ধ করতে চায় বা লাভের জন্য পরিবেশকে অবনমিত করতে চায়, তখন সরকারকে কমিটি রক্ষার প্রয়োজন হয় এবং এর অর্থ আইন, আদালত, এবং তাদের কার্যকর করার জন্য পুলিশ শক্তি প্রয়োজনীয়। আমরা মানব ও বিবর্তনমূলক ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছি যেখানে কম্যুনদের সুরক্ষা কেবল মানবতার জন্য একটি ভাল জীবন জোগানোর জন্যই নয়, আমাদের বেঁচে থাকার জন্যও প্রয়োজনীয়। এর অর্থ নতুন ধারণা, বিশেষত উপলব্ধি যে আমরা একক গ্রহের সম্প্রদায়। এর মধ্যে নতুন সংঘ গঠন, গণতান্ত্রিক শাসনের নতুন রূপ এবং সাধারণের সুরক্ষার জন্য দেশগুলির মধ্যে নতুন চুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যুদ্ধ কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে আমাদের বিচলিত করে না, বরং তা ধ্বংসকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমরা কখনই গ্রহে দ্বন্দ্বের অবসান করব না, তবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করতে পারে না। আমরা একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রজাতি যারা ইতিমধ্যে সংঘাত নিরসনের অহিংস পদ্ধতিগুলি তৈরি করেছি যা কিছু ক্ষেত্রে হিংসাত্মক উপায়ে স্থান নিতে পারে। আমরা সাধারণ সুরক্ষা প্রদান না করা পর্যন্ত আমাদের এগুলি বাড়িয়ে নেওয়া দরকার, এমন একটি পৃথিবী যেখানে সমস্ত শিশু নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর, ভয় থেকে মুক্ত, চাওয়া এবং তাড়না মুক্ত থাকে, একটি সফল মানব সভ্যতা একটি সুস্থ জীবজগতের উপরে স্থির থাকে। একজন মানুষ, একটি গ্রহ, একটি শান্তি আমাদের যে নতুন গল্পটি বলা দরকার তা তার সারমর্ম। এটি সভ্যতার অগ্রগতির পরবর্তী স্তর। শান্তির সংস্কৃতি বৃদ্ধি এবং প্রসারিত করতে আমাদের ইতিমধ্যে চলমান কয়েকটি প্রবণতা আরও জোরদার করতে হবে।

শান্তি শিক্ষা এবং শান্তি গবেষণা প্রচার ও অর্থায়ন

"আমরা মানব ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে রয়েছি যেখানে আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে আমরা যুদ্ধ ও সহিংসতার আরও ভাল এবং কার্যকর বিকল্পগুলি জানি।"
-প্যাট্রিক হিলার, শান্তি গবেষক

সহস্রাব্দের জন্য আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেকে শিক্ষিত করেছিলাম, কীভাবে এটি জিততে হবে তার প্রতি আমাদের সেরা মনকে নিবদ্ধ করে। সংকীর্ণ মনের ঐতিহাসিকরা যেমন জোর দিয়েছিলেন যে কালো ইতিহাস বা নারীর ইতিহাস বলে কিছু নেই, তেমনি তারাও যুক্তি দিয়েছিল যে শান্তির ইতিহাস বলে কিছু নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে বিপর্যয়ের পরে এবং ১৯৮০ এর দশকে বিশ্ব পরমাণু ধ্বংসের নিকটে আসার পরে তত্পরতা অর্জনের পরে শান্তি গবেষণা ও শান্তি শিক্ষার নতুন ক্ষেত্রগুলি বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত মানবতা শান্তির দিকে মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর পরের বছরগুলি থেকে শান্তির শর্তগুলি সম্পর্কে তথ্যের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে।

পিস সায়েন্স এখন একাডেমিক অনুশাসন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যা এখন বিশ্বব্যাপী ৪৫০ টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেওয়া হয়। সহকর্মী-পর্যালোচিত একাডেমিক জার্নালগুলি, পাঠ্যপুস্তকগুলি এবং সম্মেলনগুলি শান্তিবিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উন্নয়নের উভয়ই সম্বোধন করে, যেমন স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অসলো এর মতো শান্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিকের মতো পেশাদার সংস্থাগুলি আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকার শান্তি গবেষণা সমিতি এবং এর আঞ্চলিক সংস্থাগুলি। সর্বশেষে গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্স, এখন এটি তার ১০ম বছরে চলেছে, সম্ভবত শান্তির বা এর অভাবের সবচেয়ে বিখ্যাত গবেষণা ভিত্তিক পরিমাপ। মুল বক্তব্যটি হ'ল, পিস সায়েন্স একটি প্রকৃত জিনিস এবং এটি থাকবে।
-কূটনৈতিক কুরিয়ারে পিস সায়েন্সকে একটি সুযোগ দিন[172]

কংগ্রেস ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অফ পিস (ইউএসআইপি) বিদেশে মারাত্মক সংঘাত নিরসন ও হ্রাস করার জন্য নিরপেক্ষভাবে একটি স্বাধীন, ফেডারেল-অর্থায়িত জাতীয় সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[173] এটি ইভেন্টসকে স্পনসর করে, পিসমেকার এর সরঞ্জাম কিট সহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রকাশনা সরবরাহ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ইউএসআইপি কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের বিরোধিতা করতে পারে না। তবুও, ইউএসআইপি এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব শান্তিপূর্ণ বিকল্পগুলির বোঝার ছড়িয়ে দেওয়ার সঠিক দিকের এক ধাপ।

আনুষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যা শান্তিকে সমর্থন করে এটি একটি বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। শান্তি শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষাগত জ্ঞান এবং দক্ষতার বিকাশ ও প্রয়োগ "অনেককে শিক্ষিত করা": যুদ্ধ ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জিং

[172] ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ারে প্যাট্রিক হিলারের সম্পূর্ণ নিবন্ধটি দেখুন http://www.diplomaticourier. com/2016/07/05/give-peace-science-chance/
[173] http://www.usip.org/

অনুমানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণ এবং বক্তৃতা সহজতর করা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজনৈতিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।

বেটি রিয়ার্ডন[174] দীর্ঘকাল ধরে রেখেছেন যে শান্তি শিক্ষার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত রাজনৈতিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। সংক্ষেপে, এটি শান্তির বিষয়ে শেখানো যথেষ্ট নয়, আমাদের অবশ্যই শান্তির জন্য শিক্ষা দিতে হবে। অ্যাক্টিভিস্ট বিশ্বের বেশিরভাগ শিক্ষামূলক প্রচারণা নাগরিকদের সমস্যা এবং তারা গ্রহণ করতে পারে সেই পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অবহিত করার দিকে মনোযোগী। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমাদের কার্যকারণের জন্য অবহিত করা অপরিহার্য, তবে আমাদের অবশ্যই আমাদের টুলকিট রূপান্তরকারী শেখার কৌশলগুলিতে যুক্ত করতে হবে যা বিশ্বদর্শন বিবেচনা সমর্থন করে এবং মূল্যবোধ এবং অনুপ্রেরণাগুলির অভ্যন্তরীণকরণ যা বাহ্যিক কর্মের দিকে পরিচালিত করে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে, আমরা অনেকেই এমন প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে অনানুষ্ঠানিক শান্তি শিক্ষায় জড়িত যারা যুদ্ধের অবসানের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্বদর্শন এবং একটি অস্বাস্থ্যকর স্তরের হতাশাবাদকে পর্যবসিত করে। এই পরিস্থিতিতে, আমাদের শিক্ষণ কৌশলগুলিতে একীভূত হতে পারে এমন কয়েকটি খুব প্রাথমিক অভ্যাসগুলি বিবেচনা করা সহায়ক। রূপান্তরকারী শেখার প্রক্রিয়ার সর্বাধিক মৌলিক প্রতিচ্ছবি। মানুষ হিসাবে আমাদের বিকাশের প্রতিবিম্ব অপরিহার্য; অনুমানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে; মান এবং নীতিগুলি অভ্যন্তরীণ করা; এবং কর্মী ও শান্তিবিল্ডার হিসাবে আমাদের অনুশীলনের উন্নতি করতে।

কর্মী হিসাবে আমরা খুব কমই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিবিম্বিত এবং শেখার সময় সাধ্য। আমরা ম্যাক্সিমের সাবস্ক্রাইব করি: "কেবল সেখানে দাঁড়াবেন না - কিছু করুন!" শান্তি গবেষক কেনেথ বোল্ডিং এই আহ্বানটিকে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন: "কিছু করবেন না, কেবল সেখানে দাঁড়াবেন।" বেটি রিয়ার্ডন এর অর্থ এটি ব্যাখ্যা করেছেন যে "এমনকি সঙ্কটের সময়েও, প্রতিবিম্ব বুদ্ধিমান মানবিক ক্রিয়াকলাপের একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা।"[175] অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আমাদের কাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল আমাদের অনুশীলনের উন্নতি করতে এবং ভবিষ্যতে আরও কার্যকর কার্যকরী বিকাশের জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার প্রয়োজন। ব্রাজিলিয়ান জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ এবং "নিপীড়িতদের প্যাডোগজি" র লেখক পাওলো ফ্রেয়ের তিনি "প্র্যাক্সিস" হিসাবে বর্ণিত শিক্ষণ এবং ক্রিয়াচক্রের প্রতিচ্ছবি গড়ে তুলেছিলেন। যদিও এই প্র্যাক্সিস আমাদের ক্রিয়াকলাপকে উন্নত করার সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করতে পারে, এটি নিপীড়িতদের মুক্তির একটি সরঞ্জামও। আমরা অনেককে বিবেচনা করতে পারি যারা সামরিকবাদ ও যুদ্ধব্যবস্থার অত্যাচারী দৃঢ়তায় জড়িয়ে পড়ার জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য, অনিবার্য বা আশাহীনভাবে অপরিবর্তনীয়, এই দৃষ্টিভঙ্গির সাবস্ক্রাইব করেছেন:

"কার্যত, নিপীড়ন গৃহপালিত। আর এর শক্তির শিকার না হওয়ার জন্য একজনকে অবশ্যই এ থেকে উত্থিত হয়ে এটি চালু করতে হবে। এটি কেবল প্রক্রিগুলির মাধ্যমেই করা যেতে পারে: বিশ্বকে রূপান্তরিত করার জন্য প্রতিচ্ছবি এবং ক্রিয়া।"

- পাওলো ফ্রেইর, "পেডাগগি অফ দ্য অপ্রেসড"

---

[174] বেটি রিয়ার্ডন শান্তি শিক্ষার ক্ষেত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃত।

[175] Reardon, B. (২০১১)। রাজনৈতিক দক্ষতার জন্য শান্তি শিক্ষার জন্য উদ্বেগ, সতর্কতা এবং সম্ভাবনা। *ক্রিটিকাল পিস এডুকেশন: ডিফিকাল্ট ডায়ালগ*, সম্পাদনায় Wright, B. and Trifonas, P. New York, NY: Springer।

বিশ্বকে বিভিন্নভাবে দেখতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন, এবং চিন্তা অনুশীলনকারী হয়ে উঠতে অনুশীলনের প্রয়োজন। প্রতিবিম্বিত তদন্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা আমরা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুবিধার্থে প্রশ্ন উত্থাপন করতে ব্যবহার করতে পারি; বিদ্যুৎ সিস্টেমের সমালোচনা বিবেচনা জড়িত; আমাদের নৈতিক অবস্থান এবং নৈতিকতা বিবেচনা করুন; এবং আমাদের পছন্দ এবং ইচ্ছা বিশ্বের জন্য সম্ভাবনা এবং পছন্দগুলি সম্পর্কে গুজব।

"স্কুলে, বাড়িতে, সমাজে বা আন্তর্জাতিকভাবে, শান্তির নীতিগুলি একই। এগুলি মূলত আমাদের বিরোধগুলি কীভাবে উইন-উইন পদ্ধতিতে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে, যেমন সমস্ত উপায়ে মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আমার কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষণটি আমার আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ কাজের জন্য ভাল প্রশিক্ষণ ছিল। এবং আমি যখন ক্লাসরুমে ফিরে আসি, তখন আমি শিক্ষার্থীদের দেখতে পেতে পারি যে তারা যে বিরোধীদ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য তারা যে ধারণা ও পন্থাগুলি ব্যবহার করছে তারা আন্তর্জাতিক সংঘাতের সমাধানের জন্য আমরা জাতিসংঘে যে ধারণাগুলি এবং পদ্ধতির ব্যবহার করেছি তার সাথে মিল রয়েছে।"
- Alyn Ware, 2009 Right Livelihood Award Recipient

পিস এডুকেশন এখন কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে ডক্টরাল স্টাডির মাধ্যমে সকল স্তরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে।[176] শান্তি শিক্ষার জন্য গ্লোবাল ক্যাম্পেইন শান্তি শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য নেতৃস্থানীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এটি বিশ্বজুড়ে সমস্ত স্কুলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ শান্তি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা এবং রাজনৈতিক সমর্থন তৈরি করে, এবং শান্তির জন্য শিক্ষকদের শিক্ষার শিক্ষাকে উত্সাহ দেয়।[177] শত শত কলেজ ক্যাম্পাস শান্তি অধ্যয়ন এবং শান্তি শিক্ষায় মেজর, নাবালিকাদের এবং প্রসংশাপত্রের প্রোগ্রাম সরবরাহ করে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, পিস অ্যান্ড জাস্টিস স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন [178] গবেষক, শিক্ষক এবং শান্তি কর্মীদের সম্মেলনের জন্য জড়ো করে; দ্য পিস ক্রনিকেল একটি জার্নাল প্রকাশ করে; এবং একটি সংস্থান বেস সরবরাহ করে। পাঠ্যক্রম এবং কোর্সগুলি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমস্ত স্তরে বয়স-নির্দিষ্ট নির্দেশ হিসাবে শেখানো হয়। এ ছাড়া, সাহিত্যের পুরো নতুন ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছে শান্তি সম্পর্কিত কয়েকশ বই, নিবন্ধ, ভিডিও এবং চলচ্চিত্র যা এখন সাধারণ মানুষের কাছে উপলব্ধ।

"বিশ্বের নাগরিকরা বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলি বুঝতে পারলে শান্তির সংস্কৃতি অর্জন করা হবে; গঠনমূলকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করার দক্ষতা থাকতে হবে; মানবাধিকার, লিঙ্গ এবং জাতিগত সমতার আন্তর্জাতিক মানের দ্বারা জানেন এবং জীবন যাপন করুন; সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রশংসা; এবং পৃথিবীর অখণ্ডতা সম্মান। শান্তির জন্য ইচ্ছাকৃত, টেকসই এবং নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যতীত এ জাতীয় শিক্ষা অর্জন করা যায় না।"
- শান্তি শিক্ষার জন্য গ্লোবাল প্রচারাভিযানের প্রচার প্রচারণার বিবৃতি

---

[176] শান্তি শিক্ষা সম্পর্কে পিস সায়েন্স ডাইজেস্টের বিশেষ সংখ্যাটি দেখুন http://communication. warpreventioninitiative.org/special-issue-peace-education/

[177] শান্তি শিক্ষার জন্য গ্লোবাল ক্যাম্পেইনটি ১৯৯৯ সালে শান্তি সম্মেলনের জন্য হেগ আপিল-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরো দেখুন: http://www.peace-ed-campaign.org

[178] পিস এন্ড জাস্টিস স্টাডিস এ্যাসোসিয়েশন - পিজেএসএ: https://www.peacejusticestudies.org/। পিজেএসএ হ'ল ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (আইপিআরএ) এর উত্তর আমেরিকার অনুমোদিত: http://www.iprapeace.org/

শান্তি সাংবাদিকতা অধ্যয়ন করুন

"পৃথিবী কীভাবে শাসিত হয় এবং যুদ্ধগুলি কীভাবে শুরু হয়? কূটনীতিকরা সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা কথা বলেন এবং তারপরে যা পড়েছেন তা বিশ্বাস করেন।"

– কার্ল ক্রাউস (কবি, নাট্যকার)

ইতিহাসের শিক্ষায় আমরা যে "উগ্রবাদী" পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাই তা মূলধারার সাংবাদিকতাকেও সংক্রামিত করে। প্রচুর সাংবাদিক, কলামিস্ট এবং নিউজ অ্যাঙ্কাররা পুরানো গল্পে আটকে আছেন যে যুদ্ধ অনিবার্য এবং এটি শান্তি বয়ে আনে। অধিকন্তু:

> "... মিডিয়াতে বুদ্ধিজীবীদের সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত" দক্ষতা" অত্যন্ত একতরফা। এই সুস্পষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই একাডেমিক প্রশংসাপত্র, সামরিক কর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসাবে স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের বৈধতা অর্জন করেছেন। যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে তাদের তথ্য, মতামত এবং পরামর্শ প্রভাবশালী আলোচনাকে রূপ দেয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ ব্যবস্থার স্থিতিশীল অবস্থা বহাল রাখে।" (গিভ পিস সায়েন্স এ চান্স ইন ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ার)[179]

তবে, "পিস জার্নালিজমে" নতুন উদ্যোগ রয়েছে, যে আন্দোলনটির উৎপত্তি করেছেন শান্তির পন্ডিত জোহান গাল্টুং। শান্তি সাংবাদিকতায়, সম্পাদক এবং লেখকরা সহিংসতার স্বাভাবিক হাঁটু-ঝাঁকির প্রতিক্রিয়া না দিয়ে পাঠকদের বিরোধের প্রতি অহিংস প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করার সুযোগ দেয়।[180] শান্তির সাংবাদিকতা হিংসার কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক কারণ এবং প্রকৃত লোকের উপর এর প্রভাবগুলি (রাজ্যগুলির বিমূর্ত বিশ্লেষণের চেয়ে) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং যুদ্ধ সাংবাদিকতার সাধারণ "খারাপ ছেলেদের তুলনায় ভাল ছেলেরা" এর বিপরীতে তাদের বাস্তব জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বন্দ্বকে ফ্রেম করে তোলে। এটি মূলধারার প্রেসগুলি দ্বারা সাধারণত অগ্রাহ্য করা শান্তির উদ্যোগগুলি প্রচার করার চেষ্টা করে। গ্লোবাল পিস জার্নালিজম কেন্দ্রটি *পিস জার্নালিস্ট ম্যাগাজিন* প্রকাশ করে এবং পিস জার্নালিজমের 10 টি বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে: "পিজে":

1. পিজে সক্রিয়, বিরোধের কারণগুলি পরীক্ষা করে, এবং সহিংসতা হওয়ার আগে সংলাপকে উত্সাহিত করার উপায় অনুসন্ধান করে।
2. পিজে দলগুলিকে একত্রিত করার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখছে এবং "আমাদের বনাম তাদের।" এবং "ভাল লোক বনাম খারাপ লোক" রিপোর্টিংকে প্রশস্ত করেছে।
3. শান্তির সাংবাদিকরা সরকারী প্রচারকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে সমস্ত উত্স থেকে তথ্য সন্ধান করেন।
4. পিজে ভারসাম্যহীন, দ্বন্দ্বের সমস্ত পক্ষের সমস্যা / ভোগ / শান্তির প্রস্তাবগুলি ঢেকে রাখে।
5. পিজে কেবল উচ্চবিত্তদের এবং ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য এবং প্রতিবেদনের পরিবর্তে ভয়েসহীনকে ভয়েস দেয়।
6. শান্তির সাংবাদিকরা সহিংসতা ও সংঘাতের বিবরণের চেয়ে মাত্র পর্যায়ে এবং সংবেদনশীল "ধাক্কা দিয়ে আঘাত" না করে গভীরতা এবং প্রসঙ্গ সরবরাহ করে।
7. শান্তির সাংবাদিকরা তাদের রিপোর্টিংয়ের পরিণতি বিবেচনা করে।

---

[179] ডিপ্লোম্যাটিক কুরিয়ার-এ প্যাট্রিক হিলারের সম্পূর্ণ নিবন্ধটি দেখুন http://www.diplomaticourier. com/2016/07/05/give-peace-science-chance/

[180] www.peacejournalism.org ওয়েবসাইট অনুসারে এটি একটি ক্রমবর্ধমান আন্দোলন

8. শান্তির সাংবাদিকরা সাবধানতার সাথে তারা যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন তা চয়ন করে এবং বিশ্লেষণ করে বোঝেন যে নির্লিপ্তভাবে নির্বাচিত শব্দগুলি প্রায়শই প্রদাহজনক হয়।
9. শান্তির সাংবাদিকরা ভেবেচিন্তে তারা যে চিত্রগুলি ব্যবহার করেন তা নির্বাচন করে বোঝেন যে তারা কোনও ইভেন্টকে ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পারে, ইতিমধ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং যারা ভোগ করেছে তাদের পুনরায় শিকার করতে পারে।
10. পিজে এমন পাল্টা-ন্যারেটিভ অফার করে যা মিডিয়া-তৈরি বা -রকম স্টেরিওটাইপস, মিথ এবং মিথ্যা ধারণাগুলি নষ্ট করে দেয়।

একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল এখনকার গগণতন্ত্র! 'এর যুদ্ধ ও শান্তি প্রতিবেদন। এটি "শ্রোতাগুলিকে জনগণের অ্যাক্সেস এবং দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে যা মার্কিন কর্পোরেট-পৃষ্ঠপোষক মিডিয়ায় খুব কমই শোনা যায়, সহ স্বাধীন এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, বিশ্বের বিদেশ থেকে সাধারণ মানুষ যারা সরাসরি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তৃণমূল নেতা এবং শান্তি কর্মী, শিল্পী, শিক্ষাবিদ এবং স্বতন্ত্র বিশ্লেষকরা। "[181]

শান্তি সাংবাদিকতা বনাম যুদ্ধ / সহিংসতা সাংবাদিকতা[182]	
শান্তি / সাংবাদিকতা	**যুদ্ধ / সহিংসতা সাংবাদিকতা**
I. শান্তি / সংঘাতমুখী দ্বন্দ্ব গঠন, এক্স পার্টি, ওয় গোল, জেড ইস্যুগুলি সন্ধান করুন। সাধারণ 'বিজয়, জয়' অভিমুখীকরণ। খোলা জায়গা, খোলা সময়; ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতেও যে কোনও জায়গায় কারণ ও ফলাফল। দ্বন্দ্বকে স্বচ্ছ করা হচ্ছে। সব পক্ষকে সমর্থ ন প্রদান; সহানুভূতি, বোঝা। দ্বন্দ্ব / যুদ্ধকে সমস্যা হিসাবে দেখুন, সংঘাতের সৃজনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করুন। চারদিকে মানবিককরণ। সক্রিয়: কোন সহিংসতা / যুদ্ধের আগে প্রতিরোধ।	I. যুদ্ধ / সহিংসতা ভিত্তিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র, ২ টি পক্ষ, ১টি লক্ষ্য (জয়), যুদ্ধের উপর ফোকাস করুন। সাধারণ শূন্য-যোগ অভিমুখীকরণ। বন্ধ জায়গা, বন্ধ সময়; অঙ্গনে কারণ এবং প্রস্থান করে, যিনি প্রথম পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। যুদ্ধগুলি অস্বচ্ছ / গোপন করা 'আমাদের-তাদের' সাংবাদিকতা, প্রচার, ভয়েস, 'আমাদের' জন্য। সমস্যা হিসাবে 'তাদের' দেখুন, যুদ্ধে কে বিজয়ী সেদিকে ফোকাস করুন। 'তাদের' অমানবিকরণ। প্রতিক্রিয়াশীল: রিপোর্টিংয়ের আগে সহিংসতার জন্য অপেক্ষা করা। সহিংসতার অদৃশ্য প্রভাবগুলিতে মনোনিবেশ করুন (ট্রমা এবং গৌরব, কাঠামো / সংস্কৃতিতে ক্ষতি)।
II. সত্যমুখী চারপাশে অসত্য প্রকাশ করুন / সমস্ত কভার-আপগুলি উন্মোচন করুন।	**II. প্রচার-কেন্দ্রিক** 'তাদের' অসত্য / সহায়তা 'আমাদের' প্রচ্ছদ / মিথ্যা প্রকাশ করুন।
III. মানুষ ভিত্তিক	**III. অভিজাতমুখী**

[181] দেখুন www.democracynow.org

[182] জোহান গালতুংয়ের টেবিলটি লিঞ্চে পুনরায় তৈরি হয়েছিল, জে এবং ম্যাকগোল্ড্রিক, এ। (2007) পিস সাংবাদিকতা। হ্যান্ডবুক *অফ পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিস*, সম্পাদনায় Webel, C. and Galtung, J. London; New York: Routledge। (২৪৮–৬৪)।

.

সর্বত্র দুর্ভোগের দিকে মনোনিবেশ করুন; মহিলাদের, বয়স্ক, শিশুদের উপর, নির্বোধের পক্ষে কথা বলুন। সমস্ত দুষ্টকারীদের নাম দিন। শান্তিরক্ষী হিসাবে লোকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।	'আমাদের' দুর্ভোগের দিকে মনোনিবেশ করুন; সক্ষম শরীরী অভিজাত পুরুষদের উপর, তাদের মুখের টুকরা হচ্ছে। তাদের পাপাচারীদের নাম দাও। অভিজাত শান্তিকর্মীদের উপর ফোকাস করুন।
IV. সমাধান-ভিত্তিক শান্তি = অহিংসতা + সৃজনশীলতা। আরও যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য শান্তির উদ্যোগগুলি হাইলাইট করুন। কাঠামো, সংস্কৃতি, শান্তিপূর্ণ সমাজের প্রতি মনোনিবেশ করুন। পরিণতি: রেজোলিউশন, পুনর্গঠন, পুনর্মিলন।	**IV. বিজয়মুখী** শান্তি = বিজয় + যুদ্ধবিরতি। বিজয় হাতে আসার আগে, শান্তির উদ্যোগ গোপন করুন। সন্ধি, প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রিত সমাজের প্রতি মনোনিবেশ করুন। অন্য যুদ্ধের জন্য ছেড়ে যাওয়া, যদি পুরানো আবার ফিরতে শুরু করে তবে ফিরে আসুন।

আরেকটি উদাহরণ হ'ল ওরেগন পিস ইনস্টিটিউটের একটি প্রকল্প পিসভয়েস।[183] পিসভয়েস আন্তর্জাতিক সংঘাতের জন্য একটি "নতুন গল্প" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং তারপরে এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রিকায় এবং ব্লগে বিতরণ করে এমন অপ-এডগুলি জমা দেওয়ার স্বাগত জানায়। ইন্টারনেটের সুযোগ নিয়ে, অনেকগুলি ব্লগ রয়েছে যেগুলি ওয়েজিং অহিংসতা, ট্রান্সসেন্ড মিডিয়া পরিষেবা, নিউ ক্লিয়ার ভিশন, পিস অ্যাকশন ব্লগ, ওয়েজিং পিস ব্লগ, পিস ব্লগস অফ পিস এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের অনেকগুলি সাইট সহ নতুন দৃষ্টান্তের চিন্তাভাবনা বিতরণ করে।

পিস জার্নালিজমের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি পাওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ ব্যবস্থায় সাধারণ ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার কার্যকর বিকল্প অনেকগুলি জনসাধারণকে উপলব্ধ করা হবে। একবার এই বিকল্পগুলি প্রকাশ্যে এলে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে যুদ্ধের পক্ষে জনসমর্থনে হ্রাস পাবে।[184]

শান্তি গবেষণা, শিক্ষা, সাংবাদিকতা এবং ব্লগিং ধর্মের সাম্প্রতিক উন্নয়ন যেমন শান্তির সদ্য বিকাশমান সংস্কৃতির অঙ্গ।

ধর্মকে শান্তি প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগান

ধর্ম মানব সমাজের একটি শক্তিশালী শক্তি, পুণ্যময় জীবন নির্ধারণ করতে এবং আমাদের একে অপরের প্রতি কীভাবে আচরণ করা উচিত তা নির্ধ ারন করতে সহায়তা করে। তবে সমসাময়িক বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রায়শই সহিংসতা উপেক্ষা করে। সবেমাত্র আমরা ধর্মীয় মুখপাত্রদের দ্বারা যুদ্ধের আবেদন দেখেছি। খ্রিস্টান "কোচ" ডেভ ডাবনেমায়ার সম্প্রতি বলেছিলেন: পশ্চিমা সভ্যতা রক্ষা করতে যাওয়া একমাত্র জিনিসটি আরও আক্রমণাত্মক, আরও সহিংস খ্রিস্টান।"[185] একইভাবে, একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির ধর্মীয় উপদেষ্টা রবার্ট জেফ্রেস তাঁর সাথে সাক্ষাতের ঠিক পরে বলেছিলেন: "আমাদের যখন দুষ্টদের সাথে দুষ্ট আচরণ করা উচিত, তখন রোমসের বইয়ে বাইবেল খুব স্পষ্ট: ঈশ্বর শাসকদের অধিকার দিয়েছেন। অশুভতা বন্ধে যুদ্ধ সহ - প্রয়োজনীয় যা কিছু

[183] দেখুন www.peacevoice.info

[184] বিকল্প বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে যুদ্ধের জন্য জনসমর্থনে পিস সায়েন্স ডাইজেস্ট বিশ্লেষণ প্রমাণিত হ্রাস দেখুন http://communication.warpreventioninitiative.org/?p=227

[185] http://www.rightwingwatch.org/post/dave-daubenmire-america-needs-a-more-violent-christianity/

প্রয়োজন তা ব্যবহার করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন। উত্তর কোরিয়ার ক্ষেত্রে, ঈশ্বর ট্রাম্পকে কিম জং-উনকে উৎখাত করার ক্ষমতা দিয়েছেন।[186]

অন্যদিকে, একটি জিহাদি গ্রুপের বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "আমেরিকানদের এবং তাদের মিত্রদের - বেসামরিক ও সামরিক - হত্যার রায় প্রত্যেক মুসলমানের স্বতন্ত্র কর্তব্য, যে কোনও দেশে এটি করা সম্ভব, যেখানে সম্ভব তা সম্ভব। আল-আকসা মসজিদ এবং পবিত্র মসজিদ [মক্কা] কে তাদের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তাদের বাহিনীকে ইসলামের সমস্ত দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য, পরাজিত ও কোনও মুসলমানকে হুমকিতে অক্ষম করার জন্য এটি করুন।"[187]

এই ধারণাগুলি কেবল নিরলস ও দুষ্ট ধর্মীয় যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে। তদুপরি, ইসলাম, খ্রিস্টান এবং ইহুদি ধর্ম সকলেই "ন্যায়বিচার" যুদ্ধের ধারণাকে সমর্থন করে। খ্রিস্টান, ইহুদী ও ইসলামে, "ন্যায়বিচারের যুদ্ধ" এর মতবাদটি প্রায়শই ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয় যে, বিপরীত শিক্ষার পরেও যুদ্ধ করা কেন ঠিক আছে। এটি এর মতো হয়: যুদ্ধ একটি পাপ তবে এই পাপী বিশ্বে কিছু শর্ত পূরণ হলে যুদ্ধ করা ঠিক হবে। ন্যায়বিচারের যুদ্ধের পূর্বশর্তগুলির তালিকায় সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে: একটি যুদ্ধ কেবল একটি বৈধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা ঘোষণা করা যেতে পারে; একটি জাতি অন্যের আগ্রাসনের শিকার; শান্তিপূর্ণভাবে সংঘাত নিরসনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায় নিঃশেষ হয়ে গেছে; সাফল্যের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ থাকতে হবে; সামরিক উপায় অবশ্যই সেই দুষ্টের সাথে সমান হতে হবে যেটি পরাস্ত করার চেষ্টা করছে; অ-যোদ্ধাদের অবশ্যই লক্ষ্যবস্তু করা উচিত নয়; এবং যুদ্ধের লড়াই শেষ না হওয়ার চেয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি হওয়া উচিত পক্ষগুলির মধ্যে আরও ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা। এটি সর্বোপরি অস্পষ্ট ভাষা এবং যুদ্ধ-নির্ধারণকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য এই মানদণ্ডগুলিকে মোচড়ানো সহজ। উদাহরণস্বরূপ, মিথ্যা দাবি করা সহজ যে, ১৯৩৯ সালে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করার সময় হিটলার যেমন লড়াই শুরু করেছিলেন, তেমনি বিরোধও শুরু হয়েছিল। আরও আধুনিক সংস্করণে, দাবি করা সহজ যে আপনি আক্রমণ করতে চলেছেন, বা দ্বন্দ্বের অন্য পক্ষটি বিপজ্জনকভাবে সশস্ত্র এবং সুতরাং আমেরিকা ইরাকে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে যেমন একটি প্রতিরোধমূলক "প্রতিরক্ষামূলক" ধর্মঘট প্রয়োজন, ২০০৩। তদ্ব্যতীত, আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রায় অসম্ভব যে একটি যুদ্ধে সাফল্যের যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা রয়েছে, বা পরিণতি পরিস্থিতির চেয়ে ভাল হবে। ২০১১ সালের ন্যাটো হামলার পরে লিবিয়ার সাক্ষী, যা দেশকে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধে ফেলেছে।

শুধু যুদ্ধ তত্ত্বের অধীনে, বোমা হামলার কারণে হাজার হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয় যা এই মানদণ্ডগুলো পূরণ করে বলা যেতে পারে, যদি বেসামরিক নাগরিকরা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য না হয়ে বরং "যুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিকদের অনিচ্ছাকৃত নিহত ও আহত হওয়া হতে পারে।" এবং, আধুনিক যুদ্ধে, উদ্দেশ্য নির্বিশেষে, ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে বেশিরভাগই মারা যায় এবং যুদ্ধরত অবস্থায় না থাকা বেসামরিক নাগরিকেরা বিকলাঙ্গ হন। যুদ্ধ তত্ত্ব খুনের একটি অজুহাতমাত্র এভাবে দেখার জন্য সততার দরকার।

যুদ্ধের মতবাদ প্রায় ১,৬০০ বছর ধরে রয়েছে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সাহায্য করেনি। বিশেষত আধুনিক যুদ্ধের প্রদত্ত শর্তাবলী বিবেচনা করে আমাদের যুক্তি দেওয়া দরকার যে কেবল যুদ্ধের মতবাদ সবসময়ই পূরণ করতে পারে এমন ঐতিহ্যগত মানদণ্ড সন্তুষ্ট করার কোন উপায় নেই। সুতরাং এমনকি যদি যুদ্ধের মতবাদ কোনভাবে ধর্মের মূল নৈতিক আজ্ঞাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তা সম্পন্ন হতে পারে না। যেহেতু ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ডেভিড সোয়ানসন *যুদ্ধ কখনোই ন্যায়সঙ্গত নয়*, এ যুক্তি দেখান, যুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী মানদণ্ড হয় অসম্ভব, অনৈতিক বা তাত্ত্বিক এবং এই মানদণ্ড পূরণ করা যায় না। এমনকি ওগুলো যদি ভবিষ্যতের কোনও যুদ্ধে পূরণ করা যায়, তবে সেই যুদ্ধে এত বেশি ভালো কাজ করতে হবে যে তা সম্পদকে সামরিকতায় পরিণত করার কারণে যে মৃত্যু ও দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় তা যেন অতিক্রম করতে পারে, সেইসাথে যুদ্ধ ব্যবস্থার দ্বারা

[186] https://www.vox.com/identities/2017/8/9/16118628/robert-jeffress-trump-god-supports-bombing-north-korea
[187] https://fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm

যে পারমানবিক ধ্বংসযজ্ঞের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষতি হয় সেসবকে যেন ভালো কাজ ছাড়িয়ে যায়। এমনকি তাত্ত্বিকভাবে কোন যুদ্ধ সেই মানদণ্ড পূরণ করতে পারে না।

সুতরাং, বিশ্বস্তদের কাছে কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং এর বদলে একটি শান্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া কীভাবে শিখতে হবে এবং তার পক্ষে কীভাবে পরামর্শ করা যায় সে সব নির্ণয় করা ছাড়া বিকল্প নেই। আমরা যদি যুদ্ধকে "ন্যায় সঙ্গত" করতে না পারি, তবে আলোচনাটি কিছুটা হলেও যুদ্ধের বিলোপের পথে যুদ্ধের ভয়াবহ প্রকৃতির ন্যায্যতা প্রমানের প্রয়াস থেকে সরে আসে।

চরম ক্রোধ ও সহিংস বিবৃতি এবং ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রদর্শন প্রধান ধর্মগুলির মূল নৈতিক শিক্ষার বিকৃতি। বিশ্বের সব ধর্মে পবিত্রভাবে লিখিত আকারে শিক্ষা আছে যা সকল মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষে রয়েছে। সকল ধর্মে এক ধরণ বা অন্য ধরণে এই "গুরুত্বপূর্ণ রীতি" খুঁজে পাওয়া যাবে, নিচের ধর্মের পবিত্র লিখনের মতো, সেইসাথে সকল নাস্তিকের নীতিতে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

- খ্রিষ্টানঃ অন্যের কাছ থেকে আপনি যে ধরণের আচরণ প্রত্যাশা করেন আপনিও তাদের সঙ্গে সেই ধরণের আচরণ করুন। ম্যাথিউ ৭.১২
- ইহুদী ধর্মঃ নিজের কাছে যা ঘৃণাজনক প্রতিবেশীর সঙ্গে তা করবেন না। তালমুদ, শাবাত ৩১ এ
- ইসলামঃ কেউই ঈমানদার হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে। আন-নাওয়াবীর ১৩ এর চল্লিশতম হাদিস
- হিন্দু ধর্মঃ অন্যের প্রতি এমনভাবে আচরণ করা উচিত নয় যা নিজের জন্য অসম্মতিপূর্ণ। এ কথাই নৈতিকতার সারমর্ম। মহাভারত, আনুশাসন পর্ব ১১৩.৮
- বৌদ্ধধর্মঃ অন্যের সাথে নিজেকে কিছু কথায় তুলনা করা যেমনঃ "আমি যেমন তেমনি তারাও ঠিক আমার মতো, তারা যেমন তেমনি আমিও ঠিক তাদের মতো", তার যেমন অন্যকে হত্যা করা উচিত না তেমনি অন্যকেও হত্যা করানোর কারণ হওয়া উচিত না। সুতা নিপাটা ৭০৫
- আফ্রিকার নীতি কথাঃ বাচ্চা পাখিকে আঘাত করার জন্য যে বর্শা তুলতে যাচ্ছে, সেটি কীভাবে আঘাত করে তা অনুভব করার জন্য প্রথমে সেটি দিয়ে তার নিজেকে আঘাত করা উচিত। ইওরুবা প্রবাদ (নাইজেরিয়া)
- কনফুসিয়াসের মতবাদঃ "অন্যেরা আপনার জন্য যা করবে না বলে আশা করেন তা আপনি অন্যদের সঙ্গে করবেন না।" অ্যানালেক্টস ১৫.২৩

অনেক ধর্ম শান্তির জন্য সংগঠনের নিমন্ত্রাতা যেমনঃ এপিস্কোপাল পিস ফেলোশিপ, প্যাকস ক্রিস্টি, দ্য জিইউইশ ভয়েস ফর পিস, মুসলিমস ফর পিস, দ্য বুদ্ধিষ্ট পিস ফেলোশিপ, ইয়াকজাহ (কাশ্মীরে কর্মরত একটি হিন্দু শান্তি সংস্থা), এবং ট্যানেনবাউম সেন্টার ফর ইন্টারিলিজিয়াস আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ফেলোশিপ অব রিকন্সিলিয়েশন (১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত), ইউনাইটেড রিলিজিয়নস ইনিশিয়েটিভ, রিলিজিয়নস ফর পিস ইউএসএ, এবং মাল্টি-ফেইথ ভয়েসেস ফর পিস এন্ড জাস্টিসসহ বিভিন্ন ধর্ম ও তার সদস্যদের সাথে সম্পর্কিত শান্তির সংঘঠন বর্ধিত হচ্ছে। দ্য ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্সেস পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্ত করার একটি প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বিশ্ব শান্তিতে তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা প্রেমময় দয়ার পক্ষে কথা বলেছেন। সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য পোপ ফ্রান্সিস শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার জন্য দেখতে বা শুনতে বাধ্য করে এমন আবেদন করেছিলেন। ২০১১ সালের মিশরীয় বিপ্লব চলাকালীন সময়ে মুসলিম বিক্ষোভকারীদের প্রার্থনা চলাকালীন সময় খ্রিষ্টানদের বৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করে মুসলিমদের রক্ষা করার ছবিটি নেভিন যাকি তোলেন এবং টুইট করেন।

২০০৭ সালে, মুসলিম নেতারা তাদের "আমাদের এবং আপনার মধ্যেকার একটি সাধারণ শব্দ" চিঠিতে শান্তির আবেদন করার জন্য খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত ও সাহায্য করার জন্য যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন।[188] ২০১৫ সালের বসন্তে, ভ্যাটিকান শহর "অহিংসতা এবং ন্যায়বিচারের শান্তিঃ ক্যাথলিক অন্তর্দৃষ্টির অবদান এবং অহিংসার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা।" সম্মেলনের আমন্ত্রয়িতা ছিল।" আশি জন অংশগ্রহণকারী উপসংহারে এসেছিলেন যে ন্যায় যুদ্ধের মতবাদ একটি টেকসই বা উৎপাদনশীল ক্যাথলিক ঐতিহ্য হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।[189] সব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের শান্তির বার্তাগুলোর ক্রমবর্ধমান পক্ষ সমর্থনের বৃহত্তর প্রবণতার এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তথ্য বা বর্ণনা মাত্র।

অহিংসার ইতিহাস জুড়ে আমরা ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের গুরুত্ব দেখেছি, অনেক অহিংস নেতাই শক্তিশালী ধর্মীয় এবং নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে চিনতে পেরেছি। কেবল ক্যাথলিক লেখক এবং শান্তির পক্ষাবলম্বনকারী থমাস মের্টনের এই সহজ উক্তিটি বিবেচনা করুনঃ "যুদ্ধ হচ্ছে শয়তানের রাজত্ব। আর শান্তি ঈশ্বরের রাজত্ব।"

কারো বিশ্বাসের ঐতিহ্য নির্বিশেষে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে হোক, বা আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা বা সম্পূর্ণ নাস্তিকতা হোক, শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় উদ্যোগ উৎসাহজনক, এবং শুধুমাত্র অনুভূতিসম্পন্ন বাস্তববাদী বিষয় হিসাবে তা পুনরায় উৎসাহিত করা উচিত।

শান্তির ঘোষণা

** ব্যক্তির পরিচয় ভূগোল ও রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করা এবং "মানবতার" সদস্যপদ থেকে দায়িত্ব ও অধিকার আদায় করার উপর জোর দেওয়া শান্তির একটি বিশ্বাস ভিত্তিক ঘোষণা।*

এগুলো স্ব-স্পষ্ট সত্য:
সকল মানুষই একটি পরিবার হয়ে, এক নাজুক এবং বিপন্ন গ্রহে বাস করছে যার জীবনাবলম্বন ব্যবস্থা যদি আমাদের টিকে

[188] http://www.acommonword.com/the-acw-document/

[189] অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নিবন্ধ দেখুন,"*ভ্যাটিকান কি কেবল তার ন্যায্য যুদ্ধের মতবাদ ফেলে দিয়েছে*" এরিকা চিনওয়েথ https://politicalviolenceataglance.org/2016/04/19/did-the-vatican-just-throw-out-its-just-war-doctrine/

অবস্থানের পরিবর্তনের সময় ও প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধিঃ যুদ্ধহীন পৃথিবী গড়ার আন্দোলন

বিকল্প বৈশ্বিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়া হিসাবে আমরা যে রূপরেখা তৈরি করেছি তা একটি ধারণার চেয়ে বেশি; এটি ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার নামে একটি বৈশ্বিক সংঘঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এটি স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মীদলের তৃণমূল নেটওয়ার্ক এবং জোটবদ্ধ সংঘঠনটি যুদ্ধ বিলোপের পক্ষ সমর্থন করে এবং ন্যায় ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। আমরা শান্তির শিক্ষা এবং অহিংস প্রত্যক্ষ পদক্ষেপের দ্বি-পক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করি যা যুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনী দূর করতে, এর বিকল্পগুলি সম্পর্কে শিক্ষিত করতে এবং কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করে। আমাদের আন্দোলনের শক্তি নির্ভর করে বিশ্বজুড়ে মানুষের এক বৈচিত্র্যের জন্য একটি কারণে একত্রিত হওয়াঃ শান্তি। সে লক্ষ্যে, ১৭৫ টিরও বেশি দেশের ৫০০ টিরও বেশি সংস্থা এবং ৭৫,০০০ ব্যক্তি আমাদের শান্তি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছে, ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ারের হয়ে অহিংসতার জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করেছে।[190] আমাদের বিকেন্দ্রীভূত, স্বেচ্ছাসেবীর দ্বারা চালিত কাঠামো, ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার পুরো পৃথিবী জুড়ে অনুমোদিত দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত, বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং নিচ থেকে উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করতে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

দ্য ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার এর শান্তির ঘোষণাপত্র

আমি বুঝতে পেরেছি যে যুদ্ধ এবং সামরিকতাবাদ আমাদের রক্ষার চেয়ে কম সুরক্ষিত করে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু ও বাচ্চাদের হত্যা, আহত এবং আঘাত করে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, নাগরিক স্বাধীনতা হ্রাস করে এবং আমাদের অর্থনীতিকে শুন্য করে, জীবন নিশ্চিতকরণমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পদকে সরিয়ে নেয়। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে সকল যুদ্ধ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির অবসান ঘটাতে এবং টেকসই ও ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস পদক্ষেপ নেব

যুদ্ধ বিলোপের জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, আমাদের কাজ যুদ্ধের পুরো সংস্থাকে শনাক্ত করে, অতীতের আদর্শগুলো থেকে আমাদের আলাদা করে দেয় যা কেবল নির্দিষ্ট অস্ত্রের বিরোধিতা করে বা একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধের বিরোধিতা করে এই ভিত্তিতে যে যুদ্ধটি ভালভাবে চলছে না বা অন্যান্য যুদ্ধের মতো এটি যথাযথ নয়। আমাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচি এবং পক্ষ সমর্থনের প্রচারের মাধ্যমে, আমরা এই ঘটনা তৈরি করে নৈতিক সংলাপটি স্থানান্তর করেছি যে যুদ্ধের সংস্থাটিকে গণ-হত্যার সদৃশ হিসাবে দেখা উচিত, এমনকি যখন সেই গণ-হত্যার সাথে পতাকা বা সংগীত বা কর্তৃপক্ষের বিবৃতি ও অযৌক্তিক ভয়ের প্রচার থাকে। যুদ্ধের দ্বারা আক্রমণকারীদের যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তার বাইরেও আমরা শান্তির শক্তিশালী প্রচারণা চালিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত ন আনার কর্মকান্ডে মনোনিবেশকে প্রসারিত করি, যাতে সকলের দুর্দশার পুরোপুরি স্বীকৃতি ও প্রশংসা করতে পারি।

বৈশ্বিক যুদ্ধ বিলোপে কাজ করার জন্য, সবচেয়ে স্পষ্ট সমস্যা বা কঠিন অবস্থা যা নিয়ে মানুষ কথা বলে না তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, যেটি বছরে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক ব্যয় করে যা বিশ্বের অর্ধক সামরিক ব্যয়ের সমান। মার্কিন-নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের বিস্তার এবং মার্কিন বিদেশী সামরিক ঘাঁটিগুলির বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার কারণে, বৈশ্বিক যুদ্ধের প্ররোচক হিসেবে আমাদের কাজ সরাসরি এবং সৎ উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক ভূমিকাকে স্বীকার করে এবং শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের না বরং সর্ব ত্র নাগরিকদের বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ যন্ত্র থেকে সামরিক শক্তি/বাহিনী দূর করার প্রচারে নিযুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের সমাপ্তি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ দূর করবে না, তবে অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশকে তাদের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধিতে চালিত করার চাপ দূর করতে পারে। এটি ন্যাটোকে তার নেতৃত্বদারকারী পক্ষাবলম্বন এবং সবচেয়ে বেশি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হওয়া থেকে

[190] এখানে শান্তির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করুন www.worldbeyondwar.org/individual

বঞ্চিত করবে। এটি পশ্চিম এশিয়া (যা মধ্য প্রাচ্য নামেও পরিচিত) এবং অন্যান্য অঞ্চলে সর্বাধিক অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। এটি কোরিয়ার পুনর্মিলন এবং পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা দূর করবে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অস্ত্র চুক্তি সমর্থন করার জন্য, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে যোগদানের জন্য এবং জাতিসংঘকে যুদ্ধ নির্মূলের তার বর্ণিত উদ্দেশ্যটির দিকে চালিত করতে ইচ্ছুক করে তুলবে। এটি রাষ্ট্রগুলোকে হুমকি দানকারী প্রথমে পারমানবিক অস্ত্রের ব্যবহার মুক্ত বিশ্ব তৈরি করবে এবং এমন একটি পৃথিবী তৈরি করবে যেখানে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার বা ল্যান্ডমাইন নিষিদ্ধ করতে অস্বীকার করে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেশ হবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি যুদ্ধ করার স্বভাবকে পদাঘাত করে তবে যুদ্ধ নিজেই একটি বড় এবং সম্ভবত শেষ হওয়ার মতো ধাক্কা খায়।

পৃথিবীর সর্বত্র একই রকম প্রচেষ্টা ব্যতীত আলাদা করে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ কাজ করবে না। অনেক দেশ যুদ্ধে বিনিয়োগ করছে, এমনকি যুদ্ধে তাদের বিনিয়োগও বৃদ্ধি করছে। সকল সামরিকতন্ত্রের বিরোধিতা করতে হবে। এবং একটি শান্তিময় ব্যবস্থার জন্য বিজয় উদাহরণ দ্বারা ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। ২০১৩ সালে যখন ব্রিটিশ সংসদ সিরিয়ায় হামলার বিরোধিতা করেছিল, তখন তারা যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের প্রস্তাব বাধা দিতে এবং মানিয়ে নিতে প্রভাবিত করেছিল। কিউবার হাভানায় ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে যখন ৩১ টি রাষ্ট্র কখনোই যুদ্ধকে ব্যবহার না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল, তখন এই কণ্ঠস্বরগুলো বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে শোনা গিয়েছিল।[191]

জোট-তৈরি

আমাদের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুপাক্ষিক জোট-তৈরি বা " সাংগঠনিক একীকরণ" কে প্রাধান্য দেয়। এই অন্তর্ভুক্তি বিভিন্ন সংগঠনের একটি জটিল বিষয়ে তাদের দক্ষতা ও সম্প দকে সমষ্টিগতভাবে মনোনিবেশ তৈরি করে যারা বিস্তৃত সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবের কারণে সামরিক অস্ত্র ও জিনিসপত্র তৈরির বিরোধিতা করেঃ পরিবেশবাদীরা, একই ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, নীতিবিদ, জনস্বাস্থ্যের পরিবর্তনে যারা শিক্ষা দেয়, সংগঠিত করে ও চলমানতা আনে, মানসিব স্বাস্থ্য বিষয়ক পেশাজীবিরা, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, ঐতিহাসিকগণ, শ্রমিক সংঘ, নাগরিক স্বাধীনতাকামীরা, সু শাসক দল, এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বিশ্বভ্রমণকারীরা। সেইসাথে, যদি যুদ্ধে ব্যবহার করা ডলারগুলো পুনরায় বরাদ্দ করা হয় তাহলে অংশীদারিত্বের সঙ্গে পরিমাপের সমর্থকদের জন্য সুযোগ রয়েছে যার জন্য অর্থায়িত করা যেতে পারে যেমনঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, কলা, বিজ্ঞান, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য শক্তি, এবং অবকাঠামো সংস্কারের পক্ষ সমর্থন। এই বিস্তৃত জোট ভিত্তিক কাজটির লক্ষ্য হচ্ছে কর্মী দলের একটি সাধারণ বিষয় "তথ্য ভাগাভাগি না করে একক একটি বিভাগে কাজ করা" এর বিষয়টি অতিক্রম করা।ু দ্য অল্টারনেটিভ গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেম (এজিএসএস) একটি একীকরণের ভাষা সরবরাহ করে যেখানে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন সংগঠনগুলো তাদের সাংগঠনিক বা আন্দোলনের পরিচয় না হারিয়ে জোটবদ্ধ হতে পারে।

বহু পন্থার কূটনীতি হল লুই ডায়মন্ড এবং অ্যাম্বাসাডর (অব) দ্বারা নির্মিত এবং অনুশীলনের জন্য তৈরি শান্তি-নির্মাণের ব্যবস্থা-ভিত্তিক পদ্ধতি জন ডব্লিউ. ম্যাকডোনাল্ড। বহু পন্থার কূটনীতি এই ধারণাটি প্রতিফলিত করে যে আন্তর্জাতিক বিনিময়গুলো কূটনীতিকদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক মধ্যস্থতার বাইরেও অনেক রূপ নিতে পারে। বহু পন্থার কূটনীতির উদাহরণগুলোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রচেষ্টা, নাগরিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবিনিময়, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক মধ্যস্থতা, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক এবংখেলাধুলা বিষয়ক কার্যক্রম এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং সহযোগিতার প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত। নয়টি সুনির্দিষ্ট পথ যা শান্তি তৈরিতে একটি সমন্বয় সাধন করে সেগুলো হলোঃ জনমত এবং যোগাযোগ, সরকার,

[191] লাতিন আমেরিকান এবং ক্যারিবিয়ান রাজ্যের সম্প্রদায়টিতে আরও দেখুন: http://www.nti.org/treaties-and-regimes/community-latin-american-and-caribbean-states-celac/

পেশাদারিভাবে সংঘাতের সমাধান, ব্যবসা, বেসরকারী নাগরিক, সক্রিয়তা, ধর্ম, তহবিল, এবং গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা।[192] এই জাতীয় ব্যবস্থার আবেদনময়ী বিষয়টি হল যে সবার শান্তির অগ্রগতিতে ভূমিকা রয়েছে। এটি সবাইকে ক্ষমতায়িত করে স্বতন্ত্রভাবে এবং সম্মিলিতভাবে তাদের শক্তিকে আরো বড় ব্যবস্থায় আনতে সহায়তা করে। এটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সহজ একটি ভাবনা যে প্রত্যেকেই সব মানুষের কাছে সব কিছু হতে পারে না, তবে প্রত্যেকেই একটি ভূমিকা পালন করতে পারে।

শান্তি শিক্ষা কর্মসূচী

শান্তি শিক্ষা পরিবর্তন-তৈরির জন্য আমাদের দ্বি-পদক্ষেপ দৃষ্টিভঙ্গীর একটি পদ্ধতি। শিক্ষা একটি বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি আমাদের সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। আমাদের কর্মসূচীগুলো *যুদ্ধ বিলোপের* সম্পর্কে *এবং* যুদ্ধ বিলোপের জন্য, উভয় কাজ করে। আমাদের শিক্ষাগত সম্পদগুলো জ্ঞান এবং গবেষণার ভিত্তিতে যুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনী উন্মোচিত করে এবং প্রমাণিত অহিংসা, শান্তিপূর্ণ বিকল্পগুলো প্রজ্জ্বলিত করে যা আমাদের জন্য সত্যিকারের সুরক্ষা আনতে পারে। আমরা আমাদের কর্মসূচীগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের সমালোচনামূলক প্রশ্নাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে এবং যুদ্ধ ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জিং অনুমানের প্রতি সমবয়সীদের সাথে সংলাপে জড়িত হতে উত্সাহিত করি। ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য বর্ধিত রাজনৈতিক কার্যকারিতা এবং কর্মকান্ডকে সমর্থন করার জন্য সমালোচনামূলক, প্রতিফলনশীল শিক্ষার এই ধরণগুলো ভালোভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার এই বার্ষিক প্রকাশনা যা ছাপর অক্ষরে প্রকাশিত, ই-বুক, পিডিএফ এবং অডিও বিন্যাসে সহজলভ্য তার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে শেখার জন্য অসংখ্য সরঞ্জাম এবং সম্পদ সরবরাহ করে। আমাদের শিক্ষাগত সম্পদগুলো যুদ্ধ বিলোপের পক্ষ সমর্থনকে জনপ্রিয় করতে ব্যাপকভাবে বিতরণ করার জন্য নকশা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আমরা বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার বুক ক্লাবগুলো, আলোচনার দলগুলো, চলচ্চিত্র সিরিজগুলি এবং অতিথি বক্তব্যগুলোকে সংগঠিত করতে বিশ্বব্যাপী আমাদের নেটওয়ার্কের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কাজ করি। আমাদের ওয়েবসাইট, WorldBeyondWar.org, যুদ্ধ বিলোপ আন্দোলনের জন্য একটি মুক্ত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। যুদ্ধ করতে পারে, করা উচিত, এবং যুদ্ধের যা অবশ্যই লোপ করা উচিত এসব বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এটির সামরিক মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফিক্স, আলোচ্য বিষয়, নিবন্ধ, এবং ভিডিও রয়েছে। ওয়েবসাইটের প্রতিটি বিভাগে প্রাসঙ্গিক বই এবং চলচ্চিত্রের তালিকা এবং বহিস্থঃ সংস্থার লিঙ্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা অনলাইনে কোর্স, একটি বিনামূল্যে শিক্ষামূলক ওয়েবিনার সিরিজ, একটি স্পিকার ব্যুরো এবং "স্টাডি ওয়ার নো মোর", এই বইটির সাথে একটি নিখরচায় অনলাইন অধ্যয়ন এবং আলোচনার দিকনির্দেশনার প্রস্তাব করি। আমাদের বৈশ্বিক বিলবোর্ড প্রকল্প হচ্ছে আমাদের শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করা। প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্র-ডলার দাতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, আমাদের রাস্তার পাশের বিলবোর্ডগুলো, বাস ছাউনির পোস্টারগুলো এবং পাতাল রেলের বিজ্ঞাপনগুলো জনগণের চোখে যুদ্ধ বিলোপ বার্তাকে প্রশস্ত করে।

স্টাডি ওয়ার নো মোর একটি অনলাইনে শেখার সরঞ্জাম যা গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর পিস এডুকেশন এর অংশীদারিত্বে গড়ে উঠেছে। স্বাধীনভাবে অধ্যয়নের জন্য বা শ্রেণীকক্ষে এবং সম্প্রদায় দলগুলোর সংলাপ এবং আলোচনা সহজতর করার হাতিয়ার হিসেবে (মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়) দিকনির্দেশনাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি আলোচনার বিষয়বস্তুতে আমাদের "অধ্যয়ন এবং কর্মকান্ড অংশীদারদের"- নেতৃত্বস্থানীয় বৈশ্বিক চিন্তাবিদ, সমর কৌশলবিদ, শিক্ষাবিদ, উকিল এবং কর্মীরা যারা ইতিমধ্যে একটি

[192] Diamond, L. & McDonald, J., W. (১৯৯৩)। *মাল্টি ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি: এ সিস্টেমস অ্যাপ্রোচ টু পিস* (সংশোধিত সংস্করণ)। ওয়াশিংটন ডিসি: ইনষ্টিটিউট ফর মাল্টি ট্র্যাক ডিপ্লোমেসি।

বিকল্প বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলো তৈরি করেছে তাদের থেকে একটি ভূমিকার ভিডিও যুক্ত আছে। দিক নির্দেশনাটি globalsecurity.worldbeyondwar.org এ পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচির লক্ষ্য যুদ্ধের বর্ণনা বদল করা যাতে একটি "উত্তম যুদ্ধ" এর কথা "হিতৈষী ধর্ষণ" বা "জনহিতকর দাসত্ব" "পুণ্যবান শিশু নির্যাতন" এর চেয়ে বেশি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে না হয়। আমাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচিগুলো

অনলাইন কোর্সসমূহ

ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার বিশ্বজুড়ে বিশেষজ্ঞ, এবং জোটবদ্ধ কর্মী এবং পরিবর্তনকারীদের নেতৃত্বে অনলাইন কোর্স সহজতর করার প্রস্তাব করে। অতীতের প্রস্তাবগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেঃ

যুদ্ধ বিলোপ ১০১ঃ আমরা কিভাবে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠন করতে পারি
আমরা কীভাবে যুদ্ধ থেকে শান্তিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সেরা যুক্তিগুলো তৈরি করতে পারি? আমরা কীভাবে নির্দিষ্ট যুদ্ধগুলোর অবসান, সকল যুদ্ধের অবসান, নিরস্ত্রীকরণের অনুসরণ এবং শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা তৈরির জন্য আরও কার্যকর পক্ষাবলম্বনকারী এবং কর্মী হয়ে উঠতে পারি?

যুদ্ধ বিলোপ ২০১: বিকল্প বৈশ্বিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়া তৈরি করা
আমরা যুদ্ধ ব্যবস্থার (সামরিক-শিল্প-বাণিজ্যিক-সরকারী-জটিলতা নামেও পরিচিত) প্রতিস্থাপন কী দিয়ে করব? আসলে কী আমাদের সুরক্ষিত করে? একটি বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থার- এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শান্তি অনুসরণ করা হয়- নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং বাস্তববাদী ভিত্তি কী কী? এই ব্যবস্থাটি তৈরিতে আমরা কোন পদক্ষেপ

শান্তির সংস্কৃতি লালন করে যা যুদ্ধ প্রতিরোধী, বিবেকবান আপত্তিকারী, শান্তির পক্ষে কথা বলে, কূটনীতিক, বেআইনী ও অনৈতিক কাজের কথা প্রকাশকারী, সাংবাদিক, অহিংস কর্মী এবং মানব ঢাল সমাজের সত্যিকারের বীর।

আমাদের উপকরণগুলো সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে এবং বিশ্বাস তৈরি করা ও প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করা মূল্যবোধের জন্য আবেদন তৈরি করে যা বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে জনসাধারণের কাছে বড় মাত্রায় প্রীতিকর করে তোলে। একই সময়ে, আমরা মূলধারার পশ্চিমা শান্তির প্রতীকবাদ, যেমন শান্তির চিহ্ন, ঘুঘু, জলপাইয়ের শাখা এবং হাত ধরে রাখা মানুষগুলোর প্রতীক অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাই। এই অতি ব্যবহারে জীর্ণ প্রতীকগুলো, যদিও বাদানুবাদপূর্ণ নয় তারপরেও ওগুলো শান্তির স্পষ্ট অর্থ বোঝাতে ব্যর্থ। বরং, এজিএসএস যুদ্ধ এবং সাধারণ সুরক্ষার দিকে যুদ্ধ এবং এর পথগুলোর প্রতি একটি নতুন শব্দভাণ্ডার এবং বাস্তবমুখী বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করে। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, বিদেশাতংক, বর্ণবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ব্যতিক্রমবাদ ছাড়িয়ে আমরা বিশ্ব নাগরিকত্বের কাঠামোকে জনপ্রিয় ভাবনাকে অগ্রসর করতে ব্যবহার করি। এইভাবে, বিকল্প বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে বহু সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং তাদের আদর্শ ও প্রথা সেইসাথে অনেক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কর্মকান্ড।

শিক্ষামূলক প্রচেষ্টায় বিশ্ব সংহতি শিক্ষার নিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে। পেন্টাগনের সম্ভাব্য লক্ষ্য তালিকার দেশগুলো (সিরিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া, চীন এবং রাশিয়া) পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থী এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শান্তি তৈরিকে লালন করতে পারে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তাদের সরকারের প্রতি মানুষের প্রতিরোধকে জোরদার করতে পারে। যুদ্ধে বিনিয়োগকারী রাষ্ট্র সমূহ এবং যে রাষ্ট্রগুলো এটি করা বন্ধ করে দিয়েছে বা যেগুলো খুব কম মাত্রায় এটি করে, তাদের মধ্যে একই

রকম বিনিময়ও বেশ মূল্যবান হতে পারে।[193] এই ফিল্মে *দি আল্টিমেট উইশঃ এন্ডিং দ্য নিউক্লিয়ার এইজ*, আমরা যুদ্ধে নির্যাতিত হওয়া টিকে থাকা ব্যক্তিদের জন্য নাগাসাকি সভায় অউশভিটসের নির্যাতন থেকে টিকে থাকা একজন ব্যক্তিকে দেখেছি। তাদের মিথস্ক্রিয়াটি দেখার সময়, কোন দেশ কোন ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা কেউ মনে করতে পারে না বা পাত্তা দেয় না। একটি শান্তির সংস্কৃতি সকল যুদ্ধকে একই ধরণের স্বচ্ছতা নিয়ে দেখে। যুদ্ধেএকটি ঘৃণ্য বিষয়-যে যুদ্ধ করে তার জন্য যুদ্ধ ঘৃণ্য নয় বরং যুদ্ধ যা তার জন্য এটি ঘৃণ্য।

অহিংস প্রত্যক্ষ কর্ম অভিযান

কৌশলগতভাবে আমাদের যুদ্ধ বিলোপ অভিযানটি স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যবর্তীকালীন পক্ষাবলম্বনের লক্ষ্যে বিভক্ত, যুদ্ধ ব্যবস্থাকে বদলাবার আংশিক পদক্ষেপের পাশাপাশি পথ হিসেবে বোধগম্য। অহিংস প্রত্যক্ষ কর্মের সংগঠিত প্রচারের মাধ্যমে এই লক্ষ্যগুলো সম্পাদিত হয়, যার মধ্যে অস্ত্র পরিত্যাগ, পাল্টা নিয়োগ, সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করা, এবং বৈশ্বিক ন্যায় বিচার রয়েছে। এই প্রচারাভিযান লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের শান্তি শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে একত্রে কাজ করে, এগুলো নীতি পরিবর্তন এবং অবিরত শিক্ষা এবং সচেতনতা তৈরি উভয় কাজের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। শিক্ষামূলক প্রচারের উপকরণ, প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা এবং উন্নতির সহায়তার কেন্দ্র হিসাবে ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার পরিকল্পনা, প্রচার ও বিশ্বব্যাপী শান্তির স্বপক্ষে প্রচার বৃদ্ধি ঘটাতে কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং মিত্র দলগুলো নিয়ে দল তৈরি করে।

অস্ত্র পরিত্যাগঃ ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার, ডাইভেস্ট ফ্রম দ্য ওয়ার কোয়ালিশন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিশ্বব্যাপী তৃণমূল প্রচারের মাধ্যমে, জোটটি অস্ত্র উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক চুক্তিকারীদের থেকে ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, এবং সরকারী তহবিল পরিত্যাগ করে এবং সামাজিকভাবে দায়ী পুনঃবিনিয়োগের বিকল্পের পক্ষে ওকালতি করে।

পাল্টা-নিয়োগঃ এই প্রচারাভিযান স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং নিয়োগের বাইরে পছন্দ করার পথ বাড়ানোর পক্ষে স্কুলে সামরিক নিয়োগের বিরোধিতা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তৈরি, প্রচারাভিযানটি ছোট করে দেশ-সুনির্দিষ্ট নিয়োগের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, প্রচারাভিযানের লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের বাচ্চাদের নিয়োগ থেকে বাছাইয়ের আইনী অধিকার সম্পর্কে অভিভাবকদের আরও অবহিত করার জন্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে জেআরটিসি চিহ্নিতকরণ কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্তরের "অপ্ট আউট" আইন পাস করা। ২০১৮ সালের হিসাবে, মেরিল্যান্ড একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য যা বইয়ের উপর শক্তিশালী "অপ্ট-আউট" আইন রয়েছে।

ঘাটি বন্ধকরন: এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটির ৯৫% গঠিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী সামরিক ঘাঁটির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বিশ্বজুড়ে সামরিক ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণের সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং বিশ্বব্যাপী অহিংস গণ প্রতিরোধ সংগঠিত করা। বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি হ'ল ওয়ার্মনগারিং এবং সম্প্রসারণবাদের কেন্দ্র, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর মারাত্মক পরিবেশ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং স্বাস্থ্য প্রভাব ফেলে। ওয়ার্ল্ড বিয়ানওন্ড ওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সামরিক বেসের বিরুদ্ধে গঠিত কোয়ালিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

গ্লোবাল জাস্টিস এবং আইনের বিধি: এই নীতি-ভিত্তিক প্রচারটি সরকারকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আবেদন করে। এটি আগ্রাসনের অপরাধের বিচার, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বাধ্যতামূলক এখতিয়ার এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে সমস্ত যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়ে রোম সংবিধানের সংশোধনীটি অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছে।

---

[193] পিস সায়েন্টিস্ট প্যাট্রিক হিলার তার গবেষণায় সন্ধান করেছেন যে বিদেশ ভ্রমণ আমেরিকার নাগরিকদের বিশ্বজুড়ে মার্কিন বিশেষত্ব এবং উপলব্ধি সম্পর্কে আরও ভালভাবে চিহ্নিত করতে, মার্কিন প্রধান বিবরণীতে অনুভূত শত্রুদের কীভাবে অমানবিক করা হয় তা বোঝার জন্য, 'অপরটিকে' ইতিবাচক উপায়ে দেখার জন্য কুসংস্কার এবং স্টেরিওটাইপগুলি হ্রাস করুন এবং সহানুভূতি তৈরি করতে।

রেজোলিউশনগুলি পাস করুন: আমাদের যুদ্ধ বিলোপ অভিযানের একটি কৌশল হ'ল স্থানীয় এবং রাজ্য বা প্রাদেশিক স্তরের রেজুলেশনগুলি পাস করা যাতে মানবিক ও পরিবেশগত প্রয়োজনে সামরিক ব্যয় পুনর্নির্দেশের আহ্বান জানানো হয়। আমাদের মিত্রদের সাথে একত্রিত হয়ে, আমরা যুদ্ধে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সরকারি ব্যয় হ্রাস দাবিতে অসংখ্য এলাকায় রেজুলেশন পাস করতে সহায়তা করেছি।

সরাসরি পদক্ষেপের আয়োজনের সাথে জড়িত সংখ্যায় আমাদের শক্তি বাড়ানো এবং তারপরে জনগণকে শক্তি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নির্ধারক নির্বাচিত কর্মকর্তা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান বা কর্পোরেট কর্মকর্তার উপর নীতি পরিবর্তন করতে চাপ প্রয়োগ যেমন আমরা দেখতে চাই। এ লক্ষ্যে, সংঘবদ্ধকরণের জন্য ব্যক্তি এবং মিত্র সংস্থাগুলির সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অবিরত প্রচারের প্রয়োজন। প্রতিটি প্রচারের ক্ষেত্র বিভিন্ন কর্মী নিযুক্ত করে, এবং কর্মীদের কর্মসংস্থানে বিভিন্ন সুযোগ দেয়। প্রচারের কৌশলগুলির অন্তর্ভুক্ত পিটিশন স্বাক্ষর সংগ্রহ; ফোন ব্যাংকিং; সাংগঠনিক এবং নির্বাচিত অফিসিয়াল সাইন-অন চিঠি; সম্পাদককে ও চিঠিপত্রগুলিতে চিঠি লেখা; সামাজিক মিডিয়া প্রচার; নির্বাচিত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে বৈঠক; এবং অহিংস, গান্ধী-স্টাইলের বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশ এবং মিছিলের আয়োজন, তবে তা সীমাবদ্ধ নয়। প্রচারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে চালিত করতে প্রয়োজনীয় কৌশল প্রকার এবং তীব্রতা পরিবর্তিত হতে পারে। প্রচারাভিযান অহিংসতা এবং অহিংস বিরোধের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের মতো সংস্থা বিশ্বব্যাপী অহিংস প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ এবং সংঘাতের বৃদ্ধির ব্যবহার পরীক্ষা করে এবং অনুশীলন এবং গবেষণার অন্তর্দৃষ্টিগুলির ভিত্তিতে কর্মী ও সংগঠকদের প্রশিক্ষণ তৈরি করে।

উপসংহার

যুদ্ধ সর্বদা একটি মনোনয়ন, এবং এটি সবসময় একটি খারাপ মনোনয়ন। এটি এমন একটি পছন্দ যা সর্বদা আরও যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে। এটি আমাদের বংশগতিতে বা আমাদের মানব প্রকৃতিতে বাধ্যতামূলক নয়। এটি দ্বন্দ্বগুলির বিরুদ্ধ একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নয়। অহিংস পদক্ষেপটি আরও কার্যকর পছন্দ কারণ এটি বিরোধকে অপসারণ এবং হ্রাস করে সহায়তা করে। তবে অহিংসতার পছন্দটি বেছে নিতে বিরোধের সূত্রপাত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। এটি অবশ্যই সমাজে তৈরি করতে হবে: সংঘাতের পূর্বাভাস, মধ্যস্থতা, রায় এবং শান্তিরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তৈরি করতে হবে। এটি অবশ্যই জ্ঞান, উপলব্ধি, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের আকারে শিক্ষার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে - সংক্ষেপে, যা শান্তির সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিত। সমাজগুলি সচেতনভাবে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত করে এবং তাই অনিরাপত্তাকে স্থায়ী করে তোলে। কেন মানুষ এই পথে চলতে থাকবে? এমনকি দ্বন্দ্ব-পূর্বের বিরোধিতা প্রতিরোধের চেয়ে লড়াই-পূর্ব প্রতিরোধ আরও কার্যকর এবং কম ব্যয়বহুল। অন্য কথায়, যুদ্ধ প্রতিরোধ করা যুদ্ধের পরে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেয়ে কম ব্যয়বহুল। এবং এটিতে এমনকি মানুষের দুর্দশা এবং ট্রমাও অন্তর্ভুক্ত নেই, যা এড়ানো যায়।

কিছু শক্তিশালী দল যুদ্ধ এবং সহিংসতার দ্বারা উপকৃত হয়। তবে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ, ওয়ার্ল্ড বেয়ন্ড ওয়ার থেকে অনেক কিছু অর্জন করবে।

শান্তি বিরাজ করার জন্য আমাদের সমানভাবে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে আরও ভাল পছন্দের জন্য। আপনি যদি শান্তি চান, শান্তির জন্য প্রস্তুত হোন।

"ভুলে যান যে গ্রহ-সংরক্ষণের এই কাজটি প্রয়োজনীয় সময়ে সম্ভব নয়। এমন লোকদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হবেন না যারা জানেন যা সম্ভব নয়। যা করা দরকার তা করুন এবং আপনার কাজ শেষ হওয়ার পরেও এটি অসম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।"

- Paul Hawken (Environmentalist, Author)

অনুপ্রেরিত হও

- ১৭৫ টি দেশের ৭৫,০০০ এরও বেশি লোক এবং ৫০০ টি সংস্থা শান্তির জন্য ওয়ার্ল্ড বেয়ন্ড ওয়ার এর অঙ্গীকার স্বাক্ষর করেছে।
- ডিমিলিটারাইজেশন চলছে। কোস্টারিকা এবং আরও ২৪ টি দেশ তাদের সামরিক বাহিনীকে পুরোপুরি ছিন্ন করেছে।
- বিংশ শতাব্দীর ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সহ এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসা ইউরোপীয় দেশগুলি এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যৌথভাবে কাজ করে।
- প্রাক্তন মার্কিন সেনেটর ও রাষ্ট্র সচিব ও অসংখ্য অবসরপ্রাপ্ত, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা সহ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রাক্তন উকিলগণ প্রকাশ্যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদের বিলুপ্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
- কার্বন অর্থনীতি এবং তেল নিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বিশ্বব্যাপী একটি বিশাল আন্দোলন চলছে।
- বিশ্বজুড়ে অনেক চিন্তাশীল মানুষ এবং সংগঠন পাল্টা "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।
- বিশ্বে দশ লক্ষেরও বেশি সংস্থাগুলি সক্রিয়ভাবে শান্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করছে।
- তিরিশটি লাতিন আমেরিকান এবং ক্যারিবিয়ান জাতি ২৯ শে জানুয়ারী, ২০১৪-এ শান্তির একটি অঞ্চল তৈরি করেছিল।

- গত ১০০ বছরে, আমরা প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে মানব ইতিহাস সংস্থাগুলি এবং আন্দোলন তৈরি করেছি: জাতিসংঘ, বিশ্ব আদালত, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত; এবং কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তি, ল্যান্ডমিনেস নিষিদ্ধ করার সন্ধি, শিশু সৈন্যদের নিষিদ্ধ করার চুক্তি এবং আরও অনেক চুক্তি।
- ২০১৭ সালে, পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার চুক্তিটি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।
- ইতিমধ্যে একটি শান্তি বিপ্লব চলছে।

যোগ করুন

নারীবাদী বৈদেশিক নীতি

দেশ-রাষ্ট্রের নীতি পর্যায়ে, আমরা বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফ্রেমওয়ার্কের বিকাশের সাক্ষ্য দিচ্ছি যা ব্যাপকভাবে ফেমিনিস্ট ফরেন পলিসি (এফএফপি) হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। ফেমিনিস্ট ফরেন পলিসি কেন্দ্র কীভাবে এই ফ্রেমওয়ার্কগুলি সংজ্ঞায়িত করেছে তা এখানে প্রদত্ত:

> "নারীবাদী বৈদেশিক নীতি (ফেমিনিস্ট ফরেন পলিসি বা এফএফপি) এমন একটি কাঠামো যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতাটিকে সর্বাগ্রে উন্নীত করে এবং বিশ্বব্যাপী ইস্যুগুলির একটি বিস্তৃত ও গভীর বিশ্লেষণ সরবরাহ করে। এটি সর্বাধিক প্রান্তিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সুরক্ষার বিকল্প এবং ছেদকেন্দ্রিক পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব দিয়ে ঐতিহ্যবাহী বিদেশনীতি চিন্তাভাবনার ব্ল্যাক বক্স পদ্ধতির বাইরে এবং সামরিক শক্তি, সহিংসতা এবং আধিপত্যের উপর এর ফোকাসের বাইরে এক পদক্ষেপ নেয়। এটি একটি বহুমাত্রিক নীতি কাঠামো যা পুরুষতন্ত্র, পুঁজিবাদ, বর্ণবাদ এবং সামরিকতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক শক্তির তদন্তের লক্ষ্যে মহিলাদের এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা এবং প্রতিনিধিত্ব উন্নীত করা।"[194]

যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি নারীবাদী বৈদেশিক নীতি হ'ল পুরুষতান্ত্রিক এবং হিংসাত্মক বিদেশী নীতির স্থিতিশীলতার প্রতিক্রিয়া। এটি এমন একটি সমাধান যা ক্ষমতার বৈষম্যগুলিকে পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিণতিগুলির মুখোমুখি এমন লোকদের দ্বারা অবহিত করা একটি রাজনৈতিক কাঠামো সরবরাহ করে।[195] মহিলাদের জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রের মতে, "নারীবাদী বিদেশী নীতি এমন একটি হাতিয়ার যা মহিলাদের অধিকারের জন্য অনেকগুলি প্রয়োজনীয়, ছেদপূর্ণ এবং প্রায়শই বহুপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেখায়, একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, শান্তি ও সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তির মতো জরুরি বিষয়গুলিকে সম্বোধন করে বৃদ্ধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনে।"[196]

এফএফপি হ'ল নীতি সম্পর্কিত পদ্ধতি যা জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগের কেন্দ্রে লিঙ্গ বিশ্লেষণকে রাখে। প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক ধারণা যা পুরুষালি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং কীভাবে সেগুলি জাতীয় সুরক্ষা দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত হয় সে প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক ধারণাগুলিকে তারা প্রশ্ন করে। লিঙ্গ এবং সুরক্ষার শীর্ষস্থানীয় কণ্ঠস্বর ক্যারল কোহন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে "শক্তিশালী হওয়া কী বোঝায়, কার্যকরভাবে কীভাবে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, আমাদের সুরক্ষিত রাখতে তা কী করে সে সম্পর্কে আমাদের অনেক অনুমান ও বিশ্বাস থেকে উত্থিত হয় ধারণা যে কোন সুরক্ষা নীতি কার্যকর হবে।"[197] একটি নারীবাদী বিদেশী নীতি হল প্রতিষেধক। এটি সুরক্ষাকে কেবল ধারণাগতভাবে নয়, প্রত্যক্ষ পরিবর্তন, অগ্রাধিকার এবং প্রচলিত নীতিগুলিতে যেগুলি ঐতিহ্যগতভাবে সামরিকীকরণের সুরক্ষার দৃষ্টান্তে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা বেসামরিকীকরণ করে। পারমাণবিক নীতি সম্পর্কে কথা বলার সময়, নারীবাদী বিদেশী নীতি কেন্দ্রের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মারিসা কনও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মানব অভিজ্ঞতা অবশ্যই কেন্দ্রে হতে হবে এবং প্রতিটি নীতিগত বিকল্পকে সত্য সুরক্ষার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অনুসন্ধান করা উচিত, শক্তি এবং অর্থের জন্য চালনা করা না।[198]

---

[194] https://centreforfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign-policy/

[195] https://centreforfeministforeignpolicy.org/our-story

[196] https://www.icrw.org/publications/feminist-foreign-policy-a-framework/

[197] Cohn, C. (2019). *লিঙ্গ এবং জাতীয় নিরাপত্তা* (নতুন ভার্সন। জেন্ডার, জাস্টিস, ন্যাশনাল সিকিউরিটি, পৃঃ ৬-১১)। প্লোশেয়ারস ফান্ড। https://www.ploughshares.org/sites/default/files/A-New-Vision-Gender-Justice-National-Security.pdf

[198] একই সূত্র (পৃঃ ৫২-৫৭)।

২০১৪ সালে সুইডেনের নেতৃত্বে প্রাথমিকভাবে বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে, যারা তাদের নিজ নিজ নারীবাদী বিদেশী নীতি গ্রহণ করেছে বা অনুসরণ করছে (উদাহরণস্বরূপ বাক্স দেখুন)। যে কোনও নারীবাদী বৈদেশিক নীতিতে মূল বিবেচনাগুলি হ'ল প্রান্তিক কণ্ঠের অন্তর্ভুক্তি হওয়া উচিত (দেখুন: এই বইয়ের "শান্তি ও সুরক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা "), ছেদমূলক বিশ্লেষণ, সুরক্ষার পুনর্বিবেচনা (দেখুন:" এই বইয়ের "আমাদের কী সুরক্ষা দেয়") এবং স্থানান্তরের ব্যয় অগ্রাধিকারগুলি (দেখুন: এই বইয়ের "সামরিক ব্যয়কে পুনঃসমন্বয়")।

নারীবাদী বিদেশী নীতিগুলি, যখন নারীবাদী বৃত্তিতে ভিত্তি করে[199], ইতিমধ্যে একটি বাস্তবতা। পক্ষসমর্থনএবং ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি দিয়ে এই কাঠামোগুলি সামরিকবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে বিদেশী নীতি, চলমান এবং জাতীয় সুরক্ষা বক্তৃতাতে নতুন রীতি তৈরি করতে পারে।

নারীবাদী বিদেশী নীতিগুলির নির্বাচিত উদাহরণ

দেশ	*ফ্রেমওয়ার্ক*	*এটি কীভাবে শান্তি ও সুরক্ষার জন্য কিভাবে প্রযোজ্য*
সুইডেন	নারীবাদী বৈদেশিক নীতি	“নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা সুইডেনের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য। মহিলা এবং মেয়েশিশুরা তাদের মৌলিক মানবাধিকার উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলির কাঠামোর মধ্যে একটি বাধ্যবাধকতা এবং শান্তি, এবং সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে সুইডেনের বিস্তৃত বৈদেশিক নীতি লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বশর্ত।”[200]
কানাডা	নারীবাদী আন্তর্জাতিক সহায়তা নীতি	“কানাডা হুমকি হ্রাস করতে এবং সশস্ত্র সংঘাত দ্বারা প্রভাবিত নাজুক রাজ্য এবং রাজ্যগুলিতে স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের সুবিধার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কানাডা শান্তি প্রক্রিয়াতে মহিলাদের বেশি সংখ্যক অংশগ্রহণকে উত্সাহিত করে এবং এর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিশ্ব নারী, শান্তি ও সুরক্ষা এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করে।”[201]
লাক্সেমবার্গ	ফেমিনিস্ট ফরেন পলিসি তৈরির ঘোষণা	“একটি নারীবাদী বিদেশী নীতি কূটনীতি, সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা, বা বিদেশে বেসামরিক মিশন যাই হোক না কেন, সর্বস্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যও নিয়েছে। “নারী ও শান্তি ও সুরক্ষা” শীর্ষক জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল ১৩২৫ এর রেজুলেশন অনুসারে সমাজের সকল স্তরে নারীর উন্নত প্রতিনিধিত্ব নিজে থেকে লক্ষ্য নয় এবং নিজেই, বিশ্বে শান্তি, সুরক্ষা এবং গণতন্ত্রকে জোরদার করার

[199] বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পিস সায়েন্স ডাইজেস্টের বিশেষ সংখ্যা "লিঙ্গ এবং সংঘাত" দেখুন: https://peacesciencedigest.org/special-issue-gender-conflict

[200] https://www.government.se/government-policy/feminist-foreign-policy/

[201] https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng#5.6

		উপায়। একটি নারীবাদী বিদেশী নীতি তাই কেবল নারীর সেরা স্বার্থেই নয়, সকলের সেরা স্বার্থে এবং আমাদের একটি স্থিতিশীল এবং সুরক্ষিত বিশ্বের প্রতিশ্রুতিতে অবদান রাখে।”[202]
মেক্সিকো	নারীবাদী বৈদেশিক নীতি	"মেক্সিকোর নারীবাদী বিদেশী নীতিটি একটি সুনির্দিষ্ট ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাঠামোগত পার্থক্য, শূন্যতা এবং লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস এবং সরানোর জন্য সরকারের পদক্ষেপগুলি প্রচার করার জন্য, বৈদেশিক নীতি থেকে শুরু করে এমন নীতিগুলির একটি সেটের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[203]

[202] https://maee.gouvernement.lu/content/dam/gouv_maee/minist%C3%A8re/d%C3%A9clarations-de-politique-%C3%A9trang%C3%A8re/2019/EN-Declaration-de-politique-etrangere-2019.pdf
[203] https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-anuncia-la-adopcion-de-su-politica-exterior-feminista?state=published

শান্তির জন্য অবকাঠামো

বৈশ্বিক শান্তিনির্মাণে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে (নীচে বর্ণিত কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমগুলি সহ) বিশ্বের কয়েকটি দেশে শান্তির জন্য জাতীয় অবকাঠামো রয়েছে (আই ৪ পি)। কার্যত সকলেরই প্রতিরক্ষা বিভাগ, পূর্বে যুদ্ধ বিভাগ, পাশাপাশি আধাসামরিক নীতি ও কাঠামোর ভিত্তিতে নির্মিত সুরক্ষা বিভাগের কিছু প্রকরণ রয়েছে। সামরিক অবকাঠামো অত্যন্ত উত্সাহিত, সহজেই সংহত, এবং প্রদত্ত সমাজে সর্বস্তরে উপস্থিত। এই কাঠামোগত ব্যবস্থায়, অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মন্ত্রিসভা স্তরে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামরিক ধরণের হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে হয়। এমনকি পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যার প্রতিক্রিয়াও এই নীতি পরিবেশে বিশালভাবে সুরক্ষিত হয়ে উঠেছে।

একটি সমান্তরাল শান্তি-গড়ন কাঠামো প্রয়োজন যা এই প্রবণতাটির মোকাবিলা করে, যেখানে শান্তি মন্ত্রী বা সচিবকে অহিংসতা এবং শান্তির দৃষ্টিসহায় কাচের মাধ্যমে শান্তি এবং সুরক্ষার সমস্ত বিষয় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। তদুপরি, এই পদ্ধতিটি নীচের দিক থেকে থাকা দরকার, যা রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত, তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থানীয় এবং আঞ্চলিক স্তরের শান্তিনির্মাণ কাঠামোর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সম্মিলিত শান্তি ও সুরক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এটি সত্যিকারের বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।

জন পল লেদারচ তাঁর বই বিল্ডিং পিস: বিভক্ত সমাজে টেকসই পুনর্মিলন (1997): I4P ধারণাটি চালু করেছিলেন:"... আজকের দ্বন্দ্বগুলিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের স্তরগুলিতে একটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন, এমন একটি অবকাঠামো যা সেই সমাজের মধ্যে থেকে পুনর্মিলনের সংস্থানকে শক্তিশালী করে এবং বাইরে থেকে অবদান সর্বাধিকতর করে তোলে।"

আফ্রিকান ইউনিয়নের সাথে একযোগে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) একটি জেনেরিক সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে: একটি আই ৪ পি একটি "আন্তঃনির্ভরশীল সিস্টেম, সংস্থান, মূল্যবোধ এবং দক্ষতাগুলির একটি নেটওয়ার্ক যা সরকার, সুশীল সমাজ এবং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয় যা সংলাপ প্রচার করে এবং পরামর্শ, সংঘাত রোধ এবং সক্ষম করতে এবং যখন কোনও সমাজে সহিংসতা ঘটে তখন শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতা সক্ষম করে।"[204]

গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর মিনিষ্ট্রিস এন্ড ইনফ্রাস্টাকচার ফর পিস (গ্যামিপি) গঠিত হয়েছিল ২০০৫ সালে এবং এই কাজটি চালানোর জন্য দ্বিবার্ষিক বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলন করেছে। মূল ধারণাটি হ'ল যুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিককরণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শান্তিনির্মাণকে প্রাতিষ্ঠানিককরণ করা। এর সদস্যরা নীচে উল্লিখিত কোস্টা রিকান এবং নেপালি উভয় মন্ত্রণালয় সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিত ভূমিকা পালন করেছিলেন।

জাতীয় মন্ত্রনালয় বা শান্তির বিভাগগুলি গঠনে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন হয়েছে: সলোমন দ্বীপপুঞ্জ (কোনও তারিখ নেই), নেপাল (২০০৭), বোগেনভিলের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (তারিখ নেই) এবং ইথিওপিয়া (২০১৮) যুদ্ধ-পরবর্তী উন্নয়নের উদাহরণ। নেপাল মন্ত্রণালয় সমাপ্ত করা হয়েছে, অন্যরা সবাই বিকাশ অব্যাহত রেখেছে। আফগানিস্তান (২০১৮) চলমান সংঘর্ষে তালিবানদের সাথে আলোচনায় জড়িত একটি শান্তি মন্ত্রনালয়ও তৈরি করেছে। ২০১৯ সালে একটি লোয়া জারগা আহ্বান করা হয়েছিল, একটি শান্তি সমাবেশ পুরো আফগান উপজাতি সমাজের প্রবীণদের একত্রিত করে, শান্তি ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য।

---

[204] দেখুন ইউএনডিপি: ইস্যু সংক্ষিপ্ত: শান্তি অবকাঠামো, সঙ্কট প্রতিরোধ ও পুনরুদ্ধারের ব্যুরো, ওয়ান ইউএন প্লাজা, নিউইয়র্ক, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। http://www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/pdfs/Issue_brief_infrastructure_for_peace.pdf

কোস্টা রিকা (২০০৯), বিচার ও শান্তি মন্ত্রকের অংশ হিসাবে শান্তির জন্য সহ-মন্ত্রী তৈরি করে। ১৯৪৮ সালে তার সেনাবাহিনী বিলুপ্তকরণের পরে ১৯৮৩ সালে নিরপেক্ষতার ঘোষণা দিয়ে শুরু হওয়া শান্তি তৈরি সংক্রান্ত ধারাবাহিক নীতিমালার ফলস্বরূপ একজন মন্ত্রী গঠিত হওয়ার একমাত্র উদাহরণ এটি।

যদিও গ্যাম্পের ফোকাসটি মূলত জাতীয় স্তরে এই জাতীয় বিভাগগুলিতে ছিল, তবে এটি বুঝতে পেরেছিল যে আই ৪ পি এর বিস্তৃত ধারণাটি আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রকে গ্রহণ করেছে। সামগ্রিক সমন্বয়ের জন্য জাতীয় স্তরের বিভাগ অপরিহার্য, একই সাথে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়েও শান্তিস্থাপন কাঠামো প্রয়োজন। দ্বন্দ্বগুলি যে স্তরে ঘটে সেগুলি সে স্তরে সমাধান করা দরকার, সাধারণত স্থানীয় শান্তি কমিটিগুলিকে নিযুক্ত করে, যা সম্মানিত স্থানীয় নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং প্রায়শই শান্তিবৃদ্ধির ঐতিহ্যবাহী এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত মডেলগুলি ব্যবহার করে। রাজ্য-স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন বা নাও থাকতে পারেন, তবে সাধারণত আলোচনার কাঠামো নির্ধারণ করা হয় না। এই নিবন্ধে কেবলমাত্র আই ৪ পি এর উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা কোনও দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত স্তরে সক্রিয় রয়েছে, যেহেতু ঘটনামূলক এবং বিচ্ছিন্ন উদাহরণগুলি সম্ভবত অসামান্য হলেও বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুরক্ষার প্রয়োজন মেটাতে অপ্রতুল। বেশিরভাগ শান্তি প্রক্রিয়াগুলির ইতিহাস হ'ল এগুলি প্রায়শই টুকরা-খাবার স্থাপন করে এবং সফল আলোচনার পরে আহত হয়, যদিও সাফল্যটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, প্রায়শই টপ-ডাউন এবং ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয় না।

কেনিয়া ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তি-স্থাপন এবং সংঘাত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি তৈরি করে। এটি অনুসরণ করেছে প্রাক-নির্বাচন-পরবর্তী এবং জাতিগত সহিংসতার ঘটনা। নীতিটির ছয়টি মূল স্তম্ভ রয়েছে যা এর সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, জাতীয় এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের সমস্ত স্তরে দ্বন্দ্ব-সংবেদনশীল পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রামিংয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়। এই স্তম্ভগুলি হ'ল: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি; সংঘাত প্রতিরোধ; মধ্যস্থতা এবং প্রতিরোধমূলক কূটনীতি; ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ ও প্রশমন; এবং বিরোধ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার এবং স্থিতিশীলতা। দ্বন্দ্ব নিরসনের ঐতিহ্যগত উপায় প্রচার করে ওল্ডার্স কাউন্সিলের সাথে বেশিরভাগ জেলায় জেলা শান্তি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সতর্কতা এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং রাষ্ট্রের সহায়তায়, সকল অংশীদারদের মধ্যে শান্তিবৃদ্ধির জন্য নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জোর দেওয়া হয়েছে।[২]

ঘানা ২০১১ সালের জাতীয় শান্তি কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে জাতীয় শান্তি কাউন্সিল (এনপিসি) তৈরি করেছে। এনপিসি অর্থায়িত হয়, তবে জাতীয় সরকার থেকে এর দূরত্ব রাখা হয়। এর সদস্যপদে, যাদের সবাই স্বেচ্ছাসেবক, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক, জাতিগত এবং ধর্মীয় সম্পর্কযুক্ত সদস্য রয়েছে। এনপিসির অধীনে কাউন্সিল সচিবালয়, প্রতিটি অঞ্চলে কাউন্টি শান্তি সচিবালয় এবং জেলা শান্তি কমিটি রয়েছে। এনপিসি অন্যান্য স্তরের সাথে সমন্বয় করে এবং নেটওয়ার্কগুলি সংঘাত প্রতিরোধ এবং, সমাধান এবং বিভিন্ন স্তরের শান্তির ফোরামগুলি পূরণের জন্য অর্থ সরবরাহের প্রশিক্ষণ দেয়। ইস্যু বা দ্বন্দ্বের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সংস্থার সংশ্লিষ্ট স্তরের অনুরোধ করা হয়।

কিরগিজিস্থান বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমে জনগণের ঐক্য ও আন্ত-জাতিগত সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে একটি টেকসই উন্নয়ন কৌশল হিসাবে আই ৪ পিএস কে দেখছে। এর মধ্যে রয়েছে: জাতিগত, ধর্মীয় নীতি ও সিভিল সোসাইটির সাথে সহযোগিতা বিভাগ এবং জাতীয় সরকারের মধ্যে স্থানীয় স্ব-সরকার এবং আন্ত-জাতিগত সম্পর্ক সম্পর্কিত স্টেট এজেন্সি, যা ২০১৩ সালে তৈরি হয়েছিল। আঞ্চলিক পরামর্শমূলক শান্তি কমিটির মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সাথে এই কাঠামোর সহযোগিতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতির সাফল্যের মধ্যে পরবর্তী বছরগুলিতে আন্ত জাতিসত্তা সহিংসতার উল্লেখযোগ্য হ্রাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কারণ দেশটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে, যেখানে সমস্ত নাগরিক রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে অনুভূত হয় এবং শান্তি প্রক্রিয়াগুলি দেখে এবং গ্রহণ করে। উপরের অন্যান্য ঘটনার মতো এটিরও কাজ চলছে।

২০০৬ সালে গ্যাম্প কানাডা শীর্ষ সম্মেলনের পর থেকে জাতিসংঘ একটি আন্দোলনের স্থান, এবং পিস নাউ এবং গ্যাম্প সদস্যদের নেতৃত্বে, সদস্য রাষ্ট্রগুলির মাধ্যমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য, যাতে সবগুলি সরকারে আই ৪ পি তৈরির আহ্বান জানানো হয়। আই ৪ পি "আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন স্তরে সত্তা ও প্রক্রিয়াগুলি গঠন করতে পারে: আনুষ্ঠানিক, অ-আনুষ্ঠানিক এবং আধা-আনুষ্ঠানিক, এবং তদনুসারে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় / সম্প্রদায় স্তরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে"।[205] এগুলি টপ-ডাউন বা ডাউন-আপ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে (বা উভয়ের মিশ্রণ)। আই ৪ পি "আনুষ্ঠানিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যেমন শান্তি মন্ত্রনালয়গুলি, যা স্থানীয়ভাবে শান্তি কমিটির মতো সংঘাতের সাথে মোকাবিলার জন্য স্থানীয় ব্যবস্থার সাথে আদর্শভাবে সংযুক্ত রয়েছে" (এলপিসি)।[206]

পল ভ্যান টেনগেন এলপিসিগুলির উন্নয়নে কয়েকটি সেরা অনুশীলনের রূপরেখা দিয়েছেন:[207]

১. রাষ্ট্রীয় আই৪পি থাকাকালীন এলপিসিগুলি সবচেয়ে ভাল কাজ করে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্ত স্তরে সংগঠিত হয়, তবে জাতীয় বা আঞ্চলিক সরকার থেকে স্থানীয় স্তরের স্বায়ত্তশাসনের একটি উচ্চ স্তরের সাথে কাজ করে।

২. সাধারণত, শান্তি প্রক্রিয়াগুলি নীচ থেকে শুরু হয় এবং অবশ্যই কাঠামো, সংগঠন এবং সম্প্রদায়ের স্বীকৃত অংশগ্রহণকারীদের, যারা প্রায়শই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যবাহী নেতা হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্ভাবনের অনুমতি দেয়।

৩. সরকারী প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন, স্থানীয় প্রক্রিয়া চালিত করার পরিবর্তে এবং আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিবর্তে প্রাথমিকভাবে উচ্চ স্তরের মৈত্রী হিসাবে কাজ করে।

৪. এলপিসিগুলি প্রায়শই কাজ করতে পারে যেখানে সরকার পারে না বা সন্দেহের সাথে বিবেচিত হয় এবং সম্ভাব্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হ্রাস করতে সক্ষম হতে পারে, যেমন নির্বাচন-পূর্ববর্তী এবং নির্বাচনের পরে বা জাতিগত উত্তেজনার ক্ষেত্রে।

৫. এমন কোনও মানক সূত্র নেই যা সমস্ত প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে নির্দিষ্ট স্থানীয় অবস্থা থেকে উদ্ভূত হওয়া উচিত।

৬. একটি সংঘাতের সমস্ত পক্ষ এবং যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের অবশ্যই আদর্শভাবে নারী এবং পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্বের সাথে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।[208]

---

[205] https://www.berghof-foundation.org/en/publications/glossary/infrastructures-for-peace/

[206] এলবিআইডি (Ibid)

[207] পল ভ্যান টঙ্গরেন শান্তি ও স্থানীয় শান্তি কমিটির জন্য অবকাঠামোগত গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত।

[208] দেখুন: Van Tongeren, P. (Forthcoming)। মূল ভিত্তি থেকে শান্তি তৈরি করা: আফ্রিকার শান্তির জন্য স্থানীয় শান্তি কমিটি এবং অবকাঠামো। বিরোধী শান্তিতে: একটি জাতীয় চুক্তির প্রেক্ষিতে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি। আরো দেখুন: van Tongeren, P. (২০১৩) ক্রিয়েটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর পিস - এক্সপিরিএন্সেস অ্যাট থ্রি কন্টিনেন্টস। গবেষণা এবং বিশ্লেষণ – Pensamiento Propio (36-37)।

শান্তি ও সুরক্ষায় তরুণদের ভূমিকা

শান্তি ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে তরুণদের ভূমিকা একটি নৈতিক ও বাস্তববাদী উভয়ই প্রয়োজনীয়। এটি একটি নৈতিক অপরিহার্য কারণ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে তরুণরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন নীতি ও কর্মসূচিতে জড়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা একটি মৌলিক মানবাধিকার। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে, জাতিসংঘের শিক্ষাগত বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) বলেছিল: "যুব সমাজের উপস্থিতি; তাদের জড়িততা মানব উন্নয়ন এবং টেকসই এর জন্য প্রয়োজনীয়। যুবসমাজের দ্বারা আজ সবচেয়ে জোরালো দাবি যে অংশ নিয়েছে তা হ'ল তাদের অংশগ্রহণ।" সুতরাং শান্তি প্রক্রিয়াগুলি, প্রোগ্রাম চক্রের সমস্ত পর্যায়ে যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে কাজটি তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে হয় এবং এটি বিস্তৃত মানবাধিকারের সাথে একত্রিত হয়।

শান্তি ও সুরক্ষার কাজে যুবদের অন্তর্ভুক্তি একটি বাস্তববাদী আবশ্যক কারণ আজকের তরুণ প্রজন্ম ইতিহাসের বৃহত্তম জেনারেশন। বিশ্বব্যাপী, বর্তমানে ১৮০ কোটি ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী বা পৃথিবীতে প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশি যুবক রয়েছেন। ২০৩০ সাল নাগাদ ১৫-২৪ বছর বয়সী লোকের সংখ্যা 40% এ পৌঁছতে পারে বলে অনুমান করা হয়।[209] আনুমানিক ৩১০ কোটি যুবক এবং ২৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রায় ২৭০ কোটি) আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দ্রুত বর্ধনশীল শহরে বসবাস করছে।[210] আমরা যদি যুদ্ধের সমাপ্তির লক্ষ্যটিকে আরও কিছুটা অর্জনযোগ্য করে তুলতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই বিশ্বের অভূতপূর্ব যুবক জনসংখ্যাকে সহিংসতা রোধ, সংঘাতের রূপান্তর এবং টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সংস্থান এবং সহায়তা দিয়ে সজ্জিত করতে হবে শান্তি।

তরুণরা প্রায়শই তাদের ইতিবাচক অবদানের মাধ্যমে এবং নিয়মিতভাবে এ জাতীয় সমস্যা থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার হতাশার মধ্য দিয়ে শান্তি ও সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যার শীর্ষে থাকে।[211] যুব-নেতৃত্বাধীন শান্তি-নির্মাণমূলক কাজের যে ব্যবস্থাগুলি বিদ্যমান তা স্বীকার করে নিচে বর্ণিত, সেখানে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক স্তরে শান্তি ও সুরক্ষার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য ক্রমবর্ধমান সংখ্যক তরুণ কাজ করছে। সেখানে বিশ্বব্যাপী এমন অনেকগুলি সংস্থা এবং উদ্যোগ রয়েছে যা লক্ষ্য করে তরুণদের শান্তি ও সুরক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং ক্রিয়ায় আরও ভালভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে সহায়তা করে। বিশিষ্ট উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: ইউনাইটেড পিসবিল্ডার্স এর ইউনাইটেড নেটওয়ার্ক, পিসজ্যাম, সাধারণ গ্রাউন্ডের জন্য অনুসন্ধান, পিস বিল্ডিংয়ের জন্য জোট, পিস ডাইরেক্ট, কোয়েকারস, নিউজেন পিস বিল্ডার্স, জেনারেশন ফর পিস, শান্তির বীজ। ইয়ং পিস বিল্ডার্স, কমনওয়েলথ ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডরস নেটওয়ার্ক, এবং সহিংস চরমপন্থা রোধে বন্ধুরা, অন্যদের মধ্যে।

[212] নীতিনির্ধারক এবং রাজনীতিবিদরাও ক্রমবর্ধমান সংখ্যক যুক্তি দেখিয়েছেন যে শান্তির প্রক্রিয়ায় তরুণদের অন্তর্ভুক্ত ও অর্থবহ অংশগ্রহণ জাতিসংঘের 'টেকসই শান্তি' এজেন্ডা অর্জনের জন্য পূর্বশর্ত এবং টেকসইযোগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি আরও বিস্তৃতভাবে। এর মধ্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসও রয়েছেন, যিনি এ কথা বজায় রেখেছেন: "আমাদের গ্রহকে রক্ষা করতে এবং মানুষের জীবন উন্নতি করার জন্য বিশ্বকে কথা বলতে হবে, চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং সীমানা ঠেকানো উচিত।" (জাতিসংঘ, ২০২০) আধ্যাত্মিক নেতারাও যুব ও শান্তির যোগসূত্রের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, গান্ধী যুক্তি দিয়েছিলেন:

---

[209] *বিশ্ব জনসংখ্যার অবস্থার* রিপোর্ট দেখুন এখানে https://www.unfpa.org/swop-2014

[210] রিপোর্ট দেখুন *জনসংখ্যা গতিবিদ্যা সম্পর্কিত গ্লোবাল থিম্যাটিক পরামর্শ* এইখানে https://www.unfpa.org/publications/population-and-sustainable-development-post-2015-agenda

[211] জাতিসংঘ ১৫-২৪ বছর বয়সকে যুবক যুবতী হিসেবে নির্ধারন করে। তবুও, "যুবক" বা "তরুন ব্যক্তি" এর সর্বজনীনভাবে সম্মতিযুক্ত সংজ্ঞা নেই। নীতি, আইন এবং গবেষণায় তরুণদের যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।

[212] কিছু নামের প্রতি: অ্যালান স্মিথ, অ্যান্ড্রিয়া উইসলার, সেলিনা ডেল ফেলিস, মাইক লোপস কার্ডোজো এবং সিওভান ম্যাকওভি-ল্যাভি।

"আমরা যদি এই বিশ্বে সত্যিকারের শান্তিতে পৌঁছাতে চাই এবং আমরা যদি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যিকারের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাই, তবে আমাদের শিশুদের সাথে শুরু করতে হবে।"[213]

শান্তি ও সুরক্ষায় যুবকদের ভূমিকা দেখার জন্য তিনটি প্রধান উপায় রয়েছে। প্রথমত, *যুবকরা ক্ষতিগ্রস্থ হিসাবে,* যা যুদ্ধ এবং সহিংসতায় যুবকেরা কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা দেখায়। এই প্রমাণ রয়েছে যে সশস্ত্র সংঘাতের কারণে অল্প বয়স্ক ব্যক্তিরা তুলনামূলকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।[214] আজ ও প্রায় ৬০০০ লক্ষ তরুণ নাজুক এবং সংঘাত-প্রভাবিত সেটিংসে বাস করে।[215] দ্বিতীয়ত, *যুবককে অপরাধী হিসাবে,* যা যুবক এবং বিশেষত যুবক-যুবতীদের যেভাবে শান্তির জন্য হুমকী হিসাবে দেখেছে এবং সুরক্ষা। এই প্রসঙ্গে তথাকথিত 'ইয়ুথ বেলজ' সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, যা হিংস্রতা ও নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি বাড়াতে যুবকদের বিশাল দলগুলি যে ভূমিকা নিতে পারে তা বোঝায়।[216] যদিও এই ধরনের দাবিগুলি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নয়, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে অপ্রতিরোধ্য বেশিরভাগ লোক যারা সহিংস উগ্রবাদী হয়ে ওঠে তারা ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষ।[217] তৃতীয়, *যুবকরা শান্তিবিলন্দ হিসাবে,* যা যুবকদের এজেন্সি, স্থিতিস্থাপকতা এবং শান্তি এবং সুরক্ষায় ইতিবাচক অবদানকে বোঝায়। এই বক্তৃতাটি তরুণদের শান্তি বজায় রাখতে মূল কর্মকর্তা হিসাবে ফোকাস করে।

উল্লিখিত তিনটি ভূমিকার মধ্যে চিকিত্সক, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে শান্তিবদ্ধদের চেয়ে সহিংসতার শিকার বা দোষী হিসাবে যুবকের ভূমিকার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই ফোকাসটিও জেন্ডার হতে থাকে, যুবতী মহিলাকে শিকার হিসাবে এবং যুবক পুরুষকে অপরাধী হিসাবে দেখা হয়। এর পরিণতিগুলির মধ্যে একটি হ'ল হিংসাত্মক সংঘাতের রূপান্তর এবং শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তরুণদের ভূমিকা অধ্যয়ন ও অনুশীলনের একটি অনুন্নত ক্ষেত্র আছে। এই ফাঁক, এবং তা পূরণ করার তাত্পর্য, বিশ্ব সম্প্রদায় নজরে আসেনি।

গত পাঁচ বছরে যুব, পিস এবং সুরক্ষা (ওয়াইপিএস) এজেন্ডা হিসাবে যা উল্লেখ করা হচ্ছে তার উপরে অসংখ্য উন্নয়ন প্রভাব ফেলেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, যুব, শান্তি এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিলের ২২৫০ রেজোলিউশন সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৫ সালে গৃহীত হয়েছিল (ইউএনএসসিআর ২২৫০)।[218] যুবসমাজের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিচালিত, এটি প্রথম রেজোলিউশন যা যুবা ব্যক্তিরা শান্তি ও সুরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেই সাথে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। রেজুলেশনটি যুব মানুষের শান্তি প্রক্রিয়া এবং সংঘাত নিরসনে অবদানের সুবিধার্থে কর্মের জন্য পাঁচটি স্তম্ভ চিহ্নিত করে: অংশগ্রহণ, অংশীদারিত্ব, প্রতিরোধ, সুরক্ষা, এবং নিষ্ক্রিয়করণ এবং পুনরায় সংহতকরণ।

ইউএনএসসিআর ২২৫০ গ্রহণের পর থেকে আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে রয়েছে: জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের প্রস্তাব ২৪১৯ গ্রহণ, যা দেশগুলিকে শান্তি চুক্তির আলোচনায় ও বাস্তবায়নে যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে; যুব জাতিসংঘের কৌশল (যুবক ২০৩০), যা বিশ্বব্যাপী যুবসমাজের সাথে এবং যুবসমাজের জন্য যে কাজ করে এবং জাতিসংঘ যে কাজ করে তার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে শান্তি ও সুরক্ষা চিহ্নিত করে; এবং যুব, শান্তি, এবং সুরক্ষা

---

[213] সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে পড়ুন: https://www.peace-ed-campaign.org/view/peace-education-quotes-memes/entry/502/

[214]যুবসমাজের মহাসচিবের দূত অফিসের ওয়েবসাইট দেখুন: https://www.un.org/youthenvoy/armed-conflict/

[215]দেখুন ইউএনডিপি যুব কৌশল ২০১৪-২০১৭: যুবকের ক্ষমতায়ন, টেকসই ভবিষ্যত: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/youthstrategy.html

[216] দেখুন: Hendrik, H. (2006)। প্রজন্মের সংঘর্ষ? যুবসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সহিংসতা। ত্রৈমাসিক আন্তর্জাতিক স্টাডিজ। 50 (3): 607–29.

[217] Sommers, M. (২০১৯)। *যুবসমাজ এবং সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্র*। ওয়াশিংটন, ডিসি: প্রোমুন্ডো-ইউএস।

[218]. https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2250.php

আইন, যা বিদেশে তরুণ শান্তিবদ্ধদের সমর্থন এবং একটি যুব, শান্তি, সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধি তহবিল গঠনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমর্থন জোরদার করার নীতি তৈরির জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় ২০২০ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, শান্তি ও সুরক্ষার কাজে যুবকদের ভূমিকা এবং প্রভাবকে কেন্দ্র করে সংগঠন, প্রোগ্রাম এবং প্রকাশনাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং গ্লোবাল নেটওয়ার্কস, ওয়ার্কিং গ্রুপ, সরঞ্জাম কিট এবং তহবিলের স্ট্রিমগুলিও প্রসারিত হচ্ছে। তবুও, বিশ্ব সম্প্রদায় যখন যুবকদের কাছ থেকে আক্রান্তদেরকে সহিংসতার শিকার বা অপরাধীদের হিসাবে আখ্যানকে শান্তিবিলাদের কাছে স্থানান্তরিত করতে শুরু করেছে, আমরা এখনও শান্তির এজেন্ট হিসাবে যুবসমাজের শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে করছি না।

এই গতিশীলটির একটি শক্তিশালী উদাহরণ ইউএন সুরক্ষা কাউন্সিলের বাধ্যতামূলক গবেষণায় পাওয়া গেছে যা মূল্যায়ন করতে চেয়েছিল "শান্তি প্রক্রিয়া এবং সংঘাত নিরসনে যুবকদের ইতিবাচক অবদান।"[219] বিশ্লেষণ এবং সুপারিশগুলি সাতটি আঞ্চলিক যুব পরামর্শ, 4,000 এরও বেশি তরুণদের সাথে সরাসরি পরামর্শ, ৪৪ টি দেশের ২৮০ ফোকাস গ্রুপ, ৪৫ টি বিষয়ভিত্তিক এবং দেশ-নির্দিষ্ট গবেষণা এবং একটি বৈশ্বিক সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে ছিল যুব-নেতৃত্বাধীন শান্তি-প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহ। অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি তরুণদের ভবিষ্যতের শান্তি এবং সুরক্ষা প্রচেষ্টায় জড়িত করার একটি মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।

এই সমীক্ষার সাধারণ টেনিয়ারটি প্রকাশ করেছে যে যুবকেরা বিভিন্নভাবে শান্তির সংস্কৃতিতে অবদান রাখছে, তারা প্রায়শই শান্তির প্রক্রিয়াতে উপস্থাপিত হয়। সমীক্ষা অনুসারে, তরুণরা ছয়টি মূল ক্ষেত্রের মধ্যে প্রকাশিত বর্জনের তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, লিঙ্গ, অবিচার এবং মানবাধিকার, এবং নিষ্ক্রিয়করণ এবং পুনরায় সংহতকরণ। এই বর্জনের অভিজ্ঞতা তরুণ এবং তাদের সরকার, বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা এবং খোদ গণতন্ত্রের সরবরাহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আন্তঃজাগতিক বিশ্বাসের ব্যবস্থার সন্ধান করা যেতে পারে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে তরুণদের সহিংসতার সাথে যুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে। এটি সমস্যাযুক্ত কারণ এটি তরুণদের এজেন্সিটিকে শান্তির অভিনেতা হিসাবে সীমাবদ্ধ করে এবং নেতিবাচক স্টেরিওটাইপগুলিকে জন্ম দেয় যা কঠোর সুরক্ষার পদ্ধতির দিকে নীতি নির্ধারণ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বলে ২.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছিল। এর উল্লেখযোগ্য অনুপাত যুবসমাজের উগ্রবাদ মোকাবিলার দিকে এগিয়ে যায়, যা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক তরুণকে লক্ষ্য করে যেগুলি 'ঝুঁকির মধ্যে' বা 'সমস্যা' হিসাবে বিবেচিত হয়। এই জাতীয় কর্মসূচিতে বিনিয়োগের উপর একটি অতিরিক্ত নির্ভরতা শান্তি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা সম্পন্ন বৃহত সংখ্যক যুবককে লক্ষ্য করে অন্যান্য প্রচেষ্টার জন্য অর্থের সমঝোতা করতে পারে। এই পটভূমির বিপরীতে, এটি লক্ষ করা উচিত যে বেশিরভাগ তরুণ তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য সহিংসতার দিকে ঝুঁকেন না। বিপরীতে, বিশ্বব্যাপী তরুণদের সিংহভাগ শান্তিপূর্ণ।

এই অধ্যয়নের দ্বারা চিহ্নিত ফাঁকগুলি পাশাপাশি সুপারিশগুলির একটি সেট। এগুলি তিনটি ধারণায় সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: বিনিয়োগ, অন্তর্ভুক্তি এবং অংশীদারিত্ব। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তরুণদের সাথে শান্তি ও সুরক্ষামূলক কাজের জন্য তহবিলের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অপ্রতুল তহবিল। গবেষণায় তাই, ওয়াইপিএসের এজেন্ডায় ১৮০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী প্রতি তরুণ ব্যক্তির প্রতি এক মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিনিধিত্ব করে, ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ তম বার্ষিকীর জন্য ইউএনএসসিআর ২২৫০। ঝুঁকিপূর্ণ বা সমস্যা হিসাবে বিবেচিত তরুণদের লক্ষ্যবস্তু করা ছাড়াও

[219]আরো পড়ুন এইখানে, Simpson, G. (2018) নিখোঁজ শান্তি: যুব, শান্তি এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত স্বাধীন অগ্রগতি অধ্যয়ন। https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction

বর্তমানে যেমন করা হয়েছে, সহিংসতায় জড়িত না এমন যুবকদের লক্ষ্য করার জন্য আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে। এর মধ্যে তরুণদের সক্ষমতা, সংস্থা এবং শান্তির নেতৃত্বকে সমর্থন করার জন্য প্রাথমিক হস্তক্ষেপের মডেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তি মানে কেবল যুবক কণ্ঠকে একত্রিত করা নয়। এর অর্থ এটিও যে যুবকরা শান্তিবৃদ্ধি কৌশলগুলির নকশা, বিতরণ এবং মূল্যায়নে মূল ভূমিকা পালন করছেন। এর অর্থ হ'ল একই যুবকদের সাথে শক্তি ভাগ করে নেওয়া যারা প্রায়শই শান্তি এবং সুরক্ষা গবেষণা এবং অনুশীলনের বস্তু হয়। শান্তির প্রক্রিয়াগুলি যা তরুণদের "সাথে নিয়ে" এবং তাদের "নেতৃত্বে" তৈরি করা হয় সেগুলি যুবকদের নিষ্ক্রিয় প্রাপক হতে শান্তির সক্রিয় বিষয়গুলিতে সরিয়ে দেয়। অংশীদারিত্ব হ'ল ইউএনএসসিআর ২২৫০, কার্যকরভাবে স্থানীয়ভাবে, জাতীয়ভাবে, আঞ্চলিকভাবে এবং বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়নের জন্য যুবক এবং যুব-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলিকে একত্রিত করার বিষয়ে।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল নীতি কীভাবে বাস্তবে অনুবাদ করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে সুরক্ষা কাউন্সিলের বাইরে থাকা ওয়াইপিএস এজেন্ডা সদস্য দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়া, স্বীকার করে যে সমস্ত কাজ অবশ্যই সংঘাত-সংবেদনশীল উপায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, একটি সিরিজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আঞ্চলিক কাঠামো, নীতি নির্দেশিকা এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা অবিরত রয়েছে। একই সময়ে, এটি স্পষ্ট যে আমরা একটি দীর্ঘ যাত্রার শুরুতে নিজেকে খুঁজে পাই এবং সমস্ত শান্তি-বিল্ডিং এবং সুরক্ষা প্রক্রিয়ায় মূলধারার যুবকদের অংশগ্রহণের জন্য আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে। ইউএনএসসিআর ২২৫০ গৃহীত হওয়ার পরে এটি ওয়াইপিএস এজেন্ডা সম্পর্কিত প্রথম জাতিসংঘের প্রতিবেদনে অনুকরণীয়।[220]

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ তৈরির সময়, তরুণদের সাথে শান্তি ও সুরক্ষার কাজে একটি রূপান্তরকামী এবং আরও ক্ষমতায়নের পদ্ধতির অবলম্বন করা দরকার। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োজনীয়:

1. পর্যাপ্ত অর্থ, সময় এবং শক্তি বিনিয়োগ যাতে যুবকরা শান্তিবর্গ হিসাবে তাদের শক্তি এবং সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।
2. তরুণদের শান্তি ও সুরক্ষা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন এবং সকল স্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
3. ইউএনএসসিআর ২২৫০-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় অভিনেতাদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

[220] যুব ও শান্তি ও সুরক্ষা সম্পর্কিত জাতিসংঘের মহাসচিবের ২০২০ এর প্রতিবেদনটি এখানে দেখুন: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2020/167

সংযোজন

আমরা কারা

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবসান এবং একটি ন্যায় ও স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়ার্ল্ড বেয়ন্ড ওয়ার আন্দোলন।

ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার পরিচালনা পর্ষদ স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত হয়:

- Leah Bolger, প্রেসিডেন্ট — ইউএস
- David Swanson — ইউএস
- Alice Slater — ইউএস
- Odile Hugonot Haber — ইউএস / ফ্রান্স
- Barry Sweeney — ইতালি / আয়ারল্যান্ড
- Gar Smith — ইউএস
- Donnal Walter — ইউএস
- Pat Elder — ইউএস
- Marc Eliot Stein — ইউএস
- Liz Remmerswaal Hughes — নিউজিল্যান্ড
- John Reuwer — ইউএস
- Foad Izadi — ইরান

ওয়ার্ল্ড বেয়ন্ড ওয়ারের জন্য নিবেদিত এবং বর্ধমান কর্মী রয়েছে:

- নির্বাহী পরিচালক: David Swanson — U.S.
- আয়োজক পরিচালক: Greta Zarro — U.S.
- শিক্ষা পরিচালক: Phill Gittins — U.K.
- প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া ডিরেক্টর: Marc Eliot Stein — U.S.
- উন্নয়ন পরিচালক: Alex McAdams — Canada

World BEYOND War উপদেষ্টা বোর্ডে রয়েছেন:

- Mairead Maguire — আয়ারল্যান্ড
- Kathy Kelly — ইউএস
- Kevin Zeese — ইউএস
- Maria Santelli — ইউএস
- Hakim Young — আফগানিস্তান
- Gareth Porter — ইউএস
- Ann Wright — ইউএস
- Medea Benjamin — ইউএস
- Johan Galtung — স্পেন
- David Hartsough — ইউএস
- Patrick Hiller — ইউএস

- Matthew Hoh — ইউএস
- Dennis Kucinich — ইউএস
- Rivera Sun — ইউএস
- Tony Jenkins — ইউএস

ওয়ার্ল্ড বেইন্ড ওয়ার 2014 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

- David Hartsough — ইউএস
- David Swanson — ইউএস

ওয়েবসাইটে ইভেন্টের মানচিত্র আপডেট হয়েছে:

- Barry Sweeney — ইতালি / আয়ারল্যান্ড

World BEYOND War মূলত স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত হয় যারা নিখরচায় তাদের সময় ব্যয় করে। এবং আমরা মূলত খুব অল্প দান দ্বারা অর্থায়িত হয়। আমরা প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক এবং দাতার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যদিও তাদের সকলকে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো জায়গা নেই এবং অনেক বেনামে থাকতে পছন্দ করে।

World BEYOND War মার্কিন বিদেশী সামরিক বেসের বিরুদ্ধে জোট এর ওয়ার মেশিন কোয়ালিশন থেকে সরিয়ে সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী দিবস আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যুরো, কোরিয়া সহযোগিতা নেটওয়ার্ক, দরিদ্র জনগণের প্রচারণা, ইউনাইটেড ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস, ইউনাইটেড ন্যাশনাল অ্যান্টিওয়ার কোয়ালিশন, পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্ত করার আন্তর্জাতিক অভিযান, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক এগেইন্সট ওয়েপেন্স অ্যান্ড নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইন স্পেস, আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক নো টু ওয়ার- নো টু ন্যাটো, ওভারসিজ বেস রিঅ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড ক্লোজার কোয়ালিশনের সদস্য।

World BEYOND War সাথে যোগাযোগ করুন

ইমেইল করুন: info@worldbeyondwar.org

আমাদের লিখুন: World BEYOND War, 513 E Main St #1484, Charlottesville VA 22902 USA।

আমাদের কাজকে সমর্থন করুন

World BEYOND War একটি জনশক্তি দ্বারা চালিত আন্দোলন যা আমাদের বিশ্বব্যাপী তৃণমূল নেটওয়ার্কের ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বল্প ডলার অনুদানের উপর নির্ভর করে। আমরা সরকার বা কর্পোরেশনগুলির তহবিল গ্রহণ করি না।

একবারের অনুদান প্রেরণ করে বা মাসে ১৫ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মাসের জন্য মাসিক সরবরাহকারী হয়ে আমাদের কাজকে সমর্থন করার বিষয়টি বিবেচনা করুন (অনুদানগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর-ছাড়যোগ্য)।

"World Beyond War/AFGJ" এর জন্য ইউএস চেক প্রদান করুন।

চেক করে অনুদান পাঠান: World BEYOND War, 513 E Main St #1484, Charlottesville VA 22902 USA

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অনলাইনে অনুদান দিন:https://worldbeyondwar.org/donate/

আপনার উদার সমর্থন দিয়ে, আমরা যুদ্ধ বিলোপ করতে এবং এটি একটি গ্লোবাল সুরক্ষা সিস্টেমের সাথে প্রতিস্থাপন করতে পারি।

দাতা

আমাদের স্বতন্ত্র দাতারা যুদ্ধ বিলোপ করতে বিশ্বব্যাপী তৃণমূল আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটায়। বিশ্বজুড়ে স্বতন্ত্র দাতাদের সাথে, আমরা সীমানা ছাড়িয়ে প্রসারিত একটি ন্যায়বিচার এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করছি।

আমাদের দাতারা এই কাজের মেরুদন্ড এবং আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল, এর পাশাপাশি, তাদের সহায়তার জন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। বছরের পর বছর ধরে আমাদের দাতাদের এবং প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলকারীদের তালিকার জন্য, দয়া করে এখানে যান: https://worldbeyondwar.org/who/

World BEYOND War অধ্যায় এবং অনুমোদিত

World BEYOND War বিশ্বজুড়ে স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী, অধ্যায় এবং অনুমোদিত সংস্থাগুলির একটি বিশ্বব্যাপী তৃণমূল নেটওয়ার্ক। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধটি অনন্য কারণ এটি সমস্ত দেশগুলিতে সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চায় এমন ব্যক্তি এবং সংস্থার প্রচেষ্টাকে এক করে দেয়। আমরা স্বীকার করি যে আজকের যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের এমন কিছু করার ক্ষমতা দেয় যা আগে কখনও হয় নি: যুদ্ধ বিলোপ সক্রিয়তার পক্ষে সমর্থন বাড়াতে বিশ্বব্যাপী আমাদের কণ্ঠস্বর উত্থাপন করুন।

World BEYOND War এর ডিক্লেরাশন অব পিস হল আমাদের কাজের সাথে জড়িত সুযোগ। ১৭৫ টি দেশের ৫০০ টিরও বেশি সংস্থা এবং কয়েক হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছে। সাংগঠনিক স্বাক্ষরগুলি ওয়ার্ল্ড বেওয়ন্ড ওয়ারের ওয়েবসাইটে এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে: https://worldbeyondwar.org/world-beyond-war-peace-pledge-signers/

প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করার বাইরে সংগঠনগুলি একটি "অনুমোদিত" হিসাবে আমাদের সাথে অংশীদার হতে পারে। অনুমোদিতরা তাদের নিজস্ব নাম, ব্র্যান্ড এবং মিশন সহ বিদ্যমান সংস্থাগুলি, যা সমস্ত যুদ্ধের অহিংস পরিণতির জন্য আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে। অনুমোদিত সংস্থাগুলি যুদ্ধের প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করার এবং এটিকে একটি ন্যায় ও স্থিতিশীল শান্তির সাথে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে আমাদের যৌথ ইভেন্ট এবং প্রচারণার সাথে অংশীদার হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের নিজস্ব World BEYOND War "অধ্যায়" গঠন করতে পারেন। অধ্যায়গুলি প্রতিবছর ডাক্লবিডাক্লু'র ফোকাসের জায়গাগুলির সাথে সামঞ্জস্য করে ৪টার বেশি ইভেন্ট / মিটিংয়ের আয়োজন করে: শান্তি শিক্ষা, অস্ত্র বিস্তৃতি এবং সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করা। অধ্যায়গুলি শান্তির ঘোষণাপত্রের জন্য স্বাক্ষরও সংগ্রহ করে এবং তহবিল সংগ্রহ, অনুবাদ, গবেষণা, লিখন এবং আরও অনেক কিছুতে যেমন সহায়তা করে। World BEYOND War আমাদের অধ্যায়গুলিকে বিনামূল্যে শিক্ষামূলক সংস্থান, প্রশিক্ষণের আয়োজন, এবং অধ্যায় ক্রিয়াকলাপ বিকাশ ও প্রয়োগের জন্য তহবিল গঠনে সহায়তা করে। আমরা অধ্যায় ইভেন্টগুলি প্রচার করতে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগের জন্য আমাদের নেটওয়ার্কটি উত্সাহিত করি। আমাদের বিশ্বব্যাপী পৌঁছানোর কারণে, আমরা বিশ্বব্যাপী অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থার সাথে একই ধরণের প্রচারে কাজ করার জন্য, সংস্থানসমূহ, কৌশল এবং শিখানো পাঠগুলি ভাগ করতে সংযোগ করতে পারি।

https://worldbeyondwar.org/findchapter/ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অধ্যায় এবং সহযোগী মানচিত্রের অন্বেষণ করতে, এবং জড়িত হতে আমাদের সাথে info@worldbeyondwar.org এ যোগাযোগ করুন!

সংস্থান নির্দেশিকা

"স্টাডি ওয়ার নো মোর" - এই বইটির জন্য ডাক্লবিডাক্লু'র স্টাডি এবং অ্যাকশন গাইড! - http://globalsecurity.worldbeyondwar.org/

শান্তি পঞ্জিকা -http://worldbeyondwar.org/calendar/

মিলিটারিজম ম্যাপিং - https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

আপনার আয়কর টাকা সত্যিই কোথায় যায়- https://www.warresisters.org/resources/pie-chart-flyers-where-your-income-tax-money-really-goes

পিস সায়েন্স ডাইজেস্ট - www.peacesciencedigest.org

গ্লোবাল পিস ইনডেক্স - http://www.visionofhumanity.org/

জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প, সামরিক / সুরক্ষা - https://www.nationalpriorities.org/works-on/military-security/

সহিংসতার উপর সেভিলের বিবৃতি - http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/seville.pdf

রোটারিয়ান অ্যাকশন গ্রুপ ফর পিস, পিস ম্যাপ - https://fortress.maptive.com/ver4/26293cafb7ba975828856262b4d1ad3e

বই

Ackerman, Peter, and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict (2000)।

American Friends Service Committee, Shared Security: Reimagining U.S. Foreign Policy. (https://www.afsc.org/document/shared-security-reimagining-us-foreign-policy)।

Amster, Randall, Peace Ecology (2014)।

Bacevich, Andrew, দ্য নিউ আমেরিকান মিলিটারিজম: হাউ আমেরিকান্স আর সিডিউসড বাই ওয়ার (২০০৫)।

Bacevich, Andrew, ওয়াশিংটন রুলস: আমেরিকাস পাথ টু পার্মানেন্ট ওয়ার (২০১০)।

Beckwith, Kathy, এ মাইটি কেস এগেইন্সট ওয়ার: হোয়াট আমেরিকা মিসড ইন ইউ.এস. হিস্ট্রি ক্লাস অ্যান্ড হোয়াট উই (অল) ক্যান ডু নাউ (২০১৬)।

Benjamin, Medea, & Evans, Jodie, স্টপ দ্য নেক্সট ওয়ার নাউ: এফেক্টিভ রেসপন্স টু ভায়োলেন্স অ্যান্ড টেরোরিজম (২০০৫)।

Boulding, Elise, এবং Randall Forsberg, অ্যাবোলিশিং ওয়ার: কালচার্স অ্যান্ড ইন্সটিটিউশন্স (১৯৯৮)।

Boulding, Elise, কালচার্স অফ পিস: দ্য হিডেন সাইড অফ হিস্ট্রি (২০০০)।

Boyle, Francis Anthony, ডিফেন্ডিং সিভিল রেজিস্ট্যান্স আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল (১৯৮৭)।

Buchheit, Paul, আমেরিকান ওয়ার্স: ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটিস (২০০৮)।

Burrowes, Robert J. দ্য স্ট্র্যাটেজি অফ ননভায়োলেন্ট ডিফেন্স: এ গান্ধিয়ান অ্যাপ্রোচ (১৯৯৬)।

Cady, Duane L., ফ্রম ওয়ারিজিম টু প্যাসিফিজম: এ মরাল কন্টিনিউয়াম (২০১০)।

Chappell, Paul, দ্য আর্ট অফ ওয়েজিং পিস (২০১৩)।

Chenoweth, Erica, এবং Maria J. Stephan, হোয়াই সিভিল রেজিস্ট্যান্স ওয়ার্কস: দ্য স্ট্র্যাটেজিক লজিক অফ ননভায়োলেন্ট কনফ্লিক্ট (২০১১)।

Delgado, Sharon, শেকিং দ্য গেটস অফ হেল: ফেইথ-লেড রেজিস্ট্যান্স টু কর্পোরেট গ্লোবালাইজেশন (২০০৭)।

Diamond, Louise, এবং John W. McDonald, মাল্টি-ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি: এ সিস্টেমস অ্যাপ্রোচ টু পিস (১৯৯৩)।

Dower, John W., কালচার্স অফ ওয়ার: পার্ল হার্বার / হিরোশিমা / ৯-১১ / ইরাক (২০১০)।

Elder, Pat, মিলিটারি রিক্রুটিং ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস (২০১৬)

Elworthy, Scilla, পিস ইজ নাউ পসিবল: দ্য বিজনেস প্ল্যান টু বিল্ড এ ওয়ার্ল্ড উইদাউট ওয়ার (২০১৭)

Engler, Mark, এবং Paul Engler। দিস ইজ অ্যান আপরাইজিং: হাউ ননভায়োলেন্ট রিভোল্ট ইজ শেপিং দ্য টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি (২০১৬)

Faure-Brac, Russell, ট্রানজিশন টু পিস: এ ডিফেন্স ইঞ্জিনিয়ার্স সার্চ ফর অ্যান অল্টারনেটিভ টু ওয়ার (২০১২)।

Fazal, Anwar, এবং Lakshmi Menon। দ্য রাইট লাইভলিহুড ওয়ে: এ সোর্সবুক ফর চেঞ্জমেকার্স (২০১৬)

Fry, Douglas, ওয়ার, পিস, অ্যান্ড হিউম্যান নেচার: দ্য কনভারজেন্স অফ ইভোলিউশনারি অ্যান্ড কালচারাল ভিউস (২০১৩)।

Galtung, Johan। অ্যাবোলিশিং ওয়ার। ক্রিমিনালাইজিং ওয়ার, রিমুভিং ওয়ার কজেস, রিমুভিং ওয়ার অ্যাজ ইন্সটিটিউশন (অ্যাক্সেস করা হয়েছে ২০১৬)।

Galtung, Johan। এ থিওরি অফ পিস। বিল্ডিং ডাইরেক্ট-স্ট্রাকচারাল-কালচারাল পিস (অ্যাক্সেস করা হয়েছে ২০১৬)।

Goldstein, Joshua S., উইনিং দ্য ওয়ার অন ওয়ার: দ্য ডিক্লাইন অফ আর্মড কনফ্লিক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড (২০১১)।

Grossman, Dave, অন কিলিং: দ্য সাইকোলজিক্যাল কস্ট অফ লার্নিং টু কিল ইন ওয়ার অ্যান্ড সোসাইটি (১৯৯৬)।

Hand, Judith L., শিফট: দ্য বিগিনিং অফ ওয়ার, দ্য এন্ডিং অফ ওয়ার (২০১৪)।

Harris, Ian, এবং Mary Lee Morrison, পিস এডুকেশন, ৩য় সংস্করণ, (২০১২)।

Hartsough, David, ওয়েজিং পিস: গ্লোবাল অ্যাডভেঞ্চার্স অফ এ লাইফলং অ্যাক্টিভিস্ট (২০১৪)।

Hastings, Tom, ইকোলজি অফ ওয়ার অ্যান্ড পিস: কাউন্টিং কস্টস অফ কনফ্লিক্ট (২০০০)।

Hastings, Tom, এ নিউ এরা অফ ননভায়োলেন্স। দ্য পাওয়ার অফ সিভিল সোসাইটি ওভার ওয়ার (২০১৪)।

Hathaway, Oona, এবং Scott Shapiro.। ইন্টারন্যাশনালিস্টস: হাউ র‍্যাডিকাল প্ল্যান টু আউটল ওয়ার রিমেড দ্য ওয়ার্ল্ড (২০১৭)।

হকেন, পল, ধন্য অশান্তি: বিশ্বের বৃহত্তমতম আন্দোলনটি কীভাবে উপস্থিত হয়েছিল এবং কেন কেউ দেখেনি যে এটি আসছে (২০০৭)।

ইরভিন, রবার্ট এ।, বিল্ডিং এ পিস সিস্টেম (১৯৮৯; হ্যাটি ট্রাস্টের মাধ্যমে নিখরচায় অনলাইন)।

কালডোর, মেরি, গ্লোবাল সিভিল সোসাইটি: এন আনসার টু ওয়ার (২০০৩)।

কেলি, ক্যাথি, অন্যান্য জমিদের স্বপ্ন আছে: ফ্রম বাগদাদ টু পেকিন প্রিজন (২০০৫)।

লেডেরাক, জন পল, বিল্ডিং পিস: বিভক্ত সমাজে টেকসই পুনর্মিলন (১৯৯৭)।

লেডেরাক, জন পল, দ্য নৈতিক কল্পনা: আর্ট অ্যান্ড সোল অফ বিল্ডিং পিস (২০০৫)।

মাহুনি, লিয়াম, এবং লুইস এনরিক এউউরেন, নিরস্ত্র দেহরক্ষী: হিউম্যান রাইটস প্রটেকশন এর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (১৯৯৭)।

মার, অ্যান্ড্রু, শান্তির জন্য সরঞ্জাম: সেন্ট বেনিডিক্ট এবং রেনে গিরার্ডের আধ্যাত্মিক ক্রাফ্ট (২০০৭)।

মিশে, প্যাট্রিসিয়া এম, এবং মেলিসা মের্কলিং, এডি।, একটি বিশ্ব সভ্যতার দিকে? দি কন্ট্রিবিউশন অব রিলিজিয়ন (২০০১)।

মাইয়ার্স, উইনস্লো, লিভিং বেয়ন্ড ওয়ার। অ্যা সিটিজেনস গাইড (২০০৯)।

নাগলার, মাইকেল, দ্য সার্চ ফর অ্যা ননভায়োলেন্ট ফিউচার (২০০৪)।

নেলসন-প্যালমিয়ার, জ্যাক, অথেনটিক হোপ: এটি হ'ল দ্য ওয়ার্ল্ডের সমাপ্তি হিসাবে আমরা এটি জানি তবে নরম ল্যান্ডিংগুলি সম্ভাব্য (২০১২)।

পিলিসুক মার্ক, এবং জেনিফার অ্যাকর্ড রাউন্ট্রি, হিংসাত্মক স্ট্রাকচারের স্ট্রাকচার: যিনি গ্লোবাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড ওয়ার (২০১৫) থেকে উপকৃত হন।

ওডিয়া, জেমস, কৃষিকাজ শান্তি: একবিংশ শতাব্দীর শান্তি রাষ্ট্রদূত হওয়া (২০১২)।

রিকিগালিয়ানো, রব, মেকিং পাস্ট লাস্ট: টেকসই পিসাবিল্ডিংয়ের জন্য একটি টুলবক্স (২০১২)।

শোয়ার্টজবার্গ, জোসেফ ই।, জাতিসংঘের সিস্টেমের রূপান্তরকরণ (২০১৩)।

শার্প, জিন, ওয়েজিং অহিংস লড়াই (২০০৫)।

শার্প, জিন, অহিংস কর্মের রাজনীতি (১৯৭৩)।

শার্প, জিন, সিভিলিয়ান-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা: একটি পোস্ট-মিলিটারি অস্ত্র সিস্টেম (১৯৯০)।

শিফার্ড, কেন্ট, যুদ্ধ থেকে শান্তিতে: এ গাইড টু দ্য নেক্সট হান্ড্রেড ইয়ারস (২০১১)।

সলোমন, নরম্যান। যুদ্ধ সহজতর করা: কীভাবে রাষ্ট্রপতি এবং পন্ডিতরা আমাদের মৃত্যুর দিকে ঘুরান (২০১০)।

সোমলাই, অ্যান্টন, পিস ভিগিল: লিভিং উইদাউট হেজিটেশন (২০০৯)।

সোয়ানসন, ডেভিড, যুদ্ধ আর নেই: দ্যা কেস ফর অ্যাবোলিশন (২০১৩)।

সোয়ানসন, ডেভিড, হোয়েন দ্যা ওয়ার্ল্ড আউটলড ওয়ার (২০১১)।

Swanson, David, ওয়ার ইজ এ লাই (২য় সংস্করণ, ২০১৬)।

Thompson, J. Milburn, জাস্টিস অ্যান্ড পিস: এ ক্রিস্চিয়ান প্রাইমার (২০০৩)।

Vine, David। বেস নেশন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বেসগুলি বিদেশে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ আমেরিকা এবং বিশ্বকে। (2015)

Williams, Jody, Goose, Stephen., & Wareham, Mary। ব্যানিং ল্যান্ডমাইনস: ডিসআর্মামেন্ট, সিটিজেন ডিপ্লোম্যাসি, অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি (২০০৮)।

মুভিজ

একটি সাহসী শান্তি

একটি শক্তি আরও শক্তিশালী

একটি স্বৈরশাসককে পতন করা

কমলা বিপ্লব

শয়তানকে নরকে ফিরে নিয়ে যাও

শান্তির মূল্য প্রদান করা

ডিবাঙ্কিং মিথস অফ ওয়ার (হ্যান্ডআউট)

যুদ্ধ মিথ্যা তথ্যের ব্যাপক বিশ্বাস এবং যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণত মিথ্যা ধারণাগুলি বা মিথগুলিতে মিথ্যা তথ্য সংগ্রহ থেকে সমর্থন এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এটি একটি সুসংবাদ, কারণ এর অর্থ আমরা আদর্শ বা বিশ্বদর্শন দ্বারা বিভক্ত নই। বরং আমরা যদি সঠিক তথ্য সম্পর্কে আরও বিস্তৃত সচেতনতা অর্জন করতে পারি তবে আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত চুক্তিটি খুঁজে পাব।

World BEYOND War যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ ভ্রান্তকাহিনী এবং এগুলির সত্য উন্মোচনকারী তথ্যের একটি তালিকা রক্ষা করে। আমরা কয়েকটি বিভাগগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাই যা নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মধ্যে আসে - যুদ্ধ ১) অনিবার্য, ২) প্রয়োজনীয়, ৩) উপকারী এবং ৪) যথাযথ।

নীচে একটি সংক্ষেপিত পৌরাণিক কাহিনী এবং ফ্যাক্ট উত্তর পত্র যা পয়েন্টগুলি কথা বলার জন্য এবং একটি মৌলিক আলোচনার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দুর্দান্ত। আপনি এখানে আমাদের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের যুক্তিগুলি খুঁজে পেতে পারেন: https://worldbeyondwar.org/myths/

রূপকথা: যুদ্ধ নির্মূল করা অসম্ভব।

বাস্তবতা: এটি নির্ধারণবাদের কাছে প্রাণঘাতীভাবে জমা দেওয়া, বিশ্বাস করা যে আমরা মানুষ আমাদের ইতিহাস তৈরি করে না তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাহিনীর অসহায় শিকার, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। প্রকৃতপক্ষে, একসময় বলা হয়েছিল যে আইনানুগ দাসত্ব, দ্বন্দ্ব, রক্তবুদ্ধি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যে তাদের সময়ের সমাজগুলিতে গভীরভাবে এমবেড ছিল, তাদের রীতি বাতিল করা অসম্ভব, এখন যদি ইতিহাসের ডাস্টবিনে পুরোপুরি না থাকে তবে বিশ্বব্যাপী বোঝা গেল অপসারণযোগ্য। যুদ্ধ একটি সামাজিক আবিষ্কার, মানুষের অস্তিত্বের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। এটি একটি পছন্দ, প্রকৃতির কোনও আইন দ্বারা আরোপিত কিছু নয়।

মিথ: যুদ্ধ আমাদের জিনে আছে।

বাস্তবতা: যদি এটি সত্য হয় তবে সমস্ত সমাজ সর্বকালে যুদ্ধ চালাচ্ছিল, যা আমরা জানি যে ঘটনাটি এটি নয়। অতি সাম্প্রতিক ৬,০০০ বছরের সময়কালে যুদ্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হয়েছে এবং কিছু কিছু সমাজ যুদ্ধ জানে না। কেউ কেউ এটি জেনে ফেলে এবং পরে তা ত্যাগ করে। বেশ কয়েকটি দেশ কোন সেনা না থাকার জন্য বেছে নিয়েছে। যুদ্ধ একটি জৈবিক ঘটনা নয়, একটি সামাজিক।

মিথ: যুদ্ধ "প্রাকৃতিক।"

বাস্তবতা: যুদ্ধে মানুষকে হত্যা করা খুব কঠিন। তাদের বন্দুক গুলি চালানোর জন্য এমনকি তাদের মনস্তাত্ত্বিক কন্ডিশনিংয়ের প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয় এবং প্রায়শই তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা ট্রমাজ হয় এবং ট্রমাটিক পরবর্তী স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভোগেন। লড়াইয়ের বহু প্রবীণরা রাসায়নিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং অনেকে আত্মহত্যা করে, তারা যা করেছে তার সাথে বেঁচে থাকতে অক্ষম। গণহত্যা আমাদের প্রকৃতির অংশ নয় — একেবারে বিপরীত সত্য।

মিথ: আমাদের সবসময় যুদ্ধ ছিল।

বাস্তবতা: যুদ্ধ মানুষের অস্তিত্বের শেষ পাঁচ শতাংশের আবিষ্কার। প্রত্নতত্ত্ববিদ ৪,০০০ বি.সি.ই. এর আগে অস্ত্র বা যুদ্ধদেবতা বা প্রভাবশালী সমাজের খুব কম প্রমাণ খুঁজে পায়।

পৌরাণিক কাহিনী: সম্পদ ঘাটতি, পরিবেশ সংকট, বেশি জনসংখ্যা ইত্যাদির মতো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সংকটগুলির কারণে যুদ্ধ অনিবার্য।

বাস্তবতা: মানুষ যুক্তিযুক্ত আচরণে সক্ষম। যুদ্ধ সর্বদা একটি পছন্দ এবং অন্য পছন্দগুলি সর্বদা সম্ভব যদি মানুষ তাদের জিনগতভাবে অনুমোদিত কল্পনা এবং উদ্ভাবন ব্যবহার করে। অহিংস প্রতিরোধের সর্বদা একটি পছন্দ, যেমনটি আলোচনা, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং আগ্রাসনের আরও অনেক প্রতিক্রিয়া।

মিথ: আমরা একটি সার্বভৌম জাতি।

বাস্তবতা: সার্বভৌমত্ব এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যে কোনও মানুষ নিজের চারপাশে একটি লাইন আঁকতে পারে এবং যুদ্ধে একটি শেষ উপায় হিসাবে তাদের জাতির মধ্যে প্রবেশ করতে চায় না এমন কিছু রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সীমানাগুলি এখন পুরোপুরি প্রবেশযোগ্য। আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ধারণা এবং তথ্য, রোগের জীব, উদ্বাস্তু এবং অভিবাসী, অর্থনৈতিক প্রভাব, নতুন প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সাইবার-আক্রমণ, এবং চলচ্চিত্র এবং সংগীতের ট্রেন্ডগুলির মতো সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি কেউ রাখতে পারে না। তদুপরি, বেশিরভাগ দেশ মোটেই সমজাতীয় নয় তবে অত্যন্ত মিশ্র জনসংখ্যা রয়েছে।

মিথ: আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে যুদ্ধে যাই।

বাস্তবতা: "অপরাধ" থেকে "প্রতিরক্ষা" আলাদা। প্রতিরক্ষার অর্থ হ'ল আগ্রাসনের বিরোধিতা হিসাবে একের সীমানাকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, যা তাদের আক্রমণ করার জন্য অন্য জাতির সীমানা অতিক্রম করে। বিশ্বজুড়ে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন আপত্তিকর এবং এটি প্রতিরোধমূলক, প্রতিকূলতা এবং হুমকিকে উচ্ছেদ করার পরিবর্তে উদ্দীপিত করে। এটি আমাদের কম সুরক্ষিত করে তোলে। একটি প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ভঙ্গিতে কেবল একটি উপকূলরক্ষী, সীমান্ত টহল, বিমান বিরোধী অস্ত্র এবং আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম অন্যান্য বাহিনী থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান "প্রতিরক্ষা ব্যয়" বিশ্বব্যাপী সামরিক শক্তি প্রজেক্টের জন্য প্রায় সম্পূর্ণ: অপরাধ, প্রতিরক্ষা নয়।

"তবে এই শব্দটির যদি কোনও অর্থ থাকে তবে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ তৈরি বা আক্রমণাত্মক সামরিকবাদকে ঢাকতে এটি বাড়ানো যায় না। যদি 'প্রতিরক্ষা' বলতে 'অপরাধ' ব্যতীত অন্য কিছু বোঝানো হয়, তবে অন্য জাতিকে আক্রমণ করা 'যাতে তারা প্রথমে আমাদের আক্রমণ করতে না পারে' বা 'বার্তা পাঠাতে' বা 'শাস্তি দিতে কোনও অপরাধ প্রতিরক্ষামূলক নয় এবং প্রয়োজনীয় নয়।"

- ডেভিড সোয়ানসন (লেখক, আন্দোলন কর্মী)

মিথ: কিছু যুদ্ধ "ভাল" যুদ্ধ; উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ঘটনা: এটি সত্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিষ্ঠুর শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তবে এটি দৃঢ়তার সাথে বলতে গেলে "ভাল" এর একটি কৌতূহল সংজ্ঞা ব্যবহার করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শহরগুলি এবং তাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক ধনগুলির অভূতপূর্ব ধ্বংস হয়েছিল, প্রচুর পরিবেশ দূষণে অভূতপূর্ব অনুপাতের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে এবং ১০০০ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, কয়েক মিলিয়ন অন্যের প্রতিবন্ধকতা এবং স্থানচ্যুত হয়েছে, দুটি নতুন পরাশক্তির জন্ম, এবং পারমাণবিক সন্ত্রাসের যুগে প্রবেশ। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উভয় পক্ষের পূর্ববর্তী বছর এবং দশকগুলিতে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প ছিল যা যুদ্ধ এড়ানো যেত।

পৌরাণিক কাহিনী: "ন্যায়বিচারের মতবাদ"

বাস্তবতা: ন্যায়বিচারের মতবাদ, অর্থাত্, শান্তির পক্ষে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সাধারণ আদেশ নিষেধ সত্ত্বেও একটি যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত বলা হয়, চতুর্থ শতাব্দীর সি.ই. থেকে শুরু করে শান্তিকতাবাদের প্রচলিত খ্রিষ্টান অনুশীলনকে প্রত্যাখ্যান করা। এই

মতবাদটি বলেছিল যে যুদ্ধে যেতে হলে অনেক মানদণ্ডকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছিল, সহ যুদ্ধকে যুদ্ধের আনুপাতিক উপায়ে লড়াই করতে হয়েছিল (ধ্বংসের কুফল যুদ্ধে না যাওয়ার কুফলকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না) এবং বেসামরিক লোকেরা ছিল কখনও আক্রমণ করা হবে না। বিশাল বিমান হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হত্যা করা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিশাল মরণচঞ্চল সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক অস্ত্র (এমনকি তথাকথিত "স্মার্ট বোমা") দেওয়া নিরীহ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, এবং অন্যান্য যুদ্ধাহতকে হত্যা না করে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এই অশুভ "জামানত ক্ষতি" বলা এটির জন্য ব্যতিক্রম করে না - এটি কেবল একটি প্রতারণামূলক কৌতুক দিয়ে বর্ণনা করে। অবশেষে, অহিংস প্রতিরক্ষার এখন-প্রমাণিত বিকল্প অত্যাচার ও আগ্রাসনের প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে যা লক্ষ লক্ষ জীবন বিনষ্ট না করে ন্যায় যুদ্ধের সমস্ত মানদণ্ডকে সন্তুষ্ট করে এবং সভ্যতাকে মূল "খ্রিস্টান" মূল্যবোধে ফিরিয়ে দেয় এমন একটি প্রতিক্রিয়া। কোনও যুদ্ধ পরম শেষ অবলম্বনের শর্ত পূরণ করতে পারে না। গত বিশ বছরের যুদ্ধে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি ছিল মধ্য প্রাচ্যের বাইরে তেলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা এবং আমরা দেখেছি, তথাকথিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" কেবল আরও সন্ত্রাসবাদী সৃষ্টি করেছে। তবে যুদ্ধের স্থায়ী রাষ্ট্র যুদ্ধ নির্মাতারা এবং সরবরাহকারীদের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর পক্ষে উপকৃত হয় এবং নাগরিক স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করার অজুহাত হিসাবে কাজ করে।

মিথ: যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রস্তুতি শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে।

বাস্তবতা: প্রাচীন রোমানরা বলেছিলেন, "আপনি যদি শান্তি চান তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।" তারা যা পেয়েছিল তা যুদ্ধের পরে যুদ্ধ ছিল যতক্ষণ না এটি তাদের ধ্বংস করে দেয়। রোমানরা "শান্তি" হিসাবে বিবেচিত যা অসহায়দের উপর বিজয়ী হয়েছিল, যেমনটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ঘটেছিল, যখন একজন পর্যবেক্ষক বলেছিলেন যে এটি শান্তি নয়, কেবল বিশ বছর স্থায়ী যুদ্ধ ছিল, যা কেস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। যুদ্ধ করা বিরক্তি, নতুন শত্রু, অবিশ্বাস এবং আরও যুদ্ধের সৃষ্টি করে। যুদ্ধের প্রস্তুতি অন্য দেশগুলিকে অনুভব করে যে তাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাই একটি জঘন্য বৃত্ত তৈরি হয়েছিল যা যুদ্ধ ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে তোলে।

মিথ: যুদ্ধ আমাদের নিরাপদ করে তোলে। যুদ্ধ অন্যায় ও রক্তাক্ত হতে পারে তবে শেষ পর্যন্ত তা আমাদের নিরাপদ করে তোলে। অনুচ্ছেদ: "স্বাধীনতার দাম রক্ত।"

বাস্তবতা: যুদ্ধ সবাইকে কম সুরক্ষিত করে। পরাজয়কারীরা হেরে যায়, বিজয়ীরা হেরে যায় এবং সমস্ত বেঁচে যাওয়ারাও হেরে যায়। আসলে, আধুনিক যুদ্ধে কেউ জিততে পারে না। উভয় পক্ষেই অনেককে হত্যা করা হয়। যদি সুযোগসইভাবে "বিজয়ীরা" পরাজয়কারীদের জমিতে যুদ্ধ করে তবে বিজয়ীরা তবুও অনেককে হত্যা করেছে, তাদের নিজস্ব নাগরিকদের উপকারে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এবং বিষাক্ত মুক্তির মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে কলুষিত করে। "বিজয়ী যুদ্ধ" ভবিষ্যতের অস্ত্র দৌড় এবং অস্থিতিশীলতার পথ প্রশস্ত করে, যা পরবর্তী যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে। যুদ্ধ কেবল কার্যকর হয় না।

মিথ: সন্ত্রাসীদের হত্যা করার জন্য যুদ্ধ করা জরুরি।

বাস্তবতা: যুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনী আমাদের বলে যে আমাদের "যুদ্ধ" (যে "আমরা" সেগুলি) আমাদের এবং আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য দুষ্ট লোকদের হত্যা করতে হবে। আসলে, কিছু "সন্ত্রাসী" নিহত হওয়ার সময়, ধনী দেশগুলির দ্বারা সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলি নিরীহ এবং সাধারণ বাসিন্দাদের একতরফা বধ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করার সময় আরও সন্ত্রাসী তৈরির কাজ শেষ করে। সন্ত্রাসবাদ বা আগ্রাসনের প্রতি সহিংস প্রতিক্রিয়া বাছাইয়ের পরিবর্তে, যা কেবল একটি সংঘাতের সমস্যার লক্ষণ মাত্র, এই রোগের কারণগুলি সংঘাতের কারণ হিসাবে সন্ধান করা আরও বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষত, ইতিহাস এবং দ্বন্দ্ব ও

বৈরিতা তৈরিতে আপনার জাতি কী ভূমিকা নিতে পারে তা সম্পর্কে আরও কার্যকর এবং যাতে সমস্যার মূলের সাথে মোকাবিলা করা যায়। অন্যথায়, একটি সহিংস প্রতিক্রিয়া কেবল দ্বন্দ্বকে স্থায়ী করে এবং আরও বাড়িয়ে তোলে।

মিথ: যুদ্ধ অর্থনীতির পক্ষে ভাল এবং যুদ্ধ নির্মাতাদের উপকার করে।

বাস্তবতা: যুদ্ধ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি একটি অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়। কিছু লোকের যুক্তি ছিল যে এটি ২য় বিশ্বযুদ্ধ যা পশ্চিম বা যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্দান্ত হতাশার হাত থেকে মুক্ত করেছিল। আসলে, এটি ছিল সরকারের ঘাটতি ব্যয় যা অর্থনীতির পুনঃসূচনা করেছিল। এই ব্যয়টি যুদ্ধের উত্পাদন হিসাবে ঘটেছিল, যেগুলি তখন ব্যবহার করা হয় অর্থনৈতিক মূল্যকে ধ্বংস করে দেয়। ব্যয়টি অর্থনৈতিক পণ্যগুলির জন্য যেতে পারত যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছিল। এটি সুস্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় করা এক ডলার যুদ্ধের শিল্পে ব্যয় করা একই ডলারের চেয়ে বেশি কাজ করে, এবং ডলারের ব্যবহারের মূল্য (বোমার পরিবর্তে) যেমন রাস্তা পুনর্নির্মাণ বা সবুজ শক্তি স্থাপনের জন্য ব্যয় করা সাধারণের জন্য সরবরাহ করে ভাল। ডলারের তেলের প্রবাহ বজায় রাখতে ব্যয় হয়েছে, সামরিক জন্য (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, 340,000 ব্যারেল একদিন) এবং অ-সামরিক ব্যবহার, এমন একটি ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যা পরিবেশকে সক্রিয়ভাবে ধ্বংস করছে।

কেলগ-ব্রিয়ান্ড প্যাক্ট ১৯২৮ (হ্যান্ডআউট)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য শক্তির মধ্যে চুক্তি জাতীয় নীতির একটি সরঞ্জাম হিসাবে যুদ্ধ ত্যাগের ব্যবস্থা করে। ১৯২৮ সালের ২৭ আগস্ট প্যারিসে স্বাক্ষরিত; সেনেট কর্তৃক অনুমোদনের পরামর্শ, জানুয়ারী ১৬, ১৯২৯; রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত, ১৭ জানুয়ারী, ১৯২৯; ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডার ডোমিনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, আইরিশ ফ্রি স্টেট, ইতালি, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন কর্তৃক ওয়াশিংটনে জমা দেওয়া অনুমোদনের সরঞ্জামগুলি ২ মার্চ, ১৯২৯: পোল্যান্ড দ্বারা ২৬ শে মার্চ, ১৯২৯; বেলজিয়াম, মার্চ ২৭, ১৯২৯; ফ্রান্স দ্বারা, ২২ এপ্রিল, ১৯২৯; জাপান, ২৪ জুলাই, ১৯২৯ দ্বারা; ঘোষিত, ২৪ জুলাই, ১৯২৯।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দ্বারা।
একটি প্রস্তাব।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, জার্মান রেখের রাষ্ট্রপতি, মহামান্য বেলজিয়ানদের রাজা, ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, মহামহিম গ্রেট ব্রিটেনের রাজা, আয়ারল্যান্ড এবং এর বাইরেও ব্রিটিশ আধিপত্যের মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে সমুদ্র, ভারতের সম্রাট, মহিমান্বিত ইতালির রাজা, মহামহিম জাপানের সম্রাট, পোল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি জাতীয় নীতির একটি সরঞ্জাম হিসাবে যুদ্ধ ত্যাগের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যারিসে আগস্টের সাতাশতম দিনে তাদের নিজ নিজ প্লেনিপোটেন্টিনিয়ার্স কর্তৃক সমাপ্ত ও স্বাক্ষরিত, এক হাজার নয়শ আটশো আটটি, চুক্তিটির মূলটি ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় থাকার কারণে, শব্দটির শব্দ নিম্নরূপ:

মানবজাতির কল্যাণে প্রচার করার তাদের একান্ত কর্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে বোধগম্য;

রাজী হয়েছিলেন যে এমন সময় এসে গেছে যখন জাতীয় নীতির হাতিয়ার হিসাবে যুদ্ধের স্পষ্ট ত্যাগের অবসান ঘটাতে হবে যাতে তাদের জাতির মধ্যে বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে;

একমত যে, একে অপরের সাথে সম্পর্কের সমস্ত পরিবর্তন কেবল প্রশান্তিমূলক উপায়েই অনুসন্ধান করা উচিত এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার পরিণতি হতে হবে এবং পরবর্তীকালে যে কোনও স্বাক্ষরকারী শক্তি যুদ্ধের অবলম্বনে তার জাতীয় স্বার্থ প্রচারের চেষ্টা করবে তা অস্বীকার করা উচিত এই চুক্তি দ্বারা গৃহীত সুবিধাগুলি;

আশাবাদী যে, তাদের উদাহরণ দ্বারা উত্সাহিত হয়ে বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত জাতি এই মানবিক প্রয়াসে যোগ দেবে এবং বর্তমান চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই তাদের জনগণকে এর সুবিধাভোগী বিধানের আওতায় আনবে, এভাবে সভ্যদের একত্রিত করবে তাদের জাতীয় নীতির একটি সরঞ্জাম হিসাবে যুদ্ধের একটি সাধারণ ত্যাগে বিশ্বের জাতিসমূহ;

একটি চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে লক্ষ্যে তাদের নিজ নিজ হিসাবে নিযুক্ত করেছে

গ্রাহকরা:
জার্মানি রিখের রাষ্ট্রপতি:
ডঃ গুস্তাভ স্ট্রেসম্যান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী;

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট:
মাননীয় ফ্র্যাঙ্ক বি। কেল্লগ, সেক্রেটারি অফ স্টেট;

তাঁর মহিমা বেলজিয়ানদের রাজা:
মিঃ পল এইচআইএমএনএস, বিদেশমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী;

ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি:
জনাব অ্যারিস্টেড ব্রিন বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী;

তাঁর মেজ্রিটি ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড এবং সমুদ্র, ভারতের সম্রাটের মধ্যে ব্রিটিশ আধিপত্যের কিং:
গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশ যা পৃথক নয়

লীগ অব নেশনস এর মেম্বারসমূহ:
মাননীয় লর্ড কুশেনডান, ল্যাঙ্কাস্টারের দুচি চ্যান্সেলর, বিদেশ বিষয়ক রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত-সেক্রেটারি;

দ্য ডোমিনিয়ন অফ কানাডার পক্ষে:
The Right Honourable William Lyon MACKENZIE KING, প্রাইম মিনিস্টার এবং মিনিস্টার ফর এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স;

কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে:
The Honourable Alexander John McLACHLAN, এক্সিকিউটিভ ফেডারেল কাউন্সিলের সদস্য;

ডোমিনিয়ন অফ নিউজিল্যান্ডের পক্ষে:
The Honourable Sir Christopher James PARR গ্রেট ব্রিটেনে নিউজিল্যান্ডের হাই কমিশনার;

ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকার পক্ষে:
The Honourable Jacobus Stephanus SMIT, গ্রেট ব্রিটেনে ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকার হাই কমিশনার;

আইরিশ ফ্রি স্টেটের পক্ষে:
Mr. William Thomas COSGRAVE, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট;

ভারতের পক্ষে:
The Right Honourable Lord CUSHENDUN, ডাচি ল্যাংক্যাস্টারের চ্যান্সেলর, স্টেট ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্সের কার্যকারী সেক্রেটারি;

হিজ ম্যাজেস্টি দ্য কিং অফ ইতালি:
Count Gaetano MANZONI, হিজ অ্যাম্বাসেডর এক্সট্রাঅর্ডিনারি অ্যান্ড প্লেনিপোটেনশিয়ারি অ্যাট প্যারিস।

হিজ ম্যাজেস্টি দ্য এম্পেরর অফ জাপান:
Count UCHIDA, প্রিভি কাউন্সেলর;

দ্য রিপাবলিক অফ পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট:
Mr. A. ZALESKI, মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স;

দ্য চেকোস্লোভাক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট:
Dr Eduard BENES, মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স;

যারা একে অপরের সাথে তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে যোগাযোগ করেছে তারা নিম্নলিখিত নিবন্ধগুলিতে একমত হয়েছে বলে জানিয়েছে:

অনুচ্ছেদ ১

দ্য হাই কন্ট্রাকটিং পার্টিস তাদের নিজ নিজ লোকদের নামে একান্তভাবে ঘোষণা করে যে তারা আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি সমাধানের জন্য যুদ্ধের পথ অনুসরণকারীদেরকে নিন্দা করে এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতির একটি সরঞ্জাম হিসাবে ত্যাগ করে।

অনুচ্ছেদ ২

দ্য হাই কন্ট্রাকটিং পার্টিস সম্মত হয় যে সমস্ত বিবাদ ও দ্বন্দ্ব তা প্রকৃতির অথবা যে কোনও উৎস থেকেই হোক না কেন যা তাদের মাঝে উদ্ভূত হতে পারে সেগুলির মীমাংসা অথবা সমাধান কখনই প্রশান্তিমূলক উপায় ছাড়া চাওয়া হবে না।

অনুচ্ছেদ ৩

বর্তমান চুক্তিটি তাদের নিজ সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাবনা অনুসারে নামযুক্ত দ্য হাই কন্ট্রাকটিং পার্টিস দ্বারা অনুমোদিত হবে এবং ওয়াশিংটনে তাদের অনুমোদনের বেশ কয়েকটি উপকরণ জমা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে তা কার্যকর হবে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে নির্ধারিত উল্লেখ অনুসারে এই চুক্তিটি যখন থেকে কার্যকর হওয়া শুরু করেছে, তখন থেকে জগতের অন্যান্য ক্ষমতাগুলি অনুসরণের জন্য যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ উন্মুক্ত থাকবে। প্রতিটি উপকরণ যা ক্ষমতার আনুগত্য প্রমাণ করে তা ওয়াশিংটনে জমা দেওয়া হবে এবং এই আমানতের উপর চুক্তিটি তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়ে উঠবে যেমন ক্ষমতা এবং একইভাবে অন্যান্য ক্ষমতাবান দলগুলির মধ্যে সংযুক্তি রয়েছে।

চুক্তিটির একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি সহ প্রতিটি উপকরন অনুমোদন অথবা আনুগত্যের দ্বারা যার মাধ্যমে প্রস্তাবনায় নামযুক্ত প্রতিটি সরকার এবং পরবর্তীকালে যোগদানকারী প্রতিটি সরকারকে এই চুক্তিতে সরবরাহ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কর্তব্য। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিগ্রাফিক বিভাগের দায়িত্ব এই জাতীয় সরকারকে তৎক্ষণাৎ অনুমোদন অথবা আনুগত্যের প্রতিটি উপকরণ জমা দিতে অবহিত করা।

প্লেনিপোটেনটিয়ারিসরা 'ইন ফেইথ হওয়ারঅফ' সম্পর্কিত চুক্তিটি ফরাসি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় সমান বলযুক্ত পাঠ্যপত্রে স্বাক্ষর কোরে এরপর তাদের সীলমোহর সংযুক্ত করেছিল।

এটি উনিশশো আঠাশ সালের আগস্টের সাতাশ তম দিনে প্যারিসে সম্পন্ন হয়।

[সিল] GUSTAV STRESEMANN
[সিল] FRANK B KELLOGG
[সিল] PAUL HYMANS
[সিল] ARI BRIAND
[সিল] CUSHENDUN
[সিল] W. L. MACKENZIE KING
[সিল] A J MCLACHLAN
[সিল] C. J. PARR
[সিল] J S. SMIT
[সিল] LIAM T.MACCOSGAIR
[সিল] CUSHENDUN
[সিল] G. MANZONI

[সিল] UCHIDA
[সিল] AUGUST ZALESKI
[সিল] DR EDWARD BENES

আমেরিকার সরকারের কাছে জমা দেওয়া স্বাক্ষরিত আসলটির সত্যিকারের অনুলিপি হিসাবে প্রত্যয়িত।

ফ্রাঙ্ক বি. কেল্লগ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র সচিব

যেহেতু উল্লিখিত চুক্তিতে এটি নির্ধারিত হয়েছে যে উক্ত চুক্তি অনুসারে উচ্চ চুক্তিকারী দলগুলি তাড়াতাড়ি কার্যকর ভাবে অনুমোদনের বেশ কয়েকটি উপকরণ ওয়াশিংটনে জমা দিবে;

এবং যেহেতু উক্ত চুক্তিটি সমস্ত উচ্চ চুক্তিকারী পক্ষের অংশগুলিতে যথাযথভাবে অনুমোদন করা হয়েছে এবং ১৯২৯ সালের ২৪ শে জুলাই সর্বশেষ তাদের অনুমোদনের বিভিন্ন সরঞ্জাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে;

অতএব এখন, এই কথাটি জেনে রাখুন যে আমি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হারবার্ট হুভার উক্ত চুক্তিটিকে জনসম্মুখে প্রকাশ করিয়ে দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর নাগরিকদের দ্বারা এর একই এবং প্রত্যেকটি নিবন্ধ এবং ধারা যথাযথভাবে পালন এবং পরিপূর্ণ করা হবে।

সাক্ষী হিসাবে আমি এই নথিতে আমার হাত রাখছি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীল লাগিয়ে দিয়েছি।

ওয়াশিংটন শহরে জুলাই এর চব্বিশতম দিনে আমাদের প্রভুর বছরে এক হাজার নয়শো উনত্রিশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার একশো চুয়ান্নতম দিনে সম্পন্ন হয়

হারবার্ট হুভার
রাষ্ট্রপতির দ্বারা:
হেনরি এল স্টিমসন
রাষ্ট্র সচিব

রাষ্ট্র বিভাগ দ্বারা নোট

সংযুক্ত দেশগুলি

১৯২৯ সালের ২৪ শে জুলাই এই চুক্তি কার্যকর হলে, ওয়াশিংটনে জমা দেওয়া সমস্ত ক্ষমতাবান স্বাক্ষরকারীর অনুমোদিত যন্ত্রগুলি নিম্নলিখিত দেশগুলি সুনির্দিষ্ট আনুগত্যের সরঞ্জামাদি জমা করে রাখার কারণে এটির দলে পরিণত হয়:

আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, চীন, কিউবা, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, মিশর, এস্তোনিয়া, ইথিওপিয়া, ফিনল্যান্ড, গুয়াতেমালা, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, লাটভিয়া, লাইবেরিয়া, লিথুয়ানিয়া, নেদারল্যান্ডস, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পানামা, পেরু, পর্তুগাল, রুমানিয়া, রাশিয়া, সার্বের কিংডম, ক্রোয়েটস এবং স্লোভেনিজ, সিয়াম, স্পেন, সুইডেন, তুরস্ক

২৪শে জুলাই, ১৯২৯ এর পরে অতিরিক্ত সংযুক্তি জমা হয়। পার্সিয়া, ২ জুলাই, ১৯২৯; গ্রীস, ৩ আগস্ট, ১৯২৯; হন্ডুরাস, ৬ আগস্ট, ১৯২৯; চিলি, ১২ আগস্ট, ১৯২৯; লাক্সেমবার্গ ১৪ আগস্ট, ১৯২৯; ডানজিগ, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯; কোস্টা রিকা, অক্টোবর ১, ১৯২৯; ভেনিজুয়েলা, ২৪ অক্টোবর, ১৯২৯।

উৎস:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর সংবিধি
ভলিউম ৪৬, অংশ ২, পৃষ্ঠা ২৩৪৩

পিছনের প্রচ্ছদ:

World BEYOND War *একটি গ্লোবাল সিকিউরিটি সিস্টেম: এন অলটারনেটিভ টু ওয়ার (এজিএসএস)* সরবরাহ করতে পেরে আনন্দিত।এজিএসএস তিনটি বিস্তৃত, আন্তঃসংযুক্ত কৌশলগুলিতে নিহিত যুদ্ধের সমাপ্তির একটি নীলনকশা সরবরাহ করে: ১) সুরক্ষা অপসারণ করা, ২) সহিংসতা ছাড়াই সংঘর্ষ পরিচালনা, এবং ৩) শান্তির সংস্কৃতি তৈরি করা। আমাদের বই প্রকাশিত হওয়ার পরেও বিশ্ব থামবে না: যেমন অগ্রগতি হচ্ছে যুদ্ধ এখনও তেমনি চলছে। এজিএসএস একটি সমকালীন নথি: প্রতিটি সংস্করণ উদীয়মান উদ্বেগগুলির দিকে নজর দেয় এবং যুদ্ধের অবসানে প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত বিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে।